বিজ্ঞাপন।

শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ভক্তিশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী এরূপ গ্রন্থ, সংস্কৃতশাস্ত্রভাণ্ডারেও দুষ্প্রাপ্য। সংস্কৃতশাস্ত্রের মধ্যে নারদভক্তিসূত্র, নারদপঞ্চরাত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র প্রভৃতি চারি পাঁচখানিমাত্র ভক্তিসম্বন্ধে মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যসূত্রই জ্যেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। এই শাণ্ডিল্যসূত্রের অনেকগুলি ভাষ্য আছে। তন্মধ্যে স্বপ্নেশ্বরের ভাষ্যের সহিত মূলগ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অপর ভাষ্যগুলি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের দ্বারা প্রকাশিত, ভবদেবের এই অভিনব ভাষ্য, বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট সম্পূর্ণই অভিনব। ইহা এ পর্য্যন্ত অন্য কোন ভাষায় অনূদিতও হয় নাই, প্রকাশিতও হয় নাই।

প্রায় পাঁচবৎসর অতীত হইল, সে সময়ে তমোলুকের অন্যতম মুন্সেফীপদে অধিরূঢ় শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ ঘোষাল মহাশয়, এই ভবদেবের ভাষ্যের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি ঐ সময় তমোলুকে গিয়াছিলাম, পূর্ব্বসুকৃতি প্রভাবে শ্রীযুক্ত উমানাথ বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহার মত সজ্জনের সহিত পরিচয়কে সুকৃতির কার্য্য ভিন্ন আর কি বলিব। তাঁহার সহিত দুই একদিন পরিচয় হইবার পরই একদিন আমি তাঁহার বাসায় গমনকরিলে, তিনি বলিলেন, শাণ্ডিল্যসূত্রের আমি একখানি অভিনব ভাষ্য অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ ভাষ্যখানির নামই অভিনব ভাষ্য। গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভবদেব। স্বপ্নেশ্বরের ভাষ্যের সহিত শাণ্ডিল্যসূত্রের ইংরাজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভবদেবের অভিনব ভাষ্য এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, আর এপর্য্যন্ত ইহার ইংরাজী বা বাঙ্গলা অনুবাদও কেহ করেন নাই। আমি তাই উহার ইংরাজী অনুবাদ করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যে একখানিমাত্র আদর্শপুস্তক আছে, বহুযত্নে, তাহা আনাইয়া একখানি প্রতিলিপি করাইয়া লইয়াছি বটে, কিন্তু ভবদেবের ভাষ্য আমার নিকট দুরূহ বলিয়াই বোধ হইতেছে। আপনি যদি উহার বাঙ্গলা অনুবাদ করেন, তাহা হইলে আমি নিজ ব্যয়ে উহা মুদ্রিত করিব, পুস্তকের সত্ত্ব আপনারই থাকিবে। ঐ বাঙ্গালা হইতে অনায়াসে আমিও ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে পারিব।

তাঁহার তথাবিধ অনুরোধে আমি তৎপরদিন হইতেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, এই পাঁচ বৎসর পরে পুস্তকখানি সহৃদয় পাঠকবর্গের অগ্রে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

মূল শাণ্ডিল্যসূত্র একশতটি সূত্রমাত্র। ভবদেবের ভাষ্য কিছু বিস্তৃত এবং দুরূহ বটে, তাহলেও তাহার অনুবাদকার্য্যে পাঁচ বৎসর অতীত হওয়া অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে। ফলতঃ অনুবাদকার্য্যে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ও নাই। একমাত্র মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যেই এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।

প্রথমে যে প্রেসে ইহা ছাপিতে দেওয়া হয়, তাঁহারা এক বৎসরের মধ্যে দশটি মাত্র ফর্ম্মা ছাপাইয়া কার্য্যটি পরিত্যাগ করেন। কেবল তাহাই নহে, কতকটা কাপিও হারাইয়া দেন। আমরা কাপির নকল রাখি নাই। আবার ঐ অংশের নূতন ক'রে অনুবাদসহ কাপি প্রস্তুত করিলাম। আর একটি প্রেসে কার্য্য দেওয়া হইল। এখানে একবৎসরে চারিটিমাত্র ফর্ম্মা ছাপা হইল; কাপিরও গোলমাল হইল। পুনরায় কাপি প্রস্তুত হইল, তৃতীয় প্রেসে কার্য্য দেওয়া হইল, এখানে ছয়মাসে একটিমাত্র ফর্ম্মা ছাপা হইল, এইরূপে ১৫টি ফর্ম্মা ছাপিতে প্রায় চার বৎসর অতীত হইল। তৎপরে পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেসে কার্য্যটি দেওয়া হইল। এই খানেই মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইল বটে, বিলম্বের কিছু কম হইল না কার্য্যটিতে প্রথম হইতে পদে পদে যেরূপ বিঘ্ন বাধা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে আমি জীবিত থাকিয়া কার্য্যের শেষ যে দেখিতে পাইব, এ আশা একপ্রকার পরিত্যাগই করিয়াছিলাম, এই জন্য পুস্তকখানির একটি রীতিমত প্রস্তাবনা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। যদি শ্রীশ্রীভগবৎ কৃপায় এক্ষণে সে শুভদিন ঘটিল, কিন্তু শরীরের অসামর্থ্যবশত তাহা হইয়া উঠিল না। তবে যে কথাগুলি বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি, তাহাই নীচে বলিব মাত্র।

ভাষ্যকার ভবদেব একজন মৈথিল সদ্‌ব্রাহ্মণ ছিলেন। এবং তিনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই দুইটি কথা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই জানা যায়।

ক্যাটালোগস্ ক্যাটালম্ নামক সংস্কৃতগ্রন্থের সূচী পুস্তকে দেখা যায়, ভবদেব ষড়্দর্শনেই এক একখানি নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফল, তাঁহার এই ভাষ্য গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, তিনি যে ন্যায়, মীমাংসা বেদান্ত, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন এবং সংস্কৃতরচনায় নিরতিশয় নিপুণ ছিলেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি দর্শনের জটিল প্রশ্ন সকলের এরূপ সুবোধভাষায় সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ের উদয় হয়। কিন্তু আমি এমনি অভাগ্যবান্ যে এমন উপাদেয় গ্রন্থখানি মনের মত করিয়া মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত উমানাথ বাবু যে কাপি দিয়াছিলেন, তাহাকে সংস্কৃতকলেজের আদর্শ পুস্তক দেখিয়া বিশুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু সংস্কৃতকলেজের সেই আদর্শ পুস্তকখানিই আগা-গোড়া অশুদ্ধিতে ভরা। অনেক স্থলে ধৃষ্টতা অবলম্বনপূর্ব্বক একটা মনগড়া পাঠের বিন্যাস করিয়া দিয়াছি বটে, কিন্তু অনেক স্থলে আবার ধৃষ্টতা করিবার সংভ্রম না হওয়ায় অসঙ্গতপাঠই রাখিতে হইয়াছে। আর একটি বিশেষ অসুবিধার কথা এই, আমরা ভবদেবের ভাষ্যানুযায়ী মূল গ্রন্থ হস্তগত করিতে পারি নাই, এবং স্বপ্নেশ্বরভাষ্যানুগত মুদ্রিত মূল গ্রন্থ পাইয়া ভাবিয়াছিলাম মূলত একই, এই জন্য ভবদেবের ভাষ্যানুযায়ী মূলগ্রন্থ সংগ্রহ করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনেক স্থলেই ভবদেবের ভাষ্যে যেরূপ সূত্রের প্রতীক উদ্ধৃত হইয়াছে, স্বপ্নেশ্বরের ভাষ্যের সহিত মুদ্রিত সূত্রের সঙ্গে তাহা মেলে নাই। কি করি, যেখানে বিদ্যায় কুলিয়াছে, সে স্থলে ভাষ্যানুগত একটি নূতন সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, আর যেখানে বিদ্যায় কুলায় নাই, সে স্থলে কাযে কাযেই ভবদেবের ভাষ্যও ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। যাহা হউক, বাঙ্গালা অনুবাদে যতদুর বিশদভাবে মূলের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব, সেইরূপ করিতেই যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ আদরের সহিত ইহা গ্রহণ করিলে, আমার শ্রম সফল হইবে। ইতি।

৯।৬ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা,
১ অগ্রহায়ণ, ১৩১২।

শ্রীহৃষীকেশশর্ম্মণঃ।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

প্রথমাধ্যায়ঃ—প্রথমাহ্নিকম্।

ভাষ্যকারকৃতমঙ্গলাচরণম্।

সাকং গোকুলবেশ্মসু প্রকটিতৈর্বৈকুণ্ঠবিশ্রামিভি-
স্তত্তৎ কর্ম্ম করোতি যঃ প্রতিপলং যশ্চিন্ত্যতে বৈষ্ণবৈঃ।
তং স্ফূর্জ্জৎসকলাঙ্গবেদবিলসদ্ব্যাখ্যাতৃভিঃ সংস্তুতং
স্তৌমি স্তব্যযশোনিধিং দিশি দিশি শ্রীদেবকীনন্দনম্॥ ১॥

সকলসকলচঞ্চদ্গোপবালাবলোক-
ব্যতিকরপরিষিক্তোল্লাসিতশ্রীবিলাসম্।

মঙ্গলাচরণের অনুবাদ।

যিনি, গোকুলে গোপগৃহে গোপবালকরূপে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবাসী সহচরগণের সহিত নানাবিধ অদ্ভুত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণ প্রতিপলে, যাঁহার চিন্তা করিয়া থাকে, সাঙ্গ (১) বেদের বিশদব্যাখ্যাতৃগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার মহিমা উদ্গীত হইয়াছে এবং প্রতিদিগন্তে যাঁহার যশোরাশি সঙ্গীত হয়, সেই দেবকী-নন্দনকে বন্দনা করি॥ ১॥

অখিল কলা (২) সম্পন্ন গোপকন্যাগণের সপ্রেম দৃষ্টিসিঞ্চনে যাঁহার শরীরে শ্রী উল্লসিত হইয়াছিল, এবং যাঁহাতে, হাস্যরূপ রসিতের সহিত বাল্যলীলার

---

(১) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এই ছয়টী বেদের অঙ্গ।

(২) কলা—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি প্রকার.

হসিত-রসিত-বল্লবাললীলাতরঙ্গং
প্রণয়পরিণতাম্ভোরাশিমীশং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

গীতাভাগবতাদিষু প্রতিপদং যা স্তূয়তে সর্ব্বতো
যামাসাদ্য মদং ন গচ্ছতি জনঃ সাংসারিকৈর্বস্তুভিঃ।
মুক্তির্যৎপুরতোভিনৃত্যতি নটৈঃ সিদ্ধ্যষ্টকৈরন্বিতা
ভক্তিঃ কাচন সা মুরদ্বিষি মনোবাক্কায়তো জায়তাম্ ॥ ৩ ॥

বক্তুং নাম দ্রষ্টুমেতস্য রূপং
স্প্রষ্টুং চাঙ্ঘ্রিং স্রষ্টুমীহানুরূপম্।
যদ্যৎ কিঞ্চিৎতদর্থং যতোভূৎ
তাদৃক্ প্রেমা কোঽপি গোপাঙ্গনানাম্ ॥ ৪ ॥

তরঙ্গ সকল উত্থিত হইয়াছিল, প্রেমের গভীর সমুদ্রস্বরূপ, (৩) সেই ঈশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

গীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহের অক্ষরে অক্ষরে যে ভক্তি প্রশংসিত হইয়াছে, যে ভক্তিলাভ করিয়া, মনুষ্য, সাংসারিক বস্তুবিষয়ে প্রমত্ত হয় না, যে ভক্তির সম্মুখে অষ্টসিদ্ধিরূপ (৪) নটদিগকে সঙ্গে লইয়া মুক্তি সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কায়মনোবাক্যে আমার তাদৃশ ভক্তি হউক ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপাঙ্গনাদিগের এমনই এক অনির্ব্বচনীয় প্রেম জন্মিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবার জন্যই যেন তাহাদিগের বাগিন্দ্রিয়, তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার নিমিত্তই যেন তাহাদের ত্বগিন্দ্রিয়, এবং তাঁহার অনুকূল কার্য্য করিবার নিমিত্তই যেন তাহাদের চেষ্টা, এইরূপ, তাহাদের সকল বৃত্তিই যেন তাঁহার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছিল (৫) ॥ ৪ ॥

---

(৩) শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-সমুদ্র-রূপে বর্ণন করায়, শ্রীশব্দ শ্লিষ্ট; ইহার অর্থ লক্ষ্মী এবং শোভা, এই জন্যই বাল্যলীলায় তরঙ্গের আরোপ করা হইয়াছে।

(৪) অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং যথাকামাবশায়িতা, যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এই আট প্রকার সিদ্ধি।

(৫) সবৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুকীর্ত্তনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতী চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে।
ইত্যাদি শ্লোক অবলম্বন করিয়াই উক্ত শ্লোকটি রচিত হইয়াছে।

খপ্রদ্যোতন্নবঘনঘনানন্দনন্দাঙ্গনান্তঃ—
ক্রীড়াসক্তৈঃ পরমিত ইতো ধূসরে ধূলিপূরৈঃ ।
ভূয়োভূয়ো ভবতু ভবতাং তাপহৃৎ পাপশান্ত্যৈ
ভক্তির্মুক্তিপ্রিয়সহচরী চারুণি শ্রীপদাব্জে ॥ ৫ ॥
দ্রব্যং নেচ্ছতি, নাপি বাঞ্ছতি গুণং কর্ম্মাণি নাপেক্ষতে
জাতিং নাঞ্চতি নো বিশেষময়তে সম্বন্ধবন্ধোজ্ঝিতা ।
ভাবাভাবকথাং বহিঃ কৃতবতী যা প্রীতিরুজ্জৃম্ভতে
শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবারিজোজ্জ্বলদৃশাং তাং নিত্যমীহামহে ॥ ৬ ॥
গুরুপদকমলানি ধ্যায়মানঃ সমস্তান্
মুররিপুমনুরাগান্মানসাব্জে নিধায় ।

আকাশে শোভমান নবীন মেঘসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম মূর্ত্তি দর্শনেই যেন প্রগাঢ় আনন্দভরে ক্রীড়াসক্তের ন্যায়, নন্দের অঙ্গনমধ্যে ইতস্ততঃ উড্ডীন ধূলি-রাশি দ্বারা ধূসর, শ্রীভগবানের সুচারু চরণকমলে ত্রিতাপহারিণী (৬) ও মুক্তিসহচরী ভক্তি, উৎপন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ তোমাদের পাপরাশি ধ্বংস করুক ॥ ৪ ॥

ব্রজবাসিনী পদ্মনয়নাগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাদৃশ প্রীতি উচ্ছ্বলিত হওয়ায় দ্রব্য, শরীর বা অর্থ অপেক্ষা করে নাই, গুণের দিকে চাহে নাই, ভালমন্দ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই, জাতি অর্থাৎ বংশমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি দেয় নাই, কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের বিচার করে নাই, সম্বন্ধ-বন্ধন একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ভাব ও অভাব চিন্তাকে সর্ব্বপ্রকারে হৃদয়ের বাহিরে রাখিয়াছিল, আমিও নিত্য শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ প্রীতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি (৭) ॥ ৬ ॥

---

(৬) ত্রিতাপ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখ ।

(৭) নব্যন্যায় ও বৈশেষিকদিগের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায়, (৭) অভাব এই সাতটী মাত্র পদার্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতির আশ্রয় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই নয়টী দ্রব্য। গুণ দ্রব্যাশ্রিত ধর্ম্ম, উহা গুরুত্ব, লঘুত্ব, শুক্লাদি রঙ্, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি ২৪ প্রকার কর্ম্ম—ক্রিয়া গমন, উৎক্ষেপণ, অধঃক্ষেপণ, বিসারণ, এবং সঙ্কুচন। সামান্য—জাতি, গোত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি। বিশেষও একপ্রকার ধর্ম্ম যাহা দ্বারা একবস্তু হইতে অপর বস্তুর ভেদ বুঝা যায়। সমবায় একপ্রকার সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে দ্রব্যে গুণ এবং অবয়ব অবয়বীতে বিদ্যমান হয়। অভাব দুই প্রকার

স্ফুরদভিনবরীত্যা তত্র শাণ্ডিল্যসূত্রে
রচয়তি ভবদেবো ভাষ্যমেতন্নবীনম্॥ ৭॥

গ্রন্থারম্ভঃ।

অবতরণিকা।

ইহ খলু কণভক্ষাক্ষচরণপ্রভৃতীনাং মতে নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমান্, পাপপুণ্যাভ্যাং জীবানাং শাস্তিপ্রসাদকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বশক্তিকঃ কোটিকোটিসংখ্যকানন্তব্রহ্মাণ্ডানামীশ্বরঃ, স্বেচ্ছয়া ভক্তানামনুগ্রহেণ ধর্ম্মস্য রক্ষণায়াধর্ম্মকারিণাং নিগ্রহায়, সদুপদেশাদিনা সৎপথপ্রবর্ত্তনায় চ, তত্তৎপ্রাচীনাভিনববৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তরীত্যা পরিস্ফুরৎকরচরণাদিমত্তয়া প্রকটীকৃতং স্বস্বরূপমেব সচ্চিদানন্দাত্মকমেব শরীরমধিষ্ঠায় নিজাজ্ঞাং প্রকটীকৃত্য মহারাজবদ্ব্যবহরতি।

সমস্তাৎ গুরু পাদ পদ্মের অনুধ্যান পূর্ব্বক, হৃদয়-পদ্মে ভক্তি সহকারে মুরারি মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া, ভবদেব নামক কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অভিনবরীতিতে শাণ্ডিল্য-সূত্রের নূতন ভাষ্য রচনা করিতেছেন॥ ৭॥

গ্রন্থারম্ভ।

অবতরণিকা।

এই ভারতবর্ষে যে সকল দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কণাদ এবং গৌতম (৮) প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতে ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, নিত্যইচ্ছা এবং নিত্য-কৃতিমান্, তিনি পাপ বা পুণ্য অনুসারে জীবদিগের উপর দণ্ড বা

---

(১) ভেদ এবং (২) অত্যন্তাভাব। এই শ্লোকে শ্লেষ দ্বারা উক্ত সাতটী পদার্থও উল্লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ যে ভক্তির প্রভাবে গোপাঙ্গনাদিগের সাংসারিক কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইত না। এইরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে।

(৮) কণাদ বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা, ইহাঁকে কণভক্ষও বলে। গৌতম ন্যায়দর্শনপ্রণেতা। ইহাঁকে অক্ষপাদও বলে। বৈশেষিক, এবং ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর সগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনিই এই জগতের কর্ত্তা।

ৗীবাশ্চ ততো ভিন্নাস্তদায়ত্তাস্সন্তঃ শুভমশুভং বা কর্ম্ম কুর্ব্বতে, শ্রীমদ্ভগবদিচ্ছয়া চ তদনুরূপং ফলমশ্নন্তি।

এবঞ্চ বেদান্তিনাং মতে স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দস্বরূপো ভগবান্, সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপোপাধিভিরবচ্ছিন্নাস্তেষু প্রতিবিম্বিতা বা তদংশা এব জীবাঃ। পাতঞ্জলেঽপি জীবানামনুগ্রাহকো ভগবান্ স এব। সাংখ্যেঽপি চিচ্ছক্তিসমষ্টিস্বরূপঃ ষড়্বিংশো বা স এব। মীমাংসায়ামপীশ্বরমুপাসীতেতি বিধিসিদ্ধঃ স এব। তস্মাৎ সর্ব্বমতেঽপি জীবানাং মহারাজ ইবৈহিকামুষ্মিকানেকফলদাতৃতয়া, বন্ধমোক্ষাদিপ্রভুতয়া, সৃষ্টিস্থিতিসংহারাদিকর্ত্তৃতয়া পিত্রাদিবৎ সর্ব্বেষামেব

অনুগ্রহের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সেই ঈশ্বরই ভক্তদিগের উপর নৈসর্গিক অনুগ্রহ-নিবন্ধন, ধর্ম্মের রক্ষণ, অধার্ম্মিকদিগের নিগ্রহ, এবং সদুপদেশাদি দ্বারা সৎপথের প্রবর্ত্তন করিবার জন্যই ইচ্ছামত বৈষ্ণব-শাস্ত্রে প্রতিপাদিত, দেদীপ্যমান কর চরণ আদি-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, আপনার অনুরূপ, সচ্চিদানন্দময় শরীরে অধিষ্ঠান করত নিজের আজ্ঞাপ্রচার দ্বারা রাজাধিরাজের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীব সকল তাঁহা হইতে ভিন্ন, অথচ তাঁহার অধীন হইয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে স্বস্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে॥

বেদান্তিগণের মতে, ভগবান্ স্বপ্রকাশ, অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ, আর ঐ ভগবানেরই যে সকল অংশ, সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, এই গুণত্রয় রূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন, অথবা তথাবিধ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত, তাহারাই জীব নামে প্রসিদ্ধ। পাতঞ্জল-মতে সেই ভগবানই জীবদিগের অনুগ্রাহক। সাংখ্য-মতে তাঁহাকেই চিৎশক্তির সমষ্টিরূপ ষড়্বিংশ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (৯)। মীমাংসাশাস্ত্রে "ঈশ্বরকে উপাসনা করিবে" এই বিধিবাক্যদ্বারা তাঁহাকেই সিদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সমুদয় দর্শনশাস্ত্রের মতেই প্রজা-

(৯) সাংখ্যদিগের মতে (১) ক্ষিতি, (২) অপ্, (৩) তেজ, (৪) মরুৎ, (৫) ব্যোম এই পঞ্চভূত, (১) রূপ, (২) রস, (৩) শব্দ, (৪) স্পর্শ এবং (৫) ঘ্রাণ এই পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ

সাধারণ্যেনৈবানুগ্রাহকো ভক্তিভাজাং বিশেষতস্তথেত্যবশ্যমনেক জন্মকৃতনিত্যনৈমিত্তিকনিষ্কামকর্ম্মাদিমহিম্না নির্ম্মলস্বান্তৈরনেক বিধাভির্ভক্তিভিরুপাস্য ইতি মনসিকৃত্য পরমকারুণিক শ্রীশাণ্ডিল্যনামা মহামুনিস্তদভিধানেন স্বতঃ কৃতার্থীকর্ত্তুং সূত্র শতকমকরোৎ। তত্র চ প্রথমারম্ভে তচ্ছ্রবণাধিকারিসমাজে তদ্বিচারং প্রতিজানীতে। অথেতি—

মূলম্ (১) অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। "অথ" শব্দোঽত্র মঙ্গলার্থকঃ। তদুক্তং

দিগের মহারাজের ন্যায়, ঐহিক এবং পারত্রিক বিবিধ ফলদাতা, বন্ধন এবং মোক্ষাদি কার্য্যে প্রভু, সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকর্ত্তা, একজন ঈশ্বর আছেন এবং পিতা যেমন সাধারণতঃ সকল পুত্রের উপর স্নেহশীল হইলেও ভক্তিমান্ পুত্রদিগের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ সকল জীবের প্রতি স্নেহশীল হইলেও ভক্তদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। সুতরাং অনেক জন্মজন্মান্তরাচরিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি নিষ্কামকর্ম্মপ্রভাবে যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ মনুষ্যগণের অনেকবিধ ভক্তি সহকারে তাঁহারই উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ মনে করিয়াই পরমকারুণিক মহামুনি শাণ্ডিল্য, সেই ভক্তির কথা বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে, ভক্তি বিষয়ে একশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং উহার মধ্যে প্রথম সূত্রে ভক্তির কথা শুনিতে অধিকারীদিগের নিকটেই ভক্তির বিচার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

মূলানুবাদ—এই হেতু এক্ষণে ভক্তিবিষয়ে বিচার আরম্ভ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ (২১), (২২) অহঙ্কার, (২৩) মহত্তত্ত্ব, (২৪) প্রধান (২৫) আত্মা, এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ নিরীশ্বরসাংখ্যসম্মত। সেশ্বর সাংখ্যেরা ঈশ্বর নামে একটি পদার্থ স্বীকার করেন। সুতরাং ২৬টি পদার্থ হইল। তিনিই বড় বিশেষ।

"ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" ইতি।

কিঞ্চ শুদ্ধান্তঃকরণভক্ত্যর্থিসমাজ্ঞানন্তরমিত্যানন্তর্য্যার্থকোঽথ-শব্দঃ, ভক্তেরতিরহস্যতয়া তদধিকারিসমাজ্ঞানন্তরমেব তদভিধান-স্যৌচিত্যাৎ, রসসেকানন্তরমেব হি কৃষীবলাঃ কৃষৌ বীজং বপন্তীতি। "অতঃ" ইতি, যতো ভক্তিশ্রবণাধিকারিণস্তজ্জিজ্ঞাসবশ্চ সভাসদঃ সমভ্যুপেতাঃ, অতো হেতোস্তজ্জিজ্ঞাসা তদ্বিচার আরভ্যতে। জিজ্ঞাসাশব্দস্য লক্ষণয়া বিচারস্যাভিধানাৎ। অথবা যতস্তচ্ছ্রবণাধিকারিণাং সামাজিকানাং ভক্তিজিজ্ঞাসা অতস্তদ্বিচার আরভ্যতে, ইতি বাক্যশেষমধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যেয়ম্।

ভাষ্যানুবাদ। সূত্রের প্রথমে যে 'অথ' শব্দ আছে, তাহার দুইটি অর্থ। প্রথম অর্থ মঙ্গল। কেন না "পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মুখ দিয়া যখন শব্দ-ব্রহ্ম আবির্ভূত হন, তখন প্রথমেই 'ওঁকার' এবং 'অথ' এই দুইটি শব্দ তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত উহারা মাঙ্গলিক" অর্থাৎ গ্রন্থারম্ভে উহাদের প্রয়োগ করিলেই মঙ্গলাচরণ করা হইবে। উহার দ্বিতীয় অর্থ আনন্তর্য্য; ভক্তি অতিগূঢ় পদার্থ, উহার বিষয় যদি কেহ শুশ্রূষু হয়, তবেই ত তাহার বিচার করা উচিত হয়, অগ্রে ভূমি জলে সিক্ত হইলে, তবেই ত কৃষীবলেরা তাহাতে বীজবপন করিয়া থাকে। এই জন্য সূত্রস্থিত 'অথ' শব্দ দ্বারা মহর্ষি জানাইতেছেন যে, যেহেতুক ভক্তির কথা শুনিতে অধিকারী এবং ভক্তিতত্ত্বজিজ্ঞাসু সভ্যবৃন্দ সম্মিলিত হইয়াছেন, এই হেতুই, এক্ষণে (তাঁহাদের জিজ্ঞাসার পরে) আমি ভক্তির বিচার করিতেছি। সূত্রস্থিত 'জিজ্ঞাসা' শব্দের এস্থলে 'বিচার' রূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝিতে হইবে। অথবা যদি ঐ লাক্ষণিক অর্থগ্রহণে সম্মতি না হয়, তবে যেহেতু ভক্তি শ্রবণাধি-কারিগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অতএব (ভক্তির বিচার করা যাইতেছে) এই অতিরিক্ত অংশটুকুর শেষে যোগ করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

শ্রীস্বপ্নেশ্বরাচার্য্যশ্রীপাদাস্তু—ব্রহ্মৈব সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপত্রিগুণময়েঽন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিতং, তদবচ্ছিন্নং বা জীবস্বরূপং। তস্য চ জীবস্বরূপতৈব বন্ধঃ, ত্রয়াণামপি গুণানাং ব্রহ্মণি লয়ে সতি, স্বপ্রকাশানবচ্ছিন্নানন্দস্বরূপেণ স্বস্বরূপেণাবস্থানং মুক্তিঃ। তত্র তল্লয়শ্চ পরস্পরদম্পত্যোঃ পরস্পরান্তঃকরণে লয় ইব পরমপ্ররূঢ়য়া প্রীত্যাত্মিকয়া ভক্ত্যৈব ভবতি। প্রতিবন্ধকে সতি কার্য্যং ন জায়ত ইতি ভক্তাবেব হি প্রতিবন্ধকীভূতদুর্ব্বাসনা-দুরদৃষ্টাদিনিবৃত্তিদ্বারা কর্ম্মণাম্, অপরিচিতে প্রীতির্ন সম্ভবতীত্যালম্বনপরিচয়দ্বারা জ্ঞানস্য, নানাবিষয়কজ্ঞানলক্ষণেন বিক্ষেপেণাস্থিরেঽন্তঃকরণে চ সা ন ভবতি, ইতি বিক্ষেপনিবৃত্তিদ্বারা সাষ্টাঙ্গযোগস্য চোপযোগ ইতি, সর্ব্বেষামপি কর্ম্মযোগজ্ঞানযোগাষ্টাঙ্গযোগাদীনামিষ্ট-

---

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্তস্বপ্নেশ্বরাচার্য্য বলেন, ব্রহ্মই, সত্ত্ব, রজঃ, এবং তম এই গুণত্রয়ে অবচ্ছিন্ন হইয়া অথবা এই ত্রিগুণময় অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার ঐ জীবস্বরূপতাই বন্ধাবস্থা, এবং উক্ত গুণত্রয়ের ব্রহ্মে লয় হইলে, তাঁহার যে অনবচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশ, এবং আনন্দময় নিজ স্বরূপে অবস্থিতি হয়, তাহাই মুক্তি। যেমন প্ররূঢ় প্রীতিহেতুক দম্পতীযুগল, পরস্পরের অন্তঃকরণে লয় প্রাপ্ত হয়, উভয়ের অন্তঃকরণ একই রূপ হয়, একজন হাসিলে, আর একজন হাসে, এবং একজন কাঁদিলে আর একজন কাঁদে, সেইরূপ, অতি প্রগাঢ় প্রীতিরূপা ভক্তির দ্বারা ত্রিগুণাবচ্ছিন্ন জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইলে, উহাদের মধ্যে আর ভিন্ন ভাব থাকে না। এই কথা শুনিয়া কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি একমাত্র ভক্তিই মুক্তির উপায় হইল, তবে শাস্ত্রে যে, কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, এবং যোগমার্গ প্রভৃতি নানাবিধ মুক্তির উপায় কথিত হইয়াছে, সে সকল কি বৃথা? তাহাদের কি কোন বিষয়ে কোন উপযোগিতা নাই? স্বপ্নেশ্বর ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, উহাদের সকলের উপযোগিতা আছে, ভক্তিরই সাধনরূপে উহাদের উপযোগিতা আছে। দেখ, জগতে আমরা একটা নিয়ম দেখিতে পাই,

সাধনতয়া শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীনাং ভক্তিযোগএব পর্য্যবসায়ং। স চ ভক্তিযোগো বিবক্ষিতবিবেকেন স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দস্বরূপশ্রীভগবল্লয়পর্য্যবসন্ন ইতি। "দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিমুক্তি"-রিতি কণভক্ষাক্ষচরণাদিপক্ষে মুক্তিতোঽপ্যধিকমভীষ্টা আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকসুখাভিব্যক্তেশ্চ তত্র লাভাৎ। "নিত্যসুখাভিব্যক্তিমুক্তি"-রিতি শ্রীমদ্ভট্টচরণপক্ষে, "লিঙ্গশরীরাপগমে সতি পরমাত্মনি জীবাত্মলয়োমুক্তি" রিতি সেশ্বরসাংখ্য-পাতঞ্জলাদি-

য়, কোন একটা কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে সে কার্য্য হয় না। দুর্ব্বাসনা দুরদৃষ্টাদি ভক্তির প্রতিবন্ধক, সুতরাং সেই ভক্তির প্রতিবন্ধকীভূত দুর্ব্বাসনা,দুরদৃষ্টাদি বিদ্যমান থাকিতে, ভক্তি হইতেই পারে না। শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই দুর্ব্বাসনা দুরদৃষ্টাদি নিবৃত্ত হয়, সুতরাং কর্ম্মসকল, দুর্ব্বাসনাদি নিবৃত্তি দ্বারা ভক্তির সাধক হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,ভক্তি প্রীতিস্বরূপা,এই জগতে অপরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর কাহারও প্রীতি দেখিতে পাই না, জ্ঞান দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের স্বরূপাদির পরিচয় পাইলে তবে তাহার উপর প্রীতি হয়। সুতরাং জ্ঞানও ভক্তির পাত্রকে চিনাইয়া দিয়া ভক্তির সাধক হইতেছে। আবার দেখ জ্ঞান দ্বারা যেমন ভক্তির আলম্বনকে জানিতে পারা যায়, তেমনি অন্যান্য নানাবিধ বস্তুর স্বরূপও জানা যায়। আমাদের অন্তঃকরণে নানাবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হওয়ায়, উহা সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকে। উহা স্থির না হইলে, উহাতে প্রীতি বা ভক্তি স্থিরভাবে থাকিতে পারে না, কারণ চঞ্চল চিত্তের প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন বস্তুতে প্রীতি দেখা যায়; দৃঢ় ভক্তি সম্পাদনের জন্য অন্তঃকরণের স্থিরতা আবশ্যক, অষ্টাঙ্গযোগই (১০) অন্তঃকরণ স্থির করিবার একমাত্র উপায়, সুতরাং অষ্টাঙ্গযোগও চিত্ত স্থির করিয়া ভক্তির সাধক হইয়া থাকে। অতএব, কর্ম্মযোগই বল, জ্ঞানযোগই বল, আর অষ্টাঙ্গযোগই বল, এ সকলই ভক্তির উৎপত্তি বিষয়ে আনুকূল্য করে বলিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাসাদিতে ভক্তিযোগেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন

(১০) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ।

পক্ষে, "অবিদ্যাপগমে সতি স্বস্বরূপেণাবস্থানং মুক্তি"রিতি ব্যাস-বশিষ্ঠাদিপক্ষে, কৈবল্যং মুক্তিরিতি শ্বেতাম্বরদিগম্বরাদিপক্ষে চ সম্যগ্‌বিচার্য্যমাণে পরাভক্তিরেব মুক্তিরিতি।

এবঞ্চ স্মরণকীর্ত্তনশ্রবণপাদসেবনার্চ্চনবন্দনদাস্যসখ্যাত্মনিবেদ-নাত্মকনববিধানাং ভক্তিযোগাঙ্গানামপি সকলপুরুষার্থমৌলিভূত-ভক্ত্যাত্মকজীবন্মুক্তিপরমমুক্তিসাক্ষাৎফলকতয়া, বিত্তব্যয়ায়াসসাধ্য-রাজসূয়াশ্বমেধশতকাদিকজন্যধর্ম্মাধিকধর্ম্মজনকতয়া, একৈকপাপ-নাশককৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ-প্রাজাপত্যপ্রাণান্তিকাগ্নিপ্রবেশাদ্যপেক্ষয়াঽ-প্যনেকজন্মসন্ততিকৃতাঽনেকবিধমহাপাতকোপপাতকাতিপাতকা-

করা হইয়াছে। স্বপ্রকাশ অখণ্ডানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানে বিবেকপূর্ব্বক লয়প্রাপ্তির নামই ভক্তিযোগ। এক্ষণে দেখ, কণাদ ও গৌতম "দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নামই মুক্তি" মুক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়া দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি যে অভীপ্সিত, ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন, কারণ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতেই অত্যন্ত সুখাভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ভক্তিযোগেও তাহাই হয়। ভট্টদিগের (১১) মতে "নিত্য সুখাভিব্যক্তিই মুক্তি" সেশ্বরসাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে "লিঙ্গ শরীরের নাশের পর পরমাত্মায় জীবাত্মার লয় প্রাপ্তির নাম মুক্তি," ব্যাস এবং যোগবাশিষ্ঠের মতে "অবিদ্যার নাশের পর আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি" শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর জৈনাচার্য্যদিগের মতে "আত্মার সর্ব্ববিধ বিশুদ্ধিই মুক্তি," এই সকল মত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে বিচার করিলে পরাভক্তিই মুক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

তিনি (স্বপ্নেশ্বর) আরও বলেন যে, স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন, ভক্তিযোগের এই নয়টি অঙ্গও যখন, সকল পুরুষার্থের মৌলিভূত জীবন্মুক্তি ও পরমামুক্তির (১২) সাক্ষাৎ উৎপাদক, ধনব্যয় ও ক্লেশসাধ্য শত শত রাজসূয় এবং অশ্বমেধাদি অপেক্ষা অধিক-ধর্ম্মের জনক,

(১১) ভট্টেরা মীমাংসক ছিলেন।

(১২) যাহাদের দেহ নষ্ট হয় নাই, অথচ ভববন্ধন ঘুচিয়াছে, উহাদিগকে জীবন্‌-মুক্ত বলে। উহার অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলা হয়। চরমমুক্তির নাম পরমামুক্তি।

দিনিখিলপাতকোপশমকতয়া, বিত্তব্যয়ায়াসনৈরপেক্ষ্যেণাত্যন্ত-সুখসাধ্যতয়া, সকলশিষ্টৈকবাক্যতয়া যাবদ্বিচারণীয়শিরোধার্য্যেয়ং শ্রীভগবদ্ভক্তিরিতি সর্ব্বথা কৃপালূনাং বৈষ্ণবানাং বিচারমর্হতীতি ভগবতা শ্রীশাণ্ডিল্যেন মহামুনিনা তদ্বিচার আরভ্যত ইতি প্রাহুঃ যচ্চ কণাদ-গৌতমব্যাস-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলি-প্রভৃতিভির্বৈ-শেষিকন্যায়বেদান্তমীমাংসা সাংখ্য-পাতঞ্জলনামকানিষড়্দর্শনানি স্বস্বমতানুসারেণ সংসূত্রয়দ্ভিঃ স্বস্বদর্শনে নৈবং প্রকটমভ্যধায়ি, তদ্-দুর্ল্লভাধিকারিকতয়া, ন হি শাক-সংজীবন্যাদিকমিব যত্রতত্রৈবপণ্যো

এবং যুগপৎ বহু জন্মপরম্পরার্জ্জিত অনেকবিধ মহাপাতক অতিপাতকাদি সর্ব্ববিধ পাপের (১৩) বিনাশ করে বলিয়া এক একটি মাত্র পাপবিশেষের বিনাশকারী কৃচ্ছ, চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্য (১৪) ও প্রাণান্তিক তুষানলাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন যাহাতে বিত্তব্যয় ও ক্লেশের নামগন্ধ নাই, যাহা অত্যন্ত সুখসাধ্য এবং সকল শিষ্টগণ একবাক্যে যাহার সেবা করিতে অনুমোদন করিয়াছেন, তাদৃশ শ্রীভগবদ্ভক্তি যে, নিখিল বিচারণীয়ের শীর্ষস্থানীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং দয়ালু বৈষ্ণবগণের উহা সম্পূর্ণরূপে বিচারযোগ্য, এই মনে করিয়াই মহামুনি শ্রীমান্ শাণ্ডিল্য উহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন (১৫)।

যদি বল, ভক্তিমার্গ যদি এতই শ্রেষ্ঠ, তবে কণাদ, গৌতম, ব্যাস, জৈমিনি, কপিল, এবং পতঞ্জলি যে ষড়্দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ দর্শনে স্পষ্টরূপে ভক্তির গৌরব করেন নাই কেন? ইহার উত্তর এই যে,

---

(১৩) মহাপাতক পাঁচ প্রকার—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণ চুরি এবং গুরুপত্নীগমন এই চারিটি মাসল, এবং ইহাদের সহিত ব্যবহার করাও মহাপাতক। উপপাতক গোবধাদি জন্য পাপ। পুত্রবধূ, দুহিতা, বিমাতৃগমনাদি অতি পাতক। মহাপাতক ও অতিপাতককারী অব্যবহার্য্য হয়। উপপাতকে অব্যবহার্য্যতা দোষ ঘটে না।

(১৪) কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ এবং প্রাজাপত্য এই গুলি প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। ইহাদের দ্বারা এক একটি পাপের নাশ হয় মাত্র।

(১৫) গ্রন্থকার যে ভঙ্গীতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন তিনি স্বপ্নেশ্বরের গ্রন্থই অবিকল উদ্ধৃত করিতেছেন, কিন্তু আমরা স্বপ্নেশ্বরের গ্রন্থে এইরূপ পঙ্ক্তি দেখিতে পাই নাই।

প্রসার্য্যতে হীরকাদিকং তত্তৎপরীক্ষকৈর্বণিগ্‌ভিরিতি। কিঞ্চ যথা-ভূমিকং তত্তদধিকারানুসারেণ কর্ম্মাদি তত্তদ্দর্শনে পরং যথাভক্ত্যু-পযোগিতয়াঽভিধেয়ং, তত্র তত্র চ তদধিকারিণস্তৎফলশ্রবণসমদ্ভু-তয়া শ্রদ্ধয়া প্রবর্ত্তনীয়াঃ। ন হি ভক্তিমহিমশ্রবণানন্তরমিতরত্র সচেতসাং শ্রদ্ধাপ্রবর্ত্তনং বা সম্ভবতি। কোহি স্বাধীনঃ সচেতাঃ সুরস্রোতস্বতীসলিলমালোক্যান্তঃকূপসলিলং পাতুমিচ্ছতি, পিবতি বেতি। ভক্তাবধিকারাভাবেন কর্ম্মযোগাদৌ শ্রদ্ধাদ্যভাবেনো-ভয়ত্রাপ্যপ্রবৃত্তা ভবেয়ুরন্তেবাসিন ইত্যুভয়তোঽপি ভ্রষ্টা ভবেয়ুস্ত ইতি কৃত্বা তৈস্তত্র ন সা প্রকটমভ্যধায়ি। ইতস্ততঃ পুনঃ শ্রবণ-মননধর্ম্মাচরণরূপাস্তামেব কদাচিদন্যবিচারেণাচ্ছাদিতাং স্বয়-

---

ভক্তির অধিকারী দুর্ল্লভ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছেন। দেখ, রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ জহরীরা কখনও শাক সবজীর দোকানে হীরকাদি মহামূল্য রত্নকে বিক্রয়ার্থ প্রসারিত করে না। তবে, সেই সেই দর্শনশাস্ত্রে, অধিকারানুসারে যে সকল কর্ম্মাদি উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল, কেবল ভক্তিরই উদ্রেকের জন্য বলিতে হইবে। অর্থাৎ, যে কর্ম্মের যে অধিকারী, তাহাকে ঐ কর্ম্মের ফল শুনাইয়া শ্রদ্ধা-উৎপাদন-পূর্ব্বক উহাতে প্রবর্ত্তিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ ভক্তির মহিমা একবার শ্রবণ করিলে কোনও চিত্তবান ব্যক্তিরই অপর কর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মাইত না, দেখ, গঙ্গার জল যে একবার দেখিয়াছে, তাহার মনে কি কূপোদক পান করিতে ইচ্ছা হয়? এক্ষণে বিবেচনা কর, যে সকল শিষ্য ভক্তির অধিকারী নয়, অথচ তাহারা ভক্তির মহিমা শ্রবণ করিয়া যদি কর্ম্মযোগাদিতে বীতশ্রদ্ধ হয়, তা'হলে, তাহারা অনধিকার প্রযুক্ত ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইতে পারিল না, অথচ শ্রদ্ধার অভাবে কর্ম্মযোগাদিতেও অপ্রবৃত্ত রহিল, সুতরাং তাহারা "ইতো ভ্রষ্ট ততো নষ্ট" হইল। এই জন্যই সেই সকল মহর্ষিগণ যদিও নিজ নিজ দর্শনে ভক্তির কথা প্রকট রূপে ব্যক্ত করেন নাই। তাহলেও তাঁহারা স্বয়ং মধ্যে মধ্যে অন্য বিচার প্রসঙ্গে, শ্রবণ, মননাদি

মপ্যহর্ন্নিশং কল্পয়ন্ত্যপদিশন্তি চ শ্রদ্ধাশোধিতান্তঃকরণতয়াঽধিকারিণো দ্বিত্রান্ অন্তেবাসিনোপীতি।

যথাচ জীবং স্বাংশমপীশ্বরো লীলয়া সত্ত্বাদিনা গুণেন সুখাদৌ স্তম্ভে বধ্নাতি, ভক্ত্যা চ সন্তুষ্টঃ শ্রবণমননাদিনাতিতীক্ষ্ণেনাসিনা গুণোৎকরং সংছিদ্য মোচয়তি, তথা শ্রীমুখসুধাধরেণৈবাভিহিতং শ্রীভগবতা শ্রীমতি গীতাশাস্ত্রে যথা,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি-স্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ গীতা ১৪ অধ্যায় ৬—৮ শ্লোক

কর্ম্ম ব্যপদেশে দিবানিশি সেই ভক্তিরই আলোচনা করিয়াছেন এবং বিশুদ্ধান্তঃকরণ অধিকার সম্পন্ন দুই এক জন শিষ্যকেও উহার বিষয় উপদেশ করিয়াছেন।

জীব স্বকীয় অংশ হইলেও, ঈশ্বর যে, লীলার নিমিত্ত তাহাকে সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা সুখাদিরূপ স্তম্ভে আবদ্ধ করেন, এবং ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, শ্রবণ মননাদিরূপ অতিতীক্ষ্ণ অসি-দ্বারা ঐ সুখনিকরের উচ্ছেদ পূর্ব্বক, তাহাকে যে, সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, ইহা শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ শ্রীমুখের সুধাময় অধরদ্বারা স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা

"হে নিষ্পাপ, সেই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ, নির্ম্মলত্বহেতু প্রকাশক (জ্ঞানের জনক) এবং অনাময় (শান্তির উৎপাদক)। ইহা সুখ এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া দেহীকে আবদ্ধ করে। হে কুন্তীপুত্র, রজোগুণ, অনুরাগ স্বরূপ, এবং তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক, উহা কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া দেহীকে বদ্ধ করে। হে ভারত, তমোগুণ, অজ্ঞানজনক, সুতরাং ইহাকে দেহীদিগের মোহকারক বলিয়া জানিও। এই তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রা দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করিয়া রাখে।"

ইত্যভিধায়—

"মাংচ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥" গীতা ১৪ অধ্যায়

ইত্যাদীরিতং গীতায়ামিতি। ২৬—শ্লোক।

যুক্তঞ্চৈতদুপাধিসমুচ্ছেদাৎ তস্মাদর্শপ্রতিবিম্বস্ফটিকলৌহিত্যাদেরাদর্শজপাকুসুমাদীনামুপাধীনামেব বহির্ভাবে সত্যভাব ইত্যস্য লৌকিকস্যালৌকিকস্য চার্থস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধস্য সহস্রশো দর্শনাদিতি শিবম্‌।

অথ তৎকৃতা সূত্রব্যাখ্যা,—অথাধিকারসম্পত্ত্যনন্তরং যতোভক্তিপ্রতিবন্ধকঃ পাপীয়সাং কুতর্কোঽবশ্যং নিরসনীয়ঃ, অতো·

এই কথা বলিয়া পরিশেষে ঐ গীতাতেই বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে, আমার সেবা করে, সে উপরি উক্ত গুণত্রয় সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার যোগ্য হয়॥"

বন্ধনকারণের উচ্ছেদ হইলে, বন্ধনও যে উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা বটে, কারণ আমরা দেখিতে পাই, সম্মুখে দর্পণ ধরিলেই, তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে, স্ফটিকের সম্মুখে একটা জবাফুলের ন্যায় টুকটুকে লাল বস্তু রাখিলেই স্ফটিকও লাল হইয়া পড়ে। কিন্তু দর্পণখানি সরাইলে, আর প্রতিবিম্বটিও দেখা যায় না, জবাফুলটি নড়াইলে, স্ফটিকেও আর লাল আভা থাকে না। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেকে (১) কারণের অভাবে কার্য্যেরও যে অভাব হয়, এ সম্বন্ধে আমরা সচরাচর হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

স্বপ্নেশ্বর এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—অধিকারী উপস্থিত হইবার পর, যখন ভক্তির প্রতিকূলে পাপিষ্ঠদিগের কুতর্ক সকলের উচ্ছেদ আবশ্যক হইল,

---

(১) কোন একবস্তুর সত্তার সহিত অপর বস্তুর সত্তার নাম অন্বয়। একের অভাবের সহিত অপরের অভাব হওয়ার নাম ব্যতিরেক।

হেতোর্ভক্তিজিজ্ঞাসা ভক্তি-বিচার আরভ্যত ইতি শেষঃ। ইতীশ্বর-ভজনস্য মুক্তিহেতুত্বং শ্রুতিরপ্যাহ। তথাচ শ্রুতিঃ—
"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

অবতরণিকা।

ইত্যেবং ভক্তিবিচারে প্রতিজ্ঞাতে বিচারস্য স্বরূপজ্ঞানসাধনতয়া তদ্বিচারাঙ্গ-তৎস্বরূপজ্ঞানায় তল্লক্ষণ-মাহ সা পরেতি।

তখন ভক্তির বিচার আরম্ভ করাই উচিত। ঈশ্বর-ভক্তি যে মুক্তির হেতু ইহা বেদেও বলা হইয়াছে।

"যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদ সকলের উদয় করিয়াছেন। আমি মুক্তিলাভের ইচ্ছায় আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক সেই পরমদেবের শরণাপন্ন হইলাম।

অবতরণিকা।

ভক্তির বিচার করিতেছি, এই বলিয়া গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিলেন। এক্ষণে দেখ, কোন রূপ বিচার করিতে হইলে, যাহার বিচার করিতে হইবে, প্রথমে, তাহার স্বরূপ জানা আবশ্যক। বিচার্য্য বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান, বিচারের অঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বাহক। ভক্তির স্বরূপজ্ঞানও ভক্তি-বিচারের নির্ব্বাহক। সুতরাং বিচারের পূর্ব্বে ভক্তির স্বরূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা হওয়ায়, লক্ষণদ্বারা ভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(২)। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ ২ ॥

ভক্তির্দ্বিবিধা পরাঽপরাচ, তত্র পরা শ্রেষ্ঠা প্রীতিরূপ মুখ্যা, অপরা তদনুকূলতয়া তদঙ্গ-ভূতেতি ততোন্যূনা। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদিভ্যস্তপোভ্যো রাজসূয়াশ্বমেধাদিভ্যোযজ্ঞেভ্যস্তুলা-পুরুষাদিভ্যো মহাদানেভ্যো গঙ্গাগয়াকুরুক্ষেত্রপুষ্করাদিতীর্থ-যাত্রাভ্যোপি প্রীতিলক্ষণভগবন্মুখ্যভক্তি-সাক্ষাজ্জনকত্বলক্ষণে-নোৎকর্ষেণাভ্যধিকা স্মরণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা গৌণী ভক্তিরপরা। তত্র প্রাধান্যতঃ পরৈব প্রথমতোলক্ষয়িতুমুচিতেতি তস্যা এব লক্ষণমিদং। তথাচ সা পরেতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ, ঈশ্বরেঽনুরক্তি-রিতি লক্ষণং।

যদ্যপি সামান্যতো ভক্তিলক্ষণমনুরক্তিমাত্রং তস্মিন্ তস্মিন্নমু-

---

মূল অ০২। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই শ্রেষ্ঠভক্তি ॥ ২ ॥

ভক্তি দুই প্রকার—(১) পরা এবং (২) অপরা। ইহার মধ্যে পরা শ্রেষ্ঠা ভক্তি প্রীতিরূপা বলিয়াই প্রধানা। অপরা উহার সাহায্য-কারিণী,উহার নির্ব্বাহক, সুতরাং উহা অপেক্ষা ন্যূনা। তাহা হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তনাদিস্বরূপা এই অপরা ভক্তি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রীতিরূপ মুখ্য ভগবদ্ভক্তিকে উৎপাদন করে বলিয়া, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপশ্চরণ, রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান, তুলা-পুরুষ প্রভৃতি মহাদান এবং গঙ্গা, গয়া, কুরুক্ষেত্র ও পুষ্কর-আদি তীর্থ-ভূমিতে পর্য্যটন, এই সকল কার্য্য অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। উক্ত দ্বিবিধ ভক্তির মধ্যে পরাভক্তি প্রধান, সুতরাং প্রথমে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা উচিত, এই জন্য প্রথমেই পরাভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। এই সূত্রস্থিত "সা পরা" (শ্রেষ্ঠ ভক্তি) এই অংশ টুকু লক্ষ্য (বিষয়) এবং অবশিষ্ট কথাগুলি লক্ষণ (স্বরূপনির্দ্দেশক)।

যদ্যপি সাধারণতঃ অনুরক্তিমাত্রই ভক্তির লক্ষণ। কারণ সেই সেই বিশেষ ব্যক্তিতে অনুরক্তিই, সেই সেই ব্যক্তিবিষয়ক ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়, যেমন

রক্তিস্তত্তক্তিতয়া ব্যবহ্রিয়তে। তথাপি তত্তদনেকবিলক্ষণ-ফলবত্তয়া ভগবদ্ভক্তিরেবাত্র লক্ষ্যা ইতীশ্বর ইত্যুক্তম্ ।

অনুরক্তিশ্চ প্রীতিপ্রেমপ্রণয়াদি-পর্য্যায়কোনুরাগস্তথাচেশ্বর-বিষয়কোনুরাগঃ পরা ভক্তি-রিতি পর্য্যবসিতং। যদ্বা অনুরক্তিঃ ভক্তিঃ সা চেশ্বরবিষয়া পরা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠা, তত্তদনেকফলবত্ত্বাদি-ত্যর্থঃ, নায়কোৎকর্ষেণৈব প্রীতেরুৎকর্ষাৎ।

যত্তু,—ঈশ্বরে পরা শ্রেষ্ঠা যা অনুরক্তিঃ প্রীতিঃ সা ভক্তিরিতি ব্যাখ্যানং, তচ্চিন্ত্যম্, রত্যঙ্কুরাদিলক্ষণপ্রথমমধ্যভূমিকা অভ্যুপ-গতায়াং ভগবৎ-প্রীতাবব্যাপ্তেঃ ন চ সা ভক্তিতয়া ন সংগ্রাহ্যা,

---

পিতাতে অনুরক্তি পিতৃ-ভক্তি, গুরুতে অনুরক্তি গুরুভক্তি, ইত্যাদি। এতদনুসারে "অনুরক্তি (প্রীতি)ই পরাভক্তি" এইরূপ সূত্র করিলেই চলিত,—"ঈশ্বরে" এই পদটি না দিলেও সাধারণতঃ ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিত। তথাপি সাধারণ ভক্তি অপেক্ষা শ্রীভগবদ্ভক্তি বহুফলপ্রদায়িনী, সুতরাং উহাই যে এই গ্রন্থের লক্ষ্য, ইহা জানাইবার জন্য সূত্রে "ঈশ্বরে" এই পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুরক্তি শব্দের অর্থ অনুরাগ। প্রীতি, প্রেম, প্রণয়, ইত্যাদি উহার পর্য্যায় শব্দ। অতএব ঈশ্বরবিষয়ক অনুরাগই পরাভক্তি, ইহা স্থির হইল। অথবা "অনুরক্তিই ভক্তি, সেই অনুরক্তি ঈশ্বরবিষয়িণী হইলে, পরা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হয়, যেহেতু উহা অনেকবিধ বিশেষ বিশেষ ফল প্রদান করে। প্রীতির পাত্রের উৎকর্ষানুসারে প্রীতিরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এই সূত্রের যে, "ঈশ্বরের প্রতি পরা অনুরক্তি (প্রীতি)র নামই ভক্তি"—এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, উহা চিন্তনীয় (ঠিক নহে)। কারণ ঐ রূপ ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ বা ঈশ্বরপ্রীতি যে পর্য্যন্ত চরম বা পরিপক্কদশা-প্রাপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত, উহাকে 'ভক্তি' বলা যাইবে না, তা'হলে ভক্তি-শাস্ত্রে ভগবৎপ্রীতির অঙ্কুরাদি অবস্থা হইতে যে, ক্রমে ক্রমে ভক্তির একাদশবিধ অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আর হইতে পারিল না,

প্রীতিপরাকাষ্ঠালক্ষণায়া একাদশ্যা এব ভূমিকায়াস্তত্তয়া সংগ্রাহ্যত্বাৎ, ইতি বাচ্যম্। এবং সতি প্রীত্যুৎকর্ষাপকর্ষানুসারেণোক্তস্য ভূমিকাদশকস্য তদ্ভূমিকাত্বং ন স্যাৎ, নহি তদনন্তর্গতায়াঃ প্রীতেস্তদ্ভূমিকাত্বং সম্ভবতি। অতএব প্রীত্যনন্তর্গতং স্মরণশ্রবণাদি ন ভক্তিভূমিকান্তর্গতম্, কিন্তু প্রীতিজনকতয়া ভক্ত্যঙ্গমাত্রমিতি বক্ষ্যত ইতিদিক্।

অথ 'সুখবিশেষোঽনুরাগ ইতি, কথং তস্যেশ্বরবিষয়কত্বম্? অন্তবা "মনোনুকূলেষর্থেষু সুখসংবেদনং রতি" রিত্যালঙ্কারিক-

সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যায় ভক্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়া উঠিল (১)। যদি বল, তথাবিধ অঙ্কুরাদি অবস্থাযুক্ত প্রীতিকে 'ভক্তি' বলিয়া গ্রাহ্যই করিব না, একাদশী বা চরম অবস্থা প্রাপ্ত প্রীতিকেই 'ভক্তি' বলিয়া গ্রাহ্য করিব। এ কথা বলিতে পার না, দেখ প্রীতির আধিক্য এবং ন্যূনতা অনুসারেই ভক্তির একাদশবিধ অবস্থা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, যদি কেবল সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতিকেই ভক্তি বলা হয়, তা'হলে ভগবৎপ্রীতির অঙ্কুর অবস্থা হইতে মধ্যের দশটি অবস্থাকে ভক্তির অবস্থা বলিয়া কখনই গণনা করা যাইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত, ঐ প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহাকে কিরূপে ভক্তির মধ্যে গণনা করা যাইবে? এই জন্যই স্মরণ এবং শ্রবণাদি, প্রীতির অন্তর্গত নয় বলিয়া, উহারা ভক্তির অবস্থা রূপে পরিগণিত হয় নাই, কিন্তু উহারা প্রীতির জনক, এই জন্য উহাদিগকে ভক্তির অঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এ কথা পরে বলিব।

যাহার ব্যাখ্যার উপর অব্যাপ্তি দোষ দেওয়া হইল, সে আবার আপত্তি করিতেছে, ভাল, আমার ব্যাখ্যা যেন দুষ্ট হইল, তোমার ব্যাখ্যা-ওত নির্দ্দোষ নয়, তুমি বলিতেছ—"ঈশ্বরবিষয়ক অনুরাগ বা প্রীতির নামই পরা ভক্তি" এই অনুরাগ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ত সুখ বিশেষ, সুখ ত নিজেই অনুভবের বিষয়, অন্য বস্তু আবার

(১) লক্ষ্য স্থলে লক্ষণের গতি না হইলে অব্যাপ্তি নামক দোষ হয়। যদি এমন একটি মনুষ্যের লক্ষণ করা যায়, যাহা সকল মনুষ্যে না ঘটে, তাহা হইলে, ঐ মনুষ্য লক্ষণটি অব্যাপ্তি-দোষযুক্ত হইবে।

বাক্যানুসারেণ সুখজ্ঞান-মনুরাগস্তথাপি তস্য সুখং বিষয়ো ন ত্বীশ্বর ইতি। দেবাদ্যালম্বনতয়া তাদৃশসুখসংবেদনস্য ক্বচিদীশ্বরবিষয়কত্বেপি, ন সর্ব্বত্র তথাত্বমিত্যব্যাপ্তিরতিদৃঢ়ৈবেতি চেৎ? উচ্যতে—স্ত্রী-পুত্রাদি-জ্ঞানেন সুখবিশেষ উৎপাদ্যতে, তেন চ বিষয়তয়া স্ববিষয়কং সংবেদনাদিনামকং প্রত্যক্ষমুৎপাদ্যত ইতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধম্। তথাচ তাদৃশসুখসংবেদনং সংবেদনবিষয়ীভবৎ তাদৃশং সুখমেব বা প্রীতিরিত্যুচ্যতে। তত্র

উহার বিষয় হইবে কেন? সুতরাং ঈশ্বর উহার বিষয় নহেন। আর যদি আলঙ্কারিকদিগের মত আশ্রয় করিয়া "মনের অনুকূল অর্থাৎ প্রিয় বস্তুতে, সুখের অনুভবকেই অনুরাগ" বল, তা'হলেও তথাবিধ অনুভবের বিষয়, সুখই হইবে, ঈশ্বর তাহার বিষয় হইতে পারেন না। হাঁ, সুখের অনুভবের সহিত দেবতাদি আলম্বনেরও সমূহালম্বন (২) রূপ অনুভব বা জ্ঞান করা যাইতে পারে, জ্ঞানকর্ত্তা যদি, সুখের অনুভব করিবার সময়, ইচ্ছা করেন, আমার অন্য বস্তু বা ঈশ্বরের জ্ঞানও হোক, তা'হলে সুখ এবং অন্য বস্তু বা ঈশ্বরের জ্ঞান, এক সঙ্গে হইতে পারে, এবং সেই সমূহালম্বনজ্ঞানের বিষয় ঈশ্বরও হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাদৃশ সমূহালম্বন জ্ঞান ত আর স্বারসিক নহে, সর্ব্বদাও হয় না, কদাচিৎ জ্ঞাতার ইচ্ছানুসারে হ'লেও হইতে পারে মাত্র, সুতরাং অনুরাগকে, সুখের অনুভব বলিয়া ধরিলেও তাহার বিষয়, ঈশ্বর না হওয়ায়, ঈশ্বরবিষয়ক অনুরাগের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন তোমার ব্যাখ্যাতেও দৃঢ়তর অব্যাপ্তি দোষ ঘটিল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—ইহাই যদি তোমার আপত্তি হয়, তবে বলি শুন, ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন যে, আমাদের প্রথমে স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয় বস্তুর জ্ঞান হয়, এবং ঐ জ্ঞানজন্য সুখবিশেষ হইতেই আবার তথাবিধ সুখ-বিষয়ক অনুভব উৎপন্ন হয়। সেই সুখানুভব অথবা অনুভবের বিষয়তাপন্ন তাদৃশ সুখের নামই প্রীতি বা অনুরাগ।

(২) জ্ঞান-কর্ত্তা যদি একবিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যবিষয়ক জ্ঞান করেন, ঐরূপ জ্ঞানকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলে।

যদ্যপি প্রিয়বিষয়তা-সুখ,—তৎ-সম্বেদনানাং কারণ-কার্য্যভাবাপন্নানাং পূর্ব্বপশ্চাদ্ভাবিতয়া সমুৎপত্তিক্ষণে বিশেষোঽস্তি, তথাপি ক্রিয়াবিভাগপূর্ব্বসংযোগবিরামোত্তর-সংযোগানামুৎপত্তিসময়সৌক্ষ্ম্যেণ মিথোভেদোনাপরিজ্ঞাতানাং যৌগপদ্যবুদ্ধ্যা সূচীশতপত্রভেদনক্রম ইব সন্নপি গণ্যতে। সুখ-সংবেদনে পূর্ব্বোপস্থিত প্রিয়স্যোপনয়নিয়মাদ্বা তাদৃশসুখসংবেদনাত্মিকায়াং প্রীতৌ প্রিয়বিষয়তানিয়ম ইত্যস্তীশ্বরবিষয়তানিয়ম ঈশ্বরভক্তিস্বরূপে

এক্ষণে দেখ, প্রিয়বিষয়ক জ্ঞান, তজ্জন্য সুখ এবং সেই সুখজন্য অনুভব, ইহারা যদ্যপি যথাক্রমে কারণ-কার্য্যভাবাপন্ন, অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়ের কারণ, দ্বিতীয়টি কার্য্য, দ্বিতীয়টী আবার তৃতীয়ের কারণ,তৃতীয়টি কার্য্য; সুতরাং একটির উৎপত্তির পর আর একটির উৎপত্তি হয় এবং উৎপত্তি-ক্ষণে উহাদের পরস্পরের ভেদ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, বলিতে হইবে,তথাপি একের উৎপত্তির পর, আর একটির উৎপত্তি এত সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয় যে, উহারা, যেন একই সময়ে উৎপন্ন এবং অভিন্ন,এইরূপ বুদ্ধি হইয়া পড়ে,বস্তুতঃ ভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও সে ভেদ আর লক্ষিত বা গৃহীত হয় না। যেমন একটি সূই দিয়া একটা পদ্মফুলের কলিকা বলপূর্ব্বক ভেদ করিলে, যেন সমস্ত কলিকাটা একেবারেই ভিন্ন হইল বলিয়া বোধ হয়, সূঁই যে এক একটি পাপ্‌ড়ি ক্রমে ক্রমে ভেদ করিয়া সমস্ত কলিকাটা ভেদ করিয়াছে, এরূপ ধারণা কিছুতেই হয় না,এস্থলেও সেইরূপ। কাযেই,প্রথম জ্ঞানের কারণ প্রিয় বস্তুই সুখানুভবের বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অথবা আরও দেখ, যে বস্তু পূর্ব্বে উপস্থিত না থাকিলে, যে বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, সেই বস্তুকেই সচরাচর সেই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, যেমন ঘট পূর্ব্বে উপস্থিত না থাকিলে, ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয় না, এই জন্য ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, সেই রূপ প্রিয় বস্তুর প্রথমে উপস্থিতিব্যতীত, যখন সুখানুভব হয় না, তখন, প্রিয় বস্তু স্বতই সুখানুভবের বিষয় হইতেছে। এক্ষণে দেখ, যে নিয়মে প্রিয় বস্তুকে সামান্যতঃ সুখানুভবরূপা প্রীতির বিষয় বলিয়া সিদ্ধ করা হইল, সেই নিয়মে

প্রীতিবিশেষ ইতি ন কাপ্যব্যাপ্তিরুক্তলক্ষণ ইতি। যতশ্চ প্রীতৌ প্রিয়বিষয়তানিয়মোঽতএবোক্তমভিযুক্তৈঃ।

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোমে রমতাং তদ্বৎ পরমাত্মনি কেশবে॥
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাঽস্তু সদা ত্বয়ি॥ বিষ্ণুপুরাণম্

ইত্যাদৌ সর্ব্বত্র বিষয়সপ্তমী-সমভিব্যাহৃতমেব ভক্তিপ্রতিপাদকং বাক্যসহস্রমিতস্ততোঽজস্রম্।

ঈশ্বরকেও ঈশ্বর-প্রীতির বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। প্রিয় বস্তু যে, সুখানুভব রূপপ্রীতির বিষয়, ইহা পূর্ব্ব পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। দেখ,—

"অবিবেকীদিগের ভোগ্য বস্তুতে যাদৃশ স্থির প্রীতি উৎপন্ন হয়, তোমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ আমার হৃদয়েও সেই রূপ প্রীতি জন্মিয়াছে, উহা যেন আমার হৃদয় হইতে আর অপসৃত না হয়॥"

"যুবতীদিগের যুবা পুরুষের উপর এবং যুবাপুরুষগণের যুবতীর প্রতি চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার চিত্তও যেন সর্ব্বদা সেই পরমাত্মা কেশবের প্রতি সেই রূপ আসক্ত থাকে।"

"হে নাথ, হে অচ্যুত, আমি যে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, সেই সকল জন্মেতেই তোমার প্রতি আমার যেন স্থির ভক্তি থাকে।"

ইত্যাদি শত সহস্র প্রাচীন বাক্য অনবরতই দৃষ্টিগোচর হয়, যাহাতে প্রীতির আলম্বনেই সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থলে বিষয়াধিকরণ ভিন্ন অন্য অর্থে সপ্তমী হইবার কোন রূপ নিয়ম না থাকায়, সপ্তম্যন্তপদপ্রতিপাদ্য বস্তু বা ব্যক্তি যে, প্রীতির বিষয়, ইহাই সিদ্ধ হইল।

শ্রীপাদাস্তু "সুখানুশয়ী রাগ" ইতি পাতঞ্জলদর্শনেন প্রিয়দর্শন জন্যং সুখং মে ভবত্বিতি ইচ্ছৈবানুরক্তিরিত্যত্রেশ্বরবিষয়িণ্যনুরক্তির্লক্ষিতেতি নাব্যাপ্তিঃ; তাদৃশ্যামিচ্ছায়া-মীশ্বরস্যাপ্যালম্বনতয়া বিষয়ত্বনিয়মাদিতি প্রাহুঃ। নৈয়ায়িকাদয়স্তু আরাধ্যত্বেন জ্ঞানং ভক্তিরিত্যূচুঃ, তত্র আরাধনাচ গৌরবিতপ্রীতিহেতু ক্রিয়া, সাচ পূজাদিস্বরূপেতি পূজ্যত্বাদিনেশ্বরপ্রতিসন্ধানমীশ্বরভক্তিরিতি পর্য্যবস্যতি, তচ্চিন্ত্যম্, এবং সতি প্রীত্যুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং ভক্ত্যুৎকর্ষাপকর্ষব্যবহারঃ, ফলে চ বিশেষোন স্যাদিতি, আরাধ্যত্বেন জ্ঞানস্য সকলাস্তিকসাধারণ্যাৎ। অস্তি চান্যাপেক্ষয়া ভক্তাবুৎকর্ষঃ, ফলে চ ভূয়ান্ বিশেষঃ, সত্যযুগাদৌ

শ্রীপাদনামক আচার্য্য বলেন, পাতঞ্জলের একটি সূত্র আছে "সুখানুশয়ী রাগ।" তাহার অর্থ প্রিয় বস্তু দর্শন জন্য আমার সুখ হোক্, এই রূপ ইচ্ছার নামই অনুরক্তি, সুতরাং ঈশ্বরবিষয়িণী অনুরক্তি বা প্রীতি বলিলে ভক্তির লক্ষণে কোন রূপ অব্যাপ্তি দোষ ঘটে না, কারণ যদি ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া ঐ রূপ ইচ্ছা করা যায় যে, "ঈশ্বরসাক্ষাৎকারজন্য আমার সুখ হোক্," তা'হলে ঈশ্বরও ঐ ইচ্ছার বিষয় অবশ্যই হইবেন, এ বিষয়ে এই রূপ একটি নিয়ম আছে যে, ইচ্ছার অবলম্বনও ইচ্ছার বিষয়। নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন,—"আরাধ্য রূপে জ্ঞানের নাম ভক্তি" অর্থাৎ কাহারও প্রতি গৌরবসম্বলিত প্রীতি-সূচক ক্রিয়া-বিশেষের নামই আরাধনা, যাহাকে সাধারণ কথায় 'পূজা' বা 'অর্চ্চনা' বলে। তাঁহাদের মতে ইহাই দাঁড়াইল যে, ঈশ্বরকে পূজ্য বলিয়া বোধ করার নামই ভক্তি। এই উভয় মতই চিন্তনীয় অর্থাৎ আমাদের সম্পূর্ণ অভিমত নহে। কারণ তাদৃশ ইচ্ছাই যদি ভক্তি হয়, তা'হলে শাস্ত্রে প্রীতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে যে, ভক্তিরও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এবং তজ্জন্য ফলের যে তারতম্য ধরা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মতে দেখ,—আস্তিক মাত্রেরই, ভক্তি থাকুক বা না থাকুক, "ঈশ্বর আমাদের আরাধ্য" এই রূপ জ্ঞান আছেই, কিন্তু তথাবিধ জ্ঞান

লিবিভীষণভীষ্ম-কপিলনারদার্জ্জুনাম্বরীষাদীনামধুনাপি শ্রীগোকুলবাসিনাঞ্চেতি সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধমেবেতি উভয়পক্ষেঽপি পূজাদিকং ভক্তি কার্য্যতয়া ভক্তের্ব্যঞ্জকমিতি ভক্তিতয়া লক্ষণয়া ব্যবহ্রিয়তে তু স্বরূপতো ভক্ত্যন্তর্গতমিতি ধ্যেয়ম্।

কংসশিশুপালাদীনাং ভগবজ্জ্ঞানমতিধারাক্রমেণান্তরায়রহিতমপি বিষয়ীভূত-শ্রীমদ্ভগবন্মহিম্না ভগবল্লয়াত্মক-মোক্ষাদিজনকমপি ন ভক্ত্যন্তর্গতং প্রীতিবিরুদ্ধ-দোষ-মূলকত্বাৎ। অতএব ন শিষ্টৈঃ স্তূয়তে, ন বা যশস্করং, ন বা ভক্তানামিব সমাধিসুখং জনয়তি, ন বা তৎপুরস্কৃত্য প্রদত্তং পূজোপকরণমন্নপানাদ্যনুগ্রহেণ গৃহ্ণাতি শ্রীভগবান্। তথাচোক্তং দুর্য্যোধনং প্রতি স্বয়মেব শ্রীভগবতা—

অপেক্ষা যে, ভক্তির উৎকর্ষ এবং বিশিষ্টফলহেতুতা আছে, ইহা সত্যযুগাদিতে বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, অম্বরীষ প্রভৃতির চরিত্রে এবং ইদানীন্তন গোকুলবাসীদিগের চরিত্র দ্বারা সুব্যক্ত হইয়াছে। ফল, পূজাদি,—ভক্তির কার্য্য, সুতরাং ভক্তির ব্যঞ্জক বলিয়া, উভয় পক্ষেই লক্ষণা দ্বারা ভক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, বস্তুতঃ উহারা ভক্তির স্বরূপ নহে।

আরও দেখ কংস শিশুপাল প্রভৃতির হৃদয়ে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ধারাবাহিক রূপে জাগরূক ও অন্তরায়শূন্য হইলেও এবং ঐ জ্ঞানের বিষয়ীভূত শ্রীভগবানের মহিমাবলে ঐ জ্ঞান দ্বারাই উহারা শ্রীভগবানে লয়প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিলেও, উহাদের ঐ জ্ঞান ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, কারণ তাহাদের তথাবিধ জ্ঞানের মূলে প্রীতিবিরোধী বিদ্বেষ-ভাব বর্ত্তমান ছিল। এই জন্যই শিষ্টগণ, তথাবিধ জ্ঞানের প্রশংসা করেন নাই, ঐ জ্ঞান উহাদের যশের কারণও হয় নাই। ঐ রূপ জ্ঞান কখনই ভক্তদিগের ন্যায় ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা জন্য সুখের কারণ হয় না এবং শ্রীভগবান্ ঐ-রূপ জ্ঞানশালীর প্রদত্ত পূজার উপকরণ অন্নপানাদি প্রসন্নতার সহিত গ্রহণও করেন না। দেখ, দুর্য্যোধনকে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"প্রীতিভোজ্যানি চান্নানি আপদ্‌ভোজ্যানি বা পুনঃ।
নহি ত্বং প্রীয়সে রাজন্ন চৈবাপদ্‌গতা বয়ম্" ॥ ইত্যাদি
"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥"

ইত্যাদি চ, ইতোঽপ্যধিকং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসগুরূপদেশাদিতো জ্ঞেয়ং প্রজ্ঞাবদ্ভিরিতি শিবম্ ॥

প্রীতৌ চেশ্বর-বিষয়তা,—ঈশ্বরত্বপ্রকারিকা বোধ্যা, তথাচেশ্বরত্বেনেশ্বর ইতি পর্য্যবস্যতি! ঈশ্বরত্বঞ্চ স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দত্বং নিত্যবুদ্ধীচ্ছাকৃতিমত্ত্বং কৃষ্ণত্ব-রামত্ব-নরসিংহত্ব-শিবত্ব-দুর্গাত্বাদি-পরমাত্মবৃত্তিরসাধারণো ধর্ম্মঃ। তেনাজ্ঞানদশায়াং স্ত্রীপুত্রাদে

"হে রাজন, লোকে প্রীতি-নিবন্ধন, অথবা আপদ্‌গ্রস্ত হইয়াই অপরের অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। তুমি আমাতে প্রীতিযুক্ত নহ, এবং আমিও আপদ্‌গ্রস্ত নহি, তবে আমি তোমার অন্ন ভোজন করিব কেন?"

"আমাকে লোকে ভক্তি সহকারে, পাতাই দিক্, ফুলই দিক্, ফলই দিক্, অথবা কেবল একটু জলই দিক্; আমি ভক্তিমানের সেই ভক্তিপ্রদত্ত বস্তুই ভোজন করিয়া থাকি।"

যদি কেহ ইহা অপেক্ষা অধিক তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তা'হলে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং গুরুর উপদেশ হইতে জানিয়া লইবেন।

ঈশ্বরবিষয়ক প্রীতিকে ভক্তি বলা হইয়াছে, ঈশ্বরও সর্ব্বময়, স্ত্রী পুত্রাদিও ঈশ্বর ছাড়া নহে, তবে কি স্ত্রী-পুত্রাদিবিষয়ক প্রীতিও ভক্তি বলিয়া গণিত হইবে? মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, বিশুদ্ধ ঈশ্বরত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ঈশ্বর যখন প্রীতির বিষয় হইবেন, তখনই ঐ প্রীতি ভক্তি হইবে। ঈশ্বরত্ব ধর্ম্ম বলিতে সাক্ষাৎ স্ব প্রকাশ অখণ্ড আনন্দময়ত্ব কিম্বা নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য কৃতিমত্ব অথবা কৃষ্ণত্ব, রামত্ব, নরসিংহত্ব, শিবত্ব ও দুর্গাত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্যতম অসাধারণ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে, যাহা কেবল পরমাত্মাতেই বর্ত্তমান

র্ব্বস্তুত ঈশ্বরাভিন্নত্বেঽপি, তৎপ্রীতির্ন ভক্তিঃ। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি অবধারণানন্তরং ব্রহ্মত্বপ্রকারকালম্বনা সাপি, ভগবদ্ভক্তিরেবেতি, অতএবোক্তমভিযুক্তৈঃ জপোজল্পঃ শিল্প” মিত্যাদি।

“দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ” ॥ ইতি

এবঞ্চ ব্রজসুন্দরীণাং শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরত্বজ্ঞানমন্তরেণাপি শ্রীকৃষ্ণঃ কোটিকন্দর্পলাবণ্য’ ইত্যাদি জ্ঞানপ্রযুক্তাপি অনুরক্তি-

---

থাকে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদান্তীদিগের স্বপ্রকাশ-অখণ্ড-আনন্দময়-নির্গুণ ব্রহ্মেই প্রীতি হৌক, আর নৈয়ায়িকদিগের কর্ত্তৃত্বাদিগুণশালী ঈশ্বরেই প্রীতি হৌক, অথবা পৌরাণিকদিগের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের উপরই প্রীতি হৌক্, এই রূপ সকল-প্রকার প্রীতিই ঈশ্বরপ্রীতি ও ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই জন্য স্ত্রী-পুত্রাদি, বস্তুগত্যা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, অজ্ঞানাবস্থায়, যখন উহারা ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তৎকালে উহাদের উপর যে প্রীতি হয়, তাহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এই জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্ম, এই রূপ অবধারণের পর, স্ত্রী-পুত্রাদিকে ব্রহ্ম রূপ ভাবিয়া, উহাদের উপর যদি প্রীতি করা হয়, তাহা হইলে কিন্তু, উহা ভগবদ্ভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ব্রহ্ম জ্ঞানানন্তর জপ, জল্পনা বা শিল্প, ইত্যাদি যাহা কিছু করিবে, সে সকলই ব্রহ্মবিষয়ক হইবে। এবং—

“দেহকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান আছে, ঐ জ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, ও পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, মন যে যে বস্তুতে যাইবে, তাহাতেই ব্রহ্ম বোধে একাগ্র হইয়া পড়িবে।”

তা’হলেও এখানে একটা কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে, যদিও ব্রজবাসিনী সুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধিতে অনুরক্তি হয় নাই, এই কৃষ্ণ কোটি কন্দর্পতুল্যলাবণ্যশালী, এই রূপ বুদ্ধিতেই, তাঁহার প্রতি উহাদের অনুরক্তি

র্ভক্তির্ভবতি। ঈশ্বরত্বস্যৈব পরমাত্মমাত্রবৃত্তেঃ শ্রীকৃষ্ণত্বস্যালম্বনবিশেষপ্রকারত্বাৎ। অতএব প্রীতিগর্ভঃ সবিকল্পকোভগবৎসমাধি জ্ঞানান্তর্গতো ভক্ত্যন্তর্গতশ্চ। নির্বিকল্পকঃ সমাধিঃ পরং কেবলজ্ঞানান্তর্গতস্তত্রেশ্বরত্বস্যাপ্রকারত্বাৎ, স্বরূপসদখণ্ডানন্দঘন—ব্রহ্মমাত্রপ্রতিভানাচ্চেতি। শিবদুর্গাদীনান্তু যথেশ্বরাভিন্নত্বং তথা-বক্ষ্যতে।

শ্রীপাদাস্তু "জীবোপাধ্যনবচ্ছিন্নচেতনবিষয়ানুরক্তির্ভক্তিস্তথাচ প্রাদুর্ভাবাবচ্ছিন্নে, পরিপূর্ণে চ ভগবত্যনুরক্তির্গৃহীতা ভবতি,

---

জন্মিয়াছিল, তথাপি সে অনুরাগকে ভক্তি বলিতে হইবে। কারণ, যে কারণেই হোক, ঈশ্বরে প্রীতি করিতেছি, এই রূপ জ্ঞান হইলেই উহা যেমন ভক্তি রূপে পরিগণিত হইবে। সেই রূপ যে কোন কারণেই হোক, কৃষ্ণকে আমি ভালবাসি এইমাত্র জ্ঞান থাকিলেই ঐ প্রীতিও ভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। যে হেতু, শ্রীকৃষ্ণত্ব এবং ঈশ্বরত্ব, এই উভয় ধর্ম্মই একমাত্র পরমাত্মাতেই বর্ত্তমান। অতএব প্রীতিগর্ভ সবিকল্পক ভগবৎসমাধি, জ্ঞান ও ভক্তি, এই উভয়েরই অন্তর্গত, আর নির্ব্বিকল্পক সমাধি কেবল জ্ঞানেরই অন্তর্গত, কারণ নির্ব্বিকল্পক সমাধি—অবস্থায় ঈশ্বরত্ব বুদ্ধি থাকে না, সে সময় ব্রহ্মের কেবল অখণ্ডানন্দ ঘন স্বরূপই প্রতিভাত হইয়া থাকে। শিব-দুর্গাদি যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, ইহা পরে বলা যাইবে। (১)

শ্রীপাদাচার্য্য বলেন, যদি ভক্তির লক্ষণ এই রূপ করা যায় যে, "জীবত্ব রূপ উপাধি যাহার নাই, এই রূপ চেতন বস্তু বিষয়ক অনুরাগের নামই ভক্তি" তাহা হইলে, অবতার, ও পূর্ণ স্বরূপ. এই উভয় অবস্থাতেই ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ,

---

(১) যোগ দ্বারা চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধি। ঐ সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্পক এবং নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক সমাধি অবস্থায় আমি অনুরাগ বশতঃ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছি, এই রূপ একটা জ্ঞান ভিতরে থাকে। নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে কোন প্রকার জ্ঞানই থাকে না, চিত্ত কেবল প্রগাঢ় আনন্দময় রূপে পরিণত হয়।

ভবতি চ সর্ব্বস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেঽপি পিত্রাদ্যনুরক্তির্ন ভক্তি-
ইতি চ বদন্তি। তচ্চ ভগবদ্বুদ্ধ্যা ভগবদ্ভক্তপিত্রাদ্যনুরক্তেঃ,
সর্ব্বেষাং ব্রহ্মত্বজ্ঞানানন্তরং তৎপ্রকারিকায়াঃ স্ত্রীপুত্রাদ্যনুরক্তেশ্চ
ভক্তিত্বপক্ষে চিন্ত্যমিতি দিক্ ॥ ২ ॥

অবতরণিকা।

নন্বু ব্রজসুন্দরীণামত্যন্তমুদাসীনে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিরনেককালীন

তাহা 'ভক্তি' রূপে গৃহীত হইল, অথচ সকল বস্তুর ব্রহ্ম স্বরূপত্ব থাকিলেও পিত্রাদি
বিষয়ক অনুরাগ ঐ ভক্তির মধ্যে আর পরি-গণিত হইল না। শ্রীপাদাচার্য্যে
এ কথা ঠিক্ নহে, কারণ, ভগবদ্ভক্ত পিতা প্রভৃতিতে ভগবদ্বুদ্ধিতে অনুরা
হইলে, উহা যে 'ভক্তি' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং সমুদয় বস্তুকে ব্রহ্ম রূপে
জ্ঞান হইবার পর, স্ত্রী পুত্রাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুরাগ ও যে 'ভক্তি' বলিয়া গণ
হইয়া থাকে, শ্রীপাদ আচার্য্যের মতে তাহা আর হইতে পারিল না। ২।

অবতরণিকা।

প্রথমে বলা হইয়াছে, যে সভ্যবৃন্দের ভক্তির বিষয় জিজ্ঞাসা হইবার পর
মহামুনি শাণ্ডিল্য, ভক্তির বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া
তিনি ভক্তির লক্ষণ করিলেন; "ঈশ্বরবিষয়ে অনুরক্তি বা প্রীতিই মুখ্য ভক্তি।" এ
ঈশ্বরে প্রীতি বা অনুরক্তির পরিণাম যদি সুখপ্রদ হয়,—কল্যাণকর হয়
তবেই ত সহৃদয় সভ্যবৃন্দের তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক

বিয়োগব্যথাজনকত্বেন দুষ্ফলা, ইষ্টাজনকত্বেন চ নিষ্ফলা, রাস-বিলাসাদিকালীনসুখজনকত্বেঽপি তৎতৎ-সুখস্যাল্পকালীনতয়া, অনেকসপত্নীসাধারণতয়া, পরপুরুষসম্ভোগজন্যত্বেন লোক-বেদনিষিদ্ধতয়া চ, সদাব্রজবাসিসুদামপ্রভৃত্যুপপত্তিপ্রীতিতঃ, স্বস্বামিপ্রীতিতশ্চাত্যন্তং ন্যূনফ.া। এবং স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দাত্মক-ব্রহ্মানুরক্তিরপি, তস্যাঽত্যন্তং দুষ্প্রাপ্যতয়া বিয়োগমাত্র-ফলকত্বেন দুষ্ফলা, সম্ভোগাভাবেন নিষ্ফলা, স্বর্গাদিজনকাশ্ব-

---

ঈশ্বরানুরক্তি কিরূপ। ঈশ্বর শব্দের প্রতিপাদ্য—শ্রীকৃষ্ণাদি অবতার, এবং পরব্রহ্ম। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের উপর ব্রজবাসিনীদিগের অনুরাগ শাস্ত্রে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, দেখ। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উদাসীন, প্রেমের জন্য লালায়িত নহেন, সহজে ধরা ছোঁয়া দিতে বড় একটা রাজী নহেন, ওদিকে গোপীগণ তাঁহার প্রেমে একেবারে আত্মহারা, সর্ব্বদাই "সখি ধর ধর" অবস্থা প্রাপ্ত, সুতরাং তাহারা অনেক সময়ই দারুণ বিরহ পীড়ায় উৎপীড়িত হওয়ায়, সে অনুরাগের ফল প্রথমতঃ কেবল দুঃখ রূপই দেখা যাইতেছে। অথবা গোপীরা যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া, সেই অনুরাগকে নিষ্ফল বলিলেও চলে। হাঁ কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত কোন সময় রাস বিলাস করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা দ্বারা ঐ প্রীতির সুখ-জনকত্ব ধর্ম্ম ও দৃষ্ট হইতেছে বটে, তথাপি সে সুখসম্ভোগ অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, অনেক সপত্নীর সহিত সম্বিভক্ত হইয়াছিল, এবং পরপুরুষসংসর্গনিবন্ধন শাস্ত্রবিগর্হিত ও সমাজে কলঙ্কের কারণ হইয়াছিল বলিয়া, সর্ব্বদা ব্রজবাসী সুদাম প্রভৃতি উপপতির প্রীতি এবং আপন আপন স্বামি বিষয়ক প্রীতি অপেক্ষা, তথাবিধ কৃষ্ণ প্রীতি ন্যূন-ফল-দায়িনীও হইয়াছিল। অন্যদিকে পরব্রহ্মের প্রতি অনু-রাগেরও ঐ দশা। কারণ, পরমাত্মা, অতি দুষ্প্রাপ্য, তাঁহার অপ্রাপ্তি রূপ বিয়োগ-মাত্রকেই তদীয় প্রীতির ফল বলিলে চলে, কাযেই উহা দুষ্ফলা, সম্ভোগ সুখাদির অভাবে ঐ প্রীতিকে একেবারে নিষ্ফলা বলিলেও চলে, এবং উহা স্বর্গাদি বহু ফলের জনক অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কর্ম্ম অপেক্ষা অত্যন্ত ন্যূনফলাও বটে, কারণ উহার ফল এক-

মেধাদিকর্ম্মতোঽত্যন্তং ন্যূনফলা চেতি প্রেক্ষাবতামুপেক্ষ্যতয়া কথং ভগবদ্ভক্তৌ তেষাং জিজ্ঞাসা? তজ্জিজ্ঞাসায়াশ্চাভাবে কথং অহর্নিশং সৎকর্ম্মযোগাদৌ প্রবৃত্তস্য মহামুনের্ভগবতঃ শ্রীশাণ্ডিল্যস্য তদ্বিচারারম্ভঃ? ইতি স্বশিষ্যাদীনাং, সামাজিকানামাকাঙ্ক্ষায়াং সকলফলমৌলিভূতং মোক্ষাদিনামকং পদমমৃতত্বং, তদেতস্যাঃ ফলমিত্যাহ—তৎ সংস্থস্যেতি।

৩। তৎ সংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

তৎসংস্থস্য তস্মিন্নীশ্বরে সংস্থা প্রীত্যাদিলক্ষণেন সম্যক্ প্রকারেণ স্থিতিঃ, জ্ঞানবিষয়িতয়া অবস্থিতির্ভক্তিরিতি যাবৎ, সা যস্যাস্তি, স তৎসংস্থঃ, এবম্ভূতস্য পুরুষস্য অমৃতত্বং জরা-মরণাদিবিরোধি মোক্ষাদিপদপ্রতিপাদ্যং সর্ব্বেভ্যোঽপীষ্টেভ্যঃ

মাত্র সুখ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এক্ষণে দেখ, কি অবতার বিষয়ক, কি পরব্রহ্ম-বিষয়ক, দ্বিবিধ ঈশ্বর ভক্তিই ইপ্সিত ফলপ্রদ না হওয়ায়, বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই উপেক্ষার বিষয় হইতেছে, সুতরাং তাঁহাদের ভক্তির বিষয় জিজ্ঞাসা হইবার ত কোন কারণই নাই। আর যদি সহৃদয়বর্গের জিজ্ঞাসাই না থাকিল, তবে দিবানিশি যোগাদি সৎকর্ম্ম প্রবৃত্ত মহামুনি ভগবান্ শাণ্ডিল্য, আপনার সমুচিত সৎকর্ম্ম সকল পরি-ত্যাগ করিয়া, ভক্তি রূপ একটা মিছা কাযের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? নিজের শিষ্য ও সামাজিকগণের এই রূপ আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার অভিপ্রায়ে সকলপ্রয়োজনের মৌলিভূত মোক্ষাদি নামে প্রসিদ্ধ অমৃতপদ লাভই যে, ঐ ভক্তির ফল, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তৃতীয় সূত্র বলিতেছেন।

মূ, অ, ৩। ঈশ্বরভক্তের মুক্তিলাভশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ৩

সেই ঈশ্বরে যাহার সংস্থা অর্থাৎ ভক্তি আছে, তাদৃশ পুরুষের জরা মরণাদির বিরোধী, মোক্ষাদি-শব্দ প্রতিপাদ্য এবং সকল অভীপ্সিত বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয়স

শ্রেষ্ঠং নিঃশ্রেয়সং ভবতি। কুতএবং নিশ্চিয়ত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়া-মাহ অমৃতত্বস্যোপদেশাদিতি "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতী" ত্যাদি শ্রুতিবাক্যকদম্বাদেষোঽর্থোনিশ্চিয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচাতিশ্রেষ্ঠ-ফলবত্ত্বাৎ ভক্তেরজ্ঞাততত্ত্বানাং জিজ্ঞাসা, জ্ঞাততত্ত্বানঞ্চ বিচারঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অবতরণিকা।

নম্বত্র "তৎসংস্থা" শব্দেন তজ্জ্ঞানমুচ্যতে, নতু ভক্তিরিতি-নৈষা শ্রুতির্ভক্তেঃ ফলবত্ত্বে প্রমাণমিত্যাক্ষিপ্য সংস্থাশব্দস্য ন

অর্থাৎ মুক্তির লাভ হয়। যদি বল তাহার প্রমাণ কি? উহার প্রমাণ এই যে, বেদাদি শাস্ত্রে ঐ রূপই উপদেশ করা হইয়াছে। যথা "ব্রহ্মাসক্ত ব্যক্তিই অমৃতত্ব লাভ করে" এই রূপ অনেক শ্রুতি বাক্য দেখিয়াই, উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে। অতএব ভক্তির ফল, যখন এই রূপ শ্রেষ্ঠ হইল তখন যাহারা ভক্তি তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে ভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করা অযৌক্তিক নহে, এব যাঁহারা ভক্তি তত্ত্বাভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে উহার বিচার করাও অসঙ্গত নহে। ৩।

অবতরণিকা।

যদি বল, তৃতীয় সূত্রে যে 'সংস্থা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ-জ্ঞানই বলিব, সুতরাং তৎসংস্থা বলিতে তাঁহার বিষয় জ্ঞান, এই রূপই বুঝিতে হইবে, তাঁহাতে ভক্তি এরূপ নহে। অতএব উপরে যে "শ্রুতি"টি প্রমাণ বলিয়া উদাহৃত

জ্ঞানমর্থঃ, জ্ঞানে তদপ্রয়োগাৎ, কিন্তু ভক্তিরেব, তত্রৈব তৎ প্রয়োগাদিত্যেবং সমাধত্তে জ্ঞান মিতি।

৪॥ জ্ঞান মিতিচেন্ন, দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ॥ ৪

তত্র সংস্থাপদস্য জ্ঞানমর্থো, নতু ভক্তিস্তথাচ—"তৎসংস্থোঽমৃতত্বমেতী" তাস্য তজ্জ্ঞানী মুক্তিমেতীত্যর্থো, ন তদ্ভক্তোমুক্তি মেতীতি চেৎ? ন, দ্বিষতঃ শত্রোরপি জ্ঞানমস্তি, নতু তস্মিন্ সংস্থা ব্যবহারঃ। তথাচ শত্রোঃ শত্রুবিষয়কে জ্ঞানে সংস্থা-ব্যবহারাভাবাৎ সংস্থাশব্দস্য ন জ্ঞানমাত্রমর্থঃ কিন্তু, ভক্তিঃ, ভক্তি স্বরূপোজ্ঞানবিশেষোবা। অতএব রাজবিষয়কজ্ঞানস্যো

হইয়াছে, উহা ভক্তির ফল নির্দ্দেশক প্রমাণ নহে, এই রূপ আশঙ্কার পর, "সংস্থা" শব্দের জ্ঞান-রূপ-অর্থে প্রয়োগ না থাকায়, উহার অর্থ জ্ঞান নহে, কিন্তু ভক্তি রূপ অর্থে প্রয়োগ থাকায়, ভক্তিই উহার অর্থ, এই রূপ সমাধান করিবার নিমিত্ত চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

সূ, অ, ৪। সংস্থা শব্দের অর্থ জ্ঞান বলিতে পার না, কারণ শত্রুদিগের ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও ঐ জ্ঞান সংস্থা রূপে পরিগণিত হয় না। ৪।

যদি "সংস্থা" শব্দের জ্ঞানরূপ অর্থ করিয়া, "তৎ-সংস্থ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে," এই শ্রুতির-"ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানবানই মুক্তি লাভ করে", 'এই রূপ অর্থ স্বীকার কর, এবং ঈশ্বর ভক্ত মুক্তি লাভ করে, এই রূপ অর্থ স্বীকার না কর, তা'হলে দেখ, ঈশ্বরদ্বেষী শত্রুদিগেরও ঈশ্বর বিষয় জ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহাদের সেই জ্ঞান সংস্থা বলিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, অতএব শত্রুতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভগবানকে শত্রু রূপে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে সংস্থা শব্দের ব্যবহার না থাকায়, সংস্থা শব্দের জ্ঞান রূপ অর্থ নহে, কিন্তু উহার অর্থ ভক্তিই, অথবা ভক্তিস্বরূপ জ্ঞান বিশেষই, বুঝিতে

ভয়োস্তৌল্যেঽপি,রাজানুরক্তাঃ প্রকৃতয়ো 'রাজসংস্থা' ইত্যুচ্যন্তে, নতু রাজদ্বেষ্টারস্তচ্ছত্রবো বা 'রাজসংস্থা' উচ্যন্তে, তথাচৈষা শ্রুতির্ভগবদ্ভক্তেরেব মুক্তিঃ ফলমিত্যভিধত্ত, ইতি ভবতি স-প্রয়োজনো ভক্তিবিচার ইতি ভাবঃ। যতশ্চ সংস্থাপদেন ভক্তি রেবোচ্যতে, অতএব পুরাণে চিরকারিকোপাখ্যানে শ্রূয়তে—

"বিমৃশ্যতে ন কালেন পত্নীসংস্থাব্য-তিক্রমঃ।
সোঽব্রবীচ্চ ভৃশংতপ্তো দুঃখেনাশ্রূণি বর্ত্তয়ন্॥"

ইত্যত্র সংস্থা ব্যতিক্রমেণ ভক্তিব্যতি ক্রম এবোক্তঃ, জ্ঞানস্য তত্রাপ্রাকরণিকত্বেনাতদর্থত্বাৎ অতএব চ "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষো-পদেশা"দিত্যত্র বৈয়াসিকে বেদান্ত সূত্রেঽপি তন্নিষ্ঠপদে তদ্ভক্ত এব বিধীয়ত ইতি যুক্তোঽর্থ ইতি দিক্॥ ৪॥

হইবে। এই জন্যই, রাজার শত্রু ও মিত্র, এই উভয়েরই রাজবিষয়ক জ্ঞান তুল্যরূপে থাকিলেও রাজানুরক্ত মিত্রভূত প্রজাবর্গকেই 'রাজসংস্থা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, কিন্তু রাজবিদ্বেষী প্রজাগণকে অথবা রাজার শত্রুগণকে 'রাজসংস্থা' বলা যায় না। অতএব উক্ত শ্রুতি, মুক্তিই যে, ভগবদ্ভক্তির ফল, ইহাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং ভক্তির বিচার যে প্রয়োজন শূন্য নহে, ইহাই স্থির হইল। পুরাণাদিতে ও "সংস্থা" কথাটি ভক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, মহা- ভারতের শান্তি পর্ব্বে চিরকারিকার উপাখ্যানে "সংস্থা" শব্দের ভক্তি অর্থেই ব্যবহার দেখা যায়। যথা—

"সে দুঃখে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিয়াছিল, পত্নীর ভক্তির ব্যতিক্রম, চিরকালই অসহ্য থাকে।"

সংস্কৃত শ্লোকে যে 'সংস্থা ব্যতিক্রম' কথাটি আছে, তাহার অর্থ, অবশ্যই ভক্তি ব্যতিক্রম, এই রূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, জ্ঞানের প্রকরণ না হওয়ায় "সংস্থা" শব্দের জ্ঞানরূপ অর্থ এখানে সঙ্গত হয় না। অতএব মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত সূত্রে "তন্নিষ্ঠের মোক্ষ উপদিষ্ট হওয়ায়" এই সূত্রেও তন্নিষ্ঠ, এই কথাটির ভক্তিনিষ্ঠ এই রূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত। ৪।

অবতরণিকা।

নমু "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"ত্যাদি শ্রুত্যা অন্যাঽবিষয়কপরমাত্মবিষয়কজ্ঞানস্যাতিমৃত্যুস্বরূপাং মুক্তিং প্রতি কারণত্বং প্রতিপাদিতং অস্তি, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি শ্রুত্যা স্বাত্মবিষয়কস্য শ্রবণাদিজ্ঞানচতুষ্টয়স্য তথাত্বমুক্তমস্তি। এবঞ্চ—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী নাম সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

ইত্যাদ্যার্ষ বাক্যৈরযোধ্যাদ্যধিকরণকদেহত্যাগস্য, কেনচিৎ সন্ন্যাসগ্রহণস্য, কেনচিৎ সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত কর্ম্মণাং, "তরতি মৃত্যু

অবতরণিকা।

ভাল, ভক্তিই যদি মুক্তির একমাত্র কারণ হইল, তবে যে আমরা দেখিতে পাই "তাঁহাকেই জানিয়া অতিমৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সেই জ্ঞান ভিন্ন সংসার বন্ধন হইতে এড়াইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই" এই শ্রুতি দ্বারা কেবল পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানেরই মুক্তির হেতুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্যদিকে "অরে, আত্মাকেই কেবল দেখিবে, শুনিবে, মনে করিবে এবং ধ্যান করিবে" এই শ্রুতি দ্বারা আবার স্বকীয় আত্মবিষয়ক দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান, এই চতুর্বিধ জ্ঞানেরই মুক্তির হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে, আবার দেখ, "অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, এবং দ্বারকাপুরী, এই সাতটি নগরী মোক্ষদায়িনী" ইত্যাদি ঋষি বাক্য দ্বারা অযোধ্যাদিনগরীতে শরীর ত্যাগ, মুক্তির হেতু বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই রূপ কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন, কেহ কেহ সন্ন্যাস

স্তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজত” ইত্যর্থবাদৈরশ্বমেধাদে
“কিং গয়াপিণ্ডদানেন, কাশ্যাং বা মরণেন কিম্। কি
কুরুক্ষেত্র দানেন প্রয়াগে মুণ্ডনং যদী” ত্যাদিনা প্রয়াগমুণ্ডনাদে
“দ্রব্যগুণ কর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যা
তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগম” ইত্যাদি বৈশেষিকসূত্রেণ দ্রব্যাদিতত্ত্ব
জ্ঞানস্য, “প্রমাণপ্রমেয়াদীনাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগম” ইত্যা
ন্যায় সূত্রে প্রমাণাদিষোড়শপদার্থতত্ত্বজ্ঞানস্য, “মুক্তিস্ত্বদ্দর্শনাদ্দে
ন জানে স্নানজং ফল” মিত্যাদি ব্যাসভাষিতেন গঙ্গাদর্শনাদে
“ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশু” রিত্যাদি শ্রুত্যা সর্ব্বস্বত্যাগলক্ষণস
দেহবিষয়কাহঙ্কারত্যাগলক্ষণস্য বা ত্যাগস্য, “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈ

আশ্রম বিহিত কর্ম্ম সকলকে মুক্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। “যে ব্যা
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয় না, এবং মৃত্যুর হ
হইতে রক্ষা পায়” ইত্যাদি অশ্বমেধের প্রশংসাসূচকবাক্যদ্বারা অশ্বমেধা
অনুষ্ঠান মুক্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং যদি প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন ক
হয়, তা'হলে গয়ায় পিণ্ড দান, কাশীতে মরণ বা কুরুক্ষেত্রে দান, এ কিছুরই আবশ্যক
নাই, এই বাক্য দ্বারা প্রয়াগ মুণ্ডনও মুক্তির কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে। (
বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, এবং অভাব এই কয়টি পদা
সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য পুরস্কারে তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি লাভ হয়, এই রূপ একটি
আছে, সুতরাং বৈশেষিক মতে দ্রব্যাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ বলি
স্থিরীকৃত হইয়াছে। অন্যদিকে আবার ন্যায় সূত্রকার গৌতম মুনি, প্রমাণ প্রমেয়
ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও দে
হে দেবি, আপনার দর্শনেই মুক্তি হয়, স্নানের যে কি ফল, তাহা আমি জানি ন

---

(১) “প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা মরগে পাপী যেথা সেথা” আমাদের দেশে এই একটি চির প্র
দৃষ্ট হয়।

ভবতী”ত্যাদি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্য, “তত্ত্বমসীত্যাদি” শ্রুত্যা, “অহ-
মব পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্। ইতি স্যান্নিশ্চিতো মুক্তো-
দ্ধ এবাস্তথাভবে” দিত্যাদ্যার্ষবাক্যসমূহেন চ, স্বাত্মপরমাত্মা-
ভেদসাক্ষাৎকারস্য, এবমনেকবিধেন প্রমাণেনানেকবিধস্য জ্ঞান-
র্ম্ম-যোগ-তীর্থযাত্রা-তীর্থবিশেষাধিকরণকদেহত্যাগাদ্যন্য-তমস্য
ক্তিকারণত্বমুক্তমস্তীতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসশাস্ত্রাদিষু যত-
্তঃ শ্রূয়ত ইতি কথং ভক্তেরেব মুক্তিকারণত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং
াক্ষান্মুক্তিকারণত্বং ভক্তেরেব, ভক্তিদ্বারা জ্ঞানাদীনাং মুক্তি-
ায়োজকত্বমাত্র মিত্যুত্তরয়তি তয়েতি।

গঙ্গার প্রতি বেদব্যাসের এই বাক্যদ্বারা গঙ্গার দর্শনাদি মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, “কেহ কেহ কেবল ত্যাগেই মুক্তি লাভ করিয়াছে” এই শ্রুতিতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ অথবা শরীর বিষয়ে অহঙ্কারত্যাগ মুক্তির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। “ব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্য ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হয়, এই শ্রুতিতে আবার ব্রহ্ম জ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে। এই রূপ “তুমিই সেই পরব্রহ্ম” এই শ্রুতি দ্বারা এবং “আমিই বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ অব্যয় পরব্রহ্ম” ইত্যাদি ঋষি বাক্য সমূহ দ্বারা স্বকীয় আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই মুক্তির হেতু বলিয়া জানা যাইতেছে। এই রূপ নানাপ্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম, তীর্থযাত্রা বা তীর্থ বিশেষে মরণ প্রভৃতির মধ্যে একটি না একটি, মুক্তির উপায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রের পাতা উল্টাইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। তবে এক-মাত্র ভক্তিই মুক্তির কারণ, এ কথা সঙ্গত হইল কি রূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে, “ভক্তিই সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ, জ্ঞানাদি ভক্তিকে দ্বার করিয়া উহার প্রয়োজক হয় মাত্র” এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

৫। তয়োপক্ষয়াচ্চ ॥ ৫

তয়া ভক্ত্যা মুক্তি কারণত্বেন শ্রুতানাং জ্ঞানাদীনাং উপক্ষয়াৎ, ঘটং প্রতি কুলালপিতুরিবান্যথাসিদ্ধেঃ, প্রযোজকত্বমাত্রং, ন তু কারণত্বমপীতি। নাত্র জ্ঞানাদিনিষ্ঠমুক্তিকারণত্বপ্রতিপাদক শ্রুত্যাদি বিরোধ ইত্যর্থঃ। চকারাদ্ভক্তিনিষ্ঠমুক্তিকারণত্বপ্রতিপাদকপ্রমাণ-সমূহঃ সমুচ্চীয়তে। তথা প্রহ্লাদং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্—

"যথা তে নিশ্চলং চেতোময়ি ভক্তিসমন্বিতম্!
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি যাস্যসি ॥" ইত্যাদি

৫। ভক্তিই মুক্তির কারণ বলিয়া স্থির হইলে, জ্ঞানাদি কারণ না হইয়া অন্যথা সিদ্ধ বা প্রয়োজক হয়।

মুক্তির কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ জ্ঞান প্রভৃতি সমুদয়, সেই ভক্তিকে দ্বার করিয়াই মুক্তির কারণ, সাক্ষাৎ কারণ নহে, যেমন কুম্ভকারের পিতা ঘটের প্রতি অন্যথা সিদ্ধ, অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণ না হইয়া, কুম্ভকারকে দ্বার করিয়া প্রয়োজক মাত্র হয়, এখানেও সেই রূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং এক্ষণে যে সকল শ্রুতি জ্ঞানাদিকে মুক্তির কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহাদের সহিত আর কোন বিরোধ রহিল না, কারণ সে সকল শ্রুতিতে প্রযোজকই কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাল, "তয়োপক্ষয়াৎ" কেবল এই রূপই সূত্র করিলেই হইত, সূত্রের শেষে আবার একটা 'চ' দেওয়া হইল কেন? ভাষ্যকার বলিতেছেন ঐ 'চ' নিরর্থক নহে, উহাদ্বারা ভক্তিই যে, মুক্তির কারণ, এবং তদ্বিষয় শ্রুতি বাক্য সকল যে, প্রমাণ আছে, তাহাই জ্ঞাপিত হইতেছে। দেখ, প্রহ্লাদকে ভগবান্ কি বলিতেছেন—

"তোমার ভক্তি সমন্বিত চিত্ত আমাতে যে রূপ নিশ্চল ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে. তাহাতে তুমি আমার অনুগ্রহে নির্ব্বাণ অবধি প্রাপ্ত হইবে।"

নন্বু, ভক্তিজ্ঞানকর্ম্মাদীনামনেকেষাং মুক্তিহেতুত্বমিতস্ততঃ শ্রূয়তে,তত্র ভক্তেরেব সাক্ষাদ্ধেতুত্বমিতরেষাং ভক্তিদ্বারা প্রযোজকত্বমিত্যত্র কিং বিনিগমকমিতি চেৎ ? উচ্যতে, লোকসিদ্ধহেতুতাকেভ্যএব হেতুভ্যঃ কার্য্যসম্ভবে, বিলক্ষণা হেতুতা ন কল্প্যতে, ইতি স্থিতিস্তথাচাখণ্ডানন্দসাক্ষাৎকারস্বরূপস্যাত্মনো মায়াঽবিদ্যাদিনামকসত্ত্বরজস্তমোঽন্যতমপ্রযোজ্যপ্রাপঞ্চিকবিষয়িতালক্ষণোপাধিনিবৃত্তৌ, স্বরূপেণাবস্থানং পরমাত্মপর্য্যবসন্না মুক্তিরিতুচ্যতে, তত্র প্রেমৈব হেতুর্ভবিতুমর্হতি। পরাং প্রীতিং ভজতোর্যূনোর্মিথোলয়ে প্রেম্নএব হেতুত্বকল্পনাৎ।

আচ্ছা, আমরা সচরাচর শাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাই, ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম প্রভৃতি অনেকেই মুক্তির হেতুরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তবে ভক্তিই যে, কেবল সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু, এবং অপর গুলি, ভক্তিকে দ্বার করিয়া মুক্তির প্রযোজক হয় এই রূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল কি কোন রূপ যুক্তি আছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন আমরা একটা নিয়ম দেখিতে পাই যে, যেহেতু দ্বারা যাদৃশ লৌকিক কার্য্যের সিদ্ধি সঙ্ঘটিত হয়,সেই হেতু দ্বারাই যদি তথাবিধ শাস্ত্রসম্মত অলৌকিক কার্য্যের সিদ্ধি করা যাইতে পারে, তবে সেই অলৌকিককার্য্যের প্রতিও উহাই হেতু বলিয়া গণিত হয় অপর কোন নূতন হেতুকল্পনার প্রয়োজন হয় না। দেখ, আত্মা, সাক্ষাৎ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ, মায়া বা অবিদ্যাদিনামে প্রসিদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ এবং তম, এই গুণত্রয়ের অন্যতম-দ্বারা ঐ আত্মাতে জাগতিক প্রপঞ্চের বিষয়িত্ব (ভোক্তৃত্বাদি সম্বন্ধ বিশেষ) রূপ একটা উপাধি বা বিকৃতি সঙ্ঘটিত হয়, ঐ উপাধির নিবৃত্তি হইলে, আত্মার যে, স্বকীয়স্বরূপে অবস্থান হয়, তাদৃশ অবস্থানকেই পরমাত্মায় লয় বা মুক্তি বলে। এই রূপ লয়ের প্রতি প্রেমেরই কারণতা হওয়া উচিত। কারণ, লৌকিক ঘটনায় দেখিতে পাই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতির আধারভূত—যুবক ও যুবতী যে, পরস্পরের অন্তঃকরণে লয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উহাদের

প্রেম চ যদি মনোনুকূলালম্বনকসুখসম্বেদনস্বরূপং, তদা প্রকৃতে সুখসম্বেদনস্যেতরাবিষয়কত্বে সতি, ব্রহ্মবিষয়কসাক্ষাৎকার-

---

পরস্পরের মধ্যে ভেদভাব দূর হইয়া, অভিন্ন ভাব উপস্থিত হয়, তথাবিধ লয়ের প্রতি প্রেমেরই হেতুত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। (ক)

প্রেমকে মুক্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধ করা হইল। এক্ষণে সেই প্রেমের স্বরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, একমাত্র প্রেমই যে, মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ হেতু, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। প্রেমকেই মুক্তির কারণ বলিয়াছি, এক্ষণে দেখ, ঐ প্রেম, যদি মনের অনুকূল আলম্বন-জনিত-সুখানুভবের স্বরূপ হয়, তা'হলে প্রস্তাবিত-স্থলে, তথাবিধ সুখানুভবের ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিষয় না হওয়াতে, তথাবিধ সুখানুভব একপ্রকার ব্রহ্মবিষয়ক-সাক্ষাৎকারস্বরূপেই পরিণত হইল,

---

(ক) সাংসারিক ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই, যুবক ও যুবতী দুইটি পরস্পর বিভিন্ন স্বরূপ, ভিন্নদেশীয়, ভিন্নভাষাব্যবহারী, আচার ভিন্ন, ব্যবহার ভিন্ন, এমন কি জাতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি সকলই ভিন্ন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যখন নিরতিশয় প্রীতি জন্মে, তখনই পরস্পরের অন্তঃকরণ পরস্পরে লীন হইয়া একরূপতা ধারণ করে, তখন আর কোন ভেদই থাকে না। একমাত্র ভৌতিক দেহের ভেদ বাহিরে দৃষ্ট হইলেও, অন্তঃকরণ, মন, প্রাণ চেষ্টা ইত্যাদি সকলই এক হইয়া পড়ে।

এই স্থলে যেমন এক মাত্র প্রেমই যুবকযুবতীর পরস্পরের অন্তঃকরণের লয়ের প্রতি কারণ, তেমনি, জীবের পরমাত্মাতে লয়ের প্রতি সেই প্রেমকেই কারণ বলিব. পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দুইটি একজাতীয় অথচ আপাততঃ ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত বস্তুকে এক করাই যখন প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তখন, সেই রূপ কার্য্যের প্রতি আবার একটা নূতন কারণ স্বীকার করিতে যাই কেন? জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ে যে ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয়, উহা কেবল মায়া—জনিত। মায়ার নিবৃত্তি হইলে, উভয়ের মধ্যে যে, পূর্ব্বে অভেদ ছিল, সেই অভেদই আসিয়া পড়ে। পরমাত্মাতে উৎকৃষ্ট প্রেম হইলেই সেই মায়ার নিবৃত্তি হয়। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

বিশেষরূপতয়া তত্ত্বসাক্ষাকারান্নাতিরিচ্যত এব। যদি তু তাদৃশ-সম্বেদনবিষয়ীভবৎ-সুখরূপং, তদা প্রকৃতে ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশা-খণ্ডসুখস্বরূপতয়া ফলতঃ সুখজ্ঞানয়োরভেদেন তথৈব। যদিতু মনোঽনুকূলালম্বনকসুখসম্বেদনবিষয়কোৎকটেচ্ছাস্বরূপং, তদপি বিমুক্তৌ কারণং, তথাহি ব্রহ্মাত্মকস্বপ্রকাশাখণ্ডসুখবিষয়কানন্ত-সাক্ষাৎকারস্বরূপেণ মুক্তিঃ, স চ সাক্ষাৎকারোযদি ব্রহ্মাত্মক এব, তদাপি তদ্বিষয়তাপ্রাকট্যং সাক্ষাৎকারবজ্জন্যং; যদি তু ততোভিন্নঃ, স্বসমানাধিকরণস্বোত্তরভাবিনোবিশেষগুণস্য বিভু-

---

সুতরাং উহা তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের মধ্যেই আসিয়া পড়িল, তাহা হইতে অতিরিক্ত হইল না, তত্ত্বসাক্ষাৎকার যে, মুক্তির কারণ, তাহাত সর্ব্বসম্মত। আর যদি তথাবিধ সুখানুভবের বিষয়তাপন্ন সুখকেই প্রেম বল, তাহা হইলেও উহা, প্রকৃত স্থলে, প্রকারান্তরে সেই তত্ত্বজ্ঞানেরই স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, কারণ, স্বপ্রকাশ-জ্ঞানময়-ব্রহ্মকে যখন অখণ্ড সুখ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন সুখ ও জ্ঞানের ঐক্যই স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যদি মনের অনুকূল আলম্বন-জন্য সুখজ্ঞান-বিষয়ক উৎকট ইচ্ছাকেই অর্থাৎ "ঈশ্বরকে আলম্বন করিয়া আমার সুখানুভব হোক" এই রূপ উৎকট ইচ্ছাকেই প্রেম বল, তা'হলেও উহা মুক্তির কারণ হয়। কেন না ব্রহ্ম—স্বরূপ স্বপ্রকাশ, অখণ্ড সুখের অনন্ত অর্থাৎ ধারাবাহিক বা অক্ষয় সাক্ষাৎকারের নামই মুক্তি। যদি বল, তথাবিধ সাক্ষাৎকারত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সুতরাং নিত্য, তবে তথাবিধ প্রেম বা ইচ্ছাকে উহার প্রতি কারণ বলিতেছ কি রূপে? এই রূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, যে, তাদৃশ সাক্ষাৎকার ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, উহা কিছু সর্ব্বদা সকলের বিদ্যমান থাকে না, সময়বিশেষে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে প্রকট বা উৎপন্ন হয় মাত্র, কাযেই এই হিসাবে সাধারণ ঘটপটাদির সাক্ষাৎকারের ন্যায় উহাকেও জন্য বলা যাইতে পারে। আর যদি ঐ সাক্ষাৎকারকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার কর, তা'হলে দেখ, বিভু অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রভৃতি

বিশেষগুণনাশকত্বেনাভিমতস্য শরীরাদ্যভাবেনাভাবাদনন্তঃ, তদাতু সুতরাং জন্যং। তত্রচান্তরবিষয়কসাক্ষাৎকারে বহির্বিষয়কজ্ঞানসামগ্রী প্রতিবন্ধিকা। তস্যাং চ প্রকৃতসাক্ষাৎকারেচ্ছা উত্তেজিকা, বির দ্ধজ্ঞানসামগ্র্যোরিচ্ছাঘটিতসামগ্র্যা এব বলবত্ত্বাৎ, তারমন্দশব্দপ্রত্যক্ষাদৌ তথাকল্পনাৎ। তথাচোত্তেজকীভূতায়া অপি তাদৃশেচ্ছায়া বিশেষণবিষয়কতয়া অবশ্য-

---

যে সকল বিশেষ গুণ আছে,উহারা, একাধারে পরোৎপন্নসজাতীয়বিশেষগুণদ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, বর্ত্তমান জ্ঞান, ভাবী জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব ইচ্ছা, পরবর্ত্তী ইচ্ছাদ্বারা বিনষ্ট হয়। যাবৎকাল দেহ থাকে, তাবৎকাল ঐরূপই হইতে থাকে। কিন্তু মুক্তিকালে দেহের অভাব হেতু, আর নূতন জ্ঞানাদি হয় না, অতএব পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞানাদির ও আর ধ্বংস হয় না। এই নিয়মে মুক্তি অবস্থায় দেহের অভাব নিবন্ধন, নূতন সাক্ষাৎকার আর জন্মায় না, পূর্ব্বোৎপন্ন আত্মসাক্ষাৎকারই থাকিয়া যায়, সেই হেতু, উহা অনন্ত অর্থাৎ অবিনাশী হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে উহাকে যখন ভিন্ন বলিতেছ, তখন আর উহাকে নিত্য বলিতে পার না। নিত্য ভিন্ন বস্তুকে জন্যই বলিতে হইবে, জন্য হইলেই তাহার প্রতি কোন না কোন বস্তুর কারণত্বও স্বীকার করিতে হইবে। আচ্ছা, তথাবিধ সাক্ষাৎকার যেন জন্যই হইল, এবং তাহার প্রতি কোন না কোন বস্তুর কারণত্ব ও অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু ইচ্ছাই যে, সেই কারণ হইবে, এমন কি নিয়ম আছে? এই রূপ আশঙ্কা করিয়া, সাক্ষাৎকারমাত্রের প্রতি একমাত্র ইচ্ছাই যে কারণ, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। দেখ, আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি, বাহ্যজ্ঞানের উপকরণ, আন্তরীণ জ্ঞানের প্রতি প্রতিবন্ধক হয়। যে সময়, বাহিরের কোন একটা পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর হয়, সে সময় মানসিক জ্ঞান অর্থাৎ কল্পনাদি হয় না। কিন্তু কেবল বাহ্যজ্ঞানের উপকরণ থাকিলেই বাহ্যজ্ঞান হয় না, উহার সহিত ইচ্ছার যোগ থাকাও আবশ্যক, তদ্ভিন্ন, সহস্র জ্ঞান সামগ্রী থাকিতেও জ্ঞান হয় না, ইচ্ছা এবং জ্ঞান সামগ্রী, এই উভয়ের সমাবেশেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আরও দেখ, বাহ্য

কল্প্যকারণতাকতায়াঃ, সংশয়োত্তর-প্রত্যক্ষাদৌ গুণত্ববিশেষণ-বিষয়কত্বাদিনা অবশ্যকল্প্যকারণতাকস্যবিশেষদর্শনস্যেব, গ্রাহ্য-নিশ্চয়ানন্তরং প্রামাণ্যসংশয়ানন্তরমৌচিত্যাবর্জ্জিতন্যায়েন জায়মানে গ্রাহ্যসংশয়ে, বিশেষণবিষয়কত্বেনাবশ্যকল্প্যকারণতাকস্য প্রামাণ্যসংশয়স্যেব, অনন্তসুখসাক্ষাৎকারস্বরূপাং মুক্তিং প্রতি

এবং আন্তর, এই উভয়বিধ জ্ঞানের সামগ্রী যদি যুগপৎ উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে যাহার অনুকূলে ইচ্ছা হয়, সেই বিষয়েরই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইচ্ছা না থাকিলে, অন্যমনস্ক অবস্থায় কাণের কাছে, অতি জোরে ঢাক্ বাজাইলেও সে শব্দ শুনা যায় না, আর ইচ্ছার যোগ থাকিলে অতিদূরে, অতি আস্তে, একটি (টু) শব্দ হইলেও, উহা সম্যক্ রূপে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ইহাতে জ্ঞান মাত্রের প্রতি ইচ্ছার উত্তেজকত্ব অর্থাৎ সহকারিতা অবিবাদে সিদ্ধ হইল। এক্ষণে দেখ, ইচ্ছা সাধারণতঃ জ্ঞানের উত্তেজিকা হইলেও, ইচ্ছাসহকৃত বস্তুরই যখন জ্ঞান হয় এবং ইচ্ছাসহকৃত না হইলে জ্ঞান হয় না, তখন ইচ্ছাতে এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহাতে জ্ঞানের প্রতি উহার কারণতাও ও অবশ্য কল্পনীয়। কারণ, আমরা তাদৃশ বিশেষত্বশালী বস্তুকে অন্যস্থলেও কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখ, প্রথমে কোন বস্তুতে "ইহা অমুক বস্তু কি না?" এইরূপ সংশয়ের পর, কোন একটা বিশেষ নিদর্শন দেখিয়া "ইহা অমুক বস্তুই বটে" এইরূপ যে জ্ঞান হয়, আমরা সেই জ্ঞানের প্রতি তথাবিধ বিশেষদর্শনেরই কারণতা স্বীকার করি, কেন না, উহাতে এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহাতে সংশয়িত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান উৎপাদন করে; অন্য দিকে "ইহা অমুক বস্তুই বটে" এই রূপে কোন একটা বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হইবার পর, কোন কারণ বশতঃ নিজের তথাবিধ নির্ণয়কে 'ভুল' বলিয়া সংশয় হইলে, নির্ণীত বস্তুর উপরও যে সংশয় হয়, সেই সংশয়ের প্রতি পূর্ব্বোক্ত-নির্ণয়গতভ্রান্তিসংশয়কেই অর্থাৎ যাহাতে নির্ণয়কে ভুল বলিয়া ধারণা হইয়াছে, এই রূপ সংশয়কেই কারণ বলি, কেননা উহাতে এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহাতে নির্ণীত বস্তুতেও সংশয় হইয়া পড়ে। ইচ্ছাতেও সেই রূপ একটু

কারণত্বমিতি। জ্ঞানস্যতু "দৃষ্টে রাগঃ প্রবর্ত্তত" ইতি ন্যায়েন রাগলক্ষণে প্রেম্নি কারণত্বং। তজ্জ্ঞানমপ্যান্তরসাক্ষাৎকারতয়া পূর্ব্বোক্তক্রমেণেচ্ছাজন্যং। সৈব চেচ্ছা শুভেচ্ছা, তস্যাং চ সৎকর্ম্মাদি কারণং, 'তমেতং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন, দানেন, তপসেত্যাদি' শ্রুতেঃ। তস্মাদিদং পর্য্যবসিতং—অস্তি খলু জ্ঞানান্মুক্তিঃ, কর্ম্মণোমুক্তির্ভক্তের্মুক্তিরিত্যাদৌ শ্রূয়মাণা, কল্প্যা বা পঞ্চমী। তত্র ভক্তিসমভিব্যাহৃতায়াঃ পঞ্চম্যাঃ সাক্ষাদ্ধেতুতা, অন্যত্রতু প্রযোজকতামাত্রমর্থ ইতি।

বিশেষত্ব আছে বলিয়াই, জ্ঞানের প্রতি ইচ্ছাকে অবশ্য কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সুতরাং অনন্তসুখ জ্ঞানস্বরূপা মুক্তির প্রতিও পূর্ব্বোক্ত রূপ ইচ্ছার কারণতা অনিবার্য্য। কেননা, ঐ ইচ্ছাতেও এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহা তথাবিধ সুখ জ্ঞান উৎপাদন করে।

কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানকে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলা যায় না। দেখ, "দৃষ্ট অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তুতে অনুরাগ হয়" এই ন্যায় অনুসারে জ্ঞান, অনুরাগরূপ প্রেমেরই কারণ হইতেছে। অন্য দিকে, জ্ঞান নিজে, আন্তর সাক্ষাৎকারস্বরূপ সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উহাও ইচ্ছা জন্য। সেই ইচ্ছাই শুভ ইচ্ছা, উহার প্রতি সৎকর্ম্মাদি যে কারণ, তাহা "ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং তপশ্চরণ প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সেই এই (ব্রহ্মকে) জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতীত হইতেছে। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, "জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়," "কর্ম্ম হইতে মুক্তি হয়," এবং "ভক্তি হইতে মুক্তি হয়" ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যই দৃষ্ট হয়, ঐ সকল বাক্যে "জ্ঞান" 'কর্ম্ম' এবং 'ভক্তি' ইত্যাদি পদের উত্তর কোন কোন স্থলে 'হইতে' এই পঞ্চমী বিভক্তি স্পষ্টই থাকে, স্থল বিশেষে ঐ রূপ পঞ্চমী বিভক্তির কল্পনাও করিতে হয়। ঐ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, অথবা কল্পনীয় পঞ্চমী বিভক্তি যখন 'ভক্তি' এই পদের উত্তর প্রযুক্ত থাকে, তখনই উহা সাক্ষাৎ-কারণত্বরূপ অর্থ প্রকাশ করে, আর অন্য অর্থাৎ

অতএব—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ"

এবং

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুক মিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ॥"

ইত্যাদি শ্রুতেরপি যজনরূপায়াঃ ভক্তেরেব মুক্তিহেতুত্বং প্রতীয়ত ইতি। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি" শ্রুতাবতিমৃত্যুপদেন মৃত্যুমতিক্রামত্যনয়া ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিরেবোচ্যতে। অতিমৃত্যুপদস্য মুক্তৌ রূঢ়ের

কর্ম্মাদি পদের উত্তর প্রযুক্ত হইলে, প্রযোজকত্ব রূপ অর্থের প্রকাশক হয়। অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি এই তিনই মুক্তির কারণ বটে, তবে ভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, জ্ঞান এবং কর্ম্ম মুক্তির প্রযোজক বা পরম্পরা সম্বন্ধে কারণ এই জন্যই গীতায় বলা হইয়াছে।

"এই মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে আমিই তাহাদিগকে উদ্ধার করি।" গীতা ১২ অধ্যায়।

আরও দেখ, "কর্কটি অর্থাৎ কাঁকুড় ফল যেমন বিনা যত্নে আপনা আপনি বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে, সেইরূপ অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছায়, আমরা যে পর্য্যন্ত তত্ত্ব জ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত বহুসদ্‌গুণযুক্ত, পুত্রাদির বর্দ্ধনকারী ত্র্যম্বক অর্থাৎ মহেশ্বরকে পূজা করি।" তৈত্তিরীয়সংহিতা, ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণদ্বারাও যজন অর্থাৎ পূজনরূপা ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এক্ষণে জ্ঞান ও কর্ম্ম যে মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু নয়, তাহা দেখাইতেছেন—"তাঁহাকে জানিয়াই "অতিমৃত্যু" প্রাপ্ত হয়, গমনের নিমিত্ত আর দ্বিতীয় পথ নাই" এই শ্রুতিতে যে, 'অতিমৃত্যু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা, 'যাহা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়' এই রূপ ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ

ভাবাৎ। যোগস্য চ যথাকথঞ্চিদ্‌ভক্তিমুক্তিসাধারণ্যাদিতি। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইত্যাদাবপি সংসিদ্ধি-পদেন সতি ব্রহ্মণি সিদ্ধির্লয়ো ভবত্যনয়েতি ব্যুৎপত্ত্যা ভক্তি-রেবাভিহিতেতি সংক্ষেপঃ ॥ ৫ ॥

অবতরণিকা।

ননুভবত্যেবং ভক্তির্মুক্তিং প্রতি সাক্ষাদ্ধেতুঃ, পরন্তু ভক্তি-পদেনানুরগ এবোচ্যতে, নতু জ্ঞানং কর্ম্ম বেত্যত্র কা যুক্তি-রিত্যাকাঙ্ক্ষায়া—মাহ—

প্রকাশ করত ভক্তিরই বোধক হইতেছে। 'অতিমৃত্যু' পদের মুক্তি রূপ অর্থের কোন স্থলে প্রসিদ্ধি নাই। তবে, যোগ অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি দ্বারা যে অর্থ লাভ করা যায়, তাহাতে উহা ভক্তি ও মুক্তি, এই উভয়েরই বাচক হয়। যদি বল, "জনক প্রভৃতি মনস্বীগণ কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।" এই সকল প্রমাণ দ্বারা কর্ম্মেরও ত সাক্ষাৎ মুক্তির হেতুত্ব প্রতীত হইতেছে। এই রূপ অশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন "সংসিদ্ধি" শব্দের অর্থ এখানে মুক্তি নহে, কিন্তু (সৎ ব্রহ্মে) সিদ্ধি (লয়) হয় যাহা দ্বারা, এই রূপ ব্যুৎপত্তি সহকারে 'সংসিদ্ধি' পদের ভক্তি রূপ অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। ৫।

অবতরণিকা।

আচ্ছা. ভক্তিকেই মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ 'হেতু' বলিয়াই যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু ভক্তি শব্দ দ্বারা যে, জ্ঞান বা কর্ম্মের বোধ হয় না, এ সম্বন্ধে কোন যুক্তি আছে কি? এই রূপ আশঙ্কা করিয়া ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

৬॥ দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ ॥ ৬ ॥

ভক্তি পদেন রাগ এবোচ্যতে, তত্র হেতুঃ—দ্বেষপ্রতিপক্ষ-ভাবাৎ, দ্বেষং প্রতিবিরোধিত্বাৎ। অস্তিহি—"অয়ং দ্বেষ্টা," "অয়ং ভক্ত" ইত্যত্র দ্বেষভক্ত্যোর্মিথোবিরোধপ্রতীতিঃ। দ্বেষ-বিরোধী চ প্রীতিপ্রণয়ানুরাগাদিপর্য্যায়কোরাগরূপ এব প্রসিদ্ধো, ন তু জ্ঞানাদিরিত্যতস্তথাবধারণাৎ। রসশব্দাচ্চ—"রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতী"ত্যাদি শ্রুতৌ ব্রহ্মানন্দাভির্ভাবলক্ষণায়াং মুক্তৌ-রসস্য হেতুতোক্তাস্তি। রসপদেন চাত্র শৃঙ্গাররসস্যাপি স্থায়িভাব রূপা রতিরুচ্যতে। তদুক্তং—"রতি র্দেবাদিবিষয়া, কান্তাবিষয়াতু

মূ, অ, ৬। দ্বেষ পদার্থের সহিত বিরোধিতা নিবন্ধন, এবং 'ভক্তি' এই শব্দের স্থলে 'রস' শব্দের ব্যবহার হেতু, 'ভক্তি' শব্দের অনুরাগই অর্থ ॥ ৬ ॥

ভক্তি শব্দ যে, অনুরাগেরই বোধক ইহাতে দুইটি হেতু। প্রথম হেতু দ্বেষের সহিত ভক্তির বিরোধিতা, অর্থাৎ "অমুক বিদ্বেষী" "অমুক ভক্ত" এই বাক্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বস্তুর মধ্যে পরস্পর একটা বিরোধ অনুভূত হইয়া থাকে। প্রীতি, প্রণয় এবং অনুরাগাদি শব্দ প্রতিপাদ্য রাগই দ্বেষের বিরোধী রূপে প্রসিদ্ধ, জ্ঞান বা কর্ম্ম কখনই দ্বেষের বিরোধী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। এই জন্যই 'ভক্তি' বলিতে অনুরাগকেই স্থির করা হইয়াছে। দ্বিতীয় হেতু।—ভক্তি এই শব্দের স্থলে 'রস' শব্দের ব্যবহার, দেখ, এই ব্যক্তি "রস লাভ করিয়াই আনন্দী হইয়াছে।" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মানন্দাভির্ভাবরূপমুক্তির প্রতি "রসে"রই হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে। 'রস' বলিতে এস্থলে শৃঙ্গার রসের স্থায়ী ভাব 'রতি'কেই বুঝিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বা-চার্য্যেরা বলিয়াছেন—ঐ স্থায়ী ভাব, যখন দেবাদি বিষয়ক হয়, তখন উহা 'রতি' নামে প্রসিদ্ধ হয়, এবং যখন কান্তাবিষয়ক হয়, তখন ব্যক্ত অর্থাৎ বিভাবাদি সহযোগে এক প্রকার আনন্দকর আস্বাদের উৎপাদক হইয়া 'শৃঙ্গার' নাম ধারণ করে।

ব্যক্তা শৃঙ্গারঃ"ইতি। রতিস্ত্বনুরাগ এব কান্তাচন্দ্রোদয়াদি স্বরূপা-লম্বনোদ্দীপনবিভাব,— কটাক্ষভুজক্ষেপাদিলক্ষণানুভাব,—চিন্তা-হর্ষাদিলক্ষণব্যভিচারিণ্যা নৃত্যেঽভিনয়লক্ষণয়া, কাব্যে ব্যঞ্জনাদি-জন্যোপস্থিতিলক্ষণয়া চর্ব্বণয়া বিশিষ্টো রসতয়া ব্যবহ্রিয়ত ইতি, স্থায়িভাবরসয়োরভেদাদিতি। তথা চৈষা শ্রুতিঃ রস-শব্দস্য মনোঽনুকূলালম্বনকসুখসম্বেদনরূপরতিপ্রতিপাদকত্বে, রতেশ্চ ব্রহ্মানন্দাভির্ভাবলক্ষণায়াঃ, দেহে সতি,জীবন্মুক্তে,রসতিতু বিদেহমুক্তেঃ, কারণত্বেন প্রমাণমিতি।

'রতি' বলিতে অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঐ অনুরাগই কান্তারূপ আলম্বন বিভাব, চন্দ্রোদয় প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব, কটাক্ষ ও হস্ত সঞ্চালন আদি অনুভাব, এবং চিন্তা, হর্ষ প্রমুখ-সঞ্চারি-ভাবের সহিত মিলিত হইয়া, নাটকে অভিনয় স্বরূপ. আর কাব্যে ব্যঞ্জনাদি-জন্য-উপস্থিতিস্বরূপ আনন্দকর অনুভব বিশেষের সংযোগবশতঃ 'রস' স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্থায়ীভাব এবং রস, এই উভয়ের মধ্যে কিছুই ভেদ নাই। অতএব এই শ্রুতি দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, 'রস' শব্দ, মনের অনুকূল আলম্বন জনিত সুখানুভবরূপা রতিরই প্রতিপাদক, এবং ব্রহ্মানন্দাবির্ভাব স্বরূপা রতিই,দেহ থাকিতে জীবন্মুক্তির প্রতি এবং দেহাপগমে বিদেহ মুক্তির প্রতি কারণ। (খ)

(খ) জাগতিক বিচিত্র বস্তু দর্শনে,মনের মধ্যে যে সকল শোকাদি স্থায়ীবিকার বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম স্থায়ী ভাব। ভিন্ন ভিন্ন রসের স্থায়ী ভাব ও ভিন্ন ভিন্ন। যথা শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব 'রতি', হাসের 'হাস্য', করুণার শোক ইত্যাদি। স্থায়ী ভাবের উৎপাদক বস্তুকে বিভাব বলে, ঐ বিভাব দুই প্রকার (১) আলম্বন, এবং (২) উদ্দীপন। যাহাকে আশ্রয় করিয়া স্থায়ীভাবের উদ্গম হয়, তাহার নাম আলম্বন বিভাব, যেমন শৃঙ্গারে নায়ক নায়িকা আলম্বন বিভাব, যাহাদ্বারা ঐ স্থায়ীভাবের উদ্দীপ্তি হয়, তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব, শৃঙ্গারে

শ্রীপাদাস্ত রসশব্দেনাত্র উৎকটেচ্ছোচ্যতে,—"রসবর্জ্জং রসং-হপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইত্যাদৌ রসশব্দেনেচ্ছায়া এবাভিধানাৎ, মনোঽনুকূলালম্বনক—সুখসম্বেদনবিষয়কোৎকটেচ্ছায়া এব প্রকৃতেঽপি প্রীত্যনুরক্তিরাগাদিপদেনাভিধানং; তস্যা এবচ বহির্বিষয়কজ্ঞানসামগ্রীকুণ্ঠনদ্বারা ব্রহ্মাত্মকান্তরানন্দসাক্ষাৎকার-হেতুত্বমিতি প্রাহুঃ। তত্রেচ্ছায়াং সিদ্ধবিষয়কত্বনিয়মেন, তদ্বিশেষ

শ্রীপাদ নামক আচার্য্য বলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত-শ্রুতিস্থিত 'রস' এই শব্দটী উৎকট ইচ্ছার বাচক। কারণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায় (৫) শ্লোকে এই 'রস' শব্দটি, ইচ্ছা বা অভিলাষ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলেও মনের অনুকূল আলম্বন জনিত সুখানুভব বিষয়ক উৎকট ইচ্ছাই (১) প্রীতি, অনুরক্তি এবং রাগ, ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। তথাবিধ ইচ্ছাই বাহ্যজ্ঞানের উপকরণ সকলকে সঙ্কুচিত করতঃ ব্রহ্ম রূপ আন্তর আনন্দ সাক্ষাৎকারের হেতু হয়। এই ব্যাখ্যার উপর কেহ এই রূপ দোষারোপ করিয়াছিল যে. আমরা একটা নিয়ম দেখিতে পাই, ইচ্ছামাত্রই সিদ্ধ বিষয়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখ, ইচ্ছবিশেষকেই যখন ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তখন, অসিদ্ধ ঈশ্বর বিষয়ে, উহা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে! ভাষ্যকার

চন্দ্রোদয়, ভ্রমর গুঞ্জন প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। স্থায়ীভাব উৎপন্ন হইলে শরীরে যে সকল চেষ্টা হয়, তাহাদের নাম অনুভাব, যেমন শৃঙ্গারে কটাক্ষ বিক্ষেপ, হাতছানি প্রভৃতি অনুভাব, এবং যে সকল ভাব দ্বারা ঐ স্থায়ীভাব সম্যক্ পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, যেমন শৃঙ্গারে লজ্জা, চিন্তা হর্ষ ব্যভিচারী ভাব। বিভাব, অনুভব এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের সহিত স্থায়ী ভাব মিলিত হইয়া রস রূপে পরিণত হয়।

---

(১) অমুককে দেখিয়া, ভাবিয়া বা তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমার সুখানুভব হউক এই রূপ ইচ্ছাই।

রূপায়া ভক্তেঃ কথমসিদ্ধেশ্বরবিষয়কত্বং স্যাদিতি? যদ্দূষণং তন্ন, ইচ্ছায়া উদ্দেশ্যতয়া, আলম্বনতয়াচ বিষয়িকত্বং, তত্রাদো অসিদ্ধ এব, দ্বিতীয়েতু সিদ্ধেঽসিদ্ধে চ। যথা 'কান্তাদর্শনং ভবত্বি'ত্যত্র সিদ্ধায়া এব কান্তায়া অসিদ্ধং দর্শনং পুমানিচ্ছতীতি। তথাচ ভবতু ভগবদালম্বনকসুখসম্বেদনেচ্ছারূপা, তাদৃশসুখরূপা তাদৃশসুখসম্বেদনরূপা বা শ্রীভগবদনুরক্তির্ভক্তিঃ সর্ব্বথা প্রত্য-

---

বলিতেছেন "তন্ন", এ দোষ কোন কাযেরই নয়। দেখ, বস্তু সকল দুই প্রকারে ইচ্ছার বিষয় হয়। (১) কোন কোন বস্তু উদ্দেশ্যরূপে ইচ্ছার বিষয় হয়, (২) আর কোন কোন বস্তু আলম্বন রূপে ইচ্ছার বিষয় হয়। উহাদের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উদ্দেশ্য বস্তু অসিদ্ধ রূপেই ইচ্ছার বিষয় হয়, দ্বিতীয় অর্থাৎ আলম্বন, সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, এই উভয় রূপেই ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে। যেমন "কান্তার দর্শন হউক" এ স্থলে আলম্বন স্বরূপা 'কান্তা' একটি সিদ্ধ বা নিশ্চিত পদার্থ, উহার দর্শনই অসিদ্ধ, অনিশ্চিত, সেই দর্শনই পুরুষের ইচ্ছার বিষয়, পুরুষকান্তার দর্শনকেই ইচ্ছা করিতেছে। ফলতঃ, শ্রীভগবান্ রূপ আলম্বন জন্য সুখ বিশেষের অনুভব বিষয়ক ইচ্ছা স্বরূপা শ্রীভগবৎ অনুরক্তিকেই (১) ভক্তি বল, অথবা তথাবিধ সুখ রূপা শ্রীভগবৎ অনুরক্তিকেই ভক্তি বল, কিম্বা তাদৃশ সুখানুভব রূপা শ্রীভগবৎ অনুরক্তিকেই ভক্তি বল, অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তোমরা নানা জনে নানা কথা বলিয়া গোল কর, তা'হলেও কিন্তু ভক্তি পদার্থকে

---

(২) সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব জ্ঞাত বিষয়েই যে ইচ্ছা হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই, দেখ, যেখানে কোন উদ্দেশ্য বা ফল বিষয়ে ইচ্ছা হয়, সেখানে পূর্ব্ব অজ্ঞাত বিষয়েই ইচ্ছা হইয়া থাকে, যেমন স্বর্গ ভোগের ইচ্ছায় তপস্যা করা। মোক্ষ লাভেচ্ছায় সন্ন্যাস করা ইত্যাদি স্থলে, স্বর্গ বা মোক্ষ প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বিষয় বলিতে হইবে।

(১) শ্রীভগবান্কে দেখিয়া স্মরিয়া অথবা তাঁহার গুণ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়া আমার সুখ হউক। এই রূপ ইচ্ছা।

ক্ষেণাপরস্য তু তৎকথাশ্রবণাদ্যনন্তররোমাঞ্চাশ্রুস্বরভঙ্গাদিভির-নুমেয়েতি দিক্ ॥ ৬ ॥

অবতরণিকা।

নন্বু ষোড়শোপচারকার্চ্চাদিক্রিয়ায়াং ভক্তিপদং লোকে প্রসিদ্ধমিতি, কথমনেন প্রীতিরভিধেয়েত্যত আহ—

৭। ন ক্রিয়া, কৃত্যনপেক্ষণাৎ, জ্ঞানবৎ ॥ ৭

সা ভক্তিঃ ক্রিয়াত্মিকা ন ভবতি, তত্র হেতুমাহ—কৃত্যন-

একেবারেই উড়াইয়া দিতে পার না। কারণ, সহৃদয় মাত্রে শ্রীভগবানে নিজের প্রীতি বা অনুরাগের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, এবং শ্রীভগবান্-সম্বন্ধকথাশ্রবণানন্তর, অপরের রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত এবং স্বরভঙ্গ-প্রভৃতি ভাবান্তর দেখিয়া, তাহারও যে, শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইয়াছে, ইহা অনায়াসে অনুমান করিয়া থাকেন।

অবতরণিকা।

ষোড়শোপচার দিয়া "অর্চ্চনা" করারূপ ক্রিয়াই ত লোকে 'ভক্তি' বা 'ভজন' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে কেন এ স্থলে, 'ভক্তি'পদ প্রীতির অভিধায়ক হইল? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সপ্তমসূত্র বলিতেছেন—

সূ, অ, ৭। ভক্তি ক্রিয়া নহে, কারণ, ইহা যত্নের অপেক্ষা রাখে না; যেমন জ্ঞান। ৭।

ভক্তি ক্রিয়াস্বরূপা নহে, কারণ, উহা কৃতির (যত্নের) অপেক্ষা রাখে না,

পেক্ষণাৎ, প্রযত্নং বিনাঽপি জায়মানত্বেনোৎপত্তৌ কৃত্যপেক্ষা অভাবাৎ। যন্ন কৃতিসাপেক্ষং, তন্ন ক্রিয়াস্বরূপং, যথা জ্ঞা মিতি, দৃষ্টান্তমাহ জ্ঞানবদিতি—তথাচ, যথা প্রত্যক্ষাদ্যাত্মক জ্ঞানং বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিমাত্রসাপেক্ষ-মুৎপত্তৌ কৃতিং নাপে ক্ষতে, ভবতি চ ক্রিয়াভিন্নং। তথা প্রীতিরপি কুত্রচিৎ কস্যচি প্রাচীনাদৃষ্টবাসনাবিষয়মাত্রসাপেক্ষা, কৃতিং নাপেক্ষত ইত্যুৎ পত্তৌ কৃতিসাপেক্ষত্বাভাবেন ভক্তিঃ, কৃতিসাপেক্ষোৎপত্তিক ক্রিয়াস্বরূপা ন ভবতি, কিন্তু প্রাচীনানেকজন্মতপঃস্বাধ্যায়যজ্ঞা দ্যুত্তমকর্ম্মজনিতশুভাদৃষ্টপরিপাকপরিস্ফুরদ্‌ভগবদ্ভক্তিরেব সেতি বদন্তি। অতএব স্ত্রীপুত্রসুহৃৎসম্বন্ধিসেবকাদিষপি প্রীতির্ন তথ

পুরুষের প্রযত্নব্যতিরেকেও জন্মায় বলিয়া ভক্তির উৎপত্তির প্রতি কোনরূপ প্রযত্ন বা মনুষ্য-ব্যাপারের অপেক্ষা হয় না। যাহার উৎপত্তির প্রতি পুরুষের প্রযত্ন অপেক্ষিত না হয়, উহাকে ক্রিয়া বলা যায় না, এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে-ছেন, যেমন জ্ঞান, দেখ, প্রত্যক্ষাদি স্বরূপ জ্ঞান, যেমন, বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থে চক্ষুরাদি—ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইবামাত্রই উৎপন্ন হয়, উহা নিজের উৎপত্তির প্রতি কোনরূপ পুরুষের প্রযত্ন বা ব্যাপারের অপেক্ষা করে না, এবং ক্রিয়া হইতেও ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই পরিগণিত হয়। প্রীতিও এইরূপ, সকল সময়, সকলের উপর কিছু প্রীতি হয় না, কিন্তু কখনও কাহারও প্রাক্তন-অদৃষ্ট-জনিত-সংস্কার বিশেষের প্রভাবে বিষয় অর্থাৎ প্রীতির পাত্রের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলেই, প্রীতি জন্মে। ঐ প্রীতিও নিজের উৎপত্তির প্রতি কোনরূপ প্রযত্ন বা মনুষ্য-ব্যাপারের মুখাপেক্ষা করে না। অতএব নিজের উৎপত্তির প্রতি কোন রূপ প্রযত্ন বা মনুষ্য ব্যাপারের অপেক্ষা করে না বলিয়াই, ভক্তি ক্রিয়া নহে। কারণ, ক্রিয়ামাত্রই নিজের উৎপত্তির প্রতি প্রযত্ন বা মনুষ্যব্যাপারবিশেষের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। ভক্তি ক্রিয়া নহে। পণ্ডিতেরা, কিন্তু উহাকে অনেক-পূর্ব্ব-জন্ম-পরম্পরা-চরিত-তপশ্চরণ, বেদপাঠ, এবং যজ্ঞাদি-সৎকার্য্য-জনিত শুভাদৃষ্টের পরিপাকনিবন্ধন ভগবৎ-

পুংব্যাপারেণ প্রবর্ত্ততে, বর্দ্ধতে বা, যথা প্রাচীনবাসনাবিশেষাদৃষ্ট-বিশেষাভ্যাং প্রবর্ত্ততে বর্দ্ধতে বেতি। অতএবোক্তমভিযুক্তৈঃ ক্বচিৎ কস্মচিৎ তারামৈত্র্য" মিতি অস্যার্থস্তু তুল্যরূপাণামপি তারাণাং মধ্যে কস্মাঞ্চিৎ কস্যচিন্মৈত্রং ভবতি, এবঞ্চ তুল্যেষপি পাণ্ডবেষু কস্যচিদ্ভীমে, কস্যচিদর্জ্জুনে, কস্যচিদ্ধর্ম্মরাজে, কস্যচিৎ কর্ণাদৌ প্রীতিস্তথাঽত্রাপি কস্যচিদ্বৃন্দাবনচন্দ্রে, কস্যচিদ্রামচন্দ্রে, কস্যচিন্নৃসিংহাদৌ, কস্যচিন্মহাদেবে, কস্যচিদ্দেব্যাং, কস্যচিদ্‌গণেশসূর্য্যাদৌ পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মোপাসনাশুভাদৃষ্টাদিভির্ভক্তি-লক্ষণা প্রীতিরুৎপদ্যতে, বর্দ্ধতে চ, নতু পুংপ্রযত্নেনেতি শিবম্‌ ॥ ৭

প্রসাদসম্ভূত ভগবৎ-প্রীতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও দেখ, সুহৃদ্‌, সম্বন্ধী বা ভৃত্যবর্গের উপর আমাদের যে প্রীতি বা ভালবাসা জন্মে, তাহাও জন্মান্তরীণ সংস্কারবিশেষ বা অদৃষ্টবিশেষদ্বারাই প্রবর্ত্তিত ও প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানুষের প্রযত্নে, কখনও কাহারও উপর প্রীতি প্রবর্ত্তিত বা প্রবর্দ্ধিত হয় না। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, "এক এক জনের উপর এক একজনের কেমন একটা 'তারামৈত্র' বা স্বাভাবিক সুনজর পতিত হয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আকাশের নক্ষত্রগুলি দেখিতে তুল্যরূপ হইলেও, যেমন, কেহ এ তারাটিকে, কেহ বা সে তারাটিকে দেখিতে ভালবাসে। এইরূপ, যেমন ইদানীন্তন মনুষ্যদিগের কাছে পাণ্ডবেরা সকলে সমান হইলেও, কেহ ভীমের নামে গ'লে যায়, কেহ অর্জ্জুনের কথায় নেচে উঠে, কেহ বা যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গে অশ্রুগদ্‌গদ এবং লোমাঞ্চিত-কলেবর হয়, অপরের মুখে আবার কর্ণের প্রশংসা ধরে না। সেইরূপ, পূর্ব্বজন্মপরম্পরা-চরিত-উপাসনা-জন্য-শুভাদৃষ্টাদিপ্রভাবেই কাহারও বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উপর, কাহারও শ্রীরামচন্দ্রের উপর, কাহারও নৃসিংহাদিমূর্ত্তিতে, অপরের মহাদেবে, অন্যের আদ্যাশক্তিতে, এবং কাহারও কাহারও গণেশ বা সূর্য্যাদিতে প্রীতি উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে মনুষ্যের ঐহিক প্রযত্নের কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই। (ক)

(ক) এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে ক্রিয়া হইলেই, উহা মনুষ্যের

অবতরণিকা।

ভক্তেঃ ক্রিয়াভিন্নত্বে হেত্বন্তরমাহ অতএবেতি।

৮॥ অতএব ফলানন্ত্যম্ ॥ ৮

যত এব ভক্তিঃ, ক্রিয়াত্মিকা ন ভবতি, অতএব তৎফলীভূ-
তায়াঃ স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দাত্মকব্রহ্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণায়াস্তৎস্বরূপ-

---

অবতরণিকা।

ভক্তি যে ক্রিয়া হইতে ভিন্ন, এ বিষয় আরও একটি হেতুর নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে অষ্টম সূত্র বলিতেছেন,—

সূ, অ, ৮। এইজন্য ফলেরও অন্ত নাই। ৮

যে হেতু ভক্তি, ক্রিয়াস্বরূপা নহে, এই জন্য, ঐ ভক্তির ফল স্বপ্রকাশ অখণ্ডা-
নন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান, অথবা তথাবিধব্রহ্মে লয়প্রাপ্তিরূপা মুক্তি যে অনন্ত

যত্নদ্বারা সাধ্য হইবে। মানুষের যত্নব্যতীত কোন ক্রিয়ারই নির্ব্বাহ হয় না। যেমন, অর্চ্চনা একটি ক্রিয়া, দেখ, পুষ্পাদি উপকরণ, আরাধ্য দেবতা এবং পূজক, ইহারা একস্থলে থাকিলেই পূজা হইবে না। পূজক, যতক্ষণ ফুলটি তুলিয়া দেবতার চরণে অর্পণ না করিবে, ততক্ষণ পূজা হইবে না। কিন্তু, প্রীতি বা ভক্তি সেরূপ নহে, মানুষ সহস্র চেষ্টা করিয়াও কাহাকে ভালবাসিতে পারে না, ভালবাসার পাত্র হইতেও পারে না, যদি তাহা হইত, তবে বৃদ্ধ স্বামীও যুবতী ভার্য্যার প্রিয়-পাত্র হইত। অন্যদিকে কিন্তু, ব্যক্তি বিশেষকে দেখিবামাত্রই ব্যক্তিবিশেষের প্রেমসিন্ধু একেবারে উথলিয়া উঠে, উহা জাতিভেদও মানে না, ধর্ম্মাধর্ম্মও দেখে না। এইজন্য রামচন্দ্রের মিত্র গুহক চণ্ডাল। অতএব প্রীতি যখন পুরুষের চেষ্টাসাধ্য নহে, তখন উহা ক্রিয়া নহে।

ব্রহ্মলয়াত্মিকায়া বা মুক্তেরনন্তত্বং সম্ভবতি। অন্যথা তস্যাঃ ক্রিয়াজন্যত্বে সান্তত্বং স্যাৎ। "যথেহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে তথামুত্রাপী"ত্যাদি শ্রুতেঃ। ভক্তিকর্ম্মসমুচ্চয়োঽপি নাভ্যুপগম্যতে, মুক্তের্ভক্তিজন্যত্বেঽপি কর্ম্মজন্যত্বেন ক্ষয়িত্বাপত্তের্জতুলেপত্বাদিতি। ৮

অবতরণিকা।

এবং ভক্তেঃ ক্রিয়াস্বরূপত্বং নিবার্য্য, জ্ঞানস্বরূপত্বমপি নিবারয়তি—তদ্বত ইতি—

অর্থাৎ অবিনশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ হইল। তাহা না হইলে, অর্থাৎ ভক্তি একটি ক্রিয়াস্বরূপ হইলে,মুক্তিকেও ক্রিয়াজন্য বলিতে হইত, সুতরাং, উহা সান্ত বা ক্ষয়ী হইত। কারণ, ক্রিয়া বা কর্ম্ম জন্য বস্তু যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়, আমরা, ছান্দোগ্যউপনিষদে একটি জলন্ত প্রমাণ দেখিতে পাই, যথা— "যেমন, কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত ইহলোক (ঐহিক সম্পদ্) চিরস্থায়ী নহে, কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কর্ম্মসঞ্চিত পরলোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" ইহা দ্বারা মুক্তি যে, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই উভয়সংযোগজন্য নহে, ইহাও অবগত হওয়া গেল, কেননা, তা'হলে, উহাতে একদিকে যেমন ভক্তিজন্যত্ব নিবন্ধন অনশ্বরত্ব ধর্ম্মের অস্তিত্ব আসিয়া পড়ে, অন্যদিকে কিন্তু, কর্ম্মজন্যত্ব-হেতুক ক্ষয়িত্ব ধর্ম্ম জতুলেপের ন্যায় অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ৮।

অবতরণিকা।

ভক্তির ক্রিয়াস্বরূপতার খণ্ডন করিয়া, এক্ষণে জ্ঞান—স্বরূপতারও খণ্ডন করিতেছেন—

৯। তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ ॥ ৯

চ পুনঃ ভক্তির্জ্ঞানং ন ভবতি, তত্র হেতুঃ—তদ্বতঃ প্রপত্তি শব্দাৎ—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মাতিদুর্ল্লভঃ ॥"

(গীতা অঃ ৭, শ্লোঃ ১৯)

ইত্যাদৌ শ্রীভগবদ্‌বাক্যে জ্ঞানবতঃ প্রপত্তিশ্রবণাৎ। তথাচ জ্ঞানবতঃ প্রপত্তিশ্রবণেন জ্ঞানপ্রপত্ত্যোর্ভেদোঽবধার্য্যত ইতি ভাবঃ, তত্র দৃষ্টান্তমাহ ইতরপ্রপত্তিবৎ ইতি। তথাচ যথা—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।

(গীতা অঃ ৭, শ্লোঃ, ২০)

মূ, অ, ৯। জ্ঞানবানের ভক্ত্যুদয়ের প্রতি শব্দ প্রমাণ থাকায়, ইতর দেবতাতে ভক্ত্যুদয়ের ন্যায়, ভক্তি, জ্ঞানও নহে। ৯।

সূত্রে 'প্রপত্তিশব্দাৎ' এই পদের পর যে 'চ' আছে, তাহার অর্থ 'ও'। ভক্তি জ্ঞানও নহে, কারণ, শাস্ত্রে জ্ঞানবানের ভক্ত্যুদয়ের কথা শুনা যায়।

"যে মনুষ্য, বহু জন্মের পর,'বাসুদেবই সব' এই রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়, তথাবিধ মহাত্মা অতিদুর্লভ।"

ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যে জ্ঞানবানের ভক্ত্যুদয়ের কথা শব্দপ্রমাণলভ্য হইতেছে। জ্ঞানবানেরই ঐরূপ ভক্ত্যুদয়ের প্রতি শব্দপ্রমাণ আছে বলিয়া জ্ঞান ও ভক্তি যে, বিভিন্ন পদার্থ, ইহাই অবধারিত হইতেছে। এ বিষয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন "ইতর দেবতাতে ভক্ত্যুদয়ের ন্যায়।" দেখ, ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"সেই সেই নানাবিধ কামনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া মূঢ় ব্যক্তিরা অন্যান্য দেবতার উপর ভক্তিযুক্ত হয়।"

ইত্যাদৌ দেবতান্তরপ্রপত্তিনিন্দামুখেন ভগবৎপ্রপত্তিস্তবনেন কামাদিহৃতজ্ঞানত্বলক্ষণাৎ প্রযোজকাদ্ধর্ম্মাৎ প্রযোজ্যতায়া দেবতান্তরানুরক্তিলক্ষণায়া দেবতান্তরভক্তের্ভেদোবধার্য্যতে, তথাঽত্রাপি প্রযোজকীভূতাদারাধ্যত্বাদিনা পরমাত্মস্বরূপস্য শ্রীভগবতঃ, উপাসনাদিকারিত্বাদিনা জীবাত্মস্বরূপস্য স্বাত্মনো বা জ্ঞানাৎ তদ্ভক্তিরূপা তৎপ্রপত্তিভিন্নত্বেনাবধার্য্যতে, প্রযোজ্যপ্রযোজকভাবস্য ভেদব্যাপ্যত্বাৎ। অভেদে প্রযোজকপ্রযোজ্যভাবস্যাসম্ভবাৎ।

প্রযোজকস্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিয়মেন, প্রযোজ্যস্য তূত্তরবর্ত্তিত্বনিয়মেন চৈকস্যৈবৈকমেব প্রতি বিরুদ্ধকালীনয়োঃ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বোত্তরবর্ত্তিত্বয়োর্বিরোধেনাসম্ভবপ্রসঙ্গাদিতি। তথাহি সিদ্ধসাধ্য-

---

ইত্যাদি অন্যদেবতাবিষয়িণী ভক্তির নিন্দাপুরঃসর ভগবদ্ভক্তির স্তুতিসূচকবাক্যে যেমন, কামাদিদ্বারা উৎপাদিত অজ্ঞানতাই অন্যদেবতানুরক্তিরূপা অন্যদেবতাভক্তির প্রযোজকরূপে বর্ণিত হওয়ায়, তথাবিধ অজ্ঞানতা ও অন্যদেবতাভক্তি, এই দুইটি ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। সেইরূপ "যে মনুষ্য" ইত্যাদিবাক্যে আরাধ্যরূপে পরমাত্মস্বরূপের জ্ঞান, বা উপাসনাকারীরূপে জীবাত্মস্বরূপের জ্ঞানই তথাবিধ ভগবদ্ভক্তির প্রযোজক রূপে বর্ণিত হওয়ায়, তথাবিধ জ্ঞান হইতে সেই ভক্তি যে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই প্রতীত হইতেছে। দুইটি বিভিন্ন পদার্থের মধ্যেই প্রযোজ্যপ্রযোজকভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি বস্তু কখনই প্রযোজক এবং প্রযোজ্য, এই উভয়বিধ হইতে পারে না। আরও দেখ, প্রযোজক, নিয়তই পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে, এবং প্রযোজ্য সর্ব্বদাই পরবর্ত্তী হইয়া থাকে, সুতরাং, একই বস্তুতে বিরুদ্ধ কালবর্ত্তী অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব এবং পরবর্ত্তিত্ব. এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনই থাকিতে পারে না। আরও একটি নিয়ম আছে যে, যদি কোন বাক্যে সিদ্ধ অর্থাৎ গুণ, এবং সাধ্য অর্থাৎ ক্রিয়ার সমাবেশ হয়, তাহা হইলে, গুণ, ক্রিয়ারই হেতু হইয়া থাকে। যেমন, "তোমার শরীর মলিন, অতএব তুমি স্নান

সমভিব্যহারে সিদ্ধং সাধ্যায় কল্প্যত ইতি ন্যায়ঃ। তথা যথা "মলিনং তে বপুঃ স্নায়া" ইত্যত্র সিদ্ধস্য বপুর্মালিন্যস্য সাধ্য স্নানহেতুতা প্রতীয়তে, তথাঽত্রাপি সিদ্ধস্য জ্ঞানস্য সাধ্যপ্রপত্তি হেতুতা প্রতীয়তে। যুক্তৈশ্চতদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামপি জ্ঞানস প্রীতিহেতুত্বং। অতএব জ্ঞানস্যোৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং প্রীতেরুৎ কর্ষাপকর্ষাবিতি। অতএব ভক্তের্জ্ঞানানন্তর্য্যমপি শ্রূয়তে—

ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্। গী,৯অ,শ্লোঃ ১৩।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ গী, ১০অ, শ্লোঃ ৮
ইত্যাদৌ,

যত্ত্বত্র গীতা ন বেদস্বরূপা, কিন্তু ভারতান্তর্গততয়া পুরাণং তথাচ কথমত্র সূত্রে 'শব্দা' দিত্যুক্তমিতি পূর্ব্বপক্ষিতং। শব্দ

করিবে।" এই বাক্যে যেমন, শরীরের মালিন্যই স্নানের প্রতি হেতুরূপে প্রতী হইতেছে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও জ্ঞানরূপ সিদ্ধ পদার্থের ভজনা বা ভক্তিরূ সাধ্য পদার্থের প্রতি হেতুরূপে প্রতীত হওয়াই উচিত (১)। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা জ্ঞানের, প্রীতির প্রতি হেতুত্বই প্রতীয়মান হইতেছে। এই জন্যই জ্ঞানের উৎক বা অপকর্ষ অনুসারে প্রীতিরও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞানের প যে ভক্তির আবির্ভাব হয়, সে বিষয় শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্টিগোচর হয়। যথা—

"মহাত্মাগণ আমাকে জগতের কারণ এবং অব্যয় অর্থাৎ নিত্য স্বরূপ জানিয়া একাগ্রচিত্তে ভজনা করেন।" "পণ্ডিতগণ এইরূপ মনে করিয়া অনুরাগের সহিত আমাকে ভজনা করেন।" ইত্যাদি-

কেহ কেহ যে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিল—সূত্রে "প্রপত্তি শব্দাৎ" অর্থাৎ ভক্ত্যুদয়ে প্রতি শব্দপ্রমাণ থাকায়" এই রূপ হেতু নির্দ্দিষ্ট আছে, শব্দ প্রমাণ বলিতে সচরাচর বেদই বুঝায়" কিন্তু এখানে প্রমাণস্থলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাব

---

(১) অন্বয় ব্যতিরেক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জ্ঞান থাকিলে ভক্তি থাকে, জ্ঞান না থাকি ভক্তি থাকে না।

শব্দেনাত্র গীতয়ানুমিতো বেদ এবাভিধীয়ত ইতি চ সমাহিতং, তদুভয়মপি চিন্ত্যম্। তথাহি পুরাণস্যাপ্তোক্তত্বেন প্রমাণশব্দত্বাৎ। গীতয়া বেদানুমানসম্ভবেঽপি প্রকৃতসূত্রস্য শব্দপদে গীতাবাক্যং বিহায় তদনুমিতবেদপরতায়াং প্রয়োজনাভাবাৎ।

গীতাবাক্যস্যাপি পরমাপ্তোক্ততয়া প্রমাণশব্দত্বাৎ শ্রীমদ্ভগবদুক্ততয়া বেদবৎ স্বসমানার্থকশব্দান্তরানপেক্ষতয়া স্বতঃ প্রমাণত্বাচ্চেতি। গীতায়াঃ ভগবদুক্তত্বে—

"যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।"

সকল প্রদর্শিত হইয়াছে, গীতা মহাভারতের অন্তর্গত, সুতরাং পুরাণের মধ্যেই গণ্য, তবে "শব্দ প্রমাণ থাকায়" এইরূপ হেতু সঙ্গত হইল কি প্রকারে? এবং অপরে যে, উক্ত পূর্ব্বপক্ষের শব্দ প্রমাণ বলিতে, এ স্থলে গীতা দ্বারা অনুমিত বেদই বুঝিতে হইবে এইরূপ সমাধান করিয়াছিলেন, এই উভয় পক্ষই চিন্তনীয় অর্থাৎ ঠিক্ নহে। কারণ, বেদ যেমন শব্দপ্রমাণ মধ্যে গণ্য, তেমনি আপ্ত বাক্য বলিয়া পুরাণও শব্দপ্রমাণমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। গীতা দ্বারা বেদের অনুমান সম্ভবপর হইলেও সূত্রে যে 'শব্দ' এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা যে, গীতাবাক্য ত্যাগ করিয়া তদনুমিত বেদের বোধক হইবে, তাহাতে কোন প্রযোজন দেখা যায় না।

পরম আপ্ত কর্ত্তৃক উক্ত হওয়ায়, গীতাবাক্যও শব্দ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত এবং শ্রীভগবানের উক্তি বলিয়া, ইহা বেদতুল্য স্বীয় সমানার্থক শব্দান্তরের অপেক্ষারহিত, সুতরাং স্বতঃই প্রমাণ। গীতা যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উক্তি, তদ্বিষয়ে—

"যাহা সাক্ষাৎ শ্রীপদ্মনাভের মুখ পদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে"

ইত্যাদ্যার্ষবাক্যাদিকং প্রমাণং। শ্রীপাদাস্তু গীতাপ্যদৃষ্টার্থক-ভগবদ্বাক্যতয়া বেদলক্ষণসত্ত্বেন বেদস্বরূপৈবেতি বদন্তি। ন চৈবং গীতাশ্রবণাদৌ স্ত্রীশূদ্রযোরনধিকারঃ স্যাদিতি বাচ্যম্। ভারতান্তর্গতপ্রণবাদিশব্দসেবং গীতায়া অপি শ্রবণে তয়োরধিকারসম্ভবাৎ, ভারতশ্রবণবিধানেন তদন্তর্গতবেদবাক্যশ্রবণস্যাপ্যনুজ্ঞানাৎ। তথাচোক্তমাচার্য্যৈঃ—

"তানেব বৈদিকান্ মন্ত্রান্ ভারতাদিনিবেশিতান্।
স্বাধ্যায়নিয়মং হিত্বা লোকবুদ্ধ্যা প্রযুঞ্জতে॥"

ইত্যাদীতি। তত্তদ্-বেদবাক্যবর্জ্জনে তু সম্পূর্ণভারতশ্রবণং ন স্যাদিতি তদ্বিধানং ব্যর্থমেব স্যাদিতি দিক্। তস্মাৎ তদ্গীতা-

---

ইত্যাদি ঋষিবাক্যই প্রমাণ। শ্রীপাদনামক আচার্য্য বলেন, গীতাও অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য, সুতরাং উহাতে বেদের লক্ষণ বর্ত্তমান হেতু, উহাও সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ। আচ্ছা, গীতা যদি বেদতুল্য হইল, তবে ইহার শ্রবণাদি বিষয়ে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার না থাকুক? এ আপত্তি করিতে পার না। যেমন ভারতান্তর্গত প্রণবাদিশব্দের শ্রবণাদি বিষয়ে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার আছে, তেমনি গীতাশ্রবণেও তাহাদের অধিকার থাকা সম্ভব। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে যখন সম্পূর্ণ ভারত শ্রবণাদির বিধান করা হইয়াছে, তখন তদন্তর্গত বেদবাক্য শ্রবণও যে তাহাদের পক্ষে বিহিত, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আচার্য্যেরা এই কথা বলিয়াছেন—

"মহাভারতপ্রভৃতি গ্রন্থে সেই সকল বৈদিক মন্ত্রগুলি অবিকল নিবেশিত হইলেও, উহাদিগের সম্বন্ধে বেদাধ্যয়নের নিয়মগুলি পরিত্যাগ করিয়া, ঋষিগণ লৌকিক শব্দের ন্যায় উহাদিগের প্রয়োগ করিয়াছেন।" ইত্যাদি

আরও দেখ, যদি স্ত্রী ও শূদ্রদিগকে বেদমন্ত্র গুলি ছাড়িয়া দিয়া ভারতাদি শুনান হয়, তবে তাহাদিগের সম্পূর্ণ মহাভারত আর শ্রবণ করা হয় না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে যে, সম্পূর্ণ মহাভারত শ্রবণ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সে বিধান

বাক্যেন ভক্তিঃ, ক্রিয়াতোজ্ঞানতশ্চ ভিন্নত্বেন প্রতিপাদ্যত ইতি তদ্ভিন্নৈব সা।

ইদন্তু ধ্যেয়ং, যদি মনোঽনুকূলালম্বনকসুখসম্বেদনবিশেষ-রূপা প্রীতিস্তদা ভক্তেরপি জ্ঞানবিশেষস্বরূপতৈবেতি মুক্তি-কারণতয়া যচ্ছ্রবণমননিদিধ্যাসননির্ব্বিকল্পকাত্মসাক্ষাৎকারাদি তত্তচ্ছাস্ত্রে প্রতিপাদিতং, তত্তদ্ভিন্নত্বমাত্রে তাৎপর্য্যং, প্রীতি-স্বরূপতয়া তাদৃশসুখসম্বেদনস্বরূপা তু ভক্তির্ভবত্যেব। শ্রবণাদৌ জ্ঞানে, পূজাদৌ চ কর্ম্মণি ক্বচিৎ ভক্ত্যঙ্গত্বেন ভক্তিপ্রযোজকতয়া, ক্বচিৎ প্রেমনিবন্ধনত্বেন তৎপ্রযোজ্যতয়া চ মুখ্যভক্তিভিন্নত্বেঽপি লক্ষণয়া গৌণভক্তিপদপ্রয়োগ ইতি তত্ত্বম্।

নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব গীতাবাক্য দ্বারা ভক্তি যখন ক্রিয়া এবং জ্ঞান হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন, উহাকে ক্রিয়া এবং জ্ঞান হইতে ভিন্নই বলিতে হইবে।

এখানে একটু বিশেষ বক্তব্য আছে এই যে, প্রীতিকে যদি মনের অনুকূল আলম্বন জন্য সুখানুভব বিশেষস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তা'হলে ভক্তিকেও অবশ্য সেই অনুভব বা জ্ঞানবিশেষস্বরূপ বলিতে হইবে। তবে এত বকাবকি করিয়া যে, ভক্তিকে জ্ঞান ও ক্রিয়া হইতে পৃথক্ বলিয়া সিদ্ধ করা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্ব্বিকল্পক আত্মসাক্ষাৎকার আদি মুক্তির কারণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল ঐ সকলপ্রকার জ্ঞান হইতেই ভক্তি যে ভিন্ন পদার্থ ইহা দেখান, নতুবা ভক্তি যখন প্রীতিস্বরূপা, তখন উহাকে তথাবিধসুখানুভবস্বরূপা ত অবশ্যই বলিতে হইবে। শ্রবণাদি জ্ঞান এবং পূজাদি-কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি ভক্তির অঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বাহক বলিয়া ভক্তির প্রযোজক, আর কতকগুলি প্রেম-জন্য বলিয়া ভক্তির প্রযোজ্য বা কার্য্য, সুতরাং উহারা মুখ্য ভক্তি হইতে ভিন্ন হইলেও কখন কখন যে উহাদিগকে ভক্তি বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা লক্ষণার আশ্রয়ে গৌণভক্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

অস্তু জ্ঞানং চার্চ্চনাদিক্রিয়াস্তু
স্তুত্যং সর্ব্বং বাসুদেবাশ্রয়ত্বাৎ।
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রার্থয়েঽহং তু ভক্তিং
তাং যা চিত্তে গোপিকানাঞ্চকাস্তি॥

ইতি মৈথিলসন্মিশ্রমহামহোপাধ্যায়সট্‌ক্কুরশ্রীভবদেববিরচি শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্যশতসূত্রস্যাভিনবে ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমমা হ্নিকম্। ওঁ তৎ সৎ।

মাথায় থাকুক জ্ঞান, অর্চ্চনাদি কৃত্য
কৃষ্ণের সম্বন্ধ হেতু সে সকলি স্তুত্য।
আমি কিন্তু পুনঃ পুনঃ সেই ভক্তি চাই
গোপীদের চিতে যাহা জাগিত সদাই॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীভবদেব কৃত অভিনব ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নি শ্রীহৃষীকেশশাস্ত্রিকৃত বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যানুবাদ শেষ হইল।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

প্রথমাধ্যায়স্য—দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

মঙ্গলাচরণম্।

অখণ্ডানন্দসন্দোহং নন্দনন্দনমীশ্বরম্।
বাধিকেব সদা ধ্যায়ে কায়েন মনসা গিরা॥

আহ্নিকাবতরণিকা।

প্রযোজকেষু প্রোক্তেষু সাক্ষান্মুক্তিপ্রযোজিকা।
ভক্তিরেবেতি নির্দ্দেষ্টুং দ্বিতীয়াহ্নিকমুচ্যতে॥

মঙ্গলাচরণ।

অখণ্ড আনন্দময় ঈশ্বর মূরতি
নন্দের নন্দনরূপ, শ্রীরাধা যেমতি—
করিতেন কায় মন বচনে ধিয়ান
আমিও সর্ব্বদা করি সেই অনুষ্ঠান॥

আহ্নিকাবতরণিকা।

মুকতির হেতু যত শাস্ত্রে নিরূপিত
প্রথম আহ্নিকে তাহা হইল কথিত।
ভক্তিই কেবল তার সাক্ষাৎ কারণ
দ্বিতীয় আহ্নিকে ইহা হ'বে নিরূপণ॥

সূত্রাবতরণিকা।

স্যাদেতৎ, ভবতু নাম পূর্ব্বোক্তরীত্যা অমৃতত্বস্বরূপাং মুক্তিং প্রতি অনন্যথাসিদ্ধতয়াঽনুরক্তিলক্ষণা শ্রীভগবদ্ভক্তিরেব কারণম্, পরন্তু সেব, জ্ঞানযোগাদিরপি অমৃতত্বকারণতয়া শ্রূয়তে, তৎ কিমেকস্য প্রাধান্যেনেতরেষামঙ্গতয়া, যথা স্বর্গং প্রতি প্রাধান্যেন দর্শপৌর্ণমাসয়োস্তন্নির্ব্বাহকত্বেন তদঙ্গতয়া প্রযাজানুযাজাদী·

সূত্রাবতরণিকা।

আচ্ছা, স্বীকার করিলাম, পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি দেখাইলে, তাহাতে অমৃতত্ব-স্বরূপা মুক্তির প্রতি, অনুরক্তিরূপা শ্রীভগবৎপ্রীতিই, অন্যথাসিদ্ধ (ক) না হইয়া, যেন সাক্ষাৎ কারণই হইল। কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সেই ভক্তির ন্যায়, জ্ঞানযোগাদিও মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ভক্তির ন্যায়, জ্ঞান যোগাদিকেও অবশ্য মুক্তির কারণ বলিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শাস্ত্রে বস্তুবিশেষের প্রতি যাহারা কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহারা সকলই যে, একই রকম কারণ হয়, তাহা নহে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নানা-প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন স্বর্গলাভের প্রতি দর্শপৌর্ণমাসযাগ এবং প্রযাজ ও অনুযাজাদি যাগ, সাধারণতঃ কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, দর্শপৌর্ণমাসযাগই প্রধান,

---

(ক) যাহারা প্রকৃতকারণের অতিরিক্ত হইয়া, কোন একটি কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহারা অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যেমন কুম্ভকার যখন ঘট গড়িতে আরম্ভ করে, সেই সময়, তাহার গাধাটা যদি তাহার কাছে শয়ন করিয়া থাকে, তা'হলে ঐ ঘটের প্রতি গাধা একটি অন্যথাসিদ্ধ হয়। কেননা ঐ গাধা না থাকিলেও ঘট হইবার কোন ব্যাঘাত হয় না। পরম্পরাসম্বন্ধে কারণকেও অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়, যেমন ঘটের প্রতি কুম্ভকারের এবং কুম্ভকারের প্রতি তাহার পিতার কারণত্ব, সুতরাং ঘটের প্রতি কুম্ভকারের পিতা অন্যথাসিদ্ধ।

ানৃ? যদ্বা সমুচ্চয়রীত্যা,যথা মৃদ্‌ঘটাদিকং প্রতি দণ্ড-চক্র-সলিল-
ত্রাদীনাম্? উত বিকল্পবিধয়া, যথা যজ্ঞং প্রতি ব্রীহিযবয়োঃ?
কিম্বা মুখ্যানুকল্পাদিরূপেণ, যথা সোমযাগে সোমলতায়া অভাবে,
তিকায়াঃ অভিধানং? কিম্বা প্রকারান্তরেণ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং
থমপক্ষোক্তক্রমেণৈব ভক্তেঃ প্রধানতয়া, জ্ঞানযোগাদেস্তৎ-
ম্পাদকতয়া তদঙ্গত্বেনামৃতত্বপ্রয়োজকমিতি ব্যবস্থাপয়িতুং
দ্বিতীয়াহ্নিকমভিধাস্যন্নাদ্যসূত্রে প্রতিজ্ঞাহেতুং প্রদর্শয়তি সেতি—

বং প্রযাজ ও অনুযাজাদি যাগ, উক্ত যাগের নির্ব্বাহক বা অঙ্গ হওয়ায় অপ্রধান
লিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এখানেও কি সেইরূপ? অর্থাৎ মুক্তির কারণভূত ভক্তি ও
ানযোগাদির মধ্যে একটি প্রধান,আর অন্যগুলি ঐ প্রধানের নির্ব্বাহক বা অঙ্গ বলিয়া
প্রধান? স্থলবিশেষে আবার দেখিতে পাই, একটি কার্য্যের প্রতি যতগুলি কারণ
উক্ত হইয়াছে, সেই সকল কারণগুলিই এক সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্যের নির্ব্বাহক
য়, যেমন মৃন্ময়ঘটের প্রতি কুম্ভকারের দণ্ড, চাক্, জল এবং সূতা প্রভৃতি
মুদয় কারণগুলি মিলিত হইয়াই কার্য্য উৎপাদন করে। এখানেও কি সেইরূপ,
ভক্তি প্রভৃতি সকলগুলি মিলিত হইয়া মুক্তির কারণ? অন্যদিকে কোন কোন
স্থলে কারণনিচয়ের বৈকল্পিকত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন যাগের প্রতি, হয় ব্রীহি,
না হয় যব, এই দুইএর মধ্যে যে কোন একটিমাত্র কারণরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে,
এখানেও কি সেই রূপ, মুক্তির প্রতি, হয় ভক্তি, না হয় জ্ঞানাদি, ইহাদের একটা
না একটাকে কারণ বলিব? স্থল বিশেষে আবার দেখিতে পাই, কতকগুলি কারণ
মুখ্য, আর কতকগুলি তাহার অনুকল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন সোমযাগের
প্রতি সোমলতাই মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে,তবে তাহার অভাব ঘটিলে
পূতিকার নামও করা হইয়াছে,অর্থাৎ পূতিকা উক্তযাগে সোমলতার অনুকল্প হইতে
পারে, এখানেও কি সেইরূপ? অথবা অন্যপ্রকার? এই রূপ আশঙ্কা করিয়া
প্রথম পক্ষোক্তক্রমে মুক্তির প্রতি ভক্তিই প্রধান কারণ এবং জ্ঞানযোগাদি
ভক্তির সম্পাদক বা অঙ্গ বলিয়া অপ্রধান বা প্রযোজক কারণ, এই ব্যবস্থা

১০। সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ ॥ ১

সা, প্রথমাহ্নিকেঽনুরক্তিত্বেন লক্ষিতা পরা ভগবদ্ভক্তিঃ মুখ্যা মুক্তিপ্রযোজকেষু জ্ঞানাদিষু প্রধানীভূতেতি প্রতিজ্ঞা। হেতুমাঃ 'ইতরাপেক্ষিতত্বাৎ' ইতি। ইতরৈরাত্মপরমাত্মজ্ঞানাদিভির্মুক্তৌ জনয়িতব্যায়াং স্বোপকার্য্যত্বেনাপেক্ষিতত্বাৎ। এবং যদ্‌যস্মিঃ জনয়িতব্যে স্বস্বব্যাপারাতিরিক্তসকলকারণসমবধানেঽপি যদ- পেক্ষতে, তস্মিন্ জনয়িতব্যে তদপেক্ষয়া তৎ প্রধানং ভবতি, যথা কর্ম্মাপেক্ষয়া তত্ত্বজ্ঞানমিত্যুদাহরণম্, অপেক্ষতে চেতরকারণ- সমবধানেঽপি মুক্তৌ জনয়িতব্যায়াং, তত্ত্বজ্ঞানমপীশ্বরভক্তিং,

---

করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথম সূত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞা ও হেতু প্রদর্শন করিতেছেন।

মূ, অ, ১০। তাহাই প্রধান, কারণ, উহা ইতর দ্বারা অপেক্ষিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

তাহাই, অর্থাৎ প্রথমাহ্নিকে অনুরক্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট পরা ভগবদ্ভক্তিই মুখ্য, অর্থাৎ মুক্তির প্রযোজকীভূত জ্ঞানাদি সমুদয় কারণ অপেক্ষা প্রধান। এই টুকু হইল প্রতিজ্ঞা বাক্য, উহার প্রতি হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, "কারণ উহা ইতর দ্বারা অপেক্ষিত হইয়াছে।" ইতর অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন মুক্তির প্রযোজক আত্ম-পরমাত্ম জ্ঞানাদি যত কিছু আছে, উহারা সকলেই মুক্তির উৎপাদনকার্য্যে ভক্তিকে অপেক্ষা করে, ভক্তি ভিন্ন উহারা, স্বতন্ত্রভাবে মুক্তির উৎপাদন করিতে পারে না। এক্ষণে দেখ, আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল বস্তু, কোন একটি বস্তুর উৎপাদনকার্য্যে, নিজ- নিজ-ব্যাপার এবং অপর কারণসকল উপস্থিত থাকিতেও অপর একটি অতিরিক্ত বস্তুকে অপেক্ষা করে, তাহা না হইলে, ঐ কার্য্যের উৎপাদনে অক্ষম হয়, এরূপ স্থলে ঐ সকল বস্তু-অপেক্ষা, উৎপাদয়িতব্য বস্তুর প্রতি অপেক্ষিত অতিরিক্ত

ঽস্মাৎ তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া মুক্তাবীশ্বরভক্তিঃ প্রধানমিত্যুপনয়-নিগমনে। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ে প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়ন-নিগমাত্মকপঞ্চাবয়বসমুদয়াত্মকন্যায়জন্যমেব জ্ঞানং পরস্যানু-মিতিং জনয়তি। মীমাংসকমতেতু—প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণাত্মক-দাহরণোপনয়নিগমনাত্মকং বাঽবয়বত্রয়মেব তথা, সৌগতানা-ভিনবানাঞ্চ মতে উদাহরণোপনয়াত্মকমবয়বদ্বয়মেব তথেতি

স্তুকেই মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যেমন, মুক্তির উৎপাদন র্য্যে কর্ম্ম অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান প্রধান কারণ। ইহার নাম উদাহরণ। ঐ ত্ত্বজ্ঞানও আবার যখন মুক্তির উৎপাদনকার্য্যে ঈশ্বরভক্তিকে অপেক্ষা রে, তখন মুক্তির উৎপাদন কার্য্যে ঈশ্বর ভক্তিকেই প্রধান কারণ বলিতে হইবে। ই দুইটি বাক্যকে যথাক্রমে উপনয় এবং নিগমন বলে। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের তে (১)* প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় এবং (৫) নিগমন এই পাঁচ প্রকার অবয়ব সম্পন্ন ন্যায় (১) জন্য জ্ঞানই অনুমিতির জনক। মীমাংস-

(১) অনুমিতিসম্পাদক বাক্যসমূহকে 'ন্যায়' বলে। ন্যায় শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ yllogism। নৈয়ায়িকদিগের মতে পাঁচটি বাক্য মিলিয়া একটি 'ন্যায়' হয়, এইজন্য, উহাদের ত্যেককে ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়। ১ম প্রতিজ্ঞা, সাধ্যের সহিত পক্ষের নির্দ্দেশকারী বাক্যের াম প্রতিজ্ঞা। যাহার অনুমান করা হয়, তাহার নাম সাধ্য, যাহাতে অনুমান করা হয়, তাহার াম পক্ষ। পর্ব্বতে যদি বহ্নির অনুমান করা হয়, তা'হলে বহ্নি সাধ্য, পর্ব্বত পক্ষ, এবং পর্ব্বতে াগুন আছে এই বাক্যের নাম 'প্রতিজ্ঞা'। (২) হেতু, যাহা দ্বারা প্রতিজ্ঞাবাক্যস্থিত সাধ্যের সিদ্ধি করা হয়, এইরূপ বাক্যকে 'হেতু' বলে। 'পর্ব্বতে আগুন আছে' কেন, ধূমাৎ, ধূম আছে লিয়া, ইহাই হেতু। (৩) উদাহরণ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেই খানেই আগুন াকে, যেমন রন্ধনশালা, এইরূপ বাক্যকে দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ বলে। (৪) উপনয়, পক্ষে হেতুরও অস্তিত্ব আছে, এইরূপ জ্ঞান যাহাতে হয়, তাহার নাম 'উপনয়'। এই পর্ব্বতেও ধূম আছে, ইহা হইল উপনয়। (৫) পক্ষে সাধ্যের নিশ্চিতস্থিতিসূচক বাক্যের নাম নিগমন, অতএব ইহাতে আগুনও আছে, এই হইল নিগমন। প্রকৃতস্থলে দেখ,পরা ভক্তিতে মুখ্যত্ব (প্রধানত্ব) ধর্ম্মের অনুমান করা হইতেছে। সুতরাং (১) পরাভক্তি প্রধান, এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। (২) কারণ উহা ইতর দ্বারা

প্রাধান্যতোজয়ফলককথাস্বরূপে জল্পে যথাব্যবস্থং, তত্ত্বনির্ণয়ফলককথাস্বরূপে বাদে চ যথেচ্ছমেতদন্যতমক্রমেণ প্রয়োগং কৃত্বা সামাজিকম্‌ বোধয়েদিতি। প্রাধান্যমত্র স্বাপেক্ষয়াঽব্যবধানেন ফলনিষ্পাদকত্বং। তথা চ যদ্‌ যদপেক্ষয়া ফলেঽব্যবধানেনোৎপাদকং, তৎ তদপেক্ষয়া প্রধানং, ভবতি চ তত্ত্বজ্ঞানাদ্যপেক্ষয়া মুক্তৌ ভক্তিরব্যবধানেনোৎপাদিকা পূর্ব্বোক্তযুক্তেঃ, শ্রুতেশ্চ তথাবধারণাৎ।

কেরা কিন্তু ন্যায়কে পঞ্চাবয়ব সম্পন্ন না বলিয়া (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, অথবা (১) উদাহরণ, (২) উপনয় এবং (৩) নিগমন এই তিন প্রকার অবয়ব-যুক্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। আধুনিক বৌদ্ধাদি সম্প্রদায় মতে ন্যায়ের উদাহরণ এবং উপনয় এই দুইটিমাত্র অবয়ব। প্রধানতঃ জয়োদ্দেশে প্রবর্ত্তিত কথা স্বরূপ জল্পে, ব্যবস্থানুসারে, এবং তত্ত্ব নির্ণয়োদ্দেশে প্রবর্ত্তিত কথা রূপ বাদে আপন আপন ইচ্ছানুসারে, পক্ষ, প্রতিপক্ষগণ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্নপ্রকার ন্যায়ের মধ্যে যে কোন একটির প্রয়োগ করিয়া সামাজিকগণকে বুঝাইবেন, ইহাই নিয়ম। এক্ষণে দেখ, প্রযোজক বা কারণসমূহের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য নিরূপণ করিতে হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যাহা অপর কারণ সকলের অপেক্ষা অব্যবধানে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফলের নিষ্পাদক, তাহাই প্রধান। অর্থাৎ যদপেক্ষা, যাহা, যত অব্যবধানে ফলের নিষ্পাদক, তদপেক্ষা তাহার ততই প্রাধান্য। ভক্তি যে, তত্ত্বজ্ঞানাদি অপেক্ষা সাক্ষাৎ মুক্তির উৎপাদিকা, ইহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি এবং শ্রুতি দ্বারা অবধারিত হইয়াছে।

অপেক্ষিত হয়,ইহা হইল হেতু। (৩) যাহা ইতর দ্বারা অপেক্ষিত হয়, তাহাই প্রধান,যেমন তত্ত্বজ্ঞান ইহা দৃষ্টান্ত (৪) এই পরাভক্তি ইতর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অপেক্ষিত, ইহাই উপনয় (৫) অতএব তাহাই প্রধান, এই হইল নিগমন। মীমাংসকদিগের ন্যায়, ইংরাজী মতেও উদাহরণ-যাহারা মরণধর্ম্মশীল তাহারা মনুষ্য, minor Promise। উপনয়, তুমি মনুষ্য measre Promise, নিগমন onclusoin অতএব তুমি মরণ-ধর্ম্মশীল, এই তিনটি মাত্র অবয়ব স্বীকৃত হইয়াছে। (২) কথা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী তিন প্রকার (১) বাদ, (২) জল্প, এবং (৩) বিতর্ক। বাদী প্রতিবাদী

যুক্তঞ্চৈতৎ অন্যোঽপি প্রভুরপরাধৈর্বদ্ধং ন দর্শনমাত্রাদেব মোচয়তি, স্বরাজ্যে বা নিবেশয়তি। কিন্তু ভক্তিপ্রভূতাৎ সন্তোষাদেব, যথা চ তদ্ভক্তেঃ প্রকর্ষস্তথা স্বরাজ্যাদিদানমিতি, যথাদৃষ্টমেব চ সুবুদ্ধিভিঃ কল্প্যতে। অতএব জ্ঞানেচ্ছাকৃতি-শরীরবত এব কুলালাদের্ঘটাদিকার্য্যোৎপত্তির্দৃষ্টেতি ক্ষিত্যাদি-কার্য্যোৎপত্তৌ তথাভূত এব ভগবান্ কল্প্যতে। এবং দণ্ড-যজ্ঞাদ্যপেক্ষয়া ঘটস্বর্গ দাবব্যধানেনোৎপাদকং ভ্রম্যদৃষ্টাদি, ততঃ

ফলতঃ মুক্তির প্রতি ভক্তির মুখ্য হেতুতা যুক্তিসিদ্ধও বটে, কারণ যদি কোন প্রধান রাজা আপনার অধীনস্থ রাজা বা জমীদারকে অপরাধনিবন্ধন লোকদ্বারা বাঁধিয়া লইয়া যান, তা'হলে কেবল উহার মুখ দেখিয়াই ঐ অপরাধীকে ছাড়িয়া, বা উহার নিজের রাজ্যে বা জমীদারীতে বসাইয়া দেন না। কিন্তু তাহার ভক্তিতে যদি সন্তোষ লাভ করেন, তবেই তাহাকে ছাড়িয়া দেন, আর যেমন যেমন ভক্তির আধিক্য অনুভব করেন, তেমনি তেমনি, উহাকে উহার নিজের রাজ্যাদি প্রত্যর্পণ করিয়া থাকেন। সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণ, লৌকিক ঘটনায় যেরূপ দর্শন করেন, অলৌকিকস্থলেও, সেইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। এই হেতু, আমরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন এবং শরীর বিশিষ্ট কুম্ভকারাদি হইতে ঘটাদিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি দেখিয়াই, ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য্যের উৎপত্তি বিষয়ে তথাবিধ জ্ঞানাদিবিশিষ্ট ভগবানেরই কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করিয়া থাকি। আরও দেখ, যথাক্রমে দণ্ড এবং যজ্ঞাদি অপেক্ষা চক্র-ভ্রমণ এবং অদৃষ্টাদি, অব্যবধানে ঘট ও স্বর্গাদি কার্য্যের উৎপাদক, এই জন্য ঘট ও স্বর্গাদি কার্য্যের প্রতি যথাক্রমে দণ্ড ও যজ্ঞাদি অপেক্ষা চক্র-ভ্রমণ এবং অদৃষ্টাদিই প্রধান কারণ, অর্থাৎ চক্র-ভ্রমণ এবং অদৃষ্টাদি থাকিলেই যে, যথাক্রমে ঘট ও স্বর্গাদি কার্য্যের উৎপত্তি ঘটিবেই ঘটিবে, কোন রূপ ব্যভিচার হইবে না, ইহা স্থির, অতএব দণ্ড এবং যজ্ঞাদি না থাকিলেও, কেবল হাতের দ্বারা

উভয়েই জিগীষু হইয়া যে বিচার করে, তাহার নাম জল্প, এবং উভয়েই তত্ত্ব নির্ণয়েচ্ছু হইয়া যে বিচার করে, তাহার নাম বাদ।

প্রধানমিতি, ন তত্র ব্যভিচার ইতি ধ্যেয়ম্‌। অতএব দণ্ডযজ্ঞাদ্যভাবেঽপি হস্তগঙ্গাস্নানাদিনা ভ্রম্যদৃষ্টোৎপত্তৌ ঘটস্বর্গাদিকং ভবত্যেবেতি। অত্রচানুকূলতর্কস্বরূপা শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যে—"যোবৈ ভূমা, তদমৃতং" ইত্যুপক্রম্য "আত্মৈবেদং সর্ব্ব"মিত্যভিধায় "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং শৃণ্বন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্‌ভবতী"তি। অত্র স্বারাজ্যলক্ষণায়াং মুক্তৌ ক্রীড়ামৈথুনানন্দজনকতয়া প্রকৃষ্টপ্রণয়পরিস্ফুরদৈক্যাত্মপরমাত্মরতিলক্ষণৈবেশ্বরভক্তির্হেতুত্বেনোক্তা। তত্রচ দর্শন-শ্রবণ-মননিদিধ্যাসনানাং বীজাঙ্কুরন্যায়ে-

চাক্‌খানা ঘুরাইলে এবং গঙ্গাস্নান দ্বারা অদৃষ্ট উৎপাদন করিলেও যথাক্রমে ঘট ও স্বর্গাদি কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এ বিষয়ের অনুকূল তর্ক স্বরূপ একটি শ্রুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। "যিনিই ব্যাপক, তিনিই অমৃত" এই রূপে আরম্ভ করিয়া "আত্মাই এইরূপ সমুদয় জগৎ (ব্যাপী)" এই কথা বলিয়া "এই জীবই সেই আত্মা, যে এইরূপ দর্শন, এইরূপ শ্রবণ, এইরূপ মনন, এবং এইরূপ জ্ঞান করতঃ আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হয়, সে-ই স্বারাট্‌ অর্থাৎ স্বর্গের রাজা হয়।" এখানে দেখ, স্বারাজ্য-প্রাপ্তি-স্বরূপা মুক্তির প্রতি উৎকৃষ্ট প্রণয় দ্বারা এক ভাবাপন্ন আত্ম ও পরমাত্মায় রতিরূপা, ক্রীড়া-মৈথুনানন্দজননী ঈশ্বরভক্তিই হেতু রূপে উক্ত হইয়াছে। এবং সেই ভক্তির প্রতি বীজাঙ্কুর ন্যায়ে পরস্পর দ্বারা (ক) উৎপাদিত দর্শন, শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসনের হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে। দর্শন, শ্রবণ, মনন প্রভৃতিকে ঈশ্বরভক্তির প্রতি যে, হেতু বলিয়া

(ক) যে স্থলে কার্য্য কারণ ভাব নিশ্চিত রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও কোনটি কারণ এবং কোনটি কার্য্য, তাহা ঠিক করা যায় না, তাহাকে বীজাঙ্কুর ন্যায় বলে। যথা গাছের ফল, ফলের আঁটি, আঁটির গাছ। ইহাদের মধ্যে আগে আঁটি, কি আগে গাছ ইহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই নাই, অথচ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান।

ান্যোন্যোৎপাদিতানাং হেতুত্বমুক্তম্, সিদ্ধসাধ্যসমভিব্যাহারে সিদ্ধং সাধ্যায় কল্পত ইতি ন্যায়েন তথাবধারণাৎ, অতএব "দণ্ডী প্রেষমন্বাহ, প্রাচীনাবীতী দোহয়তি,অভিজানন্ জুহোতি, ধনবান্ সুখী ভবতীত্যাদৌ দণ্ডসম্বন্ধাদেরঙ্গতয়া হেতুত্বং প্রতীয়তে। শ্রীপাদাস্তু মননবিজ্ঞানয়োরুক্তদর্শনার্থকতয়া ন্যায়প্রাপ্তয়োরনুবাদঃ, এবং চাত্মক্রীড়াদেরপি রতিনৈয়ত্যাদর্থপ্রাপ্তস্যাপ্যনুবাদ-

---

অবধারণ করিলাম, তদ্বিষয় একটি প্রাচীন নিয়মও আমরা দেখিতে পাই, যথা,— 'সিদ্ধ অর্থাৎ গুণবাচক শব্দ, এবং সাধ্য অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক শব্দ এই দুইএর একত্র সমাবেশ থাকিলে, সিদ্ধ, সাধ্যের অঙ্গ বা নিষ্পাদক হয় (খ) এই জন্য 'দণ্ডধারী গুরুর পশ্চাৎ প্রৈষমন্ত্র পাঠ করিতেছে," 'বিপরীত যজ্ঞসূত্রধারী দোহন করিতেছে,' 'জানত হবন' করিতেছে, 'ধনবান্ সুখী' ইত্যাদি বাক্যে পাঠকরা প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রতি দণ্ড, যেমন কারণ বলিয়া গণিত হয়, কেন না দণ্ডধারী না হইলে, কেহ সেই ভাবে প্রৈষমন্ত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় না, প্রাচীনাবীতী না হইলে,কাহারও দোহন করিবার অধিকার জন্মে না,ইত্যাদি,সেইরূপ পূর্ব্বোল্লিখিত 'এইরূপ দর্শন, এইরূপ শ্রবণ" ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যস্থিত 'দর্শন' প্রভৃতিকেও আত্মরতিরূপ ঈশ্বর ভক্তির প্রতি হেতু বলিতে হইবে। শ্রীপাদ আচার্য্য বলেন, উল্লিখিত উপনিষদবাক্যে 'দর্শন করতঃ' এই বিশেষণটি সত্ত্বেও যে, উহার সহিত একার্থক "মনন এবং জ্ঞান করতঃ" এই বিশেষণ দুটি প্রদত্ত হইয়াছে,

---

(খ) কেহ কেহ বলেন, সিদ্ধ শব্দের অর্থ কারক এবং সাধ্য শব্দের অর্থ ক্রিয়া, এই দুইএর সমাবেশ হইলে, সিদ্ধ পদার্থও সাধ্যায়মান অর্থাৎ বিধীয়মান রূপে প্রতীত হয়। যেমন পূর্ব্ব উৎপন্ন, অতএব সিদ্ধ ঘটে লাল রঙ লাগাইলে রক্ত ঘট জন্মিল, এইরূপ ব্যবহার হয়, সেইরূপ "দধিদ্বারা হোম করিবে," এই বাক্যে "হোম করিবে" এই ক্রিয়া পদের সাহচর্য্যে 'দধি' এই কারকপদও যেন সাধ্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এরূপ অর্থ এ স্থলে আমাদের সঙ্গত বোধ হইল না।

এবাত্রেতি প্রাহুঃ। তস্মাদাত্মপরমাত্মদর্শনং মুক্তৌ জনয়িত-ব্যায়াং ভক্তেরঙ্গম্ ইতি শেষঃ। "পরার্থত্বাদি" তিন্যায়াৎ যৎ ফলবৎ-পরসন্নিধানে তদর্থকতয়া বিধীয়তে, তৎ তদঙ্গং ভবতি, যথা স্বর্গ-জনকতয়া দর্শপৌর্ণমাসসন্নিধানে তদর্থকতয়া প্রোক্তং প্রয়াজা-দীতি। এবঞ্চ কর্ম্মান্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা অঙ্গং যোগে, যোগোঽন্তঃ-করণস্থৈর্য্যদ্বারাত্মপরমাত্মদর্শনে, তদ্দর্শনঞ্চ, তন্মিথ্যাজ্ঞানাপনয়-তত্তদ্গুণবিশিষ্টতৎস্বরূপপ্রকাশদ্বারা রত্যঙ্কুরোৎপত্ত্যাদিদশভক্তি

উহাতে "দর্শন করতঃ" এই পদের অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। এইরূপ "আত্মরতি" এই পদ দ্বারা "আত্মক্রীড়াদির প্রাপ্তি সম্ভব থাকিলেও উহাদের উল্লেখও অনুবা মাত্র বুঝিতে হইবে। অতএব "আত্ম পরমাত্ম দর্শন" মুক্তির উৎপাদন ব্যাপা ভক্তির অঙ্গ, ইহাই স্থির হইল। কারণ মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ পাদে একটি সূত্র আছে "শেষঃ পরার্থত্বাৎ", অর্থাৎ যাহা ফলবিশিষ্ট অপরে সন্নিধানে, উহারই জন্য অভিহিত হয়, তাহা উহার অঙ্গ অর্থাৎ নিষ্পাদক হয় যেমন স্বর্গ প্রাপ্তি রূপ ফল লাভের উদ্দেশে বিহিত দর্শ পৌর্ণমাস যাগের প্রকরণে উহারই সহায় রূপে উক্ত প্রযাজ আদি যজ্ঞ, উহার অঙ্গ বা নির্ব্বাহক রূপে পরি গণিত হয়। (গ) এইরূপ, কর্ম্ম, অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা যোগের এবং যোগ, অন্তঃকরণ স্থিরতা-সম্পাদনদ্বারা আত্ম ও পরমাত্মসাক্ষাৎকারের অঙ্গ, ঐ আত্ম-দর্শন আবার মিথ্যাজ্ঞানের অপনয়ন এবং তৎতৎবিশেষগুণবিশিষ্ট, শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা রত্যঙ্কুরোৎপত্তি প্রভৃতি দশবিধ ভক্তি ভূমিকার অঙ্গ, তথাবিধ দশ

(গ) এ স্থলে আত্মরতি রূপ ভক্তি, স্বারাজ্য প্রাপ্তিরূপ ফলশালিনী, কাযেই উহাকে ফলবিশিষ্ট অপর বলিতে হইবে, দর্শনাদি উহার নিমিত্তই অর্থাৎ উহার সহায়ক রূপে উক্ত হওয়ায়, উহার অঙ্গ বা হেতু হইল। যেমন স্বর্গরূপ ফলশালী দর্শ পৌর্ণমাসের সহায় প্রযাজাদি, উহার অঙ্গ হয়।

ূমিকাসু, তাশ্চ দশভূমিকাঃ প্রেমপরাকাষ্ঠালক্ষণায়ামেকাদশ-
ক্তিভূমিকায়ামঙ্গং, সা চ পরা ভক্তির্গোকুলসুন্দরীণামিবাশ্রুত-
রভক্তানাং স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দাত্মকশ্রীমদ্ভগবল্লয়লক্ষণায়াং মুক্তৌ
াক্ষাদ্ধেতুঃ। কাশীমথুরাদ্যধিকরণকোপরমাদেস্তু তৎতৎতীর্থা-
ধিষ্ঠাতৃভগবন্মূর্ত্তিকৃতোপদেশজনিততত্ত্বজ্ঞানতজ্জনিতভক্তিদ্বারৈব,
তথাসময়সৌক্ষ্ম্যাত্তু সূচীশতপত্রভেদনন্যায়েন যৌগপদ্যভূমিং
প্রাত্য ক্বচিৎ ব্যবহিতহেতোরব্যবধানেন হেতুত্বমুক্তমিতি দিক্।
অতএব ব্যাসদেবঃ।

"যস্ত্যক্ত্বা প্রাকৃতং মোহং নিত্যমাত্মরতির্মুনিঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিম্॥"

মহাভাঃ শা, প, ১৯৪ ৭১১১-১২।

ূমিকা, ওদিকে প্রেমের পরাকাষ্ঠাস্বরূপা একাদশবিধ (চরম্) ভক্তিভূমিকার অঙ্গ,
এবং ঐ পরা ভক্তি, গোকুলসুন্দরীদিগের ন্যায় অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তদিগের স্বপ্রকাশ,
অখণ্ড, আনন্দময় শ্রীভগবানে লয়রূপ মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ হেতু। তবে কাশী,
মথুরা প্রভৃতি তীর্থ ভূমিতে মৃত্যু যে মুক্তির কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহারা
বাস্তবিক সাক্ষাৎ কারণ নয়, কারণ, ঐ সকল তীর্থভূমির অধিষ্ঠাত্রী শ্রীভগবানের
মূর্ত্তিই মুমূর্ষু অবস্থায় জীবের কর্ণে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান-
দ্বারা উৎপাদিত ভক্তিই মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু, এবং কাশী মৃত্যু আদি পরম্পরা সম্বন্ধে
সেই ভক্তিকে দ্বার করিয়াই মুক্তির হেতু, কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে মুমূর্ষুর কর্ণে শ্রীভগবান্
মূর্ত্তির উপদেশ, সেই উপদেশ-জনিত তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞানজাত মুক্তি এত
সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় যে, সূচীদ্বারা পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ি ভেদের ন্যায়,
একই সময়ে সঙ্ঘটিত বলিয়া প্রতীতি হওয়ায়, উহারা একই বলিয়া বোধ হয়,
সুতরাং উহারা পরম্পরাসম্বন্ধে হেতু হইলেও সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট
হইয়াছে। অতএব ব্যাসদেব বলিতেছেন, "যে মুনি, প্রকৃতি দ্বারা উৎপাদিত

ইত্যুচে। ইদং তু ধ্যেয়ং সর্ব্বত্রাত্মপরমাত্মনঃ পরমপ্রেমাস্পদ-
তয়া পরমাত্মন্যাত্মাভিন্নত্বপ্রদর্শনায়েতি শিবং। ১

অবতরণিকা।

ভক্তের্মুক্তৌ জনয়িতব্যায়াং যৎ জ্ঞানাদ্যপেক্ষয়া প্রাধান্যমুক্তং,
তত্র জ্ঞানাদীনাং মুক্তৌ জনয়িতব্যায়াং ভক্ত্যপেক্ষাত্মকং হেতুত্ব-
মভিধায় প্রকরণাত্মকং হেত্বন্তরমভিধত্তে।

মোহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরতি হওত নিজের আত্মার সহিত সকল প্রাণীর
আত্মার অভেদ জ্ঞান করে, সেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।"

এস্থলে এই টুকুমাত্র মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মা অতিপ্রিয় বলিয়া, পর-
মাত্মার সহিত উহার ঐক্য প্রদর্শনার্থই উক্ত বাক্যে আত্মা এবং পরমাত্মা এই
দুইটি কথার ব্যবহার না করিয়া, একমাত্র 'আত্মা' শব্দেরই ব্যবহার করা
হইয়াছে। ১।

অবতরণিকা।

মুক্তির উৎপাদন বিষয়ে জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তি প্রধান হেতু,' একথা বলা
হইয়াছে। এবং দ্বিতীয়াহ্নিকের প্রথম সূত্রে জ্ঞানাদি, মুক্তির উৎপাদন কার্যে
ভক্তিকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ সাক্ষাৎ হেতু না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থাৎ
ভক্তিকে দ্বার করিয়া হেতু হয়, এই কথা বলিয়া, দ্বিতীয় সূত্রে ভক্তির প্রাধান্য
বিষয়ে প্রকরণরূপ আর একটি হেতুর নির্দ্দেশ করিতেছেন।

১১। প্রকরণাচ্চ। ২।

চ পুনঃ প্রকরণাদ্ভক্তের্মুখ্যত্বং, তথাহি প্রোক্তশ্রুতৌ স্বারাজ্য-
ক্ষণফলে ক্রীড়ামৈথুনানন্দপ্রচুরে পরায়াঃ পরমাত্মস্বরূপাত্মরতেঃ
ান্নিধ্যলক্ষণাৎ প্রকরণাৎ সাক্ষাদ্ধেতুত্ব-লক্ষণং মুখ্যত্বমবসীয়তে।
স্যাং চ শ্রবণমননিদিধ্যাসনপ্রোদ্ভূতস্য তদ্দর্শনস্যেতি। ২

অবতরণিকা।

এতদেব পূর্ব্বপক্ষসমাধানাভ্যাং দ্রঢ়য়তি।

১২। দর্শনফলমিতি চেন্ন, তেন ব্যবধানাৎ॥ ৩

মূ, অঃ, ১১। প্রকরণবশতঃ ও॥ ২॥

সূত্রে যে 'চকার' আছে, তাহার অর্থ 'ও', প্রকরণবশতঃও ভক্তির মুখ্য
হতুত্ব প্রতীত হইতেছে। দেখ, পূর্ব্বোল্লিখিত ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রুতিতে
ীড়া, মৈথুন ও আনন্দ-প্রচুর স্বারাজ্য-রূপ ফলের প্রতি,পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত পরমাত্ম-
তিরই, সান্নিধ্যরূপপ্রকরণবশতঃ, সাক্ষাৎ হেতুত্ব বা মুখ্যত্ব প্রতীয়মান হইতেছে,
এবং তথাবিধ আত্মরতির প্রতি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-আদি-সম্ভূত আত্ম-
শনেরই মুখ্য হেতুত্ব বিজ্ঞাত হইতেছে। ২

অবতরণিকা।

পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন এবং সমাধান অর্থাৎ মীমাংসা—এই দুইএর দ্বারা এই
তেরই দৃঢ়তা-সাধন করিতেছেন।

দর্শন ইতি, যস্যৈব স্বরাজ্যে সাক্ষাদ্ধেতুতা, তস্যৈব প্রস্তাবা-ত্মকং প্রকরণমিত্যত্র দর্শনস্যৈব প্রকরণং ফলজনকতায়াং সাক্ষা-দম্বয় এবাস্তাং, কিং বাত্র বিনিগমকমিতিচেৎ? ন, তেন ব্যব-ধানাৎ "স স্বরাট্ ভবতী"ত্যত্র তৎপদেনাব্যবহিতপূর্ব্বোপস্থিতো রতিমানেব পরামৃশ্যতে, নতু দর্শনবান্, সন্নিহিতোপস্থিতা-পরামর্শে, ব্যবহিতানুপস্থিতপরামর্শে চ বীজাভাবাৎ। ন চ তৎপ্রকরণমেব তৎপরামর্শবীজমিতি বাচ্যম্, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ,

---

মূ, অঃ, ১২। স্বারাজ্য প্রাপ্তিকে দর্শনের ফলই কেন বলি না? না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, "তৎ" শব্দের ব্যবধান আছে ॥ ৩

আচ্ছা, তুমি যে, প্রকরণাধীন, ভক্তির মুখ্যহেতুত্ব প্রতিপাদন করিলে, যদি প্রকরণই মুখ্যত্বনিরূপণের কারণ হয়,আমি তবে দর্শনেরই প্রকরণ বলিব। কেননা স্বারাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহারই সাক্ষাৎ হেতুতা, তাহা নিরূপণ করিবারই, ইহ প্রসঙ্গ বা প্রকরণ, এইত তোমার মত? তা'হলে ইহা দর্শনেরই প্রকরণ, অর্থা মুক্তিরূপ ফলোৎপাদনকার্য্যে দর্শনেরই সাক্ষাৎ (হেতুত্ব রূপ) সম্বন্ধনিরূপক প্রসঃ হৌক্? তাহা না হইবার কি কোনরূপ বিনিগমক যুক্তি আছে? এইরূপ আশঙ্ক করিয়া বলিতেছেন, না, একথা বলিতে পার না,কারণ 'তৎ' শব্দের ব্যবধান আছে "সেই ব্যক্তি স্বারাজ্য লাভ করে" এই বাক্যে "সেই" এই কথাটি দ্বারা অব্যবহি পূর্ব্ববর্ত্তী "আত্মাতে রতিশালী"রই আক্ষেপ বা পরামর্শ হওয়াই যুক্তিযুক্ত,"দর্শনবানে" কখনই আক্ষেপ হইতে পারে না। কেন না, উহা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মরতি পরামর্শ না করিয়া যে, ব্যবহিত এবং অনুপস্থিত আত্মদর্শীর পরামর্শ করিবে, এ বিষয়ে কোনরূপ বীজ নাই। যদি বল,—প্রকরণই ঐ রূপ পরামর্শ বিষয়ে বীজ। এ কথা বলিতে পার না, তা'হলে অন্যোন্যাশ্রয় (১) দোষ হইয়া পড়ে, কারণ ইহা দর্শনের

---

(১) অন্যোন্যাশ্রয় একটি তর্কের দোষ, যাহাকে ইংরাজীতে "Reasoning in Circle

র্শনস্য স্বারাজ্যহেতুতাপ্রতিপত্তৌ প্রকরণপ্রতিপত্তির্হেতুঃ, প্রকরণ-প্রতিপত্তৌ চ স্বারাজ্যহেতুতাপ্রতিপত্তিরিতি। রতেস্তু স্বারাজ্য-াম্নিধিস্থতৎপদপরামর্শে নৈব স্বারাজ্যসাক্ষাদ্ধেতুতায়াস্তদভিধান-প্রকরণস্য চ প্রতিপত্তের্বিনিগমনাসৌলভ্যাদিতি শিবম্। ৩

—————

অবতরণিকা।

ন ভক্তের্জ্ঞানহেতুতা, কিন্তু জ্ঞানস্যৈব ভক্তিহেতুতেত্যত্র লৌকিকদৃষ্টান্তদর্শনমপি বিনিগমকমিত্যভিধত্তে।

প্রকরণ, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই, স্বারাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে দর্শনের সাক্ষাৎ হেতুত্ব স্থির করিতেছ, অন্যদিকে আবার স্বারাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে দর্শনেরই সাক্ষাৎ হেতুত্ব স্থির করিয়া, ইহা যে দর্শনেরই প্রকরণ এইরূপ নিশ্চয় করিতেছ। ইহাকে আত্ম-রতির প্রকরণ বলিলে কিন্তু এ দোষ হয় না, কেননা, সন্নিধিস্থিত 'সেই' এই পদ দ্বারা আত্মরতির পরামর্শ করিলেই স্বারাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে উহার সাক্ষাৎ হেতুত্ব এবং সেই হেতুত্ব কথনের ইহাই যে প্রকরণ, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হয়।

—————

অবতরণিকা।

ভক্তি জ্ঞানের হেতু নয়, কিন্তু জ্ঞানই যে ভক্তির হেতু, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্ত-দর্শনেও সিদ্ধ হয়, এই কথা বলিবার নিমিত্ত চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ল। যেমন প্রকৃত স্থলে দর্শনের প্রকরণ বলিয়া স্বারাজ্য লাভের প্রতি দর্শনের সাক্ষাৎ হেতুত্ব ধা হইতেছে, আবার স্বারাজ্যলাভের হেতুতা দেখাইয়া ইহাকে দর্শনের প্রকরণ স্থির করা হইতেছে।

১৩। দৃষ্টত্বাচ্চ ॥ ৪

দৃষ্টত্বাচ্চেতি—অস্তি হি পরস্পরপ্রীতৌ পরস্পরসৌন্দর্য্যাদি বিশিষ্টজ্ঞানস্য হেতুত্বং, ন হ্যজ্ঞাতে,২বজ্ঞাতে, দুর্জ্ঞাতে বা ভগবতি প্রীতিরভ্যুদেতি। তস্মাদ্ভগবত্যাত্মনি পরমাত্মাভিন্নত্বাদিজ্ঞানং পরমাত্মনি চ শ্রীকৃষ্ণাদিস্বরূপে স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দত্বভক্তবৎসলত্ব সৃষ্ট্যাদিকারিত্বজ্ঞানং তৎতৎপ্রকারকমাত্মপরমাত্মজ্ঞানং বা তৎপ্রীতিহেতুঃ, নতু তৎপ্রীতিস্তথা জ্ঞানে হেতুরিতি প্রাকৃতে দৃষ্টানুসারেণাপি জ্ঞানস্য প্রীতিদ্বারৈব মুক্তৌ হেতুত্বমিতি যুক্তমুক্তং মুক্তৌ সংপাদ্যায়াং জ্ঞানাপেক্ষয়া ভক্তির্মুখ্যেতি। অতএবোক্তং গীতায়াং—

সূ, অ, ১৩। লৌকিকঘটনায় এই এইরূপই দৃষ্ট হয় বলিয়া ॥ ৪ ॥

আমরা, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রীতিবিষয়ে, পরস্পবের সৌন্দর্য্যাদির বিশেষপরিজ্ঞানেরই হেতুত্ব দেখিতে পাই। ভগবান্ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অথবা দুর্জ্ঞাত থাকেন, ততক্ষণ অবধি তাঁহাতে কখনই কাহারও প্রীতি উদিত হয় না। অতএব আত্মস্বরূপ ভগবানে পরমাত্মার সহিত অভেদ জ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণাদি স্বরূপ পরমাত্মাতে স্বপ্রকাশ অখণ্ডানন্দময়ত্ব, ভক্তবৎসলত্ব সৃষ্টি-স্থিত্যাদি-কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান, অথবা তৎতৎপ্রকারক আত্মপরমাত্মজ্ঞানই তদীয় প্রীতির প্রতি হেতু, ভগবৎপ্রীতি কিন্তু তথাবিধ জ্ঞানের প্রতি হেতু নহে। প্রকৃত স্থলেও লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে জ্ঞান, ভক্তি দ্বারাই মুক্তির হেতু হইতেছে, অতএব ভক্তির উৎপাদন কার্য্যে জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তি যে, মুখ্য বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। এই হেতু, গীতাতেও উক্ত হইয়াছে।

"তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥"

গীতা ৫ অঃ ১৭ শ্লোঃ।

তথাচ তদ্বিষয়কেণ জ্ঞানেন নিঃশেষতোভক্তিবিরোধিনি দুর্ব্বাসনাদুরিতাদিস্বরূপে কল্মষে দূরীকৃতে সতি, ভগবতী, ভগবতি প্রীতিরভ্যুদেতি, যস্যাস্ত তত্তদণিমাদ্যনেকগুণগণালঙ্কৃতা জীবমুক্তিরন্তর্গতা, বিদেহমুক্তিস্তু তদিচ্ছামাত্রমপেক্ষত ইত্যুক্তমনেকৈঃ শুকসনকসনন্দনারদাদিভির্মহামুনীন্দ্রৈরিতি দিক্। ৪

অবতরণিকা।

মুক্তৌ জনয়িতব্যায়াং জ্ঞানমঙ্গং, নতু প্রধানমিত্যত্র যুক্ত্যন্তরমাহ—

"যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মকেই যাঁহারা আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন, যাঁহাবা ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নির্ধূতপাপ হইযা অপুনরাবৃত্তি গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা নিঃশেষরূপে ভক্তির বিরোধী দুর্ব্বাসনা দুরিতাদি স্বরূপ মালিন্য দূরীভূত হইলে, ভগবানে গরীয়সী ভক্তি উদিত হয়, অণিমাদি নামে প্রসিদ্ধ বহুগুণে অলঙ্কৃত জীবন্মুক্তি ঐ ভক্তির অন্তর্গতা, বিদেহমুক্তি, তথাবিধ ব্যক্তির ইচ্ছামাত্রেই উৎপন্ন হয়। এই কথা,—শুক, সনক, সনন্দ, নারদ প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণ বলিয়াছেন। ৪।

অবতরণিকা।

মুক্তির উৎপাদন কার্য্যে জ্ঞান যে অঙ্গ, অর্থাৎ প্রধান নয়, এ বিষয় আর একটি যুক্তি বলিতেছেন।

১৪ ॥ অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাম্ ॥ ৫

অতএবেতি—যতএব মুক্তিং প্রতি ভক্তিরেব প্রাধান্যেন কারণং জ্ঞানং তু দুর্বাসনাদ্যাত্মকমনোমালিন্যনিরাসদ্বারা দৃষ্টোপকারক মঙ্গম্, অতএব বল্লবীনাং শ্রীমদ্গোপকুলসুন্দরীণাং তদভাবা যথাবদাত্মপরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানাভাবেঽপি কেবলমতিশয়িতপ্রীতিলক্ষ ণায়া ভগবদ্ভক্তেরেব মুক্তিরভূদিতি শ্রূয়তে।

তথাচ বিষ্ণুপুরাণে (অং ৫, অঃ ১৩, শ্লোঃ ২১।২২)

"তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া সতী।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥

মূ, অ, ১৪। অতএব গোপসুন্দরীদিগের জ্ঞানের অভাবে মুক্তি হইয়াছে ॥ ৫

যে হেতু, মুক্তির প্রতি ভক্তিই প্রধান কারণ, এবং জ্ঞান, দুর্বাসনাদি স্ব মনের মালিন্য নিরাকরণ করে বলিয়া, একটি দৃষ্টফলপ্রদ উপকারকারী অঙ্গম এই হেতুই গোপকুলললনাদিগের যথোচিত আত্মপরমাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞা অভাব সত্ত্বেও, কেবল পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রীতিস্বরূপা ভগবদ্ভক্তি হইতেই যে মুক্তি ঘটিয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ (৫ অংশ ১৩ অধ্য ২১।২২ শ্লোক) দেখ।

"অপর গোপকন্যা, সেই ভগবানের চিন্তাজনিত আহ্লাদানুভব দ্বারা সম পুণ্য-রাশির ক্ষয় এবং তাঁহার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন অসহ্য দুঃখভোগ দ্বারা অশেষ পা ধ্বংস হওয়ায়, একাগ্রচিত্তে সেই জগতের কারণ পরব্রহ্ম-স্বরূপ কৃষ্ণকে চিন্তা করি করিতেই মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

তথাচ যথা "ব্রীহীন্, প্রোক্ষন্তি, ব্রীহীনবহন্তি" ইত্যাদৌ হিপ্রোক্ষণব্রীহ্যবঘাতাদিকমঙ্গমুক্তং, তত্র প্রোক্ষণং ব্রীহি-স্কারদ্বারা যজ্ঞাঙ্গমিতি, তৎ সর্ব্বত্র ক্রিয়তে, অবঘাতস্তু ব্রীহি-াপনয়নাত্মকদৃষ্টদ্বারা অঙ্গমিতি,সংভবদ্বৈতুষ্যতয়া সতুষে ধান্যা-বেব ক্রিয়তে, নতু সুবর্ণমাসাত্মকে কৃষ্ণলে, তত্র তুষাভাবাত্ত-পনয়নাত্মকদৃষ্টদ্বারবাধেনাবঘাতাত্মকস্যাঙ্গস্যাপ্যভাবাৎ, তদ-বেঽপি প্রধানাদ্ধোমাদিতঃ ফলতয়া প্রোক্তং স্বর্গাদিকম-ত্যহং জায়তে, তথাত্রাপি মালিন্যাভাবেন তৎকর্ত্তব্যমালিন্যা-নয়াত্মকদ্বারবাধেনাত্মপরমাত্মজ্ঞানাত্মকস্যাঙ্গস্য বাধেঽপি প্রধা-

---

যদি বল, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান মুক্তির প্রতি মুখ্য কারণ না হইয়া যেন অঙ্গই ল, কিন্তু তথাবিধ অঙ্গের অভাবেই বা গোপীদিগের মুক্তি-রূপ ফললাভ হইল ন? মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অঙ্গের অভাবেও যে ফললাভ হয়, িষয়ে শাস্ত্রীয়দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উত্তর করিতেছেন। দেখ, যজ্ঞ কার্য্যে ীহির প্রোক্ষণ করিবে, ব্রীহির অবঘাত করিবে" এইরূপ ব্যবস্থা থাকায়, হির প্রোক্ষণ অর্থাৎ জলসেকদ্বারা সংস্কার এবং ব্রীহির অবঘাত অর্থাৎ তুষ-াড়ান, এই দুইটি ক্রিয়াই যজ্ঞের অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। উহাদের মধ্যে প্রোক্ষণ" অর্থাৎ ব্রীহির সংস্কার ক্রিয়া ব্যতীত যজ্ঞের সিদ্ধি হয় না বলিয়া, সর্ব্বত্রই উহা করা হয়, কিন্তু অবঘাত ক্রিয়াটি তুষাপনয়নরূপ দৃষ্টফলপ্রদ, সুতরাং যাহার ুষাপনয়নসম্ভব আছে, এইরূপ তুষযুক্ত ধান্যাদিতেই অবঘাত করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণল" নামক সুবর্ণ-মাসকলাইএ উহা করা হয় না, কারণ, উহার তুষ না থাকা নিবন্ধন, তুষাপনয়নরূপ দৃষ্টফলের বাধ হওয়ায়, অবঘাতরূপ অঙ্গেরও, কাযে াযেই অনাবশ্যকতানিবন্ধন,বাধ হয়,সেই অবঘাতরূপ অঙ্গের বাধ হইলেও, যেমন হামাদিরূপ প্রধান কারণ হইতেই যজ্ঞের ফলরূপে নির্দ্ধারিত স্বর্গাদির নির্ব্বিবাদেই াভ হইয়া থাকে। সেইরূপ এখানেও দেখ, যাহাদের স্বভাবতঃ বা অন্যকারণে ানের মালিন্যের অভাব আছে, তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানসাধ্য মালিন্যাপনয়নরূপ

নীভূতায়া ভক্তের্মুক্তিরব্যাহতা ভবতীতি। যদি তু জ্ঞানমে
প্রধানং স্যাৎ, তদা জ্ঞানাভাবাদ্‌গোপীনাং কথমপি মুক্তির্ন স্যাং
অঙ্গতাপক্ষেতু তৎসম্পাদ্যস্য মালিন্যাভাবস্য স্বতএব সিদ্ধত্ব
তদর্থকস্য জ্ঞানস্যাভাবেঽপি ক্ষত্যভাবাৎ, তদুক্তম্ "উত্তরসিদ্ধে
কিং পূর্ব্বেণ" ইতি।

অথ গোপীনাং ন জ্ঞানং, কিন্ত্বনুরক্তিরূপা প্রীতিরেবেত্য
কিং মানমিতিচেৎ? নৈবং, তচ্চিন্তাজন্যসুখ-তদপ্রাপ্তিদুঃখাভ্যা
মনুরক্ত্যনুমানাৎ, শ্রবণাদ্যভাবেন জ্ঞানাভাবনিশ্চয়াচ্চ। অতএব
তত্র চিন্তাঽপি ন ব্রহ্মৈক্যভাবনা, কিন্ত্বনুরক্তিনিয়তা স্মৃতিরেব

দৃষ্ট ফলের স্বতঃই বাধ হইল, এবং সেই সঙ্গে তথাবিধ ফলের হেতু আত্ম-পরমাত্ম-
তত্ত্বজ্ঞানরূপ অঙ্গেরও অনাবশ্যকতানিবন্ধন অভাব হইল। তাহা হইলে
প্রধানভূতা ভক্তি হইতেই নির্ব্বিবাদে মুক্তিলাভ ঘটে। যদি জ্ঞানই মুক্তি
প্রতি মুখ্য কারণ হইত, তা'হলে ত, জ্ঞানের অভাবে গোপীদিগের কখনই মুক্তি
লাভ ঘটিত না। আর জ্ঞানকে যদি অঙ্গ বল, তা'হলে দেখ, জ্ঞানের কার্য্য মনের
মালিন্য দূর করা, ঐ মালিন্যাভাব যাহাদের স্বতঃ সিদ্ধ, তাহাদের পক্ষে তন্নিষ্পাদক
জ্ঞানের অভাব হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে
"যদি আপনাআপনি ফলের সিদ্ধি হয়, তবে আর চেষ্টার দরকার কি?"

আচ্ছা, গোপীদিগের যে জ্ঞান ছিল না, কেবল একমাত্র অনুরাগাত্মিকা ভক্তিই
ছিল, এইরূপ স্থির করিবার পক্ষে কি কোন প্রমাণ আছে? এরূপ প্রশ্ন হইতেই
পারে না, কারণ "তাঁহার চিন্তাজন্য সুখ এবং তাঁহার অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দুঃখ,
এই দুইটি অবস্থাদ্বারাই তাহাদের অনুরাগের অনুমান হইতেছে। এবং জ্ঞানের
কারণ শ্রবণাদির অভাব হেতু, তৎ কার্য্য জ্ঞানের অভাবও নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে।
অতএব এখানে চিন্তা শব্দের, ব্রহ্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য ভাবনা-রূপ অর্থ নহে,
কিন্তু অনুরাগজনিত স্মৃতিই বলিতে হইবে, কেন না, জ্ঞানের কারণ শ্রবণ প্রভৃতির

ারণাভাবেন জ্ঞানস্যাসম্ভবাদিতি। অতএব তদপ্রাপ্ত্যা দুঃখ-
ক্তং, তত্ত্বজ্ঞানিনস্তদসম্ভবাদিতি। ন চার্থবাদ এবাত্রেতি বাচ্যম্,
ধ্যসান্নিধ্যাদপূর্ব্বার্থপ্রতিপাদকত্বাচ্চেতি দিক্। ৫

অবতরণিকা।

ননু জ্ঞানং ভক্তিকারণমিতি, ভক্তিদ্বারা জ্ঞানমুপযুজ্যত ইত্যুক্তং,

---

ভাবে জ্ঞানরূপ কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। আরও দেখ, তাঁহার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন
ঃখের কথা যে বলা হইয়াছে, উহা, তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব। উক্ত শ্লোককে
র্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাসূচক বাক্যও বলিতে পার না, কেননা বিধিরই অর্থবাদ
ইয়া থাকে, এখানে ত বিধি বাক্যের সম্পর্ক নাই। প্রত্যুত ইহা দ্বারা একটি
পূর্ব্ব অর্থেরও প্রতিপাদন করা হইতেছে, অর্থবাদে তাহা হয় না (১)। ৫।

অবতরণিকা।

জ্ঞানকে ভক্তির কারণ এবং ভক্তিকে দ্বার করিয়াই জ্ঞান মুক্তিতে উপযোগী
য়, পূর্ব্বে যে, এইরূপ বলিয়াছ, উহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ "ভক্তি দ্বারা

---

(১) লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত, সাধারণতঃ কোন বিধির প্রশংসা করিলে, ঐ প্রশংসা-সূচক বাক্যকেই অর্থবাদ বলে। অর্থবাদে কোন নূতন কথা বলা হয় না। কেহ কেহ বিধির নিন্দাকেও অর্থবাদ বলেন। কেহ কেহ বলেন, অর্থবাদ চারি প্রকার, (১) স্তুতি, (২) নিন্দা, (৩) পরকৃতি এবং (৪) পুরাকল্প। স্তুতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কোন কার্য্যের অনিষ্ট ফল দেখাইয়া ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করাকে নিন্দা বলে, যেমন অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বদিবসে স্ত্রী তৈল প্রভৃতির ব্যবহারের নিন্দা করিয়া পর্ব্ব দিনে স্ত্রী তৈল ব্যবহার হইতে লোককে নিবারণ করা হইয়াছে। যাহা কোন ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য, আর অপরের পক্ষে অকর্ত্তব্য,—এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধকে পরকৃতি বলে। পূর্ব্ব আচরিতের নাম পুরাকল্প।

তন্ন যুক্তং, "ভক্ত্যা মামভিজানাতী"তি গীতাবাক্যেন ভক্তেরেব জ্ঞানজনকত্বাভিধানাদিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে।

১৫। ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যাঃ সাহায্যাৎ ॥ ৬

ভক্ত্যেতি—ভক্ত্যা জানাতীতি চেৎ, ভক্তিরেব জ্ঞানকারণং, ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি ভগবদ্বাক্যাদিতি চেদিত্যর্থঃ। তথাচ দৃষ্টোপকারসামর্থ্যস্বরূপেণ লিঙ্গেন জ্ঞানস্ত ভক্তিজনকত্বং, সাক্ষাদ্দ্বিতীয়াসমভিব্যাহৃতশব্দাত্মিকয়া চ শ্রুত্যা ভক্তের্জ্ঞান-জনকত্বং প্রতীয়তে। ভবতি চ মিথোবিরোধে লিঙ্গাপেক্ষয়া

আমাকে জানিয়া থাকে" এই গীতা বাক্যদ্বারা ভক্তিই যে জ্ঞানের জনক ইহা অভিহিত হইয়াছে। তবে ভক্তিই জ্ঞানের কারণ হোক্? এইরূপ আপত্তি করিয়া সমাধান করিতেছেন।

সূ, অ, ১৫। "ভক্তি দ্বারা আমাকে জানিয়া থাকে" এই গীতাবাক্যের দ্বারা যদি ভক্তির জ্ঞানকারণত্ব প্রতিপাদন কর, তাহা করিতে পার না, কারণ উহাতে "অভিজানাতি" পদ আছে, উহার অর্থ কেবল জ্ঞান নহে, অভিজ্ঞান বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

যদি "ভক্তি দ্বারা আমার অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়" এই গীতা বাক্যের "ভক্তি দ্বারা আমাকে জানে" এইরূপ অর্থ করিয়া ভক্তিই জ্ঞানের কারণ এই কথা বল। তাহা বলিতে পার বটে, দেখ, জ্ঞানকে যে ভক্তির কারণ বলা হইয়াছে, তাহাতে কেবল মালিন্য অপনয়ন করা, এই প্রত্যক্ষ উপকারপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গই কারণ, অন্যদিকে ভক্তিকে যে জ্ঞানের কারণ বলা হইতেছে, তাহার প্রতি 'মাং' এই সাক্ষাদ্ দ্বিতীয়া (১) সমন্বিত শব্দরূপ শ্রুতিকে কারণ বলিতে হইবে। লিঙ্গ এবং

---

(১) দ্বিতীয়া বলিতে কারক-দ্বিতীয়াই বুঝিতে হইবে, কারণ কারক-দ্বিতীয়াতে অর্থবোধ যেরূপ শীঘ্র হয়, উপপদ-দ্বিতীয়াতে সেরূপ হয় না।

্তির্বলবতী। তথাচ জৈমিনীয়ং সূত্রং "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ-
ানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ।"
(অ ৩, পা ১, সূ ৪) ইতি।

তদর্থস্তু দ্বিতীয়াদিশব্দাত্মিকা শ্রুতিঃ যথা—"ঐন্দ্র্যা গার্হপত্য-
পতিষ্ঠতে" ইত্যত্র ইন্দ্রপ্রকাশিকয়া ঋচা গার্হপত্যস্যাগ্নেরুপস্থানং
ক্রিয়তে শ্রুতিবলাৎ। প্রকাশনসামর্থ্যং লিঙ্গং, যথা "অগ্নিন্দূতং
রোদধে হব্যবাহমুপব্রুবে" ইয়ম্ ঋক্ অগ্নিপ্রকাশনে সমর্থে-
্যগ্নেরেবোপস্থানে বিনিযুজ্যতে। এবঞ্চ ঐন্দ্রী ঋক্ ইন্দ্রপ্রকাশন-
মর্থাপি অগ্নেরুপস্থানে বিনিযুজ্যতে,শ্রুতিবলাদিতি লিঙ্গাপেক্ষয়া
্রুতির্বলবতী,বাক্যাপেক্ষয়া লিঙ্গং, প্রকরণাপেক্ষয়া বাক্যম্,এবমু-
রোত্তরাপেক্ষয়া পূর্ব্বপূর্ব্বোক্তং বলীয়ঃ,তত্র হেতুঃ—অর্থবিপ্রকর্ষাৎ,

---

তি, এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে, লিঙ্গাপেক্ষা শ্রুতিই বলবতী হয়,
র্থাৎ লিঙ্গ দ্বারা এক প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে, শ্রুতি দ্বারা যদি তাহার বিপরীত
র্থ বুঝায়,তাহা হইলে, শ্রুতি দ্বারা যে অর্থ বুঝাইবে, তাহাই গ্রাহ্য হইবে। এ বিষয়
র্ব্ব-মীমাংসাকার জৈমিনির একটি সূত্র আছে "শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান
বং সমাখ্যা, ইহাদিগের যদি কোন একটা বাক্যে সমাবেশ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব
র্ব্ব অপেক্ষা পর পর দ্বারা অর্থবোধের ক্রমশ বিপ্রকর্ষ বা ব্যবধান হয় বলিয়া যথা-
মে পূর্ব্ব অপেক্ষা পরের দৌর্ব্বল্য হয়" (মীমাংসাসূত্র। অধ্যায় ৩, পাদ ১, সূত্র
৪)। শ্রুতি শব্দের অর্থ দ্বিতীয়াদিবিভক্ত্যন্ত পদ, যথা "ঐন্দ্রী অর্থাৎ ইন্দ্র দেবতা
র,এইরূপ ঋক্ মন্ত্র দ্বারা 'গার্হপত্য' নামক অগ্নির উপাসনা করিবে" দেখ,এই মন্ত্রে
ার্হপত্য' এই পদের উত্তর যে দ্বিতীয়াবিভক্তি আছে, তাহার প্রভাবে, যদিও
কের দেবতা ইন্দ্র, তথাপি উহা দ্বারা গার্হপত্যের উপাসনারই বিধান হইতেছে।
র্থপ্রকাশন শক্তির নাম লিঙ্গ, যেমন "অগ্নিরূপ দূতকে সম্মুখে রাখি" ইত্যাদি মন্ত্র
গ্নির প্রকাশনে সমর্থ এবং তথাবিধ সামর্থ্যহেতুই উহা অগ্নির উপাসনায়
যুক্ত হয়। এই লিঙ্গাপেক্ষা যে শ্রুতির বলবত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বেই ইন্দ্ররূপ অর্থ

তথাহি শ্রুতিঃ সাক্ষাদেব বিনিযোজিকা, লিঙ্গন্তু শ্রুতিকল্পনদ্বার এবঞ্চ বাক্যমপি লিঙ্গং কল্পয়িত্বা শ্রুতিকল্পনেন বিধায়কং প্রকরণ বাক্যলিঙ্গশ্রুতিকল্পনদ্বারেত্যস্তি, যথোত্তরমর্থস্থ বিনিযোগে পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পনেন ব্যবধানমিতি। নচ লিঙ্গমপি শ্রুতিমেব কল্প য়িষ্যতি, তথাচ তৎকল্পিতশ্রুতেঃ শ্রূয়মাণশ্রুত্যন্তরাপেক্ষয় দুর্ব্বলত্বে কিং বীজমিতি বাচ্যম্, যাবল্লিঙ্গং শ্রুতিং কল্পয়তি,তাব প্রথমতএব শ্রুত্যা বিনিযোগোবিহিতস্তদ্বিরোধাল্লিঙ্গং শ্রুতিমে ন কল্পয়তি, কুতস্তৎকল্পনদ্বারা বিনিয়োগং বিধাস্যতীতি কল্পনায়া

প্রকাশনসমর্থা ঐন্দ্রী ঋক্‌কে গার্হপত্য উপাসনায় প্রযুক্ত হইবার বিধান দ্বার প্রদর্শিত হইয়াছে। লিঙ্গ, বাক্যাপেক্ষা প্রবল, বাক্য আবার প্রকরণ অপেক্ষ বলবান্, এইরূপ পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বের প্রাবল্যের প্রতি 'অর্থবোধে ব্যবধানতাই হেতু। অর্থাৎ শ্রুতি স্বয়ংই বিনিযোজিকা,লিঙ্গ স্বয়ং বিনিযোজক নহে শ্রুতির কল্পনা করিয়া বিনিযোজক হয়। এইরূপ বাক্যও যথাক্রমে লিঙ্গ এবং শ্রুতি কল্পনা করিয়া অর্থবোধের হেতু হয়। প্রকরণও এইরূপ বাক্য, লিঙ্গ এবং শ্রুতি কল্পন দ্বারা অর্থের বোধক হয়। এইরূপ পর পর, পূর্ব্ব পূর্ব্বের কল্পনা করিয় অর্থের বোধক হয় বলিয়া, অর্থবোধের ব্যবধান ঘটে। ভাল, তুমি বলিলে, শ্রুতি এবং লিঙ্গ একত্র থাকিলে লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রুতি বলবতী হইবে,আবার বলিতেছ, লিঙ্গ একটি শ্রুতির কল্পনা করিয়া অর্থের বোধক হইবে। এক্ষণে বল দেখি, শ্রুতিই যদি তোমার মতে বলবতী হয়, তা'হলে লিঙ্গ দ্বারা কল্পিত শ্রুতি যে প্রথম শ্রূয়মাণ শ্রুতি অপেক্ষা দুর্ব্বল হইবে,তাহার বীজ কি ? এইরূপ আশঙ্কাকারীকে বলিতেছেন, "ন চ বাচ্যম্" একথা বলিতে পার না, কারণ, লিঙ্গ যতক্ষণে একটি শ্রুতির কল্পনা করিবে, তাহার মধ্যেই প্রথম শ্রূয়মাণ শ্রুতি দ্বারা অর্থের বিনিয়োগ হইয়া পড়িবে, সুতরাং একবার অর্থের বিনিয়োগ হইলে, তাহার বিরুদ্ধে লিঙ্গ আর নূতন একটি শ্রুতি কল্পনা করিতেই পারে না, সে স্থলে কল্পিত শ্রুতি দ্বারা আর বিনিয়োগের

র্ব্বপূর্ব্বসাপেক্ষত্বাদুত্তরোত্তরং দুর্ব্বলমিতি তাৎপর্য্যম্। অত-
বোক্তং—

"বাধিকৈব শ্রুতির্নিত্যং সমাখ্যা বাধ্যতে সদা"। ইতি

সকলবিনিযোজকপূর্ব্বাবস্থানেন শ্রুতিঃ সর্ব্বাপেক্ষয়ৈব বল-
তী, সকলোত্তরাবস্থানেন সমাখ্যা সর্ব্বাপেক্ষয়ৈব দুর্ব্বলেত্য-
র্থাঽস্য। বাক্যন্তু পদসমূহঃ, যত্রৈকস্মিন্ বাক্যে দ্বিত্রাণি পদানি
কাশনসামর্থ্যেন বিনিযোজকানি, তত্র তৎসমভিব্যাহৃতবাক্যা-
র্গতানাং পদানাং বাক্যমেব বিনিযোজকমিতি। প্রকরণন্তু
স্তাবঃ, যদ্দেবতাপ্রস্তাবে যোমন্ত্রোঽভিহিতস্তদ্দেবতোপস্থানে
ন্মন্ত্রস্য বিনিয়োগঃ প্রকরণাদবসীয়তে। স্থানন্তু—যত্র দশ
দবতা, দশ ঋচঃ ক্রমেণোক্তাস্তত্র চতুর্থী ঋক্ চতুর্থ্যা দেবতায়াঃ,
ঞ্চমী পঞ্চম্যাশ্চোপস্থানে বিনিযুজ্যতে, তত্র যথাস্থানং বিনি-

থা উঠিবে কেন? পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পরের যে দৌর্ব্বল্য বলা হইয়াছে,
াহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিদ্যমান থাকিতে, পর পর আর উহাদের
লনা করিতে অবসর পায় না। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

"শ্রুতি নিত্যই বাধিকা, এবং সমাখ্যা সর্ব্বদাই বাধিত হয়" সর্ব্বপ্রকার
নিযোজকের পূর্ব্বে আছে বলিয়া শ্রুতি সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, এবং সমাখ্যা সকলের
রবর্ত্তিনী, এই জন্য উহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বলা, উক্ত বাক্যের ইহাই অর্থ। বাক্য
লিতে পদসমূহ—যে স্থলে একটি বাক্যে দুই বা তিনটি মাত্র পদ, প্রকাশন-
ক্তিদ্বারা বিনিযোজক হয়, সেই স্থলে সেই বাক্যান্তর্গত অপর পদ গুলির
সই বাক্যানুসারেই বিনিয়োগ হইয়া থাকে। প্রকরণশব্দের অর্থ প্রস্তাব,
য দেবতার প্রস্তাব অর্থাৎ প্রসঙ্গে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই দেবতার
পস্থানবিষয়ে প্রকরণ-অনুসারেই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়। স্থান শব্দের
র্থ-ক্রম, মনে কর দশটি দেবতা এবং দশটি ঋক্ যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে
তুর্থী ঋক্ চতুর্থ দেবতার উপস্থানে, এবং পঞ্চমী ঋক্ যে, পঞ্চম দেবতার উপস্থানে

য়োগ—প্রতীতেঃ স্থানমেব বিনিযোজকম্। সমাখ্যাতু—যো
বলং, যথা 'হৌত্রমুদ্গানম্' ইত্যত্র হোতুরিদং হৌত্রমিতি যো
বলাদুদ্গানং হোতৃকর্ত্তব্যতয়া প্রতীয়ত ইতি বিস্তরভয়ান্ন তন্ম
প্রোক্তং চান্যত্র বিস্তরত ইতি। তথাচ শ্রুতিবলাদ্ভক্তিরেব জ্ঞা
জনয়তীতি পূর্ব্বপক্ষার্থঃ।

সমাধত্তে—"নে"তি—অয়ং দোষোন ভবতি, অত্র হেতুঃ-
"অভিজ্ঞপ্ত্যাঃ সাহায্যাৎ," নহি "ভক্ত্যা জানাতী"ত্যুক্তং, কি
"ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি," অভিজ্ঞা—চ প্রত্যভিজ্ঞাবৎ জ্ঞা
বিষয়কং জ্ঞানান্তরম্। তথাচ জ্ঞানেন প্রথমতো ভক্তির্জায়
ভক্ত্যা চ পুনঃ সর্ব্বতোভাবেন বিলক্ষণং জ্ঞানান্তরং, তেন চ ভক্ত্য
ন্তরং, তেন পুনর্জ্ঞানান্তরমিতি বীজাঙ্কুরন্যায়েনানবচ্ছিন্নপ্র

বিনিযুক্ত হয়, এইরূপ যথাক্রমে বিনিয়োগপ্রতীতির প্রতি,—স্থানই কারণ। সমা
শব্দের অর্থ যোগবল অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিশক্তি, যেমন "হৌত্র উদ্গান" এখানে
"হোতুরিদং" এইরূপ বাক্যে 'হোতৃ' শব্দের উত্তর "ষ্ণ" প্রত্যয় দ্বারা "হৌত্র
এই পদটি সিদ্ধ হওয়ায়, ব্যুৎপত্তিশক্তিপ্রভাবে. উদ্গান অর্থাৎ উচ্চগান
হোতাকর্ত্তৃক কর্ত্তব্য ইহাই প্রতীত হইতেছে। বিস্তার-ভয়ে এখানে আ
অধিক বলা হইল না। কারণ, অন্যত্র এ সকল কথার বিস্তৃত ভাবে আলোচ
করা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রুতিপ্রভাবে "ভক্তিই যে জ্ঞানের জনক" পূর্ব্বপক্ষ
কারীর এই আপত্তিটি বেশ সজোর হইয়া দাঁড়াইল।

সম্প্রতি সমাধান করিতেছেন.—"না" এ আপত্তি হইতেই পারে না, কার
"অভিজ্ঞা" শব্দের প্রয়োগ আছে, উক্ত গীতা বাক্যে "ভক্তি দ্বারা আমাকে জানে
এরূপ কথা বলা হয় নাই, অর্থাৎ কেবল 'জ্ঞা' ধাতুর প্রয়োগ করা হয় নাই
কিন্তু "ভক্তি দ্বারা যে আমার অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বলা হইয়াছে, অর্থা
"অভি" পূর্ব্বক "জ্ঞা" ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞার ন্যায় "অভিজ্ঞা
শব্দের অর্থও পূর্ব্ব জ্ঞাতের পুনর্জ্ঞান। এক্ষণে দেখ, জ্ঞান দ্বারা প্রথমতঃ ভক্তি

ারাকঃ জ্ঞানভক্তিসমুদায়স্তাবদুৎপদ্যতে, যাবদতিদৃঢ়া ভক্তি-
বির্ভবতি। আবির্ভূতাচ সা, সদ্যএব পরমাত্মলয়াত্মিকাং জীব-
ক্তিং প্রযোজয়তি, "ততোমাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"
ত 'বিশত' ইত্যস্য 'ভজত' ইত্যর্থকতয়া তত্ত্বজ্ঞানস্য ভজন-
ারণত্বং প্রতিপাদিতমিতি। তথাচ যদ্যুভয়ত্রাপি শ্রুতিরস্তি,
থাপি জ্ঞানস্য ভক্তিজনকত্বে দৃষ্টোপকারাত্মকলিঙ্গসহকৃতা শ্রুতি-
তি সৈব বলবতী। বস্তুত উভাভ্যামপি শ্রুতিভ্যামুভয়োরু-
য়জনকত্বং প্রতীয়তে, পশ্চাৎ পুনরর্থপর্য্যালোচনসামর্থ্যাৎ

পন্ন হয়, আবার ভক্তি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বজ্ঞান অপেক্ষা বিলক্ষণরূপ আর
টি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞান দ্বারা আবার নূতনপ্রকার ভক্তিবিশেষ উৎপন্ন
, তাহা হইতে আবার অভিনব জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয়,—এইরূপ বীজাঙ্কুর
ায়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক জ্ঞান ও ভক্তি পরম্পরা তাবৎকাল অবধি উৎপন্ন
ইতে থাকে, যে পর্য্যন্ত দৃঢ়া ভক্তি উৎপন্ন না হয়। সেই দৃঢ়া ভক্তি আবির্ভূত
ইয়াই সদ্যসদ্যই পরমাত্মলয়স্বরূপা জীবন্মুক্তিকে উৎপাদন করে। "ভক্ত্যা
ামভিজানাতি" এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ দেখ, (গীতা, ১৮ অধ্যায় ৫৫ শ্লোঃ)
তাহার পর আমাকে "তত্ত্বতঃ" অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জানিয়া আমাতে প্রবেশ
রে"—এস্থলে "প্রবেশ করে" এই পদের "ভজনা করে" বা "আমাতে ভক্তিযুক্ত
" এই রূপই অর্থ হওয়ায়, তত্ত্বজ্ঞানও ভক্তির কারণ, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে।
ক্ষণে দেখ, যেমন ভক্তির জ্ঞানকারণত্ববিষয় শ্রুতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানেরও
ক্তি-জনকত্ববিষয় শ্রুতি দৃষ্ট হয়, উভয় পক্ষে শ্রুতি থাকিলেও জ্ঞানের ভক্তি-
নকত্বজ্ঞাপক শ্রুতির সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত মালিন্যাপনয়ন-রূপ দৃষ্টোপকার
াকাশক লিঙ্গের যোগ হওয়ায়, এই শ্রুতিকেই বলবতী বলিতে হইবে। বস্তুতঃ
ভয় শ্রুতি দ্বারা উভয়ই যে উভয়ের জনক, ইহা প্রতীত হইতেছে। পরে
র্থের বিশেষরূপ আলোচনা দ্বারা প্রথমভক্তির প্রতি জ্ঞানেরই কারণত্ব
বধারিত হইতেছে, কারণ প্রথমে জ্ঞান না হইলে প্রীতির উদয়ই হইতে পারে

প্রথমায়াং ভক্তৌ জ্ঞানং কারণতয়াঽবধার্য্যতে, অজ্ঞানে প্রীত্যদ স্যাসম্ভবাৎ। মুক্তৌ তু সাক্ষাৎ ভক্তিজন্যত্বমবধার্য্যতে, দম্পত্যো রিব প্রীতিবিশেষস্যৈব লয়হেতুত্বৌচিত্যাদিতি। ন কিম কেনাপি বিরুধ্যত ইতি শিবম্। ৬।

অবতরণিকা।

এতমেবার্থং স্ফুটীকরোতি।

১৬॥ প্রাগুক্তঞ্চ॥ ৭॥

প্রাগিতি "ভক্ত্যা মামভিজানাতী" ত্যস্যৈব প্রাক্ "ব্রহ্মভূয়া কল্পত" ইত্যুক্তা—

না। এবং দম্পতীযুগলের অন্তঃকরণের লয়বিষয়ে প্রীতিবিশেষের হেতুত্ব দেখিয়া, মুক্তি যে সাক্ষাদ্ভক্তিজন্য ইহা অনায়াসে স্থির করা যাইতে পারে তা'হলে কাহারও সহিত কোন বিরোধ হয় না। ৬।

অবতরণিকা।

পূর্ব্বোক্ত অর্থকে আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন।

মূ, অ, ১৬। পূর্ব্বে উক্তও হইয়াছে॥ ৭

দেখ, "ভক্তি দ্বারা, যে আমার অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই "জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন" (গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৫৩) এই কথা বলিয়া—

"ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥"

ইত্যুক্তং, তথাচ ব্রহ্ম-জ্ঞানানন্তরং ব্রহ্মণি ভক্তির্জায়তে, ভক্ত্যনন্তরঞ্চ ন জ্ঞানাপেক্ষা, প্রযোজনাভাবাদিতি পুনর্জ্ঞানোপদেশোঽনুবাদমাত্রং প্রতীয়ত ইতি দিক্‌। ৭

অবতরণিকা।

ননু তুল্যবলবত্ত্বভয়ত্রাপি শ্রুতিদর্শনাদ্ভক্তির্জ্ঞানয়োর্মুক্তিং প্রতি বিকল্পোঽস্ত্বিত্যাশঙ্কাং পরিহরতি।

"যিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত এবং প্রসন্নাত্মা হইয়া, নিজের ক্ষতিতে অনুতাপ করেন না, অথবা অধিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। সেই সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিই আমার পরা ভক্তি প্রাপ্ত হয়।

এই কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে দেখ, ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্রহ্মে ভক্তিযুক্ত হয়। ভক্তির পর আর জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না, কারণ তৎকালে জ্ঞানের আর কোন প্রয়োজন লক্ষিত হয় না। তবে যে পুনর্ব্বার জ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাকে পূর্ব্বোপদেশের অনুবাদ মাত্র বুঝিতে হইবে। ৭

অবতরণিকা।

আচ্ছা, মীমাংসকেরা বলিতেছেন,—যে স্থলে উভয় পক্ষের বল, অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণাদি তুল্যরূপ দৃষ্ট হয়, সে স্থলে বিকল্প অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক্ষণে দেখ, আমরা যখন ভক্তির মুক্তিজনকত্ব, এবং জ্ঞানেরও মুক্তিজনকত্ব এই উভয় পক্ষেই শ্রুতিপ্রমাণ তুল্যরূপ দেখিতেছি, তখন মুক্তির হেতুত্ব সম্বন্ধে ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে বিকল্প হৌক্‌ না কেন,

১৭ ॥ এতেন বিকল্পোঽপি প্রত্যুক্তঃ ॥ ৮

এতেনেতি—এতেন পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা দৃষ্টোপকারসামর্থ্য-সহকৃতয়া শ্রুত্যা ভক্তের্মুক্তিং প্রতি প্রাধান্যনির্ণয়ে সতি, জ্ঞানস্য তদঙ্গত্ব-নির্ণয়ে ভক্তিজ্ঞানয়োর্বিকল্পপক্ষোঽপি পরাস্তঃ, অঙ্গাঙ্গত্বেন একত্র বিকল্পাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। বস্তুতোঽত্র বিকল্পো ন সম্ভবত্যেব। তথাহি বিকল্পোহি ভবন্, ব্রীহিযবয়োরিব স্যাৎ, অতিরাত্রে ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োরিব বা স্যাৎ? তত্র নাদ্যঃ, তত্রৈকাভাবস্যা-

---

অর্থাৎ কোন স্থলে ভক্তি আর কোন স্থলে বা জ্ঞান মুক্তির কারণ হৌক না কেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন।

মূ, অ, ১৭। ইহা দ্বারা বিকল্পও নিরাকৃত হইল ॥ ২

ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা দৃষ্টোপকার-প্রকাশন-সামর্থ্য রূপ লিঙ্গের সহিত মিলিত শ্রুতির প্রভাবে মুক্তির প্রতি ভক্তির মুখ্য হেতুত্ব নির্ণীত এবং জ্ঞানকে তাহার অঙ্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে যে বিকল্পের আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহাও পরাস্ত হইল। অঙ্গী (প্রধান) এবং অঙ্গ (অপ্রধান), এই উভয়ের মধ্যে বিকল্প হইতেই পারে না। বাস্তবিক এস্থলে বিকল্পের কোন সম্ভাবনা নাই। বিকল্প হইতে হইলে, হয় ব্রীহি এবং যবের মধ্যে যেরূপ বিকল্প আছে, সেইরূপ বিকল্প হইবে, না হয় অতিরাত্রে ষোড়শীর গ্রহণ বা অগ্রহণ পক্ষে যেরূপ বিকল্প আছে, সেইরূপ বিকল্প হইবে (১) ইহার

---

(১) যেখানে কোন একটা কার্য্যের এক শাস্ত্রে এক বস্তুর এবং অন্য শাস্ত্রে অন্য বস্তুর ব্যবহার বিহিত হইয়াছে অথবা একই শাস্ত্রে দুইটি বস্তুর ব্যবহার স্বতন্ত্র ভাবে বিহিত হইয়াছে, এরূপ স্থলে বিকল্প হয়। যেমন শাস্ত্রে একটি বচন দ্বারা কোন একটি কার্য্যে মধুর ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে, এবং অন্য একটি বচন দ্বারা সেই কার্য্যে গুড়ের ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে, দুইপ্রকারই যখন শাস্ত্রবিহিত, তখন দুই প্রকারই তুল্য রূপে প্রবল, কেহ কাহারও বাধক হইতে পারে না, অতএব এরূপ স্থলে বুঝিতে

রত্র কারণতাবচ্ছেদকত্বমতএবৈকত্রোভয়োপাদানং ন ক্রিয়তে, কল্পে চোভয়স্যাশাস্ত্রার্থাৎ, ইদঞ্চ নাত্র সম্ভবতি, ভক্তিজ্ঞানো-য়ভাজাং শুকদেব-বামদেব-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদীনাং শুকোমুক্তো ামদেবোমুক্ত ইত্যাদীনাং মুক্ত্যবধারণাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ—তত্র

ধ্য প্রথম প্রকারের বিকল্প এস্থলে হইতে পারে না, প্রথম প্রকারের বিকল্প ল, একের অভাবই অন্যের ব্যবহারের প্রতি কারণ হয় এই জন্য একই স্থলে ব্রীহি বং যব, এই উভয়ের গ্রহণ হয় না, বিকল্পস্থলে উভয়ের গ্রহণ শাস্ত্রের ভিপ্রেত নহে, সুতরাং প্রকৃত স্থলে এবংবিধ বিকল্প ঘটিতেছে না, কারণ, মরা দেখিতে পাই, ভক্তি এবং জ্ঞান, এই উভয়শালী শুকদেব, বামদেব, জনক বং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মধ্যে শুকও মুক্ত হইয়াছেন, বামদেবও মুক্ত হইয়াছেন, ইরূপে ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয়বিশিষ্ট সকলেরই মুক্তির কথা শুনা যায়, তবে

বে, সেই কার্য্যে মধু ব্যবহারই মুখ্য, মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবহারও হইতে পারে। এইরূপ গ ব্রীহি এবং যব, এই দুইএর ব্যবহার শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, যখন এক দ্বারা অভিপ্রায় দ্ধ হয়, তখন দুইএর এক সঙ্গে ব্যবহার বিধান অনাবশ্যক, অতএব বুঝিতে হইবে ব্রীহির াহারই মুখ্য, যদি ব্রীহির অভাব ঘটে, তবে যবের ব্যবহারও করিতে পারে, তাহাতেও কার্য্য দ্ধ হইবে। কার্য্য সিদ্ধির,—হয় ব্রীহি, না হয় যব, এই দুইএর অন্যতর কারণ, দুইই এক সঙ্গে রণ নহে, এই হইল প্রথম প্রকারের বিকল্প। দ্বিতীয় প্রকারের বিকল্প এই যে, যেমন ৎসবে বিজয়াদশমীর দিন, কোন কোন শাস্ত্রে অপরাজিতা পূজার বিধান একেবারেই নাই, একটি শাস্ত্রে অধিকফলপ্রার্থীর পক্ষে অপরাজিতা পূজার বিধান দৃষ্ট হয় মাত্র। অতএব নে বুঝিতে হইবে যে, অপরাজিতাপূজা না করিলেও দুর্গোৎসব সিদ্ধ হইবে। তবে যাহারা বিশেষের প্রার্থনা করে, তাহারা অপরাজিতা পূজা করিতে পারে। এইরূপ অতিরাত্র নামক গ ষোড়শিনী-নামক পাত্রবিশেষের গ্রহণ সর্ব্বত্র বিহিত হয় নাই, কোন কোন স্থলে বিহিত য়াছে মাত্র, তবেই বুঝা যাইতেছে, ষোড়শিগ্রহণ না করিলেও অতিরাত্র যাগের কোন ব্যাঘাত না। তবে যাহারা ষোড়শিগ্রহণ করিবে তাহাদের বিশেষ ফল লাভ হইবে মাত্র। এই য়বিধ বিকল্পের মধ্যে কোন প্রকার বিকল্প যে, প্রকৃতস্থলে সঙ্গত হয় না;—ইহাই দেখান তেছে।

ষোড়শিগ্রহণপূর্ব্বকেঽতিরাত্রে ফলপ্রভূততাঽন্যথা ক্বাপি তৎ-করণং ন স্যাৎ। ফলস্য সাম্যেঽল্পস্যাপি বিত্তব্যয়ায়াসাদেঃ প্রেক্ষাবদকৃত্যত্বাৎ, সোঽপ্যত্র ন সম্ভবতি। মুক্তেরাত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিরূপায়াঃ পরমাত্মস্বরূপেণাবস্থিতিরূপায়া নিত্যসুখা-ভিব্যক্তিরূপায়া বা একরূপতয়া, সকলফলশ্রেষ্ঠতয়া চাবান্তর-বৈলক্ষণ্যাভাবেন ফলে জাতিতঃ স্বরূপতো বা শ্রৈষ্ঠ্যাসম্ভবা-দিতি। সমুচ্চয়পক্ষোঽপি ন ভবতীত্যপিনা সমুচ্চীয়তে, বল্ল-

---

দুইএর মধ্যে একেরই মুক্তির প্রতি কারণতা কিরূপে বুঝা যাইবে বল? যাঁহারা যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহারা সকলেই প্রায় উভয় বিশিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার বিকল্পও এস্থলে খাটে না, কারণ, ষোড়শিগ্রহণ পূর্ব্বক অতিরাত্রের অনুষ্ঠানের ফলের প্রাচুর্য্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তা না হ'লে কেহই ষোড়শিন্ গ্রহণ করিত না। ষোড়শিনের গ্রহণ এবং অগ্রহণ, এই উভয়ে যদি তুল্যরূপ ফল হইত, তবে ষোড়শিনের গ্রহণে যে সামান্য ধনব্যয় এবং ক্লেশ হয়, কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেটুকু করিতেও সম্মত হইতেন না; কারণ, তাহা বৃথা কার্য্য, এতাদৃশ বিকল্পও এখানে হইতে পারে না। দেখ, মুক্তিকে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি স্বরূপই বল, পরমাত্মস্বরূপে অবস্থানস্বরূপই বল, আর নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বরূপই বল, উহা একই রূপ এবং সকল প্রকার ফলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন উহার অবান্তর কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না থাকায়, উহার জাতিগত বা স্বরূপগত কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য নাই, অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা যে পরিমাণে মুক্তি লাভ হইবে, ঐ জ্ঞানের সহিত ভক্তির যোগ হইলে কিছু তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে মুক্তি লাভ হইবে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। সূত্রে যে "অপি" শব্দ আছে, তাহা দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয় মিলিত হইয়া মুক্তির কারণ, এইরূপ যাহারা বলিয়াছিল, তাহাদের মতও নিরস্ত হইল, কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গোপীগণের জ্ঞান না থাকিলেও, কেবল ভক্তিরই প্রভাবে মুক্তিলাভ হইয়াছে। জ্ঞান যে ভক্তির অঙ্গ,

ানাং জ্ঞানাভাবেঽপি ভক্তিতোমুক্তিদর্শনাৎ, পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা-
ঙ্গাঙ্গিভাবনির্ণয়াচ্চেতি দিক্ । ৮ ।

অবতরণিকা

অথ—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" শ্বেতাশ্বতর

ইত্যাথর্ব্বণশ্রুতৌ দেবভক্তিঃ প্রকাশহেতুতয়া শ্রুতেতি, তদ্বি-
রোধং পরিহরতি—

১৮ । দেবভক্তিরিতস্মিন্, সাহচর্য্যাৎ ॥ ৯

া পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং অঙ্গী ও অঙ্গের সমকক্ষতা হইতে
রে না । ৮ ।

অবতরণিকা ।

দেখ,—"যাহার দেবতার প্রতি শ্রেষ্ঠ ভক্তি এবং গুরুর উপরও সেইরূপ ; সেই
হাত্মারই এই সকল অর্থ প্রকাশিত হয় ।"

এই বচনে আবার ভক্তি যে অর্থপ্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি হেতু, তাহা
লা হইয়াছে, সুতরাং আবার বিরোধ ঘটিল, নবম সূত্রদ্বারা এই বিরোধ পরিহার
রিতেছেন ।

মূ, অ, ১৮ । এখানে দেবভক্তি বলিতে ঈশ্বর ভিন্ন দেব-
তার প্রতি ভক্তিই বুঝিতে হইবে, "গুরু" এই কথাটির
াহচর্য্যই ঐরূপ বুঝিবার প্রতি কারণ ॥ ৯ ॥

দেবেতি—প্রকাশহেতুতয়া শ্রুতা দেবভক্তিরীশ্বরাদিত যে দেবা ইন্দ্রাদয়স্তদ্বিষয়া, তথাচ ইন্দ্রাদিস্বরূপদেবতেতরভক্ত ঈশ্বরো যথাবৎ প্রকাশতে, তদনন্তরং চ তস্মিন্ রতিরুৎপদ্য ইতি ন প্রকৃতে তদ্বিরোধ ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুমাহ সাহচর্য্যা গুরুভক্তিসাহচর্য্যাৎ। তৎসাহচর্য্যং হি দেবতান্তরভক্তের ভবতি, নত্বীশ্বরভক্তেঃ, তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যেণেতরনিরপেক্ষায়া এ সকলেষ্টসাধনত্বাৎ। অতএবোক্তং—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ মামেকং শরণং ব্রজে"তি (গীতা)

অবতরণিকা।

ননু মাস্তু জ্ঞানং তথা মুক্তিসাধনং, যোগস্তু তথা স্যাদিত্যা আহ—

অর্থপ্রকাশের হেতু রূপে নির্দ্দিষ্ট দেবভক্তিকে, ঈশ্বর ভিন্ন যে সকল ইন্দ্রাদি দেব আছেন, তদ্বিষয়িণী ভক্তিই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের প্রতি ভ হইলে, ক্রমশঃ ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়, তাহার পর, তাঁহাতে রতি হ অতএব প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধই নাই। ঈশ্বরভিন্ন দেবতা বুঝিবার পক্ষে গু ভক্তির সাহচর্য্যই হেতু। দেবতান্তর-ভক্তিরই গুরু ভক্তির সহকারিতাঅপেক্ষিণী হও সম্ভব, ঈশ্বর ভক্তি কিছু অপরের সহায়তা অপেক্ষা করে না, উহা স্বয়ং স্বতন্ত্র ভা সকল অভীষ্ট সাধনে সমর্থ। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "সক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও।"

অবতরণিকা।

ভাল, জ্ঞান মুক্তির সাধন না হৌক, যোগ কেন মুক্তির সাধন হইবে না? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন,—

১৯। যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ ॥ ১০ ॥

যোগ ইতি,'তু' পুনঃ, যোগঃ,--অন্তঃকরণবৃত্তি-নিরোধো মুখ্যঃ, নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সবিকল্পকসমাধিস্ত ঙ্গীভূত, উভয়বিধোপি যোগঃ, উভয়ার্থঃ জ্ঞানার্থঃ ভক্ত্য-ঃ। তথাচ যোগো জ্ঞানস্য ভক্তেশ্চাঙ্গং তত্তদর্থং ক্রিয়মাণ-ঃ, তত্র হেতুমাহ—অপেক্ষণাৎ,—তং বিনা যতস্ততোবিক্ষিপ্ত-

---

মূ, অ, ১৯। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয়েরই ধক, কারণ, প্রয়াজযাগের ন্যায়, উহাও উভয় দ্বারাই অপে-ক্ষিত ॥ ১০ ॥

সূত্রে যে, 'তু' শব্দ আছে, তাহার অর্থ "পুনঃ" (আবার). অন্তঃকরণে খিল ব্যাপারের নিরোধকে প্রধান যোগ বলে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সবিকল্পক সমাধি (ক) ইহারাও যোগ বটে, স্তু মুখ্য যোগের অঙ্গ। এই উভয়বিধ যোগই, উভয়ের সাধক, জ্ঞানেরও ধক এবং ভক্তিরও সাধক। অর্থাৎ যোগ জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয়েরই ঙ্গ, কারণ উভয়ের সিদ্ধির জন্যই উহার অনুষ্ঠান করা হয়। যোগ যে, উভয়েরই ঙ্গ, তাহার প্রতি হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—যে হেতু, ইহা উভয়দ্বারা অপেক্ষিত । দেখ, যোগ ব্যতীত এদিক্, ওদিক্, নানাদিকে চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে ন কিম্বা ভক্তি উৎপন্ন হওয়া দুর্ঘট। এই সিদ্ধান্তের প্রতি কেহ আশঙ্কা

(ক) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সবিকল্পক সমাধি আটটি যোগের অঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য এবং কাহারও দান গ্রহণ না করা, ইহাদের নাম যম। শৌচ, সন্তোষ, তপশ্চরণ, বেদপাঠ এবং ঈশ্বরচিন্তা, ইহাদের নাম নিয়ম। আসন শব্দের অর্থ বসিবার কায়দা, পদ্মাসন বীরাসন প্রভৃতি। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে নিয়মিত করার প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়দিগের স্বস্বকার্য্য হইতে বিরত করার নাম প্রত্যাহার। কোন একটি বিষয়ে চিত্তস্থাপনের নাম ধারণা। অনবরত একবিষয়ের চিন্তার নাম ধ্যান। তাহাতে একাগ্র হওয়ার নাম সমাধি।

চিত্তানাং জ্ঞানস্য ভক্তেশ্চাসম্ভবাৎ। নন্বু ভক্ত্যঙ্গীভূতস্য যোগ
কথং ভক্ত্যঙ্গজ্ঞানাঙ্গত্বং "গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্ব
স্যাদি"তি ন্যায়াৎ, গুণানাম্ অঙ্গানাং পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবো
ভবতি, পরার্থত্বাৎ প্রধানাঙ্গত্বাৎ, অতএব সমত্বাৎ। তথাচ প্রধান
ঙ্গত্বেন সমত্বাদঙ্গানাং মিথোঽঙ্গাঙ্গিভাবোন ভবতীত্যর্থোঽস্য
ইত্যত আহ প্রযাজবৎ যথা,—প্রযাজোবাজপেয়াদেরপ্যঙ্গং তদঙ্গ
ভূতদীক্ষণীয়াদেরপ্যঙ্গম্, তথা যোগোভক্তের্ভক্ত্যঙ্গস্য জ্ঞানস্য চাঙ্গ
স্যাৎ, উভয়াঙ্গসাধকপ্রমাণসত্ত্বে উভয়াঙ্গত্বে বাধকাভাবাৎ, ভব
চ স্নানাদিকং 'স্নাতোঽধিকারী ভবতিদৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণী

করিয়াছিল, ভাল, তুমি যোগকে ভক্তির অঙ্গ বলিতেছ, আবার ভক্তির অ
যে জ্ঞান, তাহারও অঙ্গ বলিতেছ, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ মীমাংসব
দিগের একটা নিয়ম আছে যে, "যাহারা গুণ অর্থাৎ নিজেরাই অঙ্গ, তাহা
সকলেই পর অর্থাৎ প্রধানের অঙ্গ অর্থাৎ নিষ্পাদক, সুতরাং পরস্পরে সমা
কাষেই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ হইতে পারে না? ইহ
উত্তরে বলিতেছেন "প্রযাজবৎ" অর্থাৎ 'প্রযাজ' নামক যাগবিশেষের ন্যা
দেখ, এই 'প্রযাজ' যাগ, বাজপেয়াদি যাগেরও অঙ্গ এবং ঐ বাজপেয়ের অঙ্গীভূ
দীক্ষণীয় নামক যাগেরও অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ যোগও
ভক্তি এবং ভক্তির অঙ্গীভূত জ্ঞান, এই উভয়ের অঙ্গ হইবে, ইহাতে বাধা কি
যদি উভয়ের অঙ্গ হওয়া বিষয়ে কোন প্রকার সাধক প্রমাণ থাকে, তবে উভয়ে
অঙ্গ হইবার পক্ষে কোন বাধাই হইতে পারে না। স্নানাদিকে ঐরূপ উভয়ে
অঙ্গ হইতেই দেখা যায় "কৃতস্নান ব্যক্তি দৈব এবং পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হয়
এই বিধি দ্বারা স্নান,—বিষ্ণু, শিব এবং সূর্য্যপূজাদির অঙ্গ হইতেছে। এ
"অনাতুর অর্থাৎ অরোগী ব্যক্তি মধ্যাহ্ন এবং প্রাতঃকালে সমান ভাবে স্না
করিবে" এই বিধানে আবার স্নান প্রধান হইয়াছে, অথচ ঐ স্নান আবার,—

াদিনা বিষ্ণু-শিব-সূর্য্যপূজাদেরঙ্গং "যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং য়াদনাতুর" ইত্যাদিনা প্রধানং, দেবপূজাদ্যঙ্গকানেকপঞ্চযজ্ঞা-রপ্যঙ্গং প্রমাণসমাহারেণানীয়মানস্য প্রমেয়সমাহারস্যাভ্যু-ামে বিরোধাভাবাদিত্যর্থঃ । ১০

অবতরণিকা ।

নমু "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাদিতি" পতঞ্জলিসূত্রে ঈশ্বর-ণিধানাত্মকস্যেশ্বরভজনস্য সমাধিস্বরূপযোগহেতুত্বমুক্তমিতি :ক্তের্যোগাঙ্গত্বমুচিতং, নতু যোগস্য ভক্ত্যঙ্গত্বমিত্যত আহ—

া পূজাদি যাহার অঙ্গ বলিয়া গণিত হয়, সেই পঞ্চযজ্ঞ (খ) প্রভৃতি অনেক কার কার্য্যেরও অঙ্গ, শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়ের সিদ্ধি করা হইলে, আর ানরূপ বিরোধ থাকে না । ১০

অবতরণিকা ।

"ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধির সিদ্ধি হয়" এই পতঞ্জলিসূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান-ঈশ্বরভজনকে "সমাধি" রূপ যোগের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, রাং ভক্তিই যোগের অঙ্গ হোক্, যোগ ভক্তির অঙ্গ কেন হইবে ? এইরূপ শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন,—

(খ) গৃহস্থমাত্রেরই প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধেয় । (১) ঋষিযজ্ঞ,—বেদপাঠ, দেবযজ্ঞ,—দেবপূজা, (৩) পিতৃযজ্ঞ,—তর্পণ (৪) নৃযজ্ঞ,—অতিথিসেবা এবং (৫) ভূতযজ্ঞ,—াদিগকে আহার দান এই পঞ্চযজ্ঞ ।

২০। গৌণ্যেতি সমাধিসিদ্ধিঃ ॥ ১১

গৌণ্যেতি—তু পুনঃ গৌণ্যা ভগবদ্ভক্ত্যা সমাধিসিদ্ধিস্তথা ভক্তির্দ্বিবিধা পরা চাপরা চেতি, পূর্ব্বমুক্তম্। তত্র পরা প্রীতিলক্ষণা সৈব মুখ্যা,—কর্ম্মযোগতোজ্ঞানতশ্চান্যতশ্চ সর্ব্বতোবেদপুরাণা-দাবিষ্টসাধনতয়া প্রোক্ততীর্থযাত্রাদিতঃ প্রধানীভূতা, ভগবল্লয়াত্মক পরমপ্রয়োজনী-ভূতায়াং মুক্তৌ জনয়িতব্যায়ামিতরানপেক্ষত্বাৎ। অপরাতু—স্মৃতিস্তুতিপূজাদিরূপা, সৈব গৌণী, সত্ত্বশুদ্ধিতত্ত্বসাক্ষাৎ-কারসমাধিসিদ্ধিদ্বারা মুখ্যভক্তিসম্পাদনেন মুক্তিপ্রযোজকত্বাৎ। এবঞ্চ গৌণ্যা জপস্তুতিপূজাদিস্বরূপয়া ভগবদ্ভক্ত্যা সমাধিসিদ্ধিঃ সমাধিতশ্চ প্রীতিস্বরূপমুখ্যভগবদ্ভক্তিরতএ"বেশ্বরপ্রণিধানং প্রণ-

---

মূ, অ, ২০। গৌণীভক্তি দ্বারাই সমাধি সিদ্ধি হয় ॥ ১১

সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে, তাহার অর্থ "পুনঃ" (আবার)। গৌণী-ভক্তি দ্বারাই আবার সমাধি সিদ্ধি হয়। ভক্তি যে 'পরা' এবং 'অপরা' ভেদে দুই প্রকার, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে পরাভক্তি প্রীতিস্বরূপা, উহাই মুখ্য অর্থাৎ কর্ম্মযোগ অপেক্ষা, জ্ঞান অপেক্ষা, এবং পুরাণাদিতে ইষ্টসাধনরূপে কথিত তীর্থযাত্রাপ্রভৃতি অন্যান্য সকল ধর্ম্মকর্ম্ম অপেক্ষা প্রধানীভূত, যে হেতু উহা শ্রীভগবানে লয়স্বরূপ শ্রেষ্ঠ—ফলাত্মক মুক্তির উৎপাদনবিষয়ে স্বয়ংই সমর্থ, অপরের সহকারিতা অপেক্ষা করে না। স্মরণ, স্তব এবং পূজাদি-রূপা অপরা ভক্তিকেই 'গৌণী' বলা হয়, কারণ, উহা চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার এবং সমাধি সিদ্ধি দ্বারা মুখ্য ভক্তিকে উৎপাদন করিয়া মুক্তির প্রযোজক হয়। এই রূপ জপস্তুতি পূজাদিস্বরূপা গৌণী ভক্তি হইতে সমাধির সিদ্ধি হয়, সমাধি হইতে শ্রীভগবানে প্রীতিরূপা মুখ্য ভক্তির উৎপত্তি হয়। এই জন্যই ঈশ্বরপ্রণিধান

জপতদর্থভাবনাত্মক"মিত্যুক্তং তত্রৈবেতি, ন কশ্চিদত্র বিরোধ তি দিক্ (১১)

অবতরণিকা।

নম্বীশ্বরানুরক্তির্হেয়া রাগত্বাৎ, স্ত্রীসুতধনাদি-রাগবদিত্যাদ্য-মানেনেশ্বরভক্তের্হেয়ত্বাবধারণাৎ কথমুপাদেয়ত্বং স্যাদিত্যা-শঙ্কাং নিরাকরোতি—

২১। হেয়া রাগত্বাদিতি চেৎ? নোত্তমাস্পদত্বাৎ, ঙ্গবৎ॥ ১২

ভগবদনুরক্তির্হেয়া, রাগত্বাদিতি চেদিত্যন্তঃ পূর্ব্বপক্ষঃ, নেত্যু-রং,তত্র হেতুঃ—উত্তমাস্পদত্বাৎ পুরুষোত্তমাত্মকোত্তমবস্ত্বালম্বন-

---

া কার্য্যকে প্রণবের জপ এবং তাহার অর্থচিন্তন-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা য়াছে। সুতরাং আর কোন বিরোধ রহিল না। ১১

অবতরণিকা।

ভাল, ঈশ্বরে অনুরক্তির নামই ত ভক্তি, অনুরক্তিশব্দের অর্থ ত অনুরাগ বা সক্তি, দেখ, অনুরাগমাত্রই শাস্ত্রে (হেয়) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, স্ত্রী, পুত্র ও াদিবিষয়ক অনুরাগ যেমন 'হেয়' পদার্থ মধ্যে পরিগণিত, ঈশ্বরবিষয়ক অনুরাগও ইরূপই 'হেয়'। এই প্রকার অনুমান দ্বারা ঈশ্বর—ভক্তির হেয়ত্বই অবধারিত তেছে, তবে উহার উপাদেয়ত্ব কিরূপে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা য়া নিরাকরণ করিতেছেন—

মূ, অ, ২১। সাধারণতঃ অনুরাগস্বরূপ বলিয়া ঈশ্বরানু-ক্তিকেও যে, 'হেয়' বলিতেছ, তাহা ঠিক্ নহে, কারণ, উহা, ঙ্গের ন্যায় উত্তমাশ্রিত হওয়ায় 'হেয়' হইতে পারে না। ১২

কতয়া রাগত্বেঽপি তস্যা ন হেয়ত্বং, কিন্তূপাদেয়ত্বমেব। তথা
রাগত্বমাত্রং হেয়ত্বে ন বীজং, কিন্তু বন্ধকত্বস্বরূপানিষ্টপ্রয়োজকত্ব
বচ্ছেদকতয়া প্রপঞ্চবিষয়করাগত্বমেবঞ্চৈতদেবাত্রোপাধিরি
তদভাবাদ্ভগবদনুরক্তৌ হেয়ত্বাভাবোঽনুমেয়ঃ'।

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

এই সূত্রের চারিটি অংশ (১) পূর্ব্বপক্ষ (আপত্তি বা জিজ্ঞাসা),—(২) তাহা খণ্ডন বা উত্তর, (৩) ঐ খণ্ডনের প্রতি হেতুনির্দ্দেশ, (৪) দৃষ্টান্তদ্বারা নিজ প সমর্থন। উহার মধ্যে "সাধারণতঃ অনুরাগস্বরূপ বলিয়া ভগবদনুরক্তিকেও যে 'হে বলিতেছ." এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ, "তাহা ঠিক্ নহে" উহা 'হেয়' হইতে পারে না এই কথাদ্বারা উহার খণ্ডন বা উত্তর করা হইয়াছে। ঐ খণ্ডন বা উত্তরে প্রতি হেতু "উত্তমাশ্রিত হওয়ায়" অর্থাৎ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমরূপ উত্তম বস্তু যখ উহার আশ্রয়, তখন উহা, সাধারণতঃ অনুরাগস্বরূপ হইলেও হেয় নহে। কি উপাদেয়ই বলিতে হইবে। দেখ, অনুরাগ হইলেই যে হেয় হইবে এমন কো কথা নাই, তবে ভববন্ধনরূপ অনিষ্টের প্রযোজক সাংসারিক ভোগ্যবস্তুবিষয় অনুরাগই হেয় বটে, তুমি যাদৃশ অনুমানদ্বারা ঈশ্বরানুরক্তির হেয়ত্ব সিদ্ধ করিতে ছিলে, সেই অনুমানের প্রতি ইহাই একটি 'উপাধি' বা প্রতিবন্ধক (১) অতএ

---

(১) উপাধি একটি অনুমানের দোষ। তুমি একটা অন্যায়রকম অনুমান করিতেছ দেখিয় আমি যদি সে স্থলে একটা উপাধি দেখাইতে পারি, তা'হলে তুমি আর সে অনুমান করিতে পারিবে না। যাহা সাধ্যের সমুদয় অধিকরণে বর্ত্তমান হয়, অথচ হেতুর সমুদয় অধিকরণে থাকে না, তাহার নাম উপাধি। এক্ষণে দেখ, ঈশ্বরানুরক্তিতে হেয়ত্ব ধর্ম্মের অনুমান করা হইতেছে ঈশ্বরানুরক্তি পক্ষ, হেয়ত্ব সাধ্য, রাগত্ব হেতু। যদি রাগমাত্রই বস্তুগত্যা হেয় হইত, তা'হলে তোমার এ অনুমান নির্দ্দোষ হইত। কিন্তু সমুদয় অনুরাগ ত হেয় নহে, যে অনুরাগের পরিণাম অনিষ্টোৎপাদক তাহাই হেয়, সুতরাং এস্থলে বন্ধনরূপ অনিষ্ট-প্রয়োজক ভোগ্যবস্তু-বিষয়ক অনুরাগ উপাধি হইল, উহা হেয়ত্বের অধিকরণে বর্ত্তমান, অথচ হেতু যে রাগত্ব তাহার সমুদয় অধিকরণে বর্ত্তমান নহে। ধর্ম্মানুরাগে রাগত্ব আছে, কিন্তু অনিষ্ট-প্রযোজকত্ব নাই।

ইত্যাদিশ্রবণেন সকলশিষ্টোপাদেয়ত্বেনানুমেয়ম্। তত্র
ান্তঃ—সঙ্গবৎ,যথা সঙ্গত্বাবিশেষেঽপ্যসৎ—সঙ্গোহেয়ঃ। সৎসঙ্গ-
াপাদেয়স্তদুক্তং।

"সৎসঙ্গনিরতোবত্স যদি মুক্তো ভবিষ্যসি।
অথাসজ্জনগোষ্ঠীষু পতিষ্যসি পতিষ্যসি।
"সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্" ইত্যাদি চেতি দিক্॥ ১২

অবতরণিকা।

এবং প্রীতিলক্ষণং ভজনং সর্ব্বতোঽপি মুখ্যমিত্যাহ—

২। তদেব মুখ্যং কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিভ্য আধিক্য-শব্দাৎ॥১৩

াবিদনুরক্তিতে ভববন্ধনরূপ অনিষ্টের প্রয়োজকত্ব ধর্ম্মের অভাবনিবন্ধন উহাতে
ঃ হেয়ত্বাভাবেরই অনুমান করা যাইতে পারে। এবং "অবিবেকীদিগের ভোগ্য
তে যেমন নিশ্চলা প্রীতি হয়" ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত (২১ পৃঃ) বিষ্ণুপুরাণের বচন
ণ দ্বারা তথাবিধ অনুরক্তি সমুদয় শিষ্ট ব্যক্তির উপাদেয়, ইহাই অনুমিত
তেছে। এবিষয় দৃষ্টান্তও দেখ, "সঙ্গের ন্যায়" যেমন সঙ্গ, অর্থাৎ সঙ্গত্ব ধর্ম্ম,
সঙ্গ এবং অসৎসঙ্গ, এই উভয়বিধ সঙ্গেই তুল্যরূপে থাকিলেও অসৎসঙ্গ হেয়,
ং সৎসঙ্গ উপাদেয় হয়, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অসৎসঙ্গ
য়, এবং সৎসঙ্গ যে উপাদেয়, তাহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। "হে বৎস! সৎসঙ্গ-
ত হও, তা'হলে যদি মুক্ত হইতে পার। আর যদি অসৎদিগের গোষ্ঠীর মধ্যে
য়া পড়, হা'হলে জন্মের মত একেবারে অধঃপতিত হইবে।" "মনুষ্যদিগের
ক্ষ সৎসঙ্গ একটি অমূল্যনিধিস্বরূপ।" ইত্যাদি। ১২

অবতরণিকা।

প্রীতিস্বরূপ ভজন যে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতেছেন—

মু, অ, ২২। প্রীতিস্বরূপা ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান,

তদেবেতি—তদেব ভজনং, সর্ব্বতোপি মুখ্যং, সর্ব্বতো[illegible]
প্রধানং কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ—

"তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতৈকান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥

(গীতা অঃ ৬, শ্লোঃ ৪৬। ৪৭

ইত্যাদিনা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাবাক্যেন ভগবদ্ভজনস্যৈব সর্ব্বা-
ধিক্যপ্রতীতেঃ, ক্রমেণ তত্তদপেক্ষয়া তত্তদাধিক্যমভিধায় স মে
যুক্ততমোমত ইত্যনেনানুরক্তিলক্ষণভজনবত এব সর্ব্বাধিক্য-
প্রতিপাদনেন ফলতস্তদ্ভজনস্যৈব সর্ব্বাধিক্যপর্য্যবসানাৎ তপস্বি-

---

কারণ শাস্ত্রে কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগী হইতে তথাবিধ
ভক্তের আধিক্য শুনা যায়। ১৩

সেই প্রীতিস্বরূপা ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য অর্থাৎ সকলের প্রধান, কারণ,
শাস্ত্রে কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগী অপেক্ষা, তাদৃশ ভক্তের আধিক্য কথিত হইয়াছে।
দেখ "হে অর্জ্জুন, তপস্বী হইতে যোগী অধিক, জ্ঞানী হইতেও যোগী অধিক
এবং কর্ম্মানুশীলনকারীর অপেক্ষাও যোগী অধিক, অতএব তুমিও যোগী হও।
সমুদয় যোগীদিগের মধ্যেও যে শ্রদ্ধাবান্ মনুষ্য একাগ্রচিত্তে আমাকে ভজনা করে,
আমি তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া বিবেচনা করি।"

ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বাক্যদ্বারা কর্ম্ম এবং জ্ঞান আদি সকল অপেক্ষা
ভগবদ্ভজনেরই আধিক্য প্রতীতি হইতেছে। দেখ, ক্রমশ একএকটি অপেক্ষা,
একএকটির আধিক্য বলিয়া "আমি সেই ব্যক্তিকেই 'যুক্ততম' বিবেচনা করি'
এই শেষ বাক্যে অনুরক্তিরূপ ভজনকারীরই সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য প্রতিপাদন
করায়, বস্তুগত্যা তথাবিধ ভজনেরই সকলের অপেক্ষায় আধিক্য দাঁড়াইতেছে, কেন

ভূতীনামপি তপঃপ্রভৃত্যাদিনৈবাধিক্যাৎ কীর্ত্তন-শ্রবণ-স্মরণ—
নাদ্যাত্মকং তু ভগবদ্ভজনং সমাধিসিদ্ধ্যাদিদ্বারা সাক্ষাদ্বা
ত্যনুরক্তিজনকমিত্যুক্তমেব প্রাগিতি। তস্মাদ্ব্রজসুন্দরীণা-
ং প্রীতিলক্ষণা ভগবদ্ভক্তিঃ কর্ম্মজ্ঞানবিজ্ঞানযোগাদিভ্যঃ
র্ব্বভ্যোঽধিকেতি সিদ্ধম্॥ ১৩

অবতরণিকা।

ননু "স মে যুক্ততমোমত" ইত্যাদিবাক্যমর্থবাদতয়াবসীদ-
ধিশক্ত্যুত্তম্ভকত্বেন লক্ষণয়া স্তুতিমাত্রার্থকম্। স্তব্যত্বেন জ্ঞাতে
জ্ঞাদৌ ভগবদ্ভজনে বা প্রেক্ষাবতাং সাদরা প্রবৃত্তির্ভবতীতি।

তপস্বি-প্রভৃতির, তপশ্চরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য, ইতর জন অপেক্ষা কিছু কিছু
আধিক্য আছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কীর্ত্তন, শ্রবণ, এবং ভজনাদি-
প ভগবদ্ভজন যে, সমাধিশিক্ষাদিদ্বারা অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানে
রক্তির জনক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায়
তিরূপা ভগবদ্ভক্তি যে, কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং যোগ আদি সকল অপেক্ষা
ষ্ঠ, ইহা সিদ্ধ হইল। ১৩

অবতরণিকা।

আচ্ছা, "আমি তাহাকে 'যুক্ততম' বিবেচনা করি" ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদরূপে
ণত হইতেছে, সুতরাং বিধি-শক্তির উত্তম্ভকরূপ লক্ষণ দ্বারা স্তুতিমাত্রই উহার
, এইরূপ বলিব। কেননা কি যজ্ঞাদি কার্য্য, কি ভগবদ্ভজন, ইহারা যদি 'স্তব্য'
াৎ প্রশংসার্হ বলিয়া জ্ঞাত হয়, তা'হলেই পণ্ডিতগণের ঐ সকল কার্য্য করিতে

ভবতি চ স্তুত্যা প্রবর্ত্তনালক্ষণায়া বিধিশক্তের্নিযোজ্যপুরুষা-লস্যেন কুন্ঠিতপ্রায়ায়াঃ উত্তেজনমিতি ন পরমার্থতোঽর্থবাদা-দাধিক্যপ্রতীতির্ভবতীত্যত আহ—

২৩। প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ॥ ১৪

প্রশ্নেতি—পূজনাদিলক্ষণপ্রীতিলক্ষণয়োর্ভগবদ্ভজনয়োঃ কি শ্রেয়স্করম্ সমাধিক্যেনেত্যর্জ্জুনপ্রশ্নেন ভগবতা প্রীতিলক্ষণ ভগবদ্ভজনস্য শ্রেষ্ঠত্বং নিরূপিতমিতি প্রশ্নোত্তরাভ্যামাধিক্যসিদ্ধে তথাচ তত্ত্বনির্ণয়ার্থকাভ্যাং প্রশ্নোত্তরাভ্যাং জাতোজায়মা

সাদর প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। লোকের মনে প্রবৃত্তির উৎপাদক অর্থাৎ লো মনকে লওয়াইতে পারে এইরূপ স্তুতি বা প্রশংসাদ্বারা নিযোজ্য ব্যক্তির আ দোষে কুন্ঠিতপ্রায়া বিধিশক্তির উত্তেজনা হইয়াই থাকে। এইরূপ আশঙ্কা কি কেবল অর্থবাদ দ্বারা নহে, অন্যরূপেও যে ভক্তির আধিক্য প্রতীতি হইতে পা ইহা বলিবার জন্য পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—

মূ, অ, ২৩। প্রশ্ন এবং তদনুসারে নির্ণয়দ্বারাও আধিক সিদ্ধি হইতে পারে॥ ১৪

আমরা ভগবদ্ভজন বা ভক্তি দুইপ্রকার দেখিতে পাই, (১) পূজাদিস্বর ভগবদ্ভজন, (২) প্রীত্যাদিস্বরূপ ভগবদ্ভজন, এই দ্বিবিধ ভগবদ্ভজনের মধ্যে কোন সমধিক শ্রেয়স্কর? অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিলে, শ্রীভগবান্ যদি 'প্রীতিস্বরূ ভগবদ্ভজনেরই আধিক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন, তা'হলে অর্জ্জুনে প্রশ্ন এবং শ্রীভগবানের তদনুযায়ী উত্তর, এই দুইএতেই ত প্রীতিলক্ষণা ভক্তি আধিক্যসিদ্ধি হইতে পারে। দেখ, কোন বিষয়ের তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ প্রশ্ন করিে তাহার প্রকৃত উত্তর দ্বারা যে অর্থ পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে, বা এক্ষণে স্থির ক

।হ্র্থনির্ণয়ো যথার্থ এব ভবতি, নতু স্তুতিসামান্যজনিতারোপিত-
।ণক্রিয়াবিষয়কাহার্য্যজ্ঞানাদিবদযথার্থ ইত্যর্থঃ। ১৪।

অবতরণিকা।

ননু ভক্তিঃ শ্রদ্ধৈব, শ্রদ্ধাত্বেনৈব চ ক্রিয়াফলেঽতিশয়ং প্রযো-
য়তি, নতু প্রাধান্যেন ভুক্তিমুক্তিজননী প্রীতিস্বরূপা, আরাধ্যত্বাদি-
কারকভগবজ্জ্ঞানস্বরূপা বেত্যত আহ—

. উহাকেই যথার্থ বা অভ্রান্ত অর্থ বলিতে হইবে। কারণ উহা, সাধারণ স্তব বা
।ংসাদ্বারা আরোপিত গুণ বা ক্রিয়াবিষয়ক আহার্য্য বা ঐচ্ছিক জ্ঞানের ন্যায়
কখনই অযথার্থ বা মিথ্যা হয় না। (১) ১৪

অবতরণিকা।

ভাল, ভক্তিকে শ্রদ্ধাই বলি না কেন? শ্রদ্ধাস্বরূপেই উহা ক্রিয়াফলে
আতিশয্য উৎপাদন করে। ফলতঃ উহা প্রধানতঃ ভোগ ও অপবর্গের সাক্ষাৎ
হেতুভূতা প্রীতির—বা শ্রী ভগবান্ আমাদের আরাধ্য ইত্যাদি প্রকারক জ্ঞানের,—
ইহাদের কিছুরই স্বরূপ নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন;—

---

(১) বাধক নিশ্চয় থাকিতেও ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বিষয় যে জ্ঞান করা হয়, তাহার নাম
আহার্য্য জ্ঞান, যেমন কোন ব্যক্তির প্রকৃত সেরূপ গুণ না থাকিলেও লোকের মুখে তাহার
আরোপিত গুণের প্রশংসা শুনিয়া, তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সেইরূপ গুণবান্ রূপে যে জ্ঞান করা হয়,
তাহাকে আহার্য্য জ্ঞান বলে।

২৪। নৈব শ্রদ্ধা, সাধারণ্যাৎ ॥ ১৫

নৈবেতি—সা প্রীতিলক্ষণা ভগবদ্ভক্তিঃ শ্রদ্ধা নৈব,শ্রদ্ধাস্বরূপা ন ভবত্যেব, তত্র হেতুঃ—সাধারণ্যাৎ শ্রদ্ধাহি বিহিতকর্ম্মণাং সর্ব্বেষামেব সাধারণ্যেনাঙ্গং, ভগবদ্ভক্তিস্তু ফলেঽতিশয়প্রযোজিকাপি কস্যাপি কর্ম্মণোনাঙ্গম্। অঙ্গত্বেন তস্যাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা অপ্রতিপাদনাৎ। ভেদদার্ঢ্যার্থমেবকারঃ। যদ্বা শ্রদ্ধৈব পক্ষঃ, তস্যাং প্রীতিলক্ষণভক্তিভেদঃ সাধ্যঃ, সাধারণ্যং হেতুঃ, হরিস্মরণাদিকং গুণীভূতং ভগবদ্ভজনং দৃষ্টান্তঃ, তস্য সকলাভীষ্টজনকতয়া সকলপাপশামকতয়া, সকলানিষ্টপ্রতিবন্ধকতয়া চ স্বতঃ প্রাধা-

---

সূ, অ, ২৪। ভক্তি আর শ্রদ্ধা এক নহে, কারণ শ্রদ্ধা একটি সাধারণ অঙ্গ ॥ ১৫

সেই প্রীতিলক্ষণা ভগবদ্ভক্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অভিন্ন বলিতে পার না। ভক্তি আর শ্রদ্ধা কখনই এক হইতে পারে না, কারণ শ্রদ্ধা একটি সাধারণ অঙ্গ। অর্থাৎ যত কিছু বিহিত কর্ম্ম আছে, শ্রদ্ধা তৎসমুদয়েরই সাধারণ অঙ্গ বা নির্ব্বাহক, অন্যদিকে ভগবদ্ভক্তি ফলসম্বন্ধে আধিক্যের প্রয়োজিকা হইলেও, কোন কর্ম্মের অঙ্গ নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আদৌ শ্রদ্ধা না থাকিলে, কোনপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত যদি ভক্তির যোগ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের ফলাধিক্য হয় মাত্র, তাই বলিয়া শ্রদ্ধার ন্যায় ভক্তিকে কর্ম্মমাত্রেরই প্রবর্ত্তক বলা যায় না। দেখ, কি শ্রুতি, কি স্মৃতি কোন স্থানেই ভক্তিকে কোন কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই। সূত্রে যে 'ন' এর [পর] একটি 'এব' আছে, উহা দ্বারা শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধ্যে যে সম্পূর্ণ প্রভেদ ইহাই [সূ]চিত করা হইয়াছে। 'ন' এর—নিষেধ,ভেদ ইত্যাদি ছয় প্রকার অর্থ। ভাষ্যকার [এ] পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির একত্বনিষেধক পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সূত্রের

ন্যহপি বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসাধকতয়া প্রমাদপতিতাঙ্গসম্পাদ্য-চলিকাপূর্ব্বসম্পাদকতয়া চ সকলবৈদিককর্ম্মাঙ্গত্বাৎ, যদ্বা কবলব্যতিরেকি ইদমনুমানং,—যথা—পৃথিবী জলাদিভ্যো ভিদ্যতে 'পৃথিবীত্বাৎ' যৎ জলাদিভ্যো ন ভিদ্যতে, তন্ন পৃথিবী থা জলাদীত্যেবং। সাধ্যাভাবসাধনাভাবসহচরাত্মকব্যতিরেক-হচারগ্রহগৃহীতয়া ব্যাপ্ত্যা, অন্বয়ব্যাপ্ত্যৈব বা যত্রানুমানং, তৎ

্যাখ্যা শেষ করিয়া এক্ষণে 'ন' এর ভেদরূপ অর্থ অবলম্বন দ্বারা সূত্রের ব্যাখ্যান্তর করিবার অভিপ্রায়ে "যদ্বা" বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন। অথবা এই সূত্রে অনুমানদ্বারা শ্রদ্ধাতে ভক্তির ভেদ সিদ্ধ করা হইতেছে, শ্রদ্ধা 'ন' অর্থাৎ প্রীতিস্বরূপা ভক্তি হইতে ভিন্ন, কারণ, উহা সাধারণতঃ যাবৎ কর্ম্মেরই অঙ্গ। শ্রদ্ধা,—পক্ষ, ভক্তির ভেদ—সাধ্য, সাধারণ্য—হেতু, হরিস্মরণ প্রভৃতি গৌণী ভক্তি,—দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ হরিস্মরণাদি যেমন সকল প্রকার অভীষ্টের উৎপাদন, সকল প্রকার পাপের বিনাশন এবং সর্ব্ববিধ অনিষ্টের প্রতিবন্ধ-কার্য্যে প্রধান হইলেও, বাহ্য এবং আভ্যন্তরশুদ্ধির সাধন করে বলিয়া,—ও প্রমাদ বশতঃ যে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান না করা হয়, সেই সেই অঙ্গের সম্পাদ্য অদৃষ্টবিশেষের সম্পাদক হয় বলিয়া সর্ব্ববিধ বৈদিক কর্ম্মের সাধারণ অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়, শ্রদ্ধাও সেইরূপ সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া সর্ব্বপ্রকার বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ। কিম্বা এই সূত্রে কেবল ব্যতিরেকী অনুমান দ্বারা ভক্তি হইতে শ্রদ্ধার ভেদ সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন পৃথিবী জলাদি হইতে ভিন্ন, কারণ উহাতে পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম আছে, যাহা জলাদি হইতে ভিন্ন নহে, তাহা পৃথিবী নহে,—যেমন জলাদি, এস্থলে যে প্রকার সাধ্যাভাব (যাহা জলাদি হইতে ভিন্ন নহে) এবং সাধনাভাব (তাহা পৃথিবী নহে) এই দুইএর একত্র সমাবেশরূপ ব্যতিরেক জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবিত ব্যাপ্তি অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর একাধিকরণবৃত্তিতারূপ সম্বন্ধ বিশেষদ্বারাই হউক অথবা অন্বয়ব্যাপ্তি অর্থাৎ যেখানে জলাদির ভেদ থাকে, সেই স্থানেই পৃথিবীত্ব থাকে, এই প্রকারে সাধ্য ও হেতুর একাধিকরণবৃত্তিত্বরূপ সম্বন্ধবিশেষ দ্বারাই হোক অনুমান করা

কেবল-ব্যতিরেকীত্যুচ্যতে। এবঞ্চাত্র ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়ত্বরূপা হন্যাদৃশী বা শ্রদ্ধা প্রীতিলক্ষণায়া ভগবদ্ভক্তের্ভিদ্যতে সকলবৈদিক কার্য্যাঙ্গত্বাৎ, যন্ন প্রীতিলক্ষণায়া ভগবদ্ভক্তের্ভিদ্যতে ন সা শ্রদ্ধা, যথা ভগবদ্ভক্তিরিতি। অথাত্রানুকূলস্তর্কঃ—যদি সর্ব্বাণ্যপি বৈদিককর্ম্মাণি তাদৃশভক্ত্যঙ্গকানি ভবেয়ু—স্তদা তত্তৎফলজনকানি ন ভবেয়ঃ, ভক্ত্যভাবে নিরঙ্গতয়া, ভক্তিসত্ত্বে—ইতরনিরপেক্ষসকলফলজননসমর্থয়া ভক্ত্যাঽন্যথাসিদ্ধতয়োভয়থাপি

হইয়াছে. ইহা কেবল ব্যতিরেকী অনুমান। প্রকৃতস্থলেও এইরূপ কেবল ব্যতিরেকী অনুমান হইয়াছে। দেখ, অবশ্যই ফললাভ ঘটিবে এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বা অন্যরূপা শ্রদ্ধা ভগবদ্ভক্তি হইতে ভিন্ন, কারণ উহা সর্ব্ববিধ বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ; যাহা প্রীতিরূপা ভগবদ্ভক্তি হইতে ভিন্ন নহে, উহা শ্রদ্ধা নহে, যেমন ভগবদ্ভক্তি। উক্ত অনুমান সম্বন্ধে একটি অনুকূল তর্কও দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাদৃশ ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত একই হইত, তাহা হইলে শ্রদ্ধার ন্যায় ভক্তিকেও সমুদয় বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ বলিতে হইত, ভক্তি সমুদয় বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ হইলে, ঐ সকল কর্ম্ম আর ফলের জনক হইত না। কারণ কচিৎ ভক্তির অভাব ঘটিলে অঙ্গহীনতানিবন্ধন কর্ম্মের ফল হইত না। আর যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেও আর কোন কথাই নাই, কারণ ভক্তি অন্যের সহায়তা অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং অভীষ্টফলোৎপাদনে সমর্থা, সুতরাং কেবলমাত্র ভক্তিতেই যখন ফললাভ হইতে পারে, কর্ম্মানুষ্ঠান অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ করিলেও হয়, না করিলেও হয়। কাযেই উভয়থাই অর্থাৎ ভক্তি না থাকিলে, অথবা থাকিলে অভীষ্টফলোৎপাদন বিষয়ে কর্ম্মের কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না, ভক্তি না থাকিলে অঙ্গহীন কর্ম্ম, অভীষ্টফলোৎপাদনে একেবারে সমর্থই হয় না, আর ভক্তি থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনই হয় না। অতএব ভক্তি কোন কর্ম্মেরই অঙ্গ নহে। কারণ ভক্তিকে যে কর্ম্মেরই অঙ্গ বলিবে, সেই কর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ফলোৎপাদনের অপ্রয়োজক হইবে অর্থাৎ ভক্তি না

তত্তৎফলজননে তত্তৎকর্ম্মণোঽনুপযোগাদিতি। অতএব সা ন তস্যাপি কর্ম্মাদেরঙ্গং, যদ্যৈব সাঽঙ্গং স্যাৎ, তদেবোক্তন্যায়েন ফলজননেঽপ্রয়োজকং স্যাৎ, ভক্ত্যসত্ত্বেঽঙ্গাভাবেন, তৎসত্ত্বে তয়ৈবান্যথাসিদ্ধত্বেনোভয়থাঽপ্যপ্রয়োজকত্বাদিতি দিক্। ১৫

অবতরণিকা।

এবং ভক্তৌ শ্রদ্ধাভেদেঽনুকূলতর্কমভিধায় তদভেদে প্রতিকূলতর্কমাহ—

২৫। তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাৎ ॥ ১৬

তস্যামিতি—তস্যাং তত্ত্বে—ভক্তৌ শ্রদ্ধায়া অভেদে, অনবস্থানাৎ "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাম্" ইত্যাদিনা প্রোক্তস্য শ্রদ্ধানিষ্ঠ-

---

থাকিলে, অঙ্গহীন হইয়া ফলোৎপাদন করিতে পারিবে না, আর ভক্তি থাকিলে, কর্ম্মাদির সাহায্য ব্যতীত কেবল ভক্তিতেই ফললাভ হওয়ায়, কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজনই থাকিবে না, সুতরাং কর্ম্ম, উভয়থাই ফলোৎপাদনের অপ্রয়োজক হইবে। ১৫

অবতরণিকা।

ভক্তিতে যে শ্রদ্ধার সহিত ভেদের অনুমান করা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এইরূপে অনুকূল তর্ক বলিয়া, ভক্তির সহিত শ্রদ্ধার অভেদ সম্বন্ধে একটি প্রতিকূল তর্ক বলিতেছেন।

মূ, অ, ২৫। ভক্তির সহিত শ্রদ্ধার অভেদ হইলে, অনবস্থা অর্থাৎ অব্যবস্থা হইয়া পড়ে ॥ ১৬

তাহাতে অর্থাৎ ভক্তিতে তত্ত্ব, কিনা, শ্রদ্ধাত্ব থাকিলে, অর্থাৎ ভক্তিতে শ্রদ্ধার অভেদ থাকিলে, অব্যবস্থা হইয়া পড়ে। দেখ "যে শ্রদ্ধাবান্ মনুষ্য আমাকে ভজনা করে" (গী, ৬ অ, ৪৭ শ্লো:) ইত্যাদি বাক্যে শ্রদ্ধাকে যে ভক্তির অঙ্গ

তয়া ভক্ত্যঙ্গত্বস্য অনবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ, অভেদেনাঙ্গাঙ্গিভাবস্যা সম্ভবাৎ, কিঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত ইত্যাদিনা শ্রদ্ধাভক্ত্যো পৃথঙ্‌নির্দ্দেশস্য তদভেদেঽনুপপত্তিঃ স্যাদিতি ॥ ১৬

অবতরণিকা।

ননু কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানানাং, মুক্তৌ জনয়িতব্যায়াং, প্রত্যেক পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রাধান্যং, নতু সর্ব্বতোঽপি ভক্তে প্রাধান্যং, কর্ম্মজ্ঞানয়োস্তদঙ্গত্বং বা, তথা সতি, তত্তৎপ্রাধান্য- মভিপ্রেত্য কর্ম্মকাণ্ডোপাসনাকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডতয়া সহস্রশাখাত্ম- কস্য বেদস্য ত্রিপ্রকারকো বেদব্যাসাদিভিঃ কৃতোবিভাগো- ঽনুপপন্নঃ স্যাৎ, উপাসনায়া এব প্রাধান্যাদিত্যত আহ—

বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতিশূন্য হয়, কারণ, অভিন্ন বা একই বস্তুতে অঙ্গাঙ্গিভাব কখনই থাকিতে পারে না। আরও দেখ, শ্রদ্ধা আর ভক্তি যদি বাস্তবিকই অভিন্ন হইত, তা'হলে "শ্রদ্ধা, ভক্তি-সমন্বিত" ইত্যাদি বাক্যে শ্রদ্ধা এবং ভক্তিকে যে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত হইত। ১৬

অবতরণিকা।

আচ্ছা, মুক্তির উৎপাদন বিষয়ে, কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান, ইহাদের প্রত্যে- কেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ প্রাধান্যই স্বীকার করিব, ভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভক্তির অঙ্গত্ব স্বীকার করিতে যাই কেন? দেখ, যদি ভক্তিই প্রধান এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান তাহার অঙ্গ হইত, তাহা হইলে, বেদব্যাসাদি মহর্ষিগণ কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান, ইহাদের প্রত্যেকের প্রাধান্য দ্যোতনার্থ সহস্রশাখাসম্পন্ন বেদকে যে সমানপ্রকারে (১) কর্ম্মকাণ্ড, (২) উপাসনাকাণ্ড, এবং (৩) জ্ঞানকাণ্ড, এই তিন কাণ্ডে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা কখনই যুক্তিযুক্ত হইত না; কেন না একমাত্র উপাসনা বা ভজনেরই প্রাধান্য থাকিত। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

২৬। ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামর্থ্যাৎ ॥ ১৭

ব্রহ্মকাণ্ডমিতি—জ্ঞানকাণ্ডতয়া, উপাসনাকাণ্ডতয়া, কর্ম্ম-কাণ্ডতয়া বা প্রসিদ্ধো যো বেদৈকৈকদেশঃ, স সর্ব্বোঽপি ব্রহ্ম-কাণ্ডাত্মক এব ভবিতুমর্হতি, প্রাধান্যেন সর্ব্বস্যৈব বেদাদিবাক্যস্য ব্রহ্মণ্যেব—যজ্ঞাদৌ হবিরাদ্যুদ্দেশ্যতয়া, উপাসনায়ামুপাস্যতয়া, জ্ঞানে বিষয়তয়া তাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ। ভক্তৌ তু প্রধানভূতায়াং তস্য জ্ঞানাদিকস্য অনুজ্ঞানায় অঙ্গত্বেন জ্ঞাপনায় পৃথগভিধানম্। ননু কিমত্র বিনিগমকং যদ্ভক্তিঃ প্রধানং, জ্ঞানকর্ম্মণী চাঙ্গে? ইত্যাশঙ্কায়াং ভক্তিপ্রাধান্যে বিনিগমকমাহ—সামর্থ্যাৎ

মূ, অ, ২৬। সমুদয় বেদকে একমাত্র ব্রহ্মকাণ্ড বলি-লেও হয়, তবে মুক্তির উৎপাদনে ভক্তিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সামর্থ্য এবং জ্ঞানাদি তাহার অঙ্গ, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই বেদের তিন প্রকার ভাগ করা হইয়াছে। ১৭

জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ডরূপে প্রসিদ্ধ যে বেদের এক একটি অংশের কথা বলিতেছ, উহাদের সকলকেই একমাত্র ব্রহ্মকাণ্ড নামে অভিহিত করা উচিত ছিল। কারণ একমাত্র ব্রহ্মেতেই নিখিল বেদবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্য-বসিত হইয়াছে। দেখ, কর্ম্মকাণ্ডে—যজ্ঞাদি কর্ম্মে সেই ব্রহ্মের উদ্দেশেই হবনীয় পদার্থের উৎসর্গ করিতে বলা হইয়াছে, উপাসনাকাণ্ডে ব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, এবং জ্ঞানকাণ্ডে সেই একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। তবে ভক্তিই প্রধান, আর জ্ঞানাদি যে তাহার অঙ্গ, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই তিনটি পৃথক পৃথক কাণ্ডের অবতরণ করা হইয়াছে মাত্র। যদি বল ভক্তিই প্রধান, এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম—তাহার অঙ্গ, ইহার নিশ্চায়ক হেতু কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভক্তির প্রাধান্যের প্রতি নিশ্চায়ক হেতুর নির্দ্দেশ

পূর্ব্বোক্তন্যায়েন চতুর্ব্বিধায়া অপি, মুক্তৌ—পরমাত্মনি জীবাত্মলয়-স্বরূপায়াং, স্বস্বরূপেণাবস্থিতিরূপায়াং বা, ভক্তেরেব সাক্ষাজ্জনক-ত্বসামর্থ্যমস্তীতি তদেব প্রধানমিতরত্তু যথাসম্ভবমন্তঃকরণশুদ্ধিপ্রে-মাস্পদদর্শনাদিদ্বারা তত্রাঙ্গমিতি যথাসামর্থ্যমুন্নীয়ত ইতি দিক্॥১৭

ভক্তিঃ কেবলমত্যভীষ্টজননে প্রাধান্যমালম্বতে
যচ্চান্যদ্বিহিতং তদঙ্গমখিলং তৎসিদ্ধয়ে কল্পতে।
তাং তাং শক্তিমবেক্ষ্য সম্ভবমভিপ্রেত্য স্ফুটং ব্যাহৃতং
শাণ্ডিল্যেন মুনীশ্বরেণ কৃপয়া ভক্ত্যর্থিতাশালিনাম্॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়ঠক্কুর-সন্মিশ্রশ্রীভবদেবরচিতে শাণ্ডিল্যসূত্রস্যাভিনব-ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়া-হ্নিকম্, প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

করিতেছেন। ভক্তির সামর্থ্যই, উহার প্রাধান্যের প্রতি হেতু, অর্থাৎ পূর্ব্বো-যুক্তি অনুসারে পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্তিরূপা, অথবা আত্মার অবিদ্যারূপ উপাধি হইতে উন্মুক্ত হইবার পর, নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিতিরূপা মুক্তির উৎপত্তির প্রতি মধুর, সখ্য, বাৎসল্য এবং দাস্য, এই চতুর্ব্বিধভাবে উপাসনারূপা ভক্তিরই সাক্ষাৎ জনকত্বরূপ সামর্থ্য বা শক্তিবিশেষ অঙ্গীকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভক্তি প্রধান। কর্ম্ম ও জ্ঞান যথাক্রমে অন্তঃকরণের শুদ্ধি ও পরমপ্রেমাস্পদ পরমাত্মার সহিত পরিচয় মাত্র সম্পাদন করে বলিয়া, উহারা ভক্তির অঙ্গ। ফলতঃ মুক্তি-উৎপাদন কার্য্যে ভক্তি, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, ইহাদের নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে উপকারকারিতা-নিবন্ধন প্রাধান্য এবং অঙ্গত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

ইষ্ট ফল উৎপাদনে ভক্তিই প্রধান,
ভক্তি উৎপাদনে হেতু কর্ম্ম আদি আন।
ভক্ত্যর্থীর প্রতি মুনি হইয়া সদয়
শক্তি-অনুসারে অঙ্গ-অঙ্গীভাব কয়॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকের ভাষ্যব্যাখ্যা। প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

অধ্যায়াব[illegible]

[illegible]হতি-প্রৌঢ়প্রীতিরূপা প্রদিষ্টা ভক্তি[illegible]নামিবোচ্চৈঃ
স্যা হেতু জ্ঞানমেতস্য সাক্ষাৎ তদ্ যস্ম[illegible]য়েঽভ্যধায়ি॥

ইহ খলু "সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে [illegible]াদ্যখিলজনা-
ভ্যর্থনাবিষয়তয়া সংস্মৃতায়াঃ মুখ্যবৈষ্ণবানাং [illegible]রসাভিজ্ঞানাং
স্বস্বরূপাবস্থানপরমাত্মলয়াদিলক্ষণকত্বেঽপি দুঃখাননুবিদ্ধান-
বচ্ছিন্নসুখসাক্ষাৎকাররূপতয়া পর্য্যবসিতায়া মুক্তেঃ সকলপ্রেক্ষা-
[illegible]দুপেক্ষানর্হতয়া প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মুক্তিরভিহিতা, সা কথং
[illegible]াদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং, প্রকৃতার্থতাবিষয়তানিরূপিতসাক্ষাৎসাধনত্ব-

---

অধ্যায়াবতরণিকা।

গোপিকাগণের কৃষ্ণে আছিলা যেমতি
অতিপ্রৌঢ় প্রীতিরূপা বিমল ভকতি।
তাহার কারণ জ্ঞান, জ্ঞানের কারণ
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্রমে হ'বে নিরূপণ॥

এই জগতে, "আমার, কেবলই নিরবচ্ছিন্ন সুখ হোক, একটুও যেন দুঃখ না হয়" ইরূপে সাংসারিক যাবৎ ব্যক্তিই, মুক্তিরই প্রার্থনা করে, এবং ভক্তিরসাভিজ্ঞ [প্র]ধান প্রধান বৈষ্ণবগণ "নিজের স্বরূপে অবস্থান অথবা পরমাত্মাতে লয়" ইত্যাদি [রূ]পে মুক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেও, উহা বস্তুগত্যা দুঃখের সম্পর্কশূন্য ও নিরবচ্ছিন্ন [সু]খের অনুভব স্বরূপা বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে, কাজেই উহা, জ্ঞানবান্ মাত্রেরই [অ]নুপেক্ষণীয়, এবং সুখানুভবস্বরূপ বলিয়া সকলেরই ঈপ্সিত, যাহা সকলের ঈপ্সিত, [প্র]থম তাহারই প্রসঙ্গ হওয়া উচিত, এইজন্য প্রথমে প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে উহার [ক]থাই বলা হইয়াছে। পরে সেই মুক্তি কি উপায়ে উৎপন্ন হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসার [প]র, প্রসঙ্গসঙ্গতি দ্বারা নির্দ্ধারিত অর্থের সাধনোপায়-প্রদর্শক উপোদ্‌ঘাত—সঙ্গতি

স্বরূপয়োপদ্ঘাতসঙ্গত্যা মুক্তেঃ সাক্ষাজ্জননী ভক্তিরভিহিতা। অথ ভক্তিরপি ক[illegible]াকাঙ্ক্ষায়াং, প্রকৃতার্থতাবিষয়তা-নিরূপিতসাক্ষাৎসা[illegible]নিরূপিতহেতুতা-লক্ষণয়া, মুক্তৌ জন-য়িতব্যায়াং, ভক্তি[illegible] পরমুখনিরীক্ষকতয়োপজীবকতা-পরনামকয়া হেতু[illegible]ত্যা পরভক্তেরন্তরঙ্গতয়া সাধনান্যপর-ভক্তিতয়া প্রসিদ্ধানি, যাবৎপরভক্তিদার্ঢ্যমতিপ্রযত্নেন মুমুক্ষুভি-র্নিষ্পাদ্যানি, শ্রবণমননিদিধ্যাসনসাক্ষাৎকাররূপাণ্যভিধেয়ানীতি মিথোবিবিচ্যৈতদভিধানায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। বুদ্ধীতি—

২৭। বুদ্ধি-হেতু-প্রবৃত্তিরা বিশুদ্ধের-বঘাতবৎ ॥ ১

বুদ্ধিরবধারণাত্মকসাক্ষাৎকাররূপাঽতিপ্রকৃষ্টতত্তদনেকগুণ-

অনুসারে মুক্তির সাক্ষাৎ উৎপাদিকা ভক্তির কথাও বলা হইয়াছে। পরে সেই ভক্তি আবার কি উপায়ে উৎপন্ন হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, যাহা প্রসঙ্গ সঙ্গতি সাধিত অর্থের সাধকীভূত হেতুরও হেতুস্বরূপ, সেই তৃতীয় হেতুর নির্দ্দেশকারিণী হেতুতা-নামক সঙ্গতি অনুসারে পরাভক্তির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ উৎপাদক এবং অপর ভক্তিনামে প্রসিদ্ধ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতির কথা বলিবার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইল। কেননা এই শ্রবণ, মনন প্রভৃতি, যে পর্য্যন্ত পরাভক্তির দৃঢ়তা না হয়, সে পর্য্যন্ত মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক অতি যত্নসহকারে সংসাধিত হয়। মুক্তি নিজ উৎপত্তি বিষয়ে ভক্তির অপেক্ষা করে, হেতুতা সঙ্গতি দ্বারা আবার সেই ভক্তির কারণের নির্দ্দেশ হয়, সুতরাং ইহাকে পরমুখ-নিরীক্ষক বা উপজীবক বলা যাইতে পারে।

মূ, অ, ২৭। যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধি অর্থাৎ ভক্তির দৃঢ়তা না হয়, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধি অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত শ্রবণ-মননাদির প্রবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস করিবে, অবঘাতের ন্যায়। ১

বুদ্ধি শব্দের অর্থ—নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, উহা কথনও নানাবিধ অতিপ্রকৃষ্টগুণশালী স্বপ্রকাশ এবং অখণ্ডানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সেই সেই প্রগাঢ় আনন্দোৎপাদক, অ,নন্ত

শালিনঃ স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ প্রৌঢ়ানন্দপ্রযোজ-কানেকবিধাদ্ভুতধর্ম্মপ্রকারিকা, প্রৌঢ়ানন্দতিরোভূতবিশেষণ-জ্ঞানাত্মকবিশিষ্টজ্ঞানস্বরূপসবিকল্পকজ্ঞানসামগ্রীকত্বেন নির্ব্বিকল্প-করূপা বা হৃদয়সরোবরান্তঃপরিসরে নবঘনসুন্দরস্য শ্রীকৃষ্ণাদি-স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ প্রতীতিঃ, সা চ স্বতঃপ্রযত্নেন সাধয়িতুমশক্যেতি, তন্নিষ্পত্তয়ে শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি কল্পনীয়ানি,তথাচ শ্রুতিঃ—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য' ইতি, এবং "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ",

---

বিধ অদ্ভুত গুণের প্রকাশকারিণী সবিকল্পকস্বরূপা হয়, আর কখন বা হৃদয়-সরোবরের অভ্যন্তরে তথাবিধ প্রৌঢ়ানন্দের আবির্ভাবনিবন্ধন বিশেষণজ্ঞানাত্মক সবিকল্পক জ্ঞানবিশেষের বিলয়কারিণী নবীন মেঘের ন্যায় মনোহর শ্রীকৃষ্ণাদিস্বরূপ ব্রহ্মের নির্ব্বিকল্পক প্রতীতিরূপাও হয় (১)। সেই বুদ্ধি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ প্রতীতিকে মনুষ্য নিজের প্রযত্নে উৎপাদন করিতে পারে না, এই হেতু তথাবিধ বুদ্ধির উৎপাদনার্থ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদির অনুষ্ঠান আবশ্যক। এবিষয় শ্রুতি প্রমাণ যথা—"আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে, তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিবে, তাঁহার বিষয় মনন করিবে এবং তাঁহাকে ধ্যান করিবে।" আরও "বেদবাক্য হইতে তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিবে, এবং উপপত্তি সহকারে মনন করিবে" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও উক্ত বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে 'আত্মা' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, উহার অর্থ পরমাত্মা। কেন না "তাঁহাকে জানিয়াই

---

(১) জ্ঞান মাত্রকে সামান্যতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) সবিকল্পক জ্ঞান, ২) নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর গুণাদিও ভাসিত হয়। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে সরূপ হয়না, বাক্যদ্বারা যে জ্ঞানের স্বরূপ-প্রকাশ অসম্ভব, তাহার নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানই বুদ্ধিশব্দের প্রতিপাদ্য। সবিকল্পক জ্ঞানে হৃদয়ানন্দকারী বিবিধ অলৌকিক গুণের সহিত ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ আমি এবম্ভূত ব্রহ্মকে জানিতেছি এইরূপ উদ্বোধ থাকে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে ব্রহ্মের গুণ বা স্বরূপ কিছুরই উদ্বোধ থাকে না, হৃদয় কেবল আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে। সাকার বিষয়ে নির্ব্বিকল্পক এবং নিরাকার বিষয়ে যে সবিকল্পক জ্ঞান হইতে পারে, ভাষ্যকার ভঙ্গীক্রমে তাহা দেখাইয়াছেন।

ইত্যাদিস্মৃতিরপ্যেতদর্থিকাঽনুসন্ধেয়া। আত্মাঽত্র পরমাত্মা, "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইত্যাদিশ্রুত্যা পরমাত্মসাক্ষাৎকারভিন্নস্য সাক্ষান্মুক্ত্যুপায়স্য প্রতিষেধাৎ। বস্তুতস্তু আত্মপরমাত্মনোরভিন্নত্বমভিপ্রেত্য সর্ব্বস্যাত্মোপাধিকং প্রিয়ত্বমিত্যতিপ্রেমাস্পদত্বমভিধাতুমাত্মপদপ্রয়োগ ইতি ধ্যেয়ম্। "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" ইত্যাদিনা ভগবদ্বাক্যেন, "আত্মাহ্যয়ং সর্ব্বস্য" ইত্যাদিবেদবাক্যসমূহেন, গুরূপদেশসহস্রেণ চায়মর্থোঽধ্যবসেয় ইতি। তানি চ শ্রবণাদীনি, "সকৃৎকরণং হি শাস্ত্রার্থঃ" ইতি ন্যায়েন

অতিমৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। সংসারবন্ধন হইতে এড়াইবার আর অন্য পথ নাই" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ভিন্ন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিবার অপর উপায়ান্তরের 'নাই' বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। ফল কথা উক্ত স্থলে পরমাত্মশব্দেরই ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া যে, কেবল 'আত্মা' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা প্রথমত আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ আত্মাই সকলের প্রিয়, পরমাত্মস্থলে সেই আত্মশব্দের ব্যবহার করায়, পরমাত্মাও যে তথাবিধ প্রিয়, ইহাও সূচিত করা হইয়াছে। "হে গুড়াকেশ—জিতনিদ্র, অর্জ্জুন, আমিই সর্ব্বভূতের অন্তর্হৃদয়স্থিত প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা," (গী, অ ১০, শ্লোঃ ২০) ইত্যাদি শ্রীভগবদ্‌বাক্যদ্বারা, "ইনিই সকলের আত্মা" ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহদ্বারা এবং গুরুজনের অসংখ্য উপদেশ দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মা যে অভিন্ন ইহা ভালরূপে জানিতে পারিবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে— 'শাস্ত্রে সামান্যভাবে যাহার অনুষ্ঠান করিতে বিধান করা হইয়াছে, একবার মাত্র তাহার অনুষ্ঠান করাই শাস্ত্রের আজ্ঞা বা অভিপ্রায়, অর্থাৎ একবার মাত্র সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শাস্ত্রের আজ্ঞা সম্যক্-প্রতিপালিত হয়।" এই নিয়মানুসারে, "আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে" এই শ্রুতিদ্বারা বিহিত আত্ম-

ক্ষদেব বিষেয়াস্যুতাসকৃদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ--আ বিশুদ্ধেরিতি।
াদৃশী যা স্বাত্মাভিন্নপরমাত্মপ্রতীতিঃ, তদ্ধেতুভূতানি যানি
বণাদীনি, তদনুকূলা যা প্রবৃত্তিঃ, সা আ বিশুদ্ধেঃ, বিশুদ্ধির্ভক্তি-
র্ঢ্যং তৎপর্য্যন্তং তদাচরণমিত্যর্থঃ, তত্র দৃষ্টান্তমাহ—
বঘাতবৎ। যথা যাগাঙ্গপুরোডাশার্থকবৈতুষ্যার্থং—"ব্রীহীনব-
ন্তী"ত্যুক্তং, স চাবঘাতো বৈতুষ্যাত্মকদৃষ্টোপকারদ্বারা ক্রতো-
ঙ্গমিতি, প্রকৃষ্টবৈতুষ্যপর্য্যন্তং বিধীয়তে, তথা দুর্ব্বাসনাদিক-
নোমালিন্যনিরাসদ্বারা শ্রবণাদিকং ভক্তাবুপযোগীতি যাবৎ

নাদিরূপ কার্য্যের কি একবার মাত্রই অনুষ্ঠান করিবে, অথবা বারম্বার অনুষ্ঠান
রিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, "যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধি অর্থাৎ পরাভক্তির
তা না হয়," অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-প্রতীতির হেতুরূপে যে শ্রবণ
নাদি উক্ত হইয়াছে, তাহাদের অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধি-পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে
বে। বিশুদ্ধি শব্দের অর্থ ভক্তির দৃঢ়তা, যে পর্য্যন্ত ভক্তির দৃঢ়তা না হয়, সেই পর্য্যন্ত
াদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এবিষয়ে একটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—
বঘাতের ন্যায়" অবঘাত শব্দের অর্থ মুষলের আঘাতে, যজ্ঞে পুরোডাশের নিমিত্ত
বর্ত্তব্য ব্রীহির তুষ ছাড়ান, তথাবিধ অবঘাত; তুষ ছাড়ান রূপ প্রত্যক্ষ ফলের
পাদন করাতে যজ্ঞের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। উহা "ব্রীহির অবঘাত
রিবে" এইরূপ সামান্যাকারে বিহিত হওয়ায় ব্রীহিতে একবারমাত্র আঘাত করিয়া
মান্য একটু তুষ ছাড়াইলেই শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা যাইতে পারিত, কিন্তু
রোডাশনামক পিষ্টক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যখন তুষ ছাড়ানর ব্যবস্থা করা
য়াছে, তখন যাহাতে একেবারে তুষ না থাকে, তাহাই কর্ত্তব্য, এই হেতু যেপর্য্যন্ত
কবারে তুষ-শূন্য না হয়, সেই পর্য্যন্ত বারম্বার অবঘাত করা হয়। এখানেও
ইরূপ। দেখ, শ্রবণ-মননাদি, মনের দুর্ব্বাসনা প্রভৃতি মলা দূর করে বলিয়াই ভক্তির
যোগী হইয়াছে। সুতরাং সেই পরাভক্তির যেপর্য্যন্ত দৃঢ়তা না হয়, সে পর্য্যন্ত

পরভক্তিদার্ঢ্যং, মনোবিশুদ্ধৌ, যাবন্মনোবিশুদ্ধিঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনীয়মিত্যলং পল্লবিতেন। ১

অবতরণিকা।

অথ ভক্তিদার্ঢ্যপর্য্যন্তং ভক্ত্যঙ্গানাং শ্রবণাদীনামেবাচরণমুত শ্রবণাদ্যঙ্গানাং গুরূপসদনবেদাবিরোধিতর্কানুসন্ধানশমদমাদীনামপীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তদিতি।—

২৮। তদঙ্গানাম্। ২

স্বাঙ্গসহকৃতান্যেবাঙ্গানি প্রধানোপকারায় ক্ষমন্তে, নহি গজাশ্বাদিরহিতা সেনা সেনাপতিমুপকরোতি, নবা তদনুপকৃতোঽসৌ রাজ্ঞউপকারায় প্রভবতীতি, তস্মাদ্ভক্তিদার্ঢ্যং ভগবতি

মনের বিশুদ্ধিসম্পাদনার্থ শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। ১

অবতরণিকা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে পর্য্যন্ত ভক্তির দৃঢ়তা না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কি কেবল শ্রবণ-মননাদিরই অনুষ্ঠান করিবে? অথবা সেই সঙ্গে ঐ শ্রবণাদির অঙ্গ অর্থাৎ হেতুভূত গুরুসেবা, বেদের অবিরোধী তর্কদ্বারা তত্ত্বানুসন্ধান এবং শম, দম প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান করিবে? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন।—

মু, অ, ২৮। উহাদের অঙ্গেরও (অনুষ্ঠান করিবে)। ২

অঙ্গ সকল আবার নিজ নিজ অঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াই প্রধানের উপকার বা সহায়তা করিতে সমর্থ হয়। দেখ, যুদ্ধস্থলে সেনাপতি—প্রধান, সেনা—তাঁহার অঙ্গ, ঐ অঙ্গীভূত সেনার আবার, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই চারটি অঙ্গ। ঐ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিরহিত সেনা কখনই সেনাপতির উপকারে লাগে না এবং সেনাদ্বারা উপকৃত না হইয়া সেনাপতিও কখন, রাজার উপকারে সমর্থ হয় না।

প্রীতিপরাকাষ্ঠা তৎপর্য্যন্তং, তদঙ্গানামিব তদঙ্গানামপি গুরুপ্রসদনাদীনামাচরণমাবশ্যকমিতি দিক্। ২

অবতরণিকা।

অথ যা বুদ্ধির্ভক্তের্মুখ্যতোঽঙ্গং, তাং বিচারয়িতুমাহ—

২৯। তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ। ৩

কাশ্যপোমুনিঃ তাম্ ঐশ্বর্য্যপরাং মন্যতে, অপ্রতিহতেচ্ছত্ব-নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমত্ত্বাষ্টবিধৈশ্বর্য্যাদিপ্রকারিকেশ্বরবিশেষ্যিকা বুদ্ধির্ভক্তেরঙ্গং, সৈব চ ভক্তিমুপকুর্ব্বাণা মুক্তিমপি প্রযোজয়তীতি

এখানেও সেইরূপ যে পর্য্যন্ত ভক্তি দৃঢ়তা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীভগবানেও প্রীতির পরাকাষ্ঠা হয় না, সুতরাং প্রীতির পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি-পর্য্যন্ত ভক্তির অঙ্গ শ্রবণাদি, আর ঐ অঙ্গের অঙ্গ গুরুসেবাদি অবশ্যই আচরণীয়। ২

অবতরণিকা।

যে বুদ্ধিকে ভক্তির প্রধান অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার করিতেছেন—

মূ, অ, ২৯। কাশ্যপমুনি সেই বুদ্ধিকে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশিকা বলেন, যে হেতু ভগবান্ জীব হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন। ৩

কাশ্যপ-নামক মুনি ঐ বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশিকা বলেন, তাঁহার মতে অপ্রতিহতইচ্ছা, নিত্যজ্ঞান, নিত্যইচ্ছা, নিত্যযত্ন এবং অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বরবিষয়িণী বুদ্ধিই ভক্তির অঙ্গ, সেই বুদ্ধিই ভক্তির উপকার করতঃ মুক্তির প্রযোজিকা হয়। তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি হেতু "পরত্বাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া। ঈশ্বর জীবাত্মাসকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন,

কাশ্যপমতং, তত্র হেতুঃ পরত্বাৎ ইতি, ঈশ্বরোহি জীবাত্মভ্যো ইত্যন্তং ভিন্নো ভবতি, তদ্ভক্তিশ্চ জীবানাং তত্তদ্গুণপ্রকারক জ্ঞানাদেব ভবতি, ভবতি হি স্ত্রীণাং পুরুষে, সেবকানাং প্রভৌ বা তত্তদ্গুণবৈশিষ্ট্যজ্ঞানাদেব প্রীত্যুৎকর্ষঃ সেবোৎকর্ষোবেতি। এতচ্চ নৈয়ায়িকবৈশেষিকাদিরীত্যা জীবেশ্বরয়োরসর্ব্বজ্ঞত্ব-পরতন্ত্রেচ্ছত্বসর্ব্বজ্ঞত্বস্বতন্ত্রেচ্ছত্বাদিভির্বৈধর্ম্ম্যৈরত্যন্তং ভেদ ইত্যভিপ্রেত্যেতি ধ্যেয়ম্ । ৩

অবতরণিকা।

বেদান্তমতমাশ্রিত্যাহ—

৩০। আত্মৈকপদাং বাদরায়ণঃ। ৪ (ক)

আত্মেতি—বাদরায়ণো বেদান্তসূত্রকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবঃ,

জীবদিগের, তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক গুণের জ্ঞান হইলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি হয়। আমরা লৌকিক ঘটনায় দেখিতে পাই, পুরুষের নানাবিধ বিশেষ গুণ জানিতে পারিলেই স্ত্রী, পুরুষের প্রতি বিশেষরূপে অনুরাগিণী হয়, এবং প্রভুর বিশেষ গুণ জানিতে পারিলেই ভৃত্য তাঁহার আদরে সেবা করিয়া থাকে। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ জীবের অসর্ব্বজ্ঞত্ব এবং পরাধীনেচ্ছত্বাদি ধর্ম্মহেতুক এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং স্বাধীনেচ্ছত্বাদি ধর্ম্মনিবন্ধন পরস্পরের যে ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই কাশ্যপের মতের মূল বুঝিতে হইবে।

অবতরণিকা।

বেদান্তমত আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন,—

মু, অ, ৩০। বাদরায়ণ ঐ বুদ্ধিকে আত্মমাত্রবিষয়িণী বলিয়াছেন। ৪

বাদরায়ণ—বেদান্ত-সূত্রকর্ত্তা ভগবান্ ব্যাসদেব বলেন, শুদ্ধ স্বপ্রকাশ অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মাই পদ অর্থাৎ বিষয় যাহ, এইরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ

াত্মা, শুদ্ধস্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দস্বরূপঃ, পদং বিষয়োযস্যাঃ তাং, াদ্ধসচ্চিদানন্দস্বরূপাত্মমাত্রবিষয়াং নিরন্তরতদভ্যাসাত্মকতদ্ভজন-রূপেশ্বরভক্তিসম্পাদনদ্বারা মুক্তিজননীতি মন্যতে। অস্যায়-াশয়ঃ—স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দাত্মকং ব্রহ্ম তদেব সত্যম্, অন্যচ্চ দজ্ঞানাদারভ্য বুদ্ধ্যহংকারমনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাক্‌পাণিপাদ-ায়ূপস্থশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মকঃ সূক্ষ্মো, গগনবায়ুতেজোঽবনী-পশ্চ স্থূলঃ, প্রপঞ্চোন বস্তুতঃ সন্, কিন্তু স্বাপ্নিকপ্রপঞ্চ ইবাত্মনি ােষবশাদ্ভাসতে। ততঃ প্রপঞ্চমিথ্যাত্বাবধারণজনিতবৈরাগ্যাদাত্মনি দানন্দে দৃঢ়তরমভ্যাসো ভবতি, ততশ্চালীকবাসনাকর্ম্মাসদ্ভূতঃ াপঞ্চো, রজ্জুত্বাবধারণানন্তরং রজ্জৌ সর্পত্বভ্রমকারণকাধ্যাসবন্নি-

---

াত্মা, বিশুদ্ধ, সৎ, এবং আনন্দস্বরূপ, তন্মাত্রবিষয়িণী বুদ্ধি, নিরন্তর অভ্যাসাত্মক জনস্বরূপ ঈশ্বরভক্তি সম্পাদন দ্বারা মুক্তির জননী হয়। এই মতের তাৎপর্য্য ই যে, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, াত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, া, এবং গন্ধ ইত্যাদি, সূক্ষ্ম-প্রপঞ্চ, এবং গগন, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীরূপ স্থূল পঞ্চ, এ সমুদয় বাস্তবিক সৎ নহে, কিন্তু বাতপিত্তাদিদোষহেতুক আত্মাতে যেমন নত্য স্বাপ্নিকপদার্থের প্রতীতি হয়, অবিদ্যাদোষে উহারাও আত্মাতে সেইরূপ াসিত হয় মাত্র। তাহার পর, উক্ত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবধারণ জনিত বৈরাগ্য-তঃ চিদানন্দময় আত্মাতে চিত্তের দৃঢ়তর একাগ্রতার অভ্যাস হয়। অনন্তর, মন রজ্জুতে সর্পভ্রমকারীর রজ্জু নিশ্চয় হইলে, উহাতে যে সর্পত্বের মিথ্যা আরোপ িয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ তথাবিধ অভ্যাস উৎপন্ন হইলে, জীবের অলীক বাসনা, কার্য্য এবং অসৎরূপে উদ্ভূত প্রপঞ্চও নিবৃত্ত হয় এবং সেই সঙ্গে

বর্ত্ততে, নিবর্ত্ততে চ তজ্জন্যং ত্রাসাদীত্যেবং তজ্জন্যং ভয়ঞ্চ নিবর্ত্ত ইতি, শুদ্ধাত্মস্বরূপেণাবস্থিতির্ভবতি, সৈব মুক্তিরভিধীয়তে। অজ্ঞানা-ত্মকবীজাভাবেন, কর্ম্মাদৃষ্টাদ্যাত্মকাঙ্কুরশরীরাদ্যাত্মকপ্রকাণ্ডসাংসারিক সুখদুঃখাদ্যাত্মকফলস্বরূপস্য সংসারবৃক্ষস্যানুৎপত্ত্যা তদুপাধিকস্য জীবত্বস্যাপি নিবৃত্তৌ ব্রহ্মস্বরূপতাসিদ্ধেঃ পুনরাবৃত্ত্যসংভবাদিতি। ৪

অবতরণিকা।

প্রকৃতসূত্রকৃন্মতমাহ।

৩১। উভয়পদাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্॥ ৫

তজ্জন্য ত্রাস ও ভয়াদিরও নিবৃত্তি হয়, সুতরাং তৎকালে আত্মা স্বকীয় বিশুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থান করেন। আত্মার এই বিশুদ্ধস্বরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। এই সংসার একটী বৃক্ষস্বরূপ, অজ্ঞান উহার বীজ, কর্ম্ম ও অদৃষ্টাদি অঙ্কুর, শরীরাদি গুঁড়ি এবং সাংসারিক সুখ দুঃখাদি উহার ফল। অজ্ঞানরূপ বীজের বিনাশ হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপ সংসারবৃক্ষের একেবারেই উৎপত্তি না হওয়ায় ঐ সংসাররূপ উপাধিজন্য জীবত্বেরও নিবৃত্তি হয়, কাজে কাজেই আত্মাতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপত্ব আসিয়া পড়ে, একবার ব্রহ্মরূপত্ব লাভ হইলে, আর পুনরায় জীবত্বের আবৃত্তি হইতে পারে না। ৪ *

অবতরণিকা।

এক্ষণে প্রকৃত সূত্রকৃৎ অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তা নিজের মত বলিতেছেন।

---

* স্বপ্নেশ্বর এই সূত্রের "আত্মৈকপরাং" এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন।

শাণ্ডিল্যঃ আচার্য্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাং সতর্কশোধিতাভ্যাং বেদানুমানাভ্যাম্ উভয়পদাং, উপাসনাকাণ্ড-তদুপজীবিকানেক-গ্রন্থাবধারিতং ভেদপক্ষমাশ্রিত্যান্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তং জীবব্রহ্মভেদবিষয়াং, শুদ্ধে চ তস্মিংস্তদভেদবিষয়াং, বুদ্ধিং ভক্তিসম্পাদিকাং ভক্তিদ্বারা চ মুক্তিজননীং মনুতে। অয়মাশয়ঃ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "এষ আত্মান্তর্হৃদয়মেতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃপ্রেত্যাভিসম্ভবিতাসীতি। (ছান্দোগ্য উপ°) এবং "যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীত্যাদি (তৈত্তিরীয়োপ°)

মূ, অ, ৩১। আচার্য্য শাণ্ডিল্য, শব্দ (সমুদয় শাস্ত্র) এবং উপপত্তি (যুক্তি ও অনুমান) দ্বারা উভয়পদা অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, এবং উহাদের পরস্পর অভেদ, এই উভয় বিষয়িণী ভক্তিকে মুক্তির সম্পাদিকা বলিয়াছেন ॥ ৫ ॥

শাণ্ডিল্য আচার্য্য, শব্দ, এবং উপপত্তি অর্থাৎ তর্ক বা যুক্তি, দ্বারা প্রমাণীকৃত বেদাদি-শাস্ত্র এবং অনুমান প্রভাবে উভয়-বিষয়িণী জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ, এই উভয়, বিষয়িণী অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ড এবং তন্মূলক শাস্ত্রনিবন্ধসমূহদ্বারা অবধারিত এবং চিত্তের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সমভাবে প্রতীয়মান, জীব ও ব্রহ্মের ভেদবিষয়িণী এবং চিত্তের শুদ্ধির পর, জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদ প্রতীত হয়, তথাবিধ অভেদবিষয়িণী, এই উভয়বিধ বুদ্ধিকেই ভক্তির সম্পাদিকা, এবং ঐ ভক্তির দ্বারা মুক্তির জননী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, "এই সমুদয় অনুভূয়মান বস্তুই ব্রহ্ম, এই হৃদয়-মধ্যস্থিত আত্মাও ব্রহ্ম, এই সংসার হইতে প্রস্থান করিয়া তুমিও এই ব্রহ্মরূপে পরিণত হইবে।" এবং "যাঁহা হইতে এই সকল দৃশ্যমান পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার কৃপায়

শ্রুতির্ব্রহ্মণ ঈশ্বরত্বমাহ। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫ অধ্যায়, শ্লোঃ ৭) ইত্যাদিবাক্যং জীবস্যাপি ব্রহ্মত্বমুপদিশতি। "তত্বমসি" (ছান্দো°) ইত্যাদিবাক্যং পদার্থবিধয়া তয়োর্ভেদং বাক্যার্থবিধয়া চাভেদং ব্রূতে। "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিস্তু তদিচ্ছয়া একস্যৈব তস্য সতঃ ভেদেন বহুত্বমাহ, "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে" ইত্যাদিশ্রুতিস্তু ঈশ্বরস্যৈব মায়োপাধিকং জীবত্বমাহ। উক্তঞ্চ বেদান্তে "স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ" ইত্যাদি। তস্মাদ্বশীকৃতমায় ঈশ্বর উপাস্যঃ, তদিচ্ছয়ৈব মায়য়ার্দ্দিতো জীব উপাসকঃ। প্রথমতঃ

জীবনধারণ করিতেছে এবং অবশেষে যাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়া যাঁহাতে লীন হয়।" ইত্যাদি শ্রুতি, পরব্রহ্মেরই ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ জগৎ-কর্তৃত্বাদি প্রতিপাদন করিতেছে। "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি গীতা-বাক্যেও জীবেরই ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে এবং "তুমিই সেই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের এক একটী করিয়া যখন প্রত্যেক পদের অর্থের বিচার করা হয়, তখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদই প্রতীত হয়, আর যখন, সমুদয় বাক্যের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করা হয়, তখন জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই হইয়া থাকে। আবার দেখ,—"আমি বহু হইয়া জন্মিব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা একমাত্র সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মই, ইচ্ছাপূর্ব্বক বহু ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপই প্রতীতি হইতেছে। অন্য দিকে, "ইন্দ্র মায়া দ্বারা জীবরূপে ভ্রমণ করিতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতি, আবার, "ঈশ্বরই যে মায়া দ্বারা জীবত্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন," ইহা প্রকাশ করিতেছে। এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "তিনিই ঈশ্বর, যাহার বশে মায়া এবং যিনি ঐ মায়া দ্বারা পরিচালিত, তিনিই জীব। অতএব মায়াকে বশকারী ঈশ্বরই উপাস্য এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে মায়া দ্বারা পরিচালিত জীব উপাসক। প্রথমেই

ঐশ্বর্য্যাদিবিশিষ্টভগবদ্‌বুদ্ধিরুপাসনাবীজং। ততঃ ক্রমাত্তদ্‌গুণ-পরিশীলনে সমুদ্ভূতায়াং প্রীতৌ শ্রীরাধিকায়াঃ শ্রীকৃষ্ণাভেদবুদ্ধিরি-বোপাসকস্যোপাস্যাভেদবুদ্ধির্জায়তে, স এবাহমিতি, সা চ যথার্থৈব, গৃহাবচ্ছিন্নাকাশমহাকাশয়োরিবাবিদ্যাবচ্ছিন্নচৈতন্যাখণ্ডচৈতন্যয়োর—ভেদাৎ, এতদভিপ্রেত্যৈবোক্তং তজ্‌জ্ঞৈঃ—"অহমেব পরং ব্রহ্ম ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্‌। ইত্যেবং সমুপাসীত ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণি স্থিতঃ" ইত্যাদি। এবঞ্চৈবম্বিধবেদানুকূলতর্কানুগৃহীতান্যনুমানান্যপি বোধ্যা-নীতি শিবম্॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানকে যে ঐশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন বলিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, উহাই উপাসনার বীজ, অর্থাৎ শ্রীভগবানকে আত্মাপেক্ষা বড় বলিয়া জ্ঞান হইলেই, তাঁহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। অনন্তর তাঁহার গুণের অনুশীলন বশতঃ তাঁহার উপর প্রীতি উৎপন্ন হইলে, শ্রীরাধিকার যেমন কৃষ্ণের সহিত আপনার অভেদ বুদ্ধি জন্মিয়াছিল, সেইরূপ উপাস্য এবং উপাসকের মধ্যে অভেদ বুদ্ধি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তিনিই আমি, এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। দেখ, ঘরের মধ্যস্থিত আকাশ এবং ঘরের বহিঃস্থিত মহাকাশ এই উভয়ের মধ্যে যেমন কোন ভেদ নাই, দুই একই, সেইরূপ অবিদ্যা বা মায়াদ্বারা ব্যাপ্ত চৈতন্য এবং মায়ার অতীত অখণ্ড চৈতন্য এই উভয়ই অভিন্ন, ইহাদের পরস্পরের কোন ভেদ নাই। এই অভেদটি বুঝাইবার অভিপ্রায়েই বেদান্তশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন "ব্রহ্মে যাহার চিত্ত সর্ব্বদা সংলগ্ন, তথাবিধ ব্রাহ্মণ, আমিই পরব্রহ্ম, আমি, সেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ নই" এইরূপ চিন্তা করতই তাঁহার উপাসনা করিবে। এইরূপ বেদানুকূল তর্কদ্বারা পরিপুষ্ট অনুমান সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ জানিবে। স্বপ্নেশ্বর আচার্য্য মূল সূত্রের "উভয়-পরাং" এইরূপ পাঠের উদ্ধার করিয়াছেন। অর্থ একই॥ ৫ ॥

অবতরণিকা।

নন্বু পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বকর্ত্তা, নিত্যবুদ্ধীচ্ছাকৃতিমান্, স্বতন্ত্রো, জীবাত্মা স্বল্পজ্ঞোঽল্পকর্ত্তা অনিত্যবুদ্ধীচ্ছাকৃতিমানেবং বৈধর্ম্ম্যসহস্রৈ জীবাত্মপরমাত্মনোর্ভেদবুদ্ধৌ জাগরূকায়াং "তত্ত্বমসী"ত্যাদি মহা-বাক্যৈরপি কথমভেদঃ? প্রত্যক্ষবাধিতমর্থং বেদোপি ন বোধয়তীতি ন্যায়াদিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে।

৩২॥ বৈষম্যাদসিদ্ধমিতি চেন্নাভিজ্ঞানবদবৈশিষ্ট্যাৎ॥ ৬

অবতরণিকা।

আচ্ছা, পরমাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, তাঁহার বুদ্ধিও নিত্য, ইচ্ছাও নিত্য এবং এবং কৃতি অর্থাৎ যত্নও নিত্য, এবং তিনি স্বতন্ত্র,—কাহারও অধীন নহেন। অন্য দিকে, জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, পরিমিত কার্য্য করিতেই সমর্থ, তাহার বুদ্ধি ইচ্ছা এবং কৃতি, এ সকলই অনিত্য, এইপ্রকারে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, এই উভয়ের মধ্যে হাজার হাজার বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বিপরীত গুণ দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি স্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠায়, "তুমিই সেই" ইত্যাদি মহাবাক্যসমূহের দ্বারাইবা কিরূপে অভেদ প্রতীতি হয়? কারণ একটা নিয়ম আছে যে, "সাক্ষাৎ বেদও প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কোন অর্থকে প্রতিপাদন করিতে পারে না।" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন।

সূ, অ, ৩২॥ যদি বল, জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং এই উভয়ের অভেদ(ঐক্য)—প্রতীতি সিদ্ধ হইতেই পারেনা, এরূপ বলিতে পার না, কারণ প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে যেমন ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সম্পন্ন বস্তুর অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ হইবে, প্রত্যভিজ্ঞার সহিত এ স্থলের কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

বৈষম্যাদিতি—নমু জীবাত্মপরমাত্মনোর্বৈধর্ম্ম্যলক্ষণাৎ বৈষম্যাৎ
বাক্যস্য তন্নুভয়াভেদলক্ষণবাক্যার্থবিষয়কশাব্দবোধজনকত্বমসিদ্ধম্
যাগ্যতানিশ্চয়স্য শাব্দবোধে প্রতিবন্ধকত্বাৎ, গ্রাহ্যাভাব-
শ্চয়স্যানাহার্য্য—বিশিষ্টজ্ঞানমাত্রপ্রতিবন্ধকত্বাচ্চেতি চেৎ ? ন,
ভজ্ঞানবৎ অবৈশিষ্ট্যাৎ, "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" "সোঽহমিত্যাদি"
্যভিজ্ঞানবৎ, "তত্তা"দ্যাত্মকধর্ম্মবিশিষ্টে ধর্ম্মিণি "ইদন্তা"দ্যাত্মক-
বৈশিষ্ট্যভানং বিনা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধো ন সম্ভবতীতি

আচ্ছা, তুমি যে বলিতেছ, "তৎত্বমসি" "(তুমিই সেই)" এই মহাবাক্যের
গুলি জীব ও ব্রহ্মের ভেদবোধক হইলেও সমুদয় বাক্যটী উভয়ের অভেদ
ক্য) বোধ করাইতেছে, ইহা কিরূপে হইতে পারে ? কারণ জীব ও ব্রহ্ম এই
য়ের ধর্ম্ম সকল পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন প্রকারধর্ম্ম যুক্ত
ক কথনই এক বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে না। দেখ, বাক্যার্থ বোধ
য় আমরা দুইটী নিয়ম দেখিতে পাই। (১) বাক্যে যদি যোগ্যতা না থাকে,
ৎ বাক্যান্তর্গত পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধের বাধা হয়, তবে সে বাক্যের দ্বারা
ন প্রকার অর্থেরই বোধ হয় না, যেমন "বহ্নিনা সেকঃ" "আগুনের দ্বারা
ান" এরূপ বাক্যের কোন অর্থই নাই। (২) বাক্যদ্বারা প্রতিপাদ্য বস্তুর
নস্থানে অভাব নিশ্চিত থাকিলে, সেইস্থানে সেই বস্তুপ্রকারক যথার্থ বা
াস্ত জ্ঞান কথনই হয় না, যেমন শশশৃঙ্গের অভাব নিবন্ধন, শৃঙ্গ-বিশিষ্ট শশ
া জ্ঞান কথনই হয় না, কাজেই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সম্পন্ন বস্তুদ্বয়ের অভেদ
। কোন প্রকারেই হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কাকারীকে বলিতেছেন

---

১) বাক্যান্তর্গত পদার্থ সমূহের পরস্পর অন্বয়ের বাধ না থাকার নাম যোগ্যতা।

২) বাধনিশ্চয় সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বস্তুর আরোপ করিয়া জ্ঞান করার নাম আহার্য্য
। যেমন কোনস্থলে অগ্নির অভাব নিশ্চয় জানিয়াও আমি যদি বলি যদি এখানে ধূম থাকে
অগ্নিও আছে। ইহা হইল আহার্য্য জ্ঞান, ইহার বিপরীতকে অনাহার্য্য জ্ঞান, অর্থাৎ ভ্রম
শূন্য জ্ঞান বলে।

প্রকৃতে অবিদ্যাবচ্ছিন্নাসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টে স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দাত্মনে ভগবতি শ্রীনন্দনন্দনেঽবিদ্যানবচ্ছিন্নসর্ব্বজ্ঞত্বাদিভানং ভবিষ্যতি স্বতোবিরুদ্ধয়োরপ্যসর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকয়োরবিদ্যাবচ্ছেদেন সা বাধকাভাবাৎ। অস্তি হি একস্মিন্ দেবদত্তে পূর্ব্বসময়াবচ্ছেদেন "তত্তা", উত্তর সময়াবচ্ছেদেন "ইদন্তা" তথৈবৈকস্মিন্

পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্পন্ন বস্তুদ্বয়ের অভেদ বোধ যে কখনই হইতে পারে না এমন কথা তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না। দেখ, প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে আমাদের ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্পন্ন বস্তুর অভেদ বোধ হইয়া থাকে, এবং আমরা যে স্থলে তাদৃশ বস্তুর অভেদ বোধ করিতেছি, প্রত্যভিজ্ঞার সহিত তাহার কোন বৈশিষ্ট্য নাই। পূর্ব্ববিজ্ঞাত বস্তুর পুনর্জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা, এস্থলে প্রত্যভিজ্ঞার এইরূপ অর্থই সঙ্গত। (৩) যে দেবদত্তকে আমরা যৌবনকালে রূপবান্, গুণবান্, বিদ্যাবান্, বুদ্ধিমান্ দেখিয়াছিলাম, আজ বৃদ্ধকালে তাহাকে নির্ব্বাণোন্মুখ, কোনবানই নয়, কেবল মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত দেখিয়াও আমরা বলিয়া থাকি "সেই এই দেবদত্ত" আর যে আমি যৌবনকালে কালাপাহাড়ের ন্যায় শাস্ত্রের নিয়ম ও সমাজ বন্ধনকে পদদলিত করিয়া উদ্দাম ভাবে বিচরণ করিতাম, আজ বৃদ্ধকালে বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, শান্ত, দান্ত, তিতিক্ষু ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়াও বলিতেছি—"সেই আমি", এই সকল প্রত্যভিজ্ঞার উদাহরণ স্থল। এ স্থলে দেখ, "সেই" এই কথাটি "সেই যৌবনকালের যাবতীয় ধর্ম্ম বা গুণবিশিষ্ট" এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে, যে সকল ধর্ম্মকে সংক্ষেপতঃ "তত্তা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিব এবং "এই" এই কথাটি ইদানীন্তন বৃদ্ধাবস্থার যাবতীয় ধর্ম্ম বা গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি রূপ অর্থের বোধক। যে সকল ধর্ম্মকে আমরা এক্ষণে "ইদন্তা" বলিব। ধর্ম্ম বা গুণের আশ্রয়কে ধর্ম্মী বলে। এক্ষণে দেখ, "তত্তা" এবং "ইদন্তা" এই দুইটি যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে "তত্তা" ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীতে "ইদন্তা" ধর্ম্মবিশিষ্টতার বোধ না করিলে,

---

(৩) জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানকেও প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়। আমার এইরূপ জ্ঞানও প্রত্যভিজ্ঞা।

ক শাখাবচ্ছেদে কপিসংযোগোমূলাবচ্ছেদেন তদভাবঃ। তথাচ
াবাক্যেন "ত্বং" পদার্থস্য জীবস্য, তৎপদার্থেশ্বরস্যাভেদো বাক্যার্থ-
ধয়া বোধ্যতে। প্রোক্তক্রমেণাযোগ্যতানিশ্চয়স্যাভাবাৎ, একা-
চ্ছেদেনৈকত্র ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধানেক-ধর্ম্মপ্রত্যয়ে বাধাভাবাদিতি।

সাঽয়ং দেবদত্তঃ" "সেই এই দেবদত্ত" ইত্যাদি বাক্যের অর্থবোধ একেবারেই
না, কাযেই "তত্তা" ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীতে "ইদন্তা" ধর্ম্মবিশিষ্টতার বোধ
রতেই হয়, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন, অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি—ধর্ম্মবিশিষ্ট
র্থাৎ জীবভাবাপন্ন স্বপ্রকাশ অখণ্ডানন্দময় পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপ
ীতে অবিদ্যানবচ্ছিন্ন সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের জ্ঞান না হইবেই বা কেন? সর্ব্বজ্ঞত্ব
ং অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অবিদ্যাবচ্ছেদে এবং
বিদ্যানবচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া একই ধর্ম্মীতে উহারা অনায়াসে থাকিতে পারে,
হাতে কোন বাধা হয় না। দেখ যেমন একই দেবদত্তরূপ ধর্ম্মীতে পূর্ব্বসময়
র্থাৎ যৌবনকালাবচ্ছেদে "তত্তা" এবং উত্তরকাল অর্থাৎ বৃদ্ধকালাবচ্ছেদে
দন্তা" ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, আর যেমন একই বৃক্ষে শাখাবচ্ছেদে বানরসংযোগ
ং মূলাবচ্ছেদে তাহার অভাব সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইপ্রকার আত্মারূপ
কই ধর্ম্মীতে অবিদ্যাবচ্ছেদে জীবত্ব এবং অবিদ্যানবচ্ছেদে ঈশ্বরত্ব, এই বিরুদ্ধ
দ্বয়ের অনায়াসে অবস্থান হইতে পারে। অতএব "তৎত্বমসি" "তুমিই সেই"
মহাবাক্যে "ত্বং (তুমি)" এই পদের প্রতিপাদ্য জীবের "তৎ (সেই)" এই
র প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের সহিত অভেদ বোধও অনায়াসে হইতে পারিল, তুমি
যোগ্যতার অভাবের কথা তুলিয়াছিলে, প্রত্যভিজ্ঞার দৃষ্টান্তে তাহা টেঁকিল
কারণ আমরা দেখিতেছি একই ধর্ম্মীতে অবস্থাভেদে নানাবিধ বিরুদ্ধ
র অস্তিত্ব* বিষয়ে কোনরূপ বাধা নাই। পরে ভাগলক্ষণা দ্বারা অর্থাৎ
য় সাধারণ বিশেষ্য বা ধর্ম্মী হইতে পরস্পর বিরুদ্ধ বিশেষণগুলির বিশ্লেষ-
রণীরূপ বাক্যের শক্তিবিশেষ দ্বারা অসর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ধর্ম্মের বিশ্লেষ
রলে, একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যেমন "সেই এই

পশ্চাৎ পুনর্ভাগলক্ষণয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকান্ ধর্ম্মান্ বি
শুদ্ধং চৈতন্যং পরিস্ফুরতি। যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যা
তত্তেদন্তাদিকং বিহায় শুদ্ধো দেবদত্তঃ পরিস্ফুরতীতি। ইয়
জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণোচ্যতে, স্বজন্যেঽন্বয়বোধে তত্তেদন্তা

দেবদত্ত" এই বাক্যে এক মাত্র দেবদত্তরূপ ধর্ম্মীতে "সেই" এবং "এই"
দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞান হইতেছে, একই দেবদত্ত সেই যৌবনসুলভ র
লাবণ্যসম্পন্ন এবং বার্দ্ধক্যসুলভ অসৌন্দর্য্যযুক্তরূপে প্রতীয়মান হইতে
বটে, কিন্তু ঐ দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একই সময়ে যে বর্ত্তমান হইয়াছে, এরূপ না
যৌবনকালে তাহার রূপ লাবণ্য ছিল, বৃদ্ধবয়সে সে হতশ্রী হইয়াছে, স
ভেদে দেবদত্তের বিভিন্নতা হইয়াছে মাত্র, এক্ষণে যদি তথাবিধ বিভিন্ন
কারণ "তত্তা" এবং "ইদন্তা" এই দুইটী ধর্ম্মকে দেবদত্ত হইতে বিশ্লেষ ক
যায়, তা হ'লে একমাত্র দেবদত্তই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ দেখ, এ
বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ পরব্রহ্ম অবিদ্যাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মস
জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন, এবং ঐ পরব্রহ্মের যে অংশটুকু অবিদ্যা
আক্রান্ত নহে, তাহা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মসম্পন্ন ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়, এ
দেখা যাইতেছে যে, একই চৈতন্যস্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মীতে অসর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞ
পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলের বিদ্যমানতা নিবন্ধনই জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বস্বরূপ বিভি
ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল ব্রহ্মের একই অংশে বিদ্যমান ন
ব্রহ্মের যে অংশ অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত, তাহাতেই জীবত্ব অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধ
অস্তিত্ব, আর যাহা অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত নয়, তাহাতেই ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধ
বর্ত্তমান; সুতরাং ঐ দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে বাদ দিয়া ধরিলে কেবল চৈত
থাকিয়া যায়। এই ভাগ লক্ষণাকেই জহদ-জহৎস্বার্থা লক্ষণা বলে, কারণ ঐ
নিজ অর্থের কতক অংশ পরিত্যাগ করে, এবং কতক অংশ পরিত্যাগ করে
অর্থাৎ "তত্তা" এবং "ইদন্তা" ধর্ম্মের পরিত্যাগ করে, এবং দেবদত্তরূপ বিশেষ
পরিত্যাগ করে না। অন্যত্র এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। জীব

ারস্য ত্যাগাৎ দেবদত্তাদের্ব্বিশেষ্যস্য চাপরিত্যাগাদিত্যন্যত্র বিস্তরঃ।
বাক্যার্থস্তভেদ এব শুদ্ধচৈতন্যবোধস্তগ্রিমোমানসঃ পরমানন্দ-
াৎকারসামগ্র্যাঃ বলবত্তয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাসর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মবিস্মরণেন
ষণজ্ঞানাভাবেন তত্তদ্বিশিষ্টজ্ঞানানুদয়াৎ, নমু লক্ষণাজন্যোঽসৌ
ধইত্যপি বহবোবদন্তি॥ ৬

অবতরণিকা।

নম্বেবমীশ্বরস্য জীবাভিন্নত্বে স্থিতে জীবধর্ম্মক্লেশাদিরপীশ্বরে স্যা-
ত্যাশঙ্ক্য নিবারয়তি।

৩৩॥ ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ স্যাদনন্তরং বিশেষাৎ॥ ৭

, এই উভয়ের অভেদই মহাবাক্যের অর্থ, পরে মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যের
 হইয়া থাকে, পরমানন্দের সাক্ষাৎকার সর্ব্বতোভাবে প্রবল হওয়াতে
কালে সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের কথা একেবারে মনেই থাকে না,
েই তথাবিধ ধর্ম্মঘটিত বিশেষণের জ্ঞানও হয় না, বিশেষণজ্ঞানের অভাব
ন্ধন, সেই বিশেষণ-প্রকারক জ্ঞানের উদয়ও হয় না। মহাবাক্যদ্বারা যে
ভদের বোধ হয়, তাহাকে অনেকে লক্ষণাজন্য বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে
প অর্থ বোধের প্রতি বাক্যের স্বাভাবিক শক্তি নাই॥ ৬

অবতরণিকা।

আচ্ছা, যদি জীব এবং ঈশ্বর অভিন্ন অর্থাৎ একই হয়, তবে জীবের ধর্ম্ম
াদি ঈশ্বরে না থাকিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

মূ, অ, ৩৩॥ পর অর্থাৎ ঈশ্বর ক্লেশযুক্ত হইতে পারেন
, কারণ জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞানের পর
শাদি যে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীবেরই ধর্ম্ম, ইহা নির্ণীত হওয়ায়,
ভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়॥ ৭

নচেতি—যদি জীবাভিন্নঃ পরস্তদা ক্লিষ্টঃ স্যাৎ "যোযদভি
স তদ্ধর্ম্মাশ্রয়" ইতি নিয়মাদিতি ন চ অনন্তরং বিশেষাৎ জীবা
পরমাত্মভেদনিশ্চয়ানন্তরং ক্লেশাদেরবিদ্যাবচ্ছিন্নাত্মধর্ম্মত্বেনাবিদ্য
মাত্রধর্ম্মত্বেনৈব বা নির্ণযোজ্ঞাত ইতি বিশেষাৎ অবিদ্যায়াং সত্যা
বাবিদ্যাবচ্ছিন্নাত্মনি অবিদ্যায়ামেব বা ক্লেশাদির্জায়তে, নতু তস্য
গতায়াং কাপ্যসৌ জায়তে, ঔপাধিকস্য স্ফটিকলৌহিত্যাদের্জপ
কুসুমাদ্যুপাধ্যপগমে সর্ব্বথৈবানুৎপত্তিরনুপলম্ভশ্চেত্যস্য সর্ব্বসম্ম
ত্বাদিতি দিক্ ॥ ৭

যদি পর অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব হইতে অভিন্ন হন, তাহা হইলে তিনি অবশ্
ক্লেশযুক্তও হইবেন, কারণ, অভিন্ন বস্তুমাত্রই যে, একরূপ ধর্ম্মেরই আশ্রয় হই
থাকে, এই নিয়ম সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, যেহে
অনন্তর উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ
যে টুকু পার্থক্য আছে, তাহা জ্ঞাত হইবার পর, ক্লেশাদি যে কে
অবিদ্যাবচ্ছিন্নচৈতন্যের ধর্ম্ম অথবা অবিদ্যারই ধর্ম্ম, ইহা নির্ণীত হইয়া থাকে
ঈশ্বর কদাপি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন নহেন, সুতরাং জীব হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য স্বতঃসিদ্ধ
যদবধি অবিদ্যা আত্মার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাবৎকালই সে
অবিদ্যাবচ্ছিন্ন আত্মাতে, অথবা কেবল অবিদ্যাতেই ক্লেশাদি উৎপন্ন হ
কিন্তু অবিদ্যা অন্তর্হিত হইলে, আর কোন বস্তুতেই ক্লেশাদি উৎপন্ন হয় না
দেখ, জবাফুলের প্রতিবিম্বরূপ উপাধি বা আগন্তুককারণ জন্য স্ফটিকমণি
রক্তিমা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐ প্রতিবিম্বের কারণ জবাফুলটিকে সরাইলে কো
প্রকারেই আর উহাতে ঐ রক্তিমা থাকে না, একেবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে
ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদি-সম্মত ॥ ৭

অবতরণিকা।

ননু যদি মায়োপাধিকত্বাৎ ক্লেশাদির্নেশ্বরে, তদৈশ্বর্য্যমপি ন স্যাৎ, ত্যাপি মায়োপাধিকত্বাদিত্যত আহ—

৩৪ ॥ ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেন্ন, স্বাভাব্যাৎ ॥ ৮

ঐশ্বর্য্যেতি—ঐশ্বর্য্যমপীশ্বরে তথা, ক্লেশাদিরিব কিং ন স্যাদিতি-চেৎ ? ন, ঐশ্বর্য্যং হি—জগৎকর্ত্তৃত্বস্বাতন্ত্র্যাপ্রতিহতেচ্ছত্বাদিলক্ষণ-শ্বরে ন বাধ্যতে, স্বাভাব্যাৎ, বহ্নেরুষ্ণত্ববদীশ্বরস্য জগৎকর্ত্তৃত্বাদিলক্ষণ-ঐশ্বর্য্যং, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, স্মিন্ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তী"ত্যাদিশ্রুত্যা স্বাভাবিকত্বেন প্রতিপাদ্যত, তি তস্য স্বাভাবিকত্বান্ন কদাপি বাধ ইত্যর্থঃ ॥ ৮

অবতরণিকা।

ভাল, ক্লেশাদি, মায়ারূপউপাধিজন্য বলিয়া ঈশ্বরে যদি বিদ্যমান না হয়, বে ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্য ও থাকিতে পারে না, কারণ, ঐশ্বর্য্যওত মায়ারূপউপাধিসম্ভূত। ঈরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

সূ, অ, ৩৪। ঐশ্বর্য্যও মায়োপাধিজন্য, অতএব উহা শ্বরে না থাকুক ? এ কথা বলিতে পার না, কারণ, ঐশ্বর্য্য াহার স্বাভাবিক ॥ ৮

ক্লেশাদির ন্যায়, ঐশ্বর্য্যও ঈশ্বরে অবিদ্যমান হউক! একথা বলিতে পার না। হেতু জগতের কর্ত্তৃত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, অবাধিতেচ্ছত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরে অবিদ্যমান তে পারে না, কারণ, ঐ সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বাভাবিক, কোনরূপ উপাধিজন্য হ। অগ্নির উত্তাপ যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্বাদিরূপ ঐশ্বর্য্যও তেমনি ভাবিক। জগৎকর্ত্তৃত্বাদি ঐশ্বর্য্য যে, ঈশ্বরের স্বাভাবিক, ইহা "যাহা হইতে এই কল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবনধারণ করিতেছে", ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা

অবতরণিকা।

নন্বু জীবানাং ক্লেশ, ঈশ্বরস্য চৈশ্বর্য্যমুভয়মপি শ্রুত্যাদৌ শ্রুত মস্তীত্যেবং প্রমাণতৌল্যেঽপ্যবিদ্যায়া অভাবে জীবানাং ক্লেশাভাবো ভবতি, নত্বীশ্বরস্যৈশ্বর্য্যাভাব ইতি বৈষম্যং কথং স্যাদিত্যত আহ—

৩৫॥ অপ্রতিষিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদ্ভাবাচ্চ নৈবমিতরেষাম্ ॥৯

অপ্রতিষিদ্ধমিতি—পরৈশ্বর্য্যম্ অপ্রতিষিদ্ধং, পরস্য ঈশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যম্ অপ্রতিষিদ্ধং, ন কস্যামপ্যবস্থায়াং শ্রুত্যাদিনা প্রতিষিদ্ধং, কিন্তু তদ্ভাবাৎ ঈশ্বরস্বভাবসিদ্ধত্বাৎ সর্ব্বস্যামবস্থায়াং প্রতিপাদিতং, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবস্য, চৈশ্বর্য্যস্বভাবকস্যৈব তস্য সর্ব্বত্র শ্রবণাৎ।

প্রতিপাদিত হইতেছে। ঐশ্বর্য্য যখন তাঁহার স্বাভাবিক, তখন কখনই তাঁহাতে অবিদ্যমান থাকিতে পারে না, স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কখনই ধর্ম্মী হইতে পৃথক হয় না ॥৮

অবতরণিকা।

ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জীবদিগের ক্লেশ এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, এই উভয়ই শ্রুতি-প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, উভয় যখন তুল্য-প্রমাণ-সিদ্ধ, তবে অবিদ্যার অভাবে কেবল জীবেরই ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্যের অভাব হয় না, এরূপ বৈষম্য হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

সূ, অ, ৩৫॥ পরের অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কোন অবস্থা-তেই প্রতিষিদ্ধ হয় নাই, কারণ, উহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু ইতরদের অর্থাৎ জীবদিগের ক্লেশাদি সেরূপ নহে ॥ ৯

পরের অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অপ্রতিসিদ্ধ, অর্থাৎ শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বরের কোন অবস্থাতেই তাঁহাতে ঐশ্বর্য্য থাকেনা, এইরূপে উহার নিষেধ করা হয় নাই, প্রত্যুত উহা ঈশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া সকল অবস্থাতেই যে, তাঁহাতে ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান থাকে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরের শুদ্ধবুদ্ধ ভাব যেমন সকল

অতএব গবি গোপদবৎ, ভগবতীশ্বরভগবদাদিপদং শক্তমেব, গবি গোত্বস্যেবেশ্বরে ঐশ্বর্য্যভগবত্ত্বাদেঃ স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ, অতএব তস্যৈশ্বর্য্যং মুক্তিমপি ন রুণদ্ধি, বদ্ধে ঐশ্বর্য্যাসম্ভবাৎ, অনীশ্বরস্য-ান্যমুক্তাবসামর্থ্যাচ্চ। তস্মাৎ সর্ব্বদৈবাহসৌ মুক্ত ঐশ্বর্য্যবাংশ্চ। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণশরীরাদৌ স্বেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহেণ কৃতাবির্ভাবস্যাপ্যস্য ন বদ্ধত্বং, নাপ্যনৈশ্বর্য্যমাসীন্ন বা তথা প্রতিপাদিত-াগস্ত্যাগমাদৌ। অতএবাধ্যাত্মরামায়ণাদৌ মায়াসীতাহরণাদিকং শ্রীভাগবতাদৌ স্বেচ্ছয়া যদুকুলসংহারাদিকমস্তি, ইত্যাহার্য্যএব াবহারোহবতারদশায়ামপীশ্বরস্য জীবসাধারণ ইতি ধ্যেয়ম্॥ জীবা-

---

অবস্থাতেই বর্ত্তমান, ঐশ্বর্য্যও যে, সেইরূপ তাঁহাতে সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান াকে, ইহাই সকল শাস্ত্রে শুনা যায়। অতএব "গো" এই পদটী যেমন "গো" ামক জীবের বাচক, সেইরূপ "ঈশ্বর," "ভগবান" ইত্যাদি পদগুলিও শ্রীভগবানের াচক। এবং "গোত্ব" এই ধর্ম্মটী যেমন "গো" জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য" "ভগবত্ত্ব" প্রভৃতি ধর্ম্মও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, এই ঐশ্বর্য্য তাঁহার বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মুক্তস্বরূপ ধর্ম্মের বিরোধী হয় না, কারণ, ঐ উভয় ধর্ম্মই তাঁহাতে স্বভাবসিদ্ধ। দেখ, স্বভাবতঃ বদ্ধ ব্যক্তির কখনই মুক্তি হইতে পারে না, এবং ঈশ্বর ভিন্ন অন্য অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যহীন, অক্ষম পুরুষ, অপরের মুক্তি সম্পাদনে সমর্থও হয় না। অতএব ঈশ্বর যেমন নিত্যমুক্ত, তেমনি নিত্যৈশ্বর্য্যবান্, তিনি নিজের ইচ্ছায় ভক্তদিগের উপর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণাদি-শরীরে আবির্ভূত হইলেও, তিনি বদ্ধ বা ঐশ্বর্য্যহীন হন নাই।" অগস্ত্যসংহিতা-প্রভৃতি-শাস্ত্রে তিনি বদ্ধ বা ঐশ্বর্য্যহীন হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপাদন করাও হয় নাই। তবে যে, অধ্যাত্মরামায়ণে মায়াসীতাহরণাদিতে, এবং শ্রীভাগবতাদিগ্রন্থে ভগবান নিজের ইচ্ছায় যদুকুল ধ্বংস করিয়াও কাতর হইয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, ঐ সকল

নাস্তু বিশেষমাহ নৈবমিতি—চ পুনঃ ইতরেষাং জীবানাং ক্লেশা এবং ন স্বাভাবিকঃ, স্বাভাবিকত্বেন শ্রুত্যাদ্যুপদিষ্টো বা ন, কিন্ত্ববিদ্যোপাধিক, ইতি যাবদবিদ্যাসত্ত্বমনুবর্ত্ততে, তস্যাং চাপগতায়ামপগচ্ছত এবাস্য মুক্তিরুপদিষ্টা, অন্যথা ক্লেশস্য স্বাভাবিকতয়া কদাপ্যনপগমে মুক্তির্ন স্যাদেব, ক্লেশস্য বন্ধসহচরত্বে মুক্তিবিরোধিত্বে চ কস্যাপ্যপ্রতিপত্তেঃ। এবঞ্চ মায়োপাধিকস্যাপ্যৈশ্বর্য্যস্য মায়ায়াঃ শ্রীভগবদিচ্ছারূপায়াঃ ভগবদধীনতয়া মুক্তিবিরোধাভাবেন নিত্যায়াঃ সর্ব্বসত্ত্বেনাপ্যৈশ্বর্য্যস্য সর্ব্বদা সত্ত্বমিতি দিক্ ॥ ৯

উক্তিদ্বারা অবতারদশাতে ঈশ্বরেও যে, জীব-সাধারণ ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে। এক্ষণে জীবদিগের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—সূত্রে যে "চ" আছে, তাহার অর্থ "পুনঃ (কিন্তু) কিন্তু, ইতরদের অর্থাৎ জীবদিগের ক্লেশাদি এরূপ স্বাভাবিক নহে। বেদাদি শাস্ত্রেও ক্লেশাদিকে জীবদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, পরন্তু অবিদ্যারূপ উপাধিজন্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত অবিদ্যার অস্তিত্ব, সেই পর্য্যন্তই ক্লেশাদি জীবদিগের অনুসরণ করে, অবিদ্যা অন্তর্হিত হইলে, ক্লেশাদিরও নিবৃত্তি হয়, এই জন্যই জীবের মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে অন্যথা ক্লেশাদি যদি জীবদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহ'লে কখনই উহারা জীবদিগকে ছাড়িয়া যাইত না, সুতরাং জীবদিগের মুক্তিও হইত না। কেননা, ক্লেশ যে বন্ধনের সহচর এবং মুক্তির বিরোধী এ বিষয়ে কাহারও মত-ভেদ নাই। অন্যদিকে ভগবানের ঐশ্বর্য্যকেও যদি মায়ারূপ-উপাধি-সম্ভূতই বল, তাহ'লেও দেখ, মায়াত তোমার মতে তাঁহার ইচ্ছাস্বরূপা, সুতরাং তাঁহার অধীন এবং তাঁহার মুক্তত্বরূপ ধর্ম্মের অবিরোধী হইয়া তাঁহাতে সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, সুতরাং তজ্জন্য ঐশ্বর্য্যও তাঁহাতে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অতএব, যে পথই অবলম্বন কর, তাঁহার নিত্যৈশ্বর্য্যের কোন বাধা হইতেছে না ॥ ৯ ॥

অবতরণিকা।

ননু ভগবত ঐশ্বর্য্যং স্বাভাবিকতয়া সকলকালীনমিত্যুক্তং তা, তন্ন ঘটতে, মহাপ্রলয়ে সর্ব্বেষামেব জীবানাং মুক্তির্ভবতীতি ঐশ্বর্য্যনিরূপকস্য জীবাদেঃ ক্ষিত্যাদেশ্চাভাবেনৈশ্বর্য্যাসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য মুক্ত্যনঙ্গীকারং সমাধত্তে।

৩৬ ॥ সর্ব্বামৃতে কিমিতি চেন্নৈবম্বুদ্ধ্যনন্ত্যাৎ ॥ ১০

সর্ব্বেতি—সর্ব্বেষামমৃতে মোক্ষে জাতে সতি, সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনামপি লয়ঃ প্রয়োজনাভাবাৎ, অবলম্বকাদৃষ্টাভাবেন চ ক্ষিত্যাদীনামপ্যনবস্থানমিতি, তদৈশ্বর্য্যং কিন্নিরূপিতং স্যাৎ ইতি চেৎ? নৈবং

অবতরণিকা।

আচ্ছা, তুমি যে বলিলে, ঐশ্বর্য্য শ্রীভগবানের স্বভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং সর্ব্বসময়ই তাঁহাতে বর্ত্তমান, একথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ, মহাপ্রলয় সময়ে সকল জীবেরই মুক্তি হয়, কাজেই সে সময়, তাদৃশ ঐশ্বর্য্যের নিরূপক (ব্যঞ্জক) জীবাদি ও ক্ষিতি প্রভৃতির অভাব হওয়ায়, ঐশ্বর্য্যের কিছুমাত্র কার্য্যই পরিলক্ষিত হয় না, তবে সে সময়, তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের সম্ভাবনা করা যায় কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, কোনকালেই যে, সকলের মুক্তি হয় না, এই মত অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন—

মূল, অঃ, ৩৬ ॥ সকলের মোক্ষ ঘটিলে, কিসের দ্বারা আর ঐশ্বর্য্যের নিরূপণ করা যাইবে? এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, কারণ, বুদ্ধির অন্ত নাই ॥ ১০ ॥

সকলের মোক্ষ হইলে, সকল প্রকার বুদ্ধিরও লয় হইবে, যেহেতু তৎকালে উহাদের কোন প্রয়োজনই থাকিবে না, এবং আলম্বক অদৃষ্টের অভাবে ক্ষিতি প্রভৃতিরও অস্তিত্ব থাকিবে না, তবে তৎকালে ঐশ্বর্য্য কাহার দ্বারা নিরূপিত

এবম্ভূতঃ সময়োনাস্ত্যেব, তত্র হেতুমাহ বুদ্ধ্যানন্ত্যাৎ, জীবোপা
ভূতানাং বুদ্ধীনাম্ আনন্ত্যাৎ। সাবশেষলয়ানঙ্গীকারেণ, সর্ব্বমু
স্তদবচ্ছিন্নসময়স্বরূপস্য মহাপ্রলয়স্য চানঙ্গীকরণং, তথাচোক্ত
মীমাংসকৈর্ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি, তস্মাদীশ্বরস্য সকলকালী
মৈশ্বর্য্যং ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। ন চ প্রাগভাবাঃ প্রতিযোগিজনক
প্রাগভাবত্বাৎ ঘটপ্রাগভাববৎ, ইত্যাদ্যনুমানেন প্রতিযোগিজনঃ
নন্তরং প্রাগভাবানাধারঃ সময়ঃ সিধ্যতীত্যর্থাৎ সর্ব্বমুক্তিসিদ্ধিরি
বাচ্যম্, অপ্রযোজকত্বাৎ।" "অহং বহু স্যাং" ইত্যেবংরূপা
ইচ্ছায়াঃ সংসারপ্রযোজিকায়া নিত্যত্বে সংসারনিত্যত্বসিদ্ধৌ মহ
প্রলয়সাধনে প্রতিকূলতর্কসত্ত্বাচ্চ, অন্যথা সর্ব্বেঽপি প্রাগভাব
কদাচিদজনিতপ্রতিযোগিনস্তত্ত্বাদিত্যাদ্যনুমানেন বিরামানাধার

হইবে? একথা বলিতে পারনা, তুমি যেরূপ সময়ের আশঙ্কা করিতেছ, এ
সময় একেবারেই হয় না, কারণ জীবের উপাধিভূত বুদ্ধি সকল অনন্ত, উহাদ
নিঃশেষভাবে লয়প্রাপ্তি কেহই স্বীকার করেন নাই। ইহাতেই সকলের এক সম
মুক্তি, এবং উহার আশ্রয়কালরূপ মহাপ্রলয়ের সম্ভাবিত্বও নিরাকৃত হইতেছ
দেখ, মীমাংসকেরা বলিয়াছেন 'জগৎকে আমরা যেরূপ দেখিতেছি, এইরূপ
বরাবর চলিতেছে এবং চলিবে, ইহা কখনও অন্যপ্রকার হইবে না। কাজেই
জগদীশ্বরের ঐশ্বর্য্য যে, সর্ব্বকালস্থায়ী, সে পক্ষে কোন বিরোধ ঘটিল না। এক্ষণে
যে আশঙ্কা উত্থাপিত হইবে, তাহার উত্থাপনের পূর্ব্বে আমরা "প্রাগভাব" এ
প্রতিযোগী" এই দুইটী কথার অর্থ বলিয়া রাখিতেছি, বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তির পূর্ব
ক্ষণে যে অভাব থাকে, তাহার নাম "প্রাগভাব"। যে বস্তুর কোনরূপ অভাব
থাকে, উহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী, যেমন ঘটের যতপ্রকার অভাব হইতে
পারে, সেই সকল অভাবের প্রতিযোগী ঘট, পটের যতপ্রকার অভাব হইতে পারে,
তাহাদের প্রতিযোগী পট ইত্যাদি। আর একটি কথা, যেখানে যে বস্তুর প্রাগভাব

র্ব্বাদিসময়ো পিহস্যাদিতি। এবঞ্চ ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারেচ্ছা ার্ব্বকালিকীতি প্রতিক্ষণং কস্যচিৎ সৃষ্টিঃ, কস্যচিৎ স্থিতিঃ, কস্যচিৎ ংহারঃ ইতি প্রবাহক্রমেণ সৃষ্ট্যাদীনাং ত্রয়াণামপি নিত্যত্বমিতি।

াকে, সেখানেই সেই বস্তু উৎপন্ন হয়, ইহা এক প্রকার নিয়ম বলিলেও চলে। ক্ষণে আশঙ্কা করিতেছে, প্রাগভাব থাকিলেই যদি তাহার প্রতিযোগীর ়ৎপত্তি অবশ্যই হইবে, এইরূপ নিয়ম হয়, তবে আমরা এইরূপ অনুমান করিতে ারি যে, প্রাগভাবমাত্রেই নিজ নিজ প্রতিযোগীর উৎপাদক, যেহেতু, প্রত্যেক াগভাবেই প্রাগভাবত্ব ধর্ম্ম সমভাবে বিদ্যমান। যাহাতেই প্রাগভাবত্বধর্ম্ম াকে, সেই নিজের প্রতিযোগীর উৎপাদক হয়, যেমন ঘটের প্রাগভাব টের উৎপাদক হয়। এইরূপ, যে পর্য্যন্ত সকলের মুক্তি না হইতেছে, সে র্যন্ত সকলের মুক্তির প্রাগভাব অবশ্যই আছে, ঐ সকল প্রাগভাবই সকলের ক্তির জনক হউক, আরও দেখ, যাবৎকাল বস্তু না উৎপন্ন হয়, তাবৎ ালই তাহার প্রাগভাব থাকে, উৎপন্ন হইলে আর তাহার প্রাগভাব থাকে া। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত অনুমান অনুসারে যদি যাবৎ প্রাগভাবের অনাধার র্থাৎ সমুদয় প্রাগভাব-শূন্য এমন একটী সময় সিদ্ধ করা যাইতে পারে, া হলেই সকলের মুক্তি সিদ্ধ হইল, ইহার উত্তরে বলিতেছেন "নচ বাচ্যম্" ়কথা বলিতে পার না, কারণ, প্রাগভাব থাকিলেই যে, আপনা আপনি াহার প্রতিযোগীর উৎপত্তি হইবেই, এমন কথা নয়, প্রতিযোগীর উৎপত্তির প্রতি পর কোনরূপ প্রযোজক আবশ্যক হয়, যদি ঘটরূপ কার্য্যের প্রতি কুম্ভকার র্থাৎ কেহ প্রযোজক না হয়, তাহ'লে ঘট কখনই উৎপন্ন হয় না,—উহার প্রাগ-াবই বরাবর থাকিয়া যায়। তুমি যে সর্ব্ব-মুক্তির কথা বলিতেছ, তাহার সিদ্ধির িমিত্ত অপর কোন প্রযোজক দৃষ্ট হয় না। আরও দেখ "আমি বহু হইব" ত্যাদিরূপ সংসারের প্রযোজিকা শ্রীভগবানের ইচ্ছার নিত্যত্ব নিবন্ধন সংসারের ত্যত্বই সিদ্ধ হইতেছে। অন্যদিকে মহাপ্রলয় সিদ্ধ করার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত অনু-ানের বিরোধী একটী প্রতিকূল তর্কও উপস্থিত করা যাইতে পারে। যথা, দেখ,

অথৈবমীশ্বরেচ্ছয়ৈবাহং মুক্তঃ স্যামিতি তদর্থং ন কোপি প্রযত্নব স্যাদিতি চেন্নৈবং, তদিচ্ছয়ৈব তৎপ্রযত্নস্যাপি সম্ভবাৎ ফলান্তরবে মোক্ষস্যাপি, ভক্তিজন্যত্বাবধারণেন তদুক্তেঃ সম্ভবাচ্চেতি অতএ গীতা (১০ম ৪।৫ শ্লোক)।

যদি প্রতিযোগীর উৎপত্তির প্রতি প্রাগভাবের উপর অপরের প্রযোজকত্ব স্বীক না কর, প্রাগভাবদিগেরই স্বতন্ত্রভাবে প্রতিযোগীর উৎপাদন-সামর্থ্যই স্বীকার ক তাহ'লে ইহা দাঁড়াইল যে, প্রাগভাবেরা ইচ্ছা করিলে প্রতিযোগীর উৎপা করে, এবং ইচ্ছা না করিলে প্রতিযোগীর উৎপাদন করে না। কেননা, আম অনেক বস্তুরই প্রাগভাব দেখি, অথচ তাহাদের সকলের স্বতঃ উৎপত্তি দেখি পাই না। তাহ'লে এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে, প্রাগভাবেরা কখ কখন প্রতিযোগীর উৎপাদন করেও না, যেহেতু তাহারা প্রাগভাব, এইরূ অনুমান দ্বারা সৃষ্টির আদি সময়ে সর্ব্ববস্তুর বিরাম সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও তাহা সিদ্ধ হয় না, কারণ বিরামের পূর্ব্বে যে বিরামের প্রাগভাব ছিল, তাহা বিরামের উৎপাদন না করে, তবে সেই সর্ব্বাদিসময়ও বিরাম-শূন্য হই পড়ে। আরও দেখ ভগবানের সকল সময়ই সৃষ্টি-স্থিতি এবং সংহা বিষয়িণী ইচ্ছা যখন বলবতী, তখন প্রতিক্ষণেই কাহারও সৃষ্টি, কাহারও স্থি এবং কাহারও যে সংহার ঘটিতেছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এইরূপ অনবরত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের ধারা চলাতে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় এই তিনকেই নিত্য বলিতে হইতেছে। বাদী পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তুমি যেরূপ বলিলে, তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যাবৎ কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। অন্যের সাহায্য আবশ্যক করে না, ইহাই দাঁড়াইল, সুতরাং "ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমি মুক্ত হইব" এইরূপ মনে করিয়া কেহই আর মুক্তির জন্য যত্নবান হইবে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, একথা বলিতে পার না, ঈশ্বরের ইচ্ছাই আবার তথাবিধ প্রযত্নেরও উৎপাদক হইবে। অপর অপর ফলের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছাতে মোক্ষও উৎপন্ন হইতে পারে, আর যদি মোক্ষকে ভক্তি-জন্য

"সুখং দুঃখং ভবোভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্তএব পৃথগ্বিধাঃ ॥
ইত্যাদ্যপীতি ॥ ১০

অবতরণিকা।

নন্বীশ্বরস্যেব জগদুপাদানকারণত্বাৎ জগতস্তদভিন্নত্বমুক্তং তন্ন ।ম্ভবতি, তস্যোপাদানকারণত্বে মৃদাদিবদ্বিকার্য্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যাশঙ্ক্য ।মাধত্তে—

৩৭ ॥ **প্রকৃত্যন্তরালাদ্ বৈকার্য্যং চিৎসত্ত্বেনানুবর্ত্তমানাৎ ॥ ১১**

প্রকৃতীতি ঈশ্বরস্য প্রকৃত্যন্তরালাৎ জগদুপাদানকারণত্বং তদা ।ুরুষস্য কুত্রোপযোগ ইত্যত আহ—চিদিতি চিৎস্বরূপেণ প্রকাশ-

---

।লিয়া অবধারণ করা যায়, তাহ'লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই ভক্তিও সম্ভূত ।ইতে পাবে। এইজন্যই গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, ভয়, অভয় ইত্যাদি ইত্যাদি পৃথগ্বিধ অর্থাৎ ।ভিন্নস্বরূপ ভাব (জীবদিগের অবস্থা) সকল আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। ।ত্যাদি ॥ ১০ ॥

অবতরণিকা।

ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ, সুতরাং জগৎ হইতে অভিন্ন, এই কথা ।ূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, তিনি ।দি জগতের উপাদান কারণ হন, তবে ঘটাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকাদির ।যমন বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তেমনি ঈশ্বরেও বিকৃতির প্রসক্তি হয়। এইরূপ ।াশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

মূ, অঃ, ৩৭ ॥ **প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ জগৎরূপ কার্য্য সাক্ষাৎ**

স্বরূপেণ প্রকাশস্বরূপসত্তয়া, যৎ প্রকৃতেরনুবর্ত্তনং প্রিয়ায়াঃ
স্যেব প্রেম্না অহন্তামমতানুসন্ধানরূপং, ততস্তদুপযোগাৎ, অয়
প্রকৃতিরচেতনা সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণগুণত্রয়বতী ভগবচ্ছরীর
সৈবাহন্তামমতানুসন্ধানেন প্রসবশক্ত্যানুগৃহীতা জগৎ প্র
তদ্রূপা চ ভবতি, পুরুষস্তু শুদ্ধচিদানন্দস্বরূপঃ, সন্নিধানমা

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ঈশ্বর, চৈতন্যস্বরূপে সেই প্রকৃ
অনুসরণ করেন মাত্র ॥ ১১ ॥

ঈশ্বর প্রকৃতির ব্যবধানে থাকিয়া জগতের উপাদান কারণ হন, সা
সম্বন্ধে প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ, যদি বল, প্রকৃতিই যদি সাক্ষাৎ স
জগতের উপাদান কারণ, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে লাভ কি ? এই
আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, প্রিয় যেমন প্রেমদ্বারা প্রিয়ার অনুবর্ত্তন করে, অ
তাহাতে আত্মীয়-বুদ্ধি ও মমতার উদ্বোধন করে, সেইরূপ ঈশ্বরও স্ব
প্রকাশ—স্বরূপে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ কেবল জড়স্বভাবা প্রকৃ
যদি জগতের উপাদান হইত, তা হ'লে জগতের যাবৎ পদার্থই জড়স্বরূপ হ
জীবদিগের যে, "আমি" "আমার" ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়, ত
কখনই হইত না, অতএব তথাবিধ বুদ্ধির স্ফূর্ত্তির জন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বী
করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে
প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন অর্থাৎ জড়রূপা, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগু
বিশিষ্টা এবং ভগবানের শরীর-স্বরূপা। ঐ প্রকৃতিতে যখনই "আমি" "আমা
ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধির বিকাশ প্রসবশক্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়, তখনই উ
এই জগৎকে প্রসব করিতে সমর্থ হয়, এবং নিজেও এই জগৎরূপে পরি
হয়। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর বিশুদ্ধ চৈতন্যময় এবং আনন্দস্বরূপ, তিনি জগৎ
কেবল আপনার ইচ্ছার বিষয় করিয়াছেন বলিয়া অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছামাত্রে

চ্ছাবিষয়তাবিশেষপর্য্যায়েণ জগৎকর্ত্তা, যথা উর্ণনাভঃ সূত্রং
ত্তি শরীরতস্তদুপাদানকারণং চৈতন্যতস্তৎপ্রেরণকর্ত্তা চ, তথে-
রাঽপি প্রকৃতিদ্বারা জগদুপাদানকারণং চৈতন্যতঃ কর্ত্তাচেতি নাস্য
কারিত্বপ্রসঙ্গঃ। নচৈবং জগতঃ প্রকৃতিস্বরূপতয়া ব্রহ্মণো-
ন্তভিন্নত্বমায়াতমিতি বাচ্যং প্রকৃতেরপীশ্বরৈকরূপত্বাৎ অতএব
নারদীয়ে "প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালশ্চেতি ত্রিধাঽভবৎ॥" শ্রুতিশ্চ
বাব ব্রহ্মণোরূপে মর্ত্ত্যঞ্চামর্ত্ত্যং চ।" ইত্যাদি তথাচ প্রকৃত্যুপাদান-
রণকমপি জগদীশ্বরাভিন্নমেব, তদভিন্নপ্রকৃত্যভিন্নত্বাৎ। প্রকৃত্য-

---

, উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, জগতের কর্ত্তারূপে নির্দ্দিষ্ট হন। যেরূপ
নাভ অর্থাৎ মাকড়শা, যে সূত্র নির্ম্মাণ করে, শরীরাবচ্ছেদে সেই সূত্রের
দান কারণ, এবং চৈতন্যদ্বারা উহার প্রেরণ কর্ত্তা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও
তিরূপ-শরীর-দ্বারা জগতের উপাদান কারণ এবং চৈতন্যদ্বারা উহার
াদন কর্ত্তা, কাজেই তাঁহাতে কোনরূপ বিকৃতির প্রসক্তি নাই। এক্ষণে
ঙ্কা করিতেছেন, জগতের উপাদান যখন প্রকৃতি, তখন জগৎ প্রকৃতিস্বরূপই
, অতএব ব্রহ্ম হইতে উহা অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়িল। ইহার উত্তরে
তেছেন, একথা বলিতে পার না কেননা প্রকৃতিও ঈশ্বর হইতে অভিন্ন।
ন্যই বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে, "তিনি প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল
তিন প্রকার হইয়াছিলেন।" শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে "হে বৎস ব্রহ্মের স্বরূপ
,—মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য" ইত্যাদি। অতএব জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি
লও, জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হইল, কারণ, উহা ঈশ্বর হইতে
ন্ন. যে প্রকৃতি, তাহার সহিত একই, প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, জগৎ
াব প্রকৃতি হইতে অভিন্ন! একটু উল্টাইয়া দেখ, ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে অভিন্ন
ও প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, সুতরাং things equal to same thing are
al to one another এই তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর এবং জগৎ অভিন্ন হইয়া

নবচ্ছিন্নচিন্মাত্রস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণোনির্গুণত্বাদিনা প্রসিদ্ধস্যাবিকা
মিত্যাস্তামন্যত্র বিস্তরঃ। জগদসত্যবাদিনস্তু মায়াবী মায়ে
জালমিব শ্রীভগবান্ লীলারূপয়া স্বমায়য়া জগদ্দর্শয়তীতি ম
শ্রিতমেব বিশ্বমিতি ন ২ স্যাপি বিকারিত্বমিত্যাহুঃ॥ ১১

অবতরণিকা।

নন্বু যদি মায়াদিপদবাচ্যায়াং প্রকৃতাবেব জগৎ প্রতিষ্ঠি
তদা "তস্মিন্নিদং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতমিত্যাদি শ্রুতিবিরোধ ইত্যাশঙ্ক্যাহ

৩৮॥ তৎপ্রতিষ্ঠা গৃহপীঠবৎ॥ ১২

তৎ প্রতিষ্ঠেতি—তস্মিন্ ব্রহ্মণি যৎ জগৎপ্রতিষ্ঠানমুক্তং,

দাঁড়াইল। প্রকৃত্যনবচ্ছিন্ননির্গুণত্বাদিরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম যে বিকারশূন্য ইহা অ
বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা জগৎকে অসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ ক
তাঁহারা বলেন মায়াবী অর্থাৎ বাজীকর যেমন মায়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজী দে
সেইরূপ শ্রীভগবান ও লীলাস্বরূপ মায়াদ্বারা জগৎকে দেখাইতেছেন, এই স
বিশ্বই মায়াকল্পিত, সুতরাং ঈশ্বর ও প্রকৃতি ইহাদের কেহই বিকারী নহে।১১

অবতরণিকা।

আচ্ছা, যদি মায়া ইত্যাদি শব্দপ্রতিপাদ্য প্রকৃতিতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত হ
তবে তাহাতেই সব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে" (তৈত্তিরীয় খিলোপনিষৎ) ইত্য
শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

**মূ, অ, ৩৮॥ তাঁহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত 'রহিয়াছে'
এই কথাটিকে 'গৃহ পীঠ' এই কথাটীর ন্যায় বুঝিতে হইবে॥১**

সেই ব্রহ্মে যে জগতের অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কি
বিরোধ নাই। কারণ গৃহপীঠের ন্যায় এখানে উপপত্তি করিতে হই

রুদ্ধং, গৃহপীঠবদুপপত্তেরিত্যর্থঃ। তথাচ যথা গৃহমধ্যস্থপীঠে স্থিতঃ পুরুষঃ গৃহে তিষ্ঠতীতি ব্যপদিশ্যতে। তথা ঈশ্বরাশ্রিতায়াং প্রকৃতৌ জগত্তিষ্ঠতীতীশ্বরে তিষ্ঠতীতি ব্যপদিশ্যত ইতি। বস্তুতো-ভাসমানস্য প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বপক্ষেঽপীশ্বরাত্মত্বকত্বমেব-রজ্জৌ ভাসমানস্য সর্পাদেরজ্জ্বভিন্নত্ববৎ। প্রকৃত্যবচ্ছিন্নেশ্বরোপাদানকারণত্ব-পক্ষে তু স্ফুটমেব তদভিন্নত্বম্। তৎপ্রতিষ্ঠিতত্বঞ্চ সুবর্ণকুণ্ডলাদেঃ সুবর্ণাভিন্নত্বসুবর্ণপ্রতিষ্ঠিতত্বাদিবদিতি দিক্ ॥ ১২

অবতরণিকা।

নচৈবং প্রকৃতিরেব স্বীক্রিয়তাং, কিং পুরুষেণ? ইত্যত আহ।

৩৯॥ মিথোঽপেক্ষণাদুভয়ম্ ॥ ১৩

অর্থাৎ গৃহ-মধ্যবর্ত্তী পীঠোপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন "গৃহস্থিত" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ এখানে জগৎ, ঈশ্বরাশ্রিত-প্রকৃতিতে থাকে বলিয়া, উহাকেও ঈশ্বরস্থিতরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলেও, উহা ঈশ্বরস্বরূপই হইতেছে, যেমন রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম হয়, সেই সর্প এবং রজ্জুতে কোন ভেদ থাকে না, এখানেও সেইরূপ। আর যাঁহাদের মতে প্রকৃত্যবচ্ছিন্ন-ঈশ্বর, এই জগতের উপাদান—কারণ, তাঁহাদের মতেও জগৎ ও ঈশ্বরের অভেদ স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে। অতএব ঈশ্বরে জগৎ প্রতিষ্ঠিত ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল সুবর্ণের সহিত অভিন্ন অথচ সুবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে সেইরূপ বুঝিতে হইবে॥ ১২

অবতরণিকা।

আচ্ছা, একমাত্র প্রকৃতিই স্বীকার করিব, পুরুষ আবার স্বীকার করিতে যাই কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

মিথ ইতি—প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেত্যুভয়মপি স্বীক্রিয়তে, তত্র হেতুঃ।—মিথোঽপেক্ষণাৎ। প্রকৃত্যা চৈতন্যার্থং পুরুষস্য, পুরুষেণোপাদান কারণার্থং প্রকৃতেশ্চাপেক্ষণাৎ। তথাচ ভাগবতে—"ন ঘটত উদ্ভব প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়োরুভয়যুজা ভবন্ত্যসংভৃতো জলবুদ্বুদবৎ।" ইতি॥ ১৩

অবতরণিকা।

নন্বু ভবতু প্রকৃতিঃ, পুরুষশ্চেতি পদার্থদ্বয়ম্, আভ্যামতিরিক্তং তৃতীয়পদার্থস্বরূপমন্যদস্তীতি, নবেত্যাশঙ্কায়ামাহ—

৪০॥ চেত্যাচিতোর্ন তৃতীয়ম্॥ ১৪

মূ, অ, ৩৯॥ পরস্পরের সহিত পরস্পরের অপেক্ষা থাকায়, উভয়ই স্বীকার করিতে হইবে॥ ১৩॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃতি চৈতন্যের জন্য পুরুষের অপেক্ষা করে, এবং পুরুষও জগতের উপাদান কারণের নিমিত্ত প্রকৃতিকে অপেক্ষা করেন, এই জন্য ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, "প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অজ, ইহাদের কাহারই উৎপত্তি সম্ভবে না। জলবুদ্বুদ যেমন বায়ু এবং জল, এই উভয়ের অমিশ্রণে অথচ উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, জাগতিক পদার্থ সকলও সেইরূপ, পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন।" ॥ ১৩॥

অবতরণিকা।

আচ্ছা, প্রকৃতি এবং পুরুষ, এই দ্বিবিধ পদার্থই স্বীকার করিলাম, ইহাদিগের অতিরিক্ত তৃতীয় প্রকারের কোন পদার্থ আছে কি না? এইরূপ আশঙ্কা [illegible]—

চেত্যেতি—চেত্যা প্রকৃতিঃ, চিদ্ব্রহ্ম, এতয়োর্ভিন্নং তৃতীয়পদার্থ—স্বরূপং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। ননু তৃতীয়পদার্থস্য সিদ্ধ্যাসিদ্ধিভ্যা নিষেধো ন সম্ভবতীতি চেৎ? ন, পুরুষভিন্নে জ্ঞাতৃত্বস্য, প্রকৃতিভিন্নে জ্ঞেয়ত্বস্য প্রসিদ্ধস্যৈব সিদ্ধে নিষেধাৎ, অত্র স্বপ্রকাশতয়া পুরুষস স্বস্বরূপজ্ঞানবিষয়ত্বেঽপি ঘটাদেরিব স্বভিন্নপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বরূপ জ্ঞেয়ত্বং নিষিধ্যত ইত্যর্থঃ। বস্তুতো যত্র যত্র পদার্থত্বং তত্র তত্র প্রমাণত্বাদ্যন্যতমোপাধিসম্বন্ধঃ দ্রব্যত্বাদ্যুপাধিসপ্তকাদ্যন্যতমসম্বন্ধে

সূ, অ, ৪০॥ প্রকৃতি এবং পুরুষের অতিরিক্ত তৃতী পদার্থ নাই॥ ১৪॥

চেত্যাশব্দের অর্থ প্রকৃতি, চিৎশব্দের অর্থ ব্রহ্ম, এই দুইএর অতিরিক্ত তৃতী পদার্থ নাই। এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন, তুমি যে তৃতীয় পদার্থের নিষেধ কি তেছ, ঐ তৃতীয় পদার্থ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ? যদি সিদ্ধ হয়, তা হ'লে উহ নিষেধ হইতে পারে না, আর যদি অসিদ্ধ হয়, তা হ'লে আর নিষেধের প্রয়োজ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, একথা বলিতে পার না, কারণ পুরুষ ভিন্নে (আদিতে) জ্ঞাতৃত্ব এবং প্রকৃতি ভিন্নে (পুরুষে) জ্ঞেয়ত্ব প্রসিদ্ধ আছে বলি নিষেধ করা হইতেছে। পুরুষ জ্ঞেয় বটে কিন্তু ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয় নহে, পুরুষ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তিনি যখন জ্ঞেয় হন, তখন আপনিই আপন বিষয় হন, ঘটাদি সেরূপ নহে, উহারা আপনা হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান, তাহা বিষয় হয়; অতএব পুরুষ যে ঘটাদির ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় জ্ঞেয় নহে, ইহাই বলা হইতেছে। কোন বস্তুকে পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করি হইলে, উহা হয় নৈয়ায়িকদিগের অভিমত প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ষোড় প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে যে কোন একটী ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ দেখাই হইবে, না হয়, বৈশেষিকদিগের অভিমত দ্রব্যত্ব, গুণত্বাদি সপ্তপ্রকার ধ মধ্যে যে কোন একটী ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ দেখাইতে হইবে। যে

বেতি নৈয়ায়িকবৈশেষিকয়োঃ ষোড়শসপ্তপদার্থবাদিনোরুদ্দেশ্যাবচ্ছেদকবিধেয়তাবচেছদকসমনিয়মঃ, ষোড়শৈব পদার্থাঃ, সপ্তৈব পদার্থাঃ, ইত্যত্রাম্বয়োপপত্তিস্তথাত্রাপি প্রকৃতিঃ, পুরুষশ্চেতি দ্বাবেব পদার্থাবিত্যেবং নিয়ম ইতি ভাবঃ॥ ১৪

অবতরণিকা।

নম্নু প্রকৃতিপুরুষয়োবসম্বন্ধত্বে কার্য্যস্যোৎপত্তির্ন স্যাদিতি তয়োঃ সম্বন্ধোঽবশ্যাভ্যুপেয়ঃ, ইতি স এব তৃতীয়ঃ স্যাদিত্যত আহ—

ষোড়শপদার্থবাদী নৈয়ায়িকদিগের, এবং সপ্তপদার্থবাদী (১) বৈশেষেকদিগের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের সংখ্যা সমানই, ষোল প্রকারই পদার্থ অথবা সাতপ্রকার পদার্থ, পদার্থের সংখ্যা; হয়, যোল, না হয় সাত হইবে, ইহার ন্যূনও নয় অধিকও নয়, সেইরূপ এস্থলে প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুটাই পদার্থ, মূল পদার্থ ইহার ন্যূনও নয়, অধিকও নয়, এইরূপ নিয়ম জানিতে হইবে। ১৪

অবতরণিকা।

আচ্ছা, তুমি বলিলে, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, অথবা জড় ও চৈতন্য ভিন্ন, তৃতীয় প্রকারের আর কোন পদার্থ নাই, কিন্তু সেই প্রকৃতি ও পুরুষ, অথবা জড় ও চৈতন্য, এই উভয়ের সম্বন্ধ ভিন্ন, জগতে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হয় না, অতএব ঐ উভয়ের সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধকেই আমি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত তৃতীয় প্রকারের পদার্থ বলিব। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

---

(১) বৈশেষিক দর্শনোক্ত ৭টী পদার্থ পূর্ব্বে টীকায় উক্ত হইয়াছে।

অবতরণিকা।

নমু প্রকৃতির্মিথ্যা, মায়াত্বাদিতি কথং তামাদায় পদাং মিত্যত আহ—

৪২॥ শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যম্॥ ১৬

শক্তিত্বাদিতি—বেদ্যং প্রকৃতিমায়াঽজ্ঞানাদিপদবাচ্যং—প্রধান অনৃতং ন মিথ্যা, তত্র হেতুঃ শক্তিত্বাদিতি। ইয়ং হি সৃষ্টিস্থি সংহারেষু ভগবতঃ শক্তিঃ, তথাচ যথা মায়াবিনো মায়িকে প্র কর্ত্তব্যে মায়াশক্তিঃ, সা চ ন মিথ্যা, তন্মিথ্যাত্বে, মিথ্যাভূতস্য

অবতরণিকা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকৃতি যখন মায়া-স্বরূপিণী, তখন ত উহা মিথ তবে উহাকে লইয়া দুইটী পদার্থ বলিতেছ কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কা ক বলিতেছেন।

সূ, অ, ৪২। বেদ্য অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষের শক্তিস্বরূ অতএব মিথ্যা নহে॥ ১৬

বেদ্য শব্দের অর্থ—প্রকৃতি, মায়া এবং অজ্ঞান আদি শব্দের দ্বারা যাহ অভিধান করা হয়, সেই প্রধান, উহা অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা নহে। কারণ, উ শক্তি-স্বরূপা। এই মায়াই ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকারিণী শক্তি দেখ, বাজীকরের বাজী দেখাইবার সময় যেমন একটী ঐন্দ্রজালিক বা মোহি শক্তি প্রকাশিত হয়, যাহাকে কখনই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না, কার উহা মিথ্যা হইলে, উহার কার্য্য ভোজবাজী ও মিথ্যা হইত, তাহার উৎপ বা প্রত্যক্ষ কিছুই হইত না, ঐ মায়াও সেইরূপ মিথ্যা নহে। শশশৃঙ্গের ন্যা অলীকবস্তুতে কখন কোন সদ্বস্তুর কারণতা থাকিতে পারে না। বস্তুত দিগকে নিজ নিজ দেশ ও সময় অবচ্ছেদে সত্যই বলিতে হইবে। শ্রুতিতেও

ায়িকপ্রপঞ্চস্যোৎপত্তির্দর্শনং বা ন স্যাৎ। সত্ত্বগর্ভস্য কারণত্বস্য শশশৃঙ্গাদাবিবালীকেঽসম্ভবাৎ। বস্তুতোবিশ্বমপি স্বস্বদেশসময়াদ্যবচ্ছেদেন সত্যমেব, "বিশ্বং সত্যমিত্যাদি"শ্রুতেঃ, সম্বাদিপ্রবৃত্তিলিঙ্গকানুমানাদবাধিতপ্রত্যক্ষাচ্চেতি তদুপাদানকারণং প্রধানং সুতরাং সত্যমিতি। নচৈবং স্বপ্নাদিপ্রপঞ্চোঽপি তত্তদ্দেশসময়াদ্যবচ্ছেদেন সত্যঃ স্যাদিতি বাচ্যম্, সত্যত্বপ্রমাণে সতি তস্য সত্যত্বমবান্যথাপ্রমাণাভাবাদেব তস্য ন সত্যত্বং, প্রাকৃতপ্রপঞ্চস্য তু প্রত্যক্ষানুমানশব্দবোধিতসত্তাকসত্যত্বে বাধকাভাবাৎ। অতএবোক্তং

বিশ্ব সত্য" এই কথা উক্ত হইয়াছে। "এই বিশ্ব সত্য, কারণ, কিছুদিন পূর্ব্বে আমি ইহাকে যেরূপ দেখিযাছিলাম, আজও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছি, যাহাকে বরাবর একরূপ দেখা যায় তাহাই সত্য, এইরূপ সম্বাদি প্রবৃত্তি অর্থাৎ পূর্ব্বাপর একরূপে অবস্থিতিকে হেতু করিয়া অনুমান করিলে, বিশ্বের সত্যত্বই সিদ্ধ হয়, আবও দেখ, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অলীক বস্তুর কথনই প্রত্যক্ষ হয় না, বিশ্ব যখন অবাধে প্রত্যক্ষের গোচর হইতেছে, তখন উহাকে অবশ্যই সত্য বলিতে হইবে, এক্ষণে দেখ, শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ, অনুমান, এবং প্রত্যক্ষ, এই ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা বিশ্বের সত্যত্ব যখন সিদ্ধ হইল, তখন তাহার উপাদান কারণ প্রধান বা প্রকৃতিকে সুতরাং সত্য বলিতে হইবে। ইহার উপর কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, এইরূপ যুক্তিতে স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলকেও দেশ ও কালাবচ্ছেদে সত্যরূপে স্থির করা হউক না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"নচ বাচ্যং" একথা বলিতে পার না, যদি স্বপ্ন—দৃষ্ট পদার্থ সমূহের সত্যত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখাইতে পার, তবে উহাকে অবশ্যই সত্য বলিতে হইবে, যদি সেরূপ কোন প্রমাণ না দেখাইতে পার, তবে উহাকে সত্য বলা যাইবে না, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের বিদ্যমানতা, যখন প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই বিবিধ প্রমাণ দ্বারা ঠিক হইতেছে তখন উহার সত্যত্বের বাধক আর কিছুই হইতে পারে না। এই জন্য

"অপ্রতিবন্ধিরদূষণ"মিতি। বস্তুতস্তস্যাপি সত্যত্বমেব যোগবাশি
দৌ তথাভিধানাৎ, স্বপ্নপ্রকরণে, ন তত্র রথানরথসংযো
কিন্তু রথান্-রথযোগাংশ্চ"। নহি, ব্রহ্মাণ্ডান্তরস্থবস্তুনোঽত্র ন দৃ
ব্যবহারশ্চেতি, ন তৎ সত্যম্ ইতি বক্তুং শক্যতে। তস্মাৎ স্বা
মানোরথিকৈন্দ্রজালিকাদিপ্রপঞ্চস্য স্বস্বপ্রপঞ্চানুসারেণ স্বস্বপ্রপ
ব্যবহারবিষয়ত্বে তত্তৎপ্রপঞ্চায় ব্যবহারাভাবেন কালান্তরীয়
প্রপঞ্চান্তর্গতপদার্থস্যেব অসত্যত্বং, কিন্তু সত্যত্বমেবেতি ॥ ১৬

অবতরণিকা।

নন্বীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে কর্ত্তব্যে, জীবাদৃষ্টাদিকং দেশকালাদি

বলা হইয়াছে যে, যেখানে কোন প্রতিবন্ধি না থাকে, সেখানে কোন দোষ
পাবে না। বস্তুতঃ স্বাপ্নিক প্রপঞ্চকে একেবারে মিথ্যা বলিতে পার না।
বাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে স্বপ্নপ্রকরণে তাহার সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেখানে
হইয়াছে যে, স্বপ্নে রথ নাই, অথচ রথের বস্তুতঃ দর্শন হয়, এমন কথা নহে,
সম্বন্ধেই রথের দর্শন হইয়া থাকে। যেমন অপর ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর এ ব্রহ্মাণ্ডে দ
বা ব্যবহার হয় না বলিয়া, উহা সত্য নয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না। সে
জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ব্যবহারাদি হয় না বলিয়া উহাকে অসত্য বলা
না। অতএব স্বপ্নানুভূত, মনোরথ--কল্পিত এবং ইন্দ্রজাল অর্থাৎ ভোজবাজ
প্রদর্শিত পদার্থ সকল নিজ নিজ প্রপঞ্চানুসারেই যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হ
থাকে। আরও দেখ, কালান্তরের পারলৌকিক প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তুর বর্ত্তমান জাগতি
প্রপঞ্চে কোনরূপ ব্যবহার হয় না বলিয়া যেমন তাহাকে অসত্য বলা যায় ন
সেইরূপ জাগতিক প্রপঞ্চে স্বপ্নাদিতে অনুভূত পদার্থপ্রভৃতির ব্যবহার হয়
বলিয়া, উহাকে অসত্য বলিতে পার না কিন্তু উহা সত্যই। ১৬

অবতরণিকা।

আচ্ছা, তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তার জন্য তথাবিধ শক্তি স্বীকা
করিতেছ, আমি বলি জীবের অদৃষ্ট এবং দেশ ও কালাদিই ভগবানের সৃষ্টিকার্

সহকার্য্যস্তু, কিং প্রকৃত্যা ? এতস্যা অপি তত্তৎকার্য্যবৈচিত্র্যায়া ন্তরানেকবিধত্বস্যাবশ্যবক্তব্যত্বাদিত্যত আহ—

৪৩ ॥ বিস্তরোঽস্য তৃতীয়ে ॥ ১৭

বিস্তর ইতি—অস্যার্থস্য বিস্তরস্তৃতীয়ে, তথাচায়মর্থস্তৃতীয়াধ্যায়ে স্তরেণ প্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৭

অবতরণিকা।

ইদানীং প্রকৃতমনুসরতি। নম্বেবম্ভূতায়াং ভক্তৌ, তৎপরিপাকে কিম্প্রমাণমিত্যত আহ—

াবী হউক, প্রকৃতিরূপ অপর একটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকারের আর শ্যকতা কি ? যদি বল, অদৃষ্ট, দেশ, কাল ইত্যাদি নানা সহকারী স্বীকার করা পক্ষা, একমাত্র প্রকৃতি স্বীকার করায় লাঘব আছে, তাহাও বলিতে পার না। ণ সেই প্রকৃতি যখন, পরস্পর বিভিন্ন স্বরূপ বহুবিধ কার্য্যের উপাদান কারণ, ন তাহারও অবান্তর অনেকবিধত্ব অবশ্যই বলিতে হইবে, যেহেতু এক রূপ ণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা য়া বলিতেছেন।

মু, অ, ৪৩ ॥ তৃতীয়াধ্যায়ে এ কথার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৭

ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। ১৭ (ক)

অবতরণিকা।

প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন, উক্তরূপ ভক্তি এবং তাহার ক্রমশ পাকপ্রাপ্তির কি প্রমাণ আছে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :

ক) স্বপ্নেশ্বরের ভাষ্যের সহিত যে মূল ছাপা হইয়াছে, তাহাতে এই সূত্রটী নাই। [illegible] র সূত্র পাঠ আমরা পাই নাই। তথাপি তাহার ভাষ্য দেখিয়া এইরূপ একটী সূত্র তাঁহার প্রেত মনে করে, এই সূত্রটী নির্ম্মাণ করিলাম নতুবা ভাষ্যের পাঠ সঙ্গত হয় না।

৪৪॥ তৎপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ॥ ১৮

তদিতি—যথা জানামীচ্ছাম্যেবং প্রত্যক্ষগম্যং জ্ঞানেচ্ছাদি প্রীতিস্বরূপা ভক্তিরপি, অহং শ্রীকৃষ্ণং ভজে, অনুরজ্যে ইত্যাদিপ্র গম্যৈব, তথাপি দৃঢ়তরসংস্কারবিশিষ্টা সা ন প্রত্যক্ষগম্যেত্যত্রানু প্রমাণমাহ—চ পুনঃ তৎপরিশুদ্ধিঃ দৃঢ়তরপ্ররূঢ়প্রেম ভগবদ্ভক্তিঃ লিঙ্গেভ্যোগম্যা, তত্র দৃষ্টান্তমাহ—লোকবদিতি- লোকে নায়িকায়া নায়কে প্রীতিঃ কটাক্ষভুজক্ষেপস্মিতপরিহা নানুমীয়তে, তথা ভক্তানাং ভাগবতপ্রীতিস্তন্নামকথাশ্রবণাদু কালীনলোমাঞ্চাশ্রুপাতপ্রভৃতিভির্লিঙ্গৈঃ ভক্তিব্যাপ্যস্থৈ ভক্তবৃত্তিভিরনুমেয়েত্যর্থঃ॥ ১৮

মু, অ, ৪৪॥ সেই ভক্তি এবং তাহার পরিপাকা লৌকিক প্রীতির ন্যায়, তদ্ব্যঞ্জক চিহ্নসমূহ হইতে জানা যায়

যেমন জানিতেছি, ইচ্ছা করিতেছি ইত্যাদিরূপে জ্ঞান ও ইচ্ছাকে প্র গোচর করা যায়, সেইরূপ প্রীতিস্বরূপা ভগবদ্ভক্তিও আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভজি বা তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইতেছি, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় হয় কিন্তু সেই ভক্তির সংস্কার মনের মধ্যে ক্রমশঃ দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া যে পরিপাকাবস্থা হয়, তাহা ত প্রত্যক্ষগম্য নয়, এই জন্য ভক্তির তথাবিধ পরি অবস্থা যে, অনুমান দ্বারা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছেন—সূত্রে যে 'চ' আছে, ত অর্থ পুনঃ, দৃঢ়রূপে প্ররূঢ় প্রেম স্বরূপা ভগবদ্ভক্তি, লিঙ্গ অর্থাৎ ব্যঞ্জক চিহ্ন অনুমেয়। এ বিষয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন লৌকিক প্রেমের ন্যায়, অর্থাৎ নায়কের প্রতি নায়িকার প্রেম যেমন কটাক্ষ, হস্তসঞ্চালন ঈষৎ হা পরিহাসাদি দ্বারা অনুমেয়, ভক্তদিগের ভগবৎপ্রীতিও সেইরূপ তৎকথাশ্রবণ পর লোমাঞ্চ, অশ্রুপাত প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা অনুমেয়, কারণ ভক্তি থাকি ভক্তদিগের ঐরূপ কৃতি অর্থাৎ চেষ্টা হইয়া থাকে॥ ১৮

অবতরণিকা।

সাধারণজনানুরাগব্যঞ্জকেভ্যোবিলক্ষণানি রাজর্ষীণাং ব্রহ্মর্ষীণাঞ্চ ক্তব্যঞ্জকানি লক্ষণাস্যাহ—

৪৫ ॥ সম্মানবহুমানপ্রীতি-বিরহেতরবিচিকিৎসা-
মহিমখ্যাতিতদর্থপ্রাণ-স্থাপনতদীয়তাসর্ব্বতদ্ভাবা-
প্রাতিকূল্যাদিভ্যো বাহুল্যাৎ ॥ ১৯

সম্মানেতি—সম্মানাদিভ্যোঽপি বাহুল্যাদ্ ভক্তিরনুমেয়েত্যর্থঃ।
সম্মানমর্জ্জুনস্য যথা (দ্রোণপর্ব্ব ১-২৮-২২ শ্লোক)

"প্রত্যুত্থানং তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বাবস্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ন লঙ্ঘয়তি ধর্ম্মাত্মা ভক্ত্যা প্রেম্নাচ সর্ব্বদা ॥

অবতরণিকা।

এক্ষণে সাধারণ ভক্ত হইতে ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষিদিগের ভক্তি-চিহ্ন যে রূপ, তাহা বলিতেছেন।

সূ, অ, ৪৫ ॥ সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, ইতর-বিচিকিৎসা (অন্যের প্রতি অনাস্থা), মহিমা খ্যাপন, তাঁহার জন্য প্রাণ রক্ষা করা, তদীয়তা ভাবনা, সর্ব্বভূতে তন্ময়তাদি জ্ঞান, অপ্রাতিকূল্য (বিপক্ষতাচরণ না করা), ইত্যাদি চিহ্ন হইতেও বহুল পরিমাণে ভক্তির অনুমান করা যায় ॥ ১৯ ॥

সম্মানাদি হইতেও বহুল পরিমাণে ভক্তির অনুমান হয়, ইহাই এই সূত্রের অর্থ।

সম্মান যথা—অর্জ্জুনের—

"ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়, সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই প্রেম ও ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্থান করিতেন।"

বহুমানং যথা—ঈক্ষ্বাকোঃ—(নৃসিংহপুরাণং ১৫ অঃ ২২ শ্লো

"পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মে চ তাদৃশি।
বভার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানমতিং নৃপঃ॥"

প্রীতির্বিদুরস্য—(মহাভারতং উদ্যো° অঃ ৮৮)

"যা প্রীতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তবাগমনকারণাৎ।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥"

বিরহো যথা গোপীনাম্—(বিষ্ণুপু° ৫ অং, ১৮ অঃ, ১৭ শ্লো

"গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমং।
গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা॥"

ইতরবিচিকিৎসা যথা শ্বেতদ্বীপনিবাসিনাং—নারদদর্শনে বিঘ্নবুদ্ধিঃ (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব প্রথমাধ্যায়ো দৃশ্যতাম্)১

বহুমান—যথা ইক্ষ্বাকুরাজা সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

সেই রাজা ভগবানের নামের প্রতি অত্যাদর হেতু তন্নামক মৃগে এবং ও তৎসমানবর্ণ মেঘে বহু সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

প্রীতি-বিদুরের—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার আগমন হেতু যে হইয়াছে, তাহা আর আপনার নিকট প্রকাশ করিব কি? আপনি সব অন্তরাত্মা, সবই জানেন।"

বিরহ—গোপীগণের—

"গুরুদিগের সম্মুখে সে কথা আমরা বলিতে পারি না, অথবা আর বলিব, যাহারা বিরহানলে দহ্যমান, গুরুগণ তাহাদের কি প্রতীকার করিবেন

ইতর-বিচিকিৎসা-অন্যের প্রতি অনাস্থা। শ্বেতদ্বীপবাসীরা নার দেখিতেও অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নারদের দর্শনকে ভগবা সাক্ষাৎকারের প্রতি বিঘ্ন স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। (১)

(১) ইতরবিচিকিৎসা সম্বন্ধে স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বান্তর্গত উপ গল্প হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

মহিমখ্যাতির্যথা যমস্য—(নৃসিংহপু° অ ২১ শ্লোকঃ)

"নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।

কিং ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥"

তদর্থং প্রাণস্থাপনং হনুমতঃ—(বাল্মীকিরামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে র্গ ১০৭, শ্লোক ৩১)

"যাবদ্রামকথা লোকে তাবৎ প্রাণান্ বিভর্ম্যহম্।

তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্॥"

মহিমাখ্যাপন—যমকর্তৃক, যথা—"নরকে পচ্যমান ব্যক্তিকে যম ডাকিয়া লিয়াছিলেন, ও হে তুমি কি কখনও সেই ক্লেশনাশন ভগবান্ কেশবের র্চ্চনা কর নাই।—(২)

তদর্থ প্রাণস্থাপন যেমন হনুমান্ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"এই লোকে যে পর্য্যন্ত, রামকথা প্রচলিত থাকিবে, তদবধি আমি আপনার াজ্ঞানুসারে প্রাণ ধারণ এবং পৃথিবীতে অবস্থান করিব", এবং নারদ-প্রভৃতি স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়াও তাঁহার ভক্তির জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন,

---

"অপি কীট ; পতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া।

"নতু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে" ?

হে ইন্দ্র, আমি শঙ্করের আজ্ঞাক্রমে কীট বা পতঙ্গ হই, সে ও আমার পক্ষে ভাল, তথাপি ়মি আমাকে ত্রৈলোক্য দিলেও তাহা চাই না। (২) এ বিষয়ে স্বপ্নেশ্বর বিষ্ণু পুরাণের ৩০ অঃ, । অঃ, ১০ শ্লোক উদ্ধার করিয়া আরও একটি উদাহরণ দিয়াছেন। যথা—

"স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশভৃতং

কথয়তি যমস্তস্থ কর্ণমূলে।

পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্,

প্রভুরহমন্যনৃণাং, বৈষ্ণবাদৃতে॥

যম নিজ দূতকে পাশহস্তে মনুষ্যদিগকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য বহির্গত হইতে দেখিয়া, তাহার কানে কানে এইকথা বলিয়া দেন, দেখ, "তুমি যেন মধুসূদনের ভক্তদিগকে স্পর্শ করিওনা, আর ান্য সকল মনুষ্যের উপর আমি প্রভু বটে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তের কিছুই করিতে পারি না।

এবং কৃতকৃত্যানামপি নারদাদীনাং তদ্ভক্ত্যর্থমেব জীবনং। য
এব শ্রুতিঃ। (নৃসিংহতাপনীয়ং)

"যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবোব্রহ্মবাদিনশ্চেতি।"

তদীয়তাভাবস্তু বসোরুপরিচরস্য॥

(মহাভা° শান্তিপর্ব্ব ৩৩৭ অ

"আত্মা রাজ্যং ধনঞ্চৈব কলত্রং বাহনং তথা,
এতৎ ভাগবতং সর্ব্বমিতি তৎ প্রেক্ষতে সদা॥"

সর্ব্বভূতেষু তদ্ভাবো যথা প্রহ্লাদস্য।

(বিষ্ণুপু° অ ১, অ ১ শ্লোক ৫)

"এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বদেবময়ং হরিম্॥"

অপ্রাতিকূল্যং যথা হন্তুমাগতেঽপি কৃষ্ণে ভীষ্মস্য।

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব অ ৫৮

"এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।

একথা নৃসিংহ তাপনীতে উক্ত হইয়াছে, যথা "যাহাকে সকল দেবগণ, মুমুক্ষু
এবং ব্রহ্মবাদিগণ প্রণাম করেন।"

তদীয়তাভাব অর্থাৎ এই জগতে আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সকল
তাঁহার, এইরূপ ভাব, যথা উপরিচর বসুর—"আত্মা, বান্ধব, ধন, কলত্র এ
বাহন ইত্যাদি সকলকে তিনি সর্ব্বদা ভগবানেরই বলিয়া জানিতেন।"

সর্ব্বভূতে তাঁহার ভাবনা, যথা প্রহ্লাদের—"শ্রীহরিকে সর্ব্বময় জানি
পণ্ডিতগণের সকলপ্রাণীর উপরই স্থির ভক্তি করা উচিত।"

ভীষ্মের অপ্রাতিকূল্য, শ্রীকৃষ্ণ মারিতে উদ্যত হইলে ভীষ্ম তাঁহার প্রতিকূ

প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথাদুদগ্রাদ্ভুতশৌর্য্য সংখ্যে ॥”
আদিশব্দাদক্রূরোদ্ধবচেষ্টিতান্যপি বোধ্যানি। ১৯

অবতরণিকা।

নমু শিশুপালাদয়োভগবদ্দ্বেষাদপি মুক্তস্তৎকিং দ্বেষাদয়ো
ভক্ত্যনুমাপকা ? নবেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৪৬। দ্বেষাদয়োঽপি নৈবম্ ॥ ২১

দ্বেষেতি—তু পুনঃ দ্বেষাদয় এবং ন ভক্ত্যনুমাপকা ভবন্তি।

রণ করেন নাই, প্রত্যুত তিনি বলিয়াছিলেন—“হে জগতের আশ্রয় দেবেশ,
নাকে প্রণাম করি, আপনি শার্ঙ্গ—ধনু, গদা, এবং অসি ধারণ পূর্ব্বক
ন, আসুন, আপনি অদ্ভুত শৌর্য্যশালী, আপনি এই যুদ্ধক্ষেত্রে রথ হইতে
াকে পাতিত করুন।

সূত্রে যে ‘আদি’ শব্দ আছে, তাহাদ্বারা অক্রূর এবং উদ্ধব প্রভৃতির চেষ্টাও
তে হইবে।

অবতরণিকা।

ভাল, শুনা যায় যে, শিশুপাল প্রভৃতি ভগবানের প্রতি দ্বেষ করিয়াও মুক্ত
াছে, অতএব দ্বেষআদিও কি ভক্তির অনুমাপক ? কিম্বা না ? এইরূপ
ঙ্ক্ষা করিয়া বলিতেছেন।

সূ, অ, ৪৬ ॥ দ্বেষ আদি এরূপ নহে ॥ ২১ ॥

সূত্রে যে ‘চ’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ ‘পুনঃ’ (কিন্তু), দ্বেষ আদি কিন্তু
রূপ ভক্তির অনুমাপক হয় না। ভক্তদিগের কখনই দ্বেষাদির সম্ভব হয় না।
এব দ্বেষাদি ভক্তির অনুমাপক নহে। এ বিষয়ে ভগবান্ ব্যাসদেব কি
য়াছেন দেখ—“পুণ্যবান্ ভক্তদিগের পুরুষোত্তমের প্রতি ক্রোধ, মাৎসর্য্য,

ভক্তানাং দ্বেষাদয়ো ন সম্ভবন্ত্যেবেতি, ন তে তদনুমাপকা ইত
তথা চ ভগবান্ ব্যাসদেবঃ।

"ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভোনাশুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥" ইতি

শিশুপালাদীনাং তু দ্বেষাৎ স্মরণং, ততশ্চৈষাং বৈকুণ্ঠাবস্থা
দশাস্মরণেন পরা ভক্তিস্ততোমুক্তিরিতি॥ ২১॥

অবতরণিকা।

অথ সা পরা ভক্তিরখণ্ডানন্দবোধস্বরূপনির্গুণব্রহ্মবিষ
উত শ্রীরামকৃষ্ণাদ্যবতারবিষয়াঽপী ? ত্যাকঙ্ক্ষায়ামাহ।

৪৭। তদ্বাক্যশেষাৎ প্রাদুর্ভাবেষ্বপি সা॥ ২২

তদিতি—সা পরা ভক্তিঃ, প্রাদুর্ভাবেষ্বপি শ্রীরামকৃষ্ণাদিপ্রাদু

লোভ বা অশুভা মতি হয় না।" তবে শিশুপাল প্রভৃতির কথা যে বলি
তাহাদের দ্বেষবশতঃ পূর্ব্ব বৃত্ত স্মরণ হয়, সেই স্মরণ হইতে বৈকুণ্ঠাবস্থা
দশা মনে পড়ে, এবং তাহাতেই পরাভক্তির উদয় হয়, তার পর মুক্তি
হইয়াছিল॥ ২১॥

অবতরণিকা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কেবল অখণ্ডানন্দবোধস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মবিষ
পরা ভক্তিই মুক্তির কারণ ? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণাদিবিষয়িণী পরাভক্তি ও মু
কারণ ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন।

মূ, অ, ৪৭॥ প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ অবতার বিষয়িণী পরা ভ
ও মুক্তির কারণ, কেন না, যে বাক্যে ভক্তির কথা ব
হইয়াছে, তাহার শেষে ঐরূপই বলা হইয়াছে॥ ২২॥

সেই পরা ভক্তি প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণাদিরূপে প্রাদুর্ভূত ভগবানের ন

চ্ছরীরবিষয়াঽপি ভবতি, "অপি" শব্দাদখণ্ডানন্দবোধবিষয়াপিতু ত্যেবেতি ধ্বনিতং। তত্র হেতুঃ তদ্বাক্যশেষাত্, যস্মিন্ বাক্যে ক্তির্বিহিতা, তৎফলঞ্চোক্তং, তচ্ছেষে ভক্তেঃ শরীরবিষয়ায়া অপি প্রাক্তত্বাদিত্যর্থঃ, তথাহি—

"দেবান্ দেবযজোযান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি' ইত্যভিধায় যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি তস্যাং তস্যাচলাং দ্ধা, তামেব বিদধ্যাম্যহম্।" ইতি। তত্রৈকা কেবলাখণ্ডকনন্দবোধা-ত্মকা পরব্রহ্মবিষয়া, সা তৎসাযুজ্যলক্ষণপরমমুক্তিফলিকা, অন্যাতু রীরাবচ্ছিন্নতদ্বিষয়া, সাপি দ্বিবিধা, দেবান্তরীয়শরীরজ্ঞানপূর্ব্বিকা,

হবিষয়িণী হইলেও মুক্তির কারণ হয়। সূত্রে যে 'অপি' শব্দ আছে, তাহাদ্বারা খণ্ডানন্দবোধস্বরূপব্রহ্মবিষয়িণী পরা ভক্তিত মুক্তির কারণ হয়ই, এইরূপ অর্থ নিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণাদিরূপে প্রাদুর্ভূতভগবচ্ছরীরবিষয়িণী পরাভক্তিও য়, মুক্তির কারণ হয়, তদ্বিষয় হেতু দেখাইতেছেন 'তদ্বাক্য শেষাৎ' অর্থাৎ যে াক্যে ভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহার ফলও অভিহিত হইয়াছে, সেই বাক্যের শেষেই তথাবিধশরীরবিষয়িণী ভক্তির কথাও বলা হইয়াছে। দেখ—"দেব ভক্তরা দবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়, এবং আমার ভক্তও আমাকে প্রাপ্ত হয়" (গীতা ৭ অঃ ২৩ শ্লোক) এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিতেছেন "যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার যে য় শরীরের অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই শরীরের উপরই তাহার অচলা শ্রদ্ধা ষ্ট হয়, এই জন্য আমি সেই শরীরই ধারণ করি। (গীতা ৭ অঃ ২১ শ্লোক)। * অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরা ভক্তি দুই প্রকার, (১) এক, কেবল অখণ্ডানন্দ-বোধস্বরূপ পরমব্রহ্ম বিষয়িণী, সাযুজ্যস্বরূপা মুক্তিই যাহার ফল। (২) দ্বিতীয়, শরীরবিশিষ্ট পরমব্রহ্মবিষয়িণী, ইহাও আবার দুই প্রকার (১) প্রথমা, অপর দেবতার শরীরকে ঈশ্বর শরীররূপে জ্ঞানপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অনুরাগ স্বরূপা, (২) অপরা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরশরীরের জ্ঞানপূর্ব্বক তদ্বিষয়কঅনুরাগ স্বরূপা। উহার মধ্যে প্রথমার ফল

* ভবদেবের সময় "দেবান্ দেব-যজঃ" এই শ্লোক পূর্ব্বে বিন্যস্ত ছিল বোধ হয়।

ঈশ্বরীয়শরীরজ্ঞানপূর্ব্বিকা চ। তয়োরাদ্যা তত্তচ্ছরীরাবচ্ছি তত্তদ্দেবতান্তরসাযুজ্যফলিকা, দ্বিতীয়াতু—তত্তচ্ছরীরবিশিষ্টাখ নন্দবোধাত্মকেশ্বরসাযুজ্যফলিকৈবেতি। তথাচ দেবতান্তরস্য ভগবদংশত্বেঽপি ভগবন্ন্যূনতয়া তৎসাযুজ্যমপি ভগবৎসাযুজ্যা মেবেতি ন্যূনফলকত্বাৎ সাপি ন্যূনেতি নিন্দিতা। ঈশ্বরভক্তি শরীরাবিশিষ্টা তদ্বিশিষ্টা চোভয়থাপি ভগবৎসাযুজ্য ফলিকৈবে ন তয়োর্বিশেষ ইতি দ্বিবিধেঽপি তে তুল্য এব, ইয়ানেব বিশে যদাদ্যয়া শরীরাবিশিষ্টে ব্রহ্মণি লয়ো, দ্বিতীয়য়া ভাবি তত্তদ্রামকৃষ্ণশরীরবিশিষ্টে ব্রহ্মণি লয় ইত্যক্ষয়ত্বপরমোৎকৃষ্টত্বাদী ফলে সত্বাত্তৌল্যমেবেতি ভাবঃ॥ ২২॥

সেই সেই শরীরবিশিষ্ট সেই সেই দেবতাবিশেষে সাযুজ্যের লাভ, অন্যদিকে দ্বিতী তথাবিধশরীরবিশিষ্ট অনন্তানন্দবোধাত্মক ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ রূপ ফল উৎপা করে। এক্ষণে দেখ, অপর দেবতা সকল শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ হইলে শ্রীভগবান্ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অবশ্যই ন্যূন বলিতে হইবে, সুতরাং তাঁহা সাযুজ্য যে, শ্রীভগবৎ সাযুজ্য অপেক্ষা ন্যূন তাহা বলাই নিস্প্রয়োজন। অতএব অ দেবতার সাযুজ্যরূপ ন্যূন ফলোৎপাদিনী ভক্তি, শ্রীভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা ন্যূন হওয়া উহাকে এক প্রকার নিন্দিতাই বলিতে হইবে। ঈশ্বর ভক্তি চাই নিরাকার ব্র বিষয়িণীই হৌক, আর চাই সাকার বিষয়িণীই হোক, উভয় প্রকার ভক্তিই সাক্ষ শ্রীভগবানের সাযুজ্য উৎপাদন করে। তাহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ নাই, দ্বিবি ভক্তিই তুল্যরূপ। তবে বিশেষ এই যে প্রথমাদ্বারা নিরাকার ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে, দ্বিতীয়াদ্বারা উদ্ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণাদিশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি হয়, কি এই উভয়বিধ লয় প্রাপ্তিরূপ ফলে অক্ষয়ত্ব, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাদি ধর্ম্ম সমান রূপে বিদ্যমান থাকায়, উভয়ের তুল্যতা সিদ্ধ হইল। (২২)

অবতরণিকা।

অবতারবিষয়াঽপি ভক্তির্ভবতীত্যত্র যুক্ত্যন্তরমাহ—

৪৮। জন্মকর্ম্মবিদশ্চাজন্মশব্দাৎ॥ ২৩

জন্মেতি—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

ইত্যাদৌ ভগবজন্মকর্ম্মবিদঃ জন্মাভাবভগবল্লয়াত্মকং ফল ক্তং, ইতি শব্দাৎ,—এবম্ভুত ভগবদ্‌বাক্যাদপি ভক্তেঃ শরীর-বিষয়ত্বং গম্যতে, জন্মকর্ম্মণোঃ দশরথবসুদেবগৃহাবতাররাবণকংস-মারণাদিস্বরূপয়োঃ শরীরবৃত্তিতয়া শরীরজ্ঞানং বিনা তজ্জ্ঞান াসম্ভবাদিত্যর্থঃ॥ ২৩

অবতরণিকা।

পরা ভক্তি যে অবতার বিষয়িণীও হয়, তদ্বিষয় আর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন।

মূ, অ, ৪৮॥ শ্রীভগবানের জন্ম এবং কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞানবান্ দিগের জন্মাভাবের কথা গীতাদি শাস্ত্রে কথিত হওয়ায়॥ ২৩॥

"হে অর্জ্জুন যে মনুষ্য আমার দিব্য জন্ম এবং কর্ম্ম বিষয়ে যথার্থ রূপ জ্ঞান াভ করিতে পারে, সে দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আর জন্ম লাভ করে না, কিন্তু ামাকেই প্রাপ্ত হয়" (গীতা ৪ অঃ ৯ শ্লোক) ইত্যাদি গীতা বাক্যে শ্রীভগবানের ন্ম এবং কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞানশালীর জন্মাভাব এবং শ্রীভগবানে লয়প্রাপ্তিরূপ ফল ক্ত হইয়াছে। এবম্ভূত ভগবদ্বাক্য হইতেও শরীরবিষয়িণীও যে পরা ভক্তি হয়, াহা জানা যাইতেছে। দশরথ ও বসুদেব গৃহে অবতরণ রূপ জন্ম এবং রাবণ ও ংস মারণাদি রূপ কর্ম্ম, শরীর বৃত্তি অর্থাৎ দেহ ধারণ ভিন্ন অসম্ভব, সুতরাং রীর জ্ঞান ব্যতীত উহাদের জ্ঞান হইতেই পারে না।

অবতরণিকা।

অথ জন্মকর্ম্মণোর্দিব্যত্বমাহ—

৪৯। তচ্চ দিব্যং স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ ॥ ২৪

তচ্চেতি—চ পুনঃ শ্রীভগবতঃ জন্ম, কর্ম্ম চ দিব্যং, অত্যাশ্চর্য্যং, ত
হেতুঃ—স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবত্বাৎ, জীবানাং হি শরীরসম্বন্ধবিশেষরূপ
জন্ম, আহারবিহারাদিস্বরূপঞ্চ কর্ম্ম, ঈশ্বরশক্তিজন্যত্বেপ্যদৃষ্ট
বিশেষসাপেক্ষং অন্যথা ঈশ্বরস্য সর্ব্বানুগ্রাহকতায়াঃ সর্ব্বসাধারণে
ঽপি কস্যচিদ্বিপ্রকুলে, কস্যচিচ্চাণ্ডালকুলে জন্ম, কস্যচিদ্বিগর্হিত

অবতরণিকা।

একণে শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম যে দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক আশ্চর্য্য স্বরূ
তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন,—

মূ, অ, ৪৯॥ উহারা দিব্য, কেননা স্বীয় শক্তিমা
হইতেই উহাদের উদ্ভব হয়॥ ২৫॥

সূত্রে যে, 'চকার' আছে, তাহার অর্থ পুনঃ (আবার), শ্রীভগবানের জ
এবং কর্ম্ম আবার দিব্য (অলৌকিক) আশ্চর্য্য স্বরূপ। তাহার প্রতি হে
দেখাইতেছেন,—কারণ উহারা (জন্ম এবং কর্ম্ম), কেবল শ্রীভগবানের নিজশ
হইতেই উৎপন্ন। জীবদিগের শরীরসম্বন্ধবিশেষ রূপ জন্ম, এবং আহার বিহারা
স্বরূপ কর্ম্ম, ঈশ্বরশক্তির দ্বারা উৎপাদিত হইলেও, নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরশক্তিজ
নহে, জীবদিগের নিজ নিজ অদৃষ্টকেও অপেক্ষা করে, অর্থাৎ উহাদের প্র
অদৃষ্টেরও কিয়ৎপরিমাণে কর্তৃত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে
ঈশ্বরের অনুগ্রহ সকলের উপর সমান ভাবে থাকিতেও, আমরা যে, কাহার
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, কাহারও চণ্ডালকুলে জন্ম, কাহারও কর্ম্ম শাস্ত্রবিগর্হিত, কাহার

কৃত্যানিষিদ্ধং চ কর্ম্মেতি, তত্তজ্জন্মকর্ম্মণোর্বৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। ঈশ্বরস্যাতু জন্ম, কর্ম্ম বা অস্মদাদ্যদৃষ্টজন্যত্বেঽপি, ন ভগবদদৃষ্টজন্যং, ভগবদদৃষ্টানভ্যুপগমাৎ, কিন্তু তদিচ্ছামাত্রাত্মকতচ্ছক্তিমাত্রজন্যং। তথাচ মোক্ষধর্ম্মে নারদং প্রতি—

ভগবদ্বাক্যম্—"মায়ৈষা হি ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।"

গীতায়ামপি—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অতএব ভগবচ্ছরীরং জীবশরীরবন্ন পাঞ্চভৌতিকং, কিন্তু মায়োপাদানকং, ব্রহ্মলোকোপাদানকং বা শ্রীকৃষ্ণশরীরন্তু সাক্ষাদ্‌-ব্রহ্মোপাদানকারণত্বাদ্‌ব্রহ্মৈব। অতএবোক্তং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

কর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত, এইরূপ জন্ম এবং কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই, তাহা কখনই ঘটিত না। ঈশ্বরের জন্ম বা কর্ম্ম আমাদিগের অদৃষ্ট জন্য হইলেও, উহা শ্রীভগবানের অদৃষ্ট জন্য নহে, কারণ, শ্রীভগবানের অদৃষ্ট স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছাত্মক তদীয়শক্তিমাত্রই, তাঁহার জন্ম এবং কর্ম্মের উৎপাদক। মোক্ষ ধর্ম্মে নারদের প্রতি শ্রীভগবান্ কি বলিয়াছেন, তাহা দেখ—"হে নারদ, তুমি আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, ঐ সকলই মায়ামাত্র, এই মায়া আবার আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।" গীতাতেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "আমি অজ, অব্যয় এবং প্রাণীদিগের অধীশ্বর হইয়াও স্বকীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে উৎপন্ন হই॥" (গীতা ৪ অঃ ৬ শ্লোক)

অতএব শ্রীভগবানের শরীর, সাধারণ জীব শরীরের ন্যায় পাঞ্চ ভৌতিক নহে, কিন্তু মায়ারূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন, অথবা ব্রহ্মলোকই উহার উপাদান। শ্রীকৃষ্ণ শরীরের সাক্ষাৎ ব্রহ্মই উপাদান কারণ, অতএব উহা ব্রহ্মস্বরূপ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে "সাক্ষাদ্ব্রহ্ম স্বরূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আরও দেখ, কেবল শ্রীরামকৃষ্ণাদির শরীর বলিয়া নয়, মায়ারূপ উপাদান কারণ

স্বয়মিতি” কিঞ্চ মায়োপদানকং বিশ্বমপি ভবতি, ভগবচ্ছরীর
তথাহি ভোগায়তনত্বং, চেষ্টাশ্রয়ত্বং শরীরস্য লক্ষণং, অস্তি তদুভ
মপি বিশ্বস্মিন্ ভগবন্নিরূপিতং, ভগবতোঽপি বিশ্বস্মিন্নপ্যখণ্ডান
সাক্ষাৎকারাৎ, চেষ্টাত্বমপি প্রযত্নসাক্ষাজ্জন্যক্রিয়াত্বং, অস্তি
ক্রিয়ামাত্রস্য সাক্ষাৎভগবৎপ্রযত্নজন্যত্বং, অতএব তৃণা
ক্রিয়াতোপীশ্বরোঽনুমীয়তে, তথাহি তৃণক্রিয়া সাক্ষাৎপ্রযত্নজ
ক্রিয়াত্বাৎ, শরীরক্রিয়াবদিত্যনুমানাত্তাদৃশপ্রযত্নেনেনেশ্বরঃ সিধ্য
লাঘবাৎ ক্রিয়াত্বপ্রযত্নাভ্যামেব কার্য্যকারণভাবঃ, যত্র স্বরূপসম্ব
বিশেষেণ প্রযত্নস্তত্র সমবায়সম্বন্ধেন ক্রিয়েতি নিয়মাৎ। অ

হইতে উৎপন্ন বিশ্বও শ্রীভগবানের শরীররূপে গণ্য হইয়া থাকে, কার
যাহা ভোগের আয়তন, এবং চেষ্টার আশ্রয়, তাহাকে শরীর বলা হ
শরীরের ইহাই লক্ষণ, বিশ্বেতেও ভগবন্নিরূপিত ভোগায়তনত্ব এবং চেষ্টাশ্রয়
এই উভয়বিধ ধর্ম্মই বিদ্যমান আছে। কেননা, শ্রীভগবান্ ও এই বি
অখণ্ডানন্দের অনুভব করেন, কাযেই ইহাকে তাঁহার আনন্দ ভোগে
আয়তন বলা যাইতে পারে। আবার দেখ সাক্ষাৎ প্রযত্ন জন্য ক্রিয়ার নাম
চেষ্টা, এ জগতে যত কিছু ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই শ্রীভগবানের সাক্ষা
প্রযত্নজন্য। এই হেতু, তৃণাদি ক্রিয়া হইতেও ঈশ্বর অনুমিত হই
থাকেন। তাদৃশ অনুমানের প্রকার এইরূপ—ক্রিয়ামাত্রই সাক্ষাৎ প্রযত্ন
জন্য, তৃণাদির ক্রিয়াতে যখন ক্রিয়াত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান, তখন তৃণাদিক্রিয়াও সাক্ষা
প্রযত্নজন্য, শারীরিক ক্রিয়ার ন্যায়, এই অনুমান প্রভাবে তাদৃশ প্রযত্নদ্বারা ঈশ্ব
সিদ্ধ হয়েন, ঐরূপ ক্রিয়াকে অপরের প্রযত্নজন্য বলা অপেক্ষা, একমাত্র
ঈশ্বরপ্রযত্নজন্য বলিলে লাঘব হয়। ক্রিয়াও প্রযত্ন এই উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া কার্য্য
এবং প্রযত্ন কারণ, এইরূপ কার্য্যকারণ ভাবের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে,
কারণ এ সম্বন্ধে আমরা একটি নিয়ম দেখিতে পাই যে, যেখানে স্বরূপ সম্বন্ধে

রোক্তমাগমে "বিশ্বং শরীবমানন্দআত্মেতি, আকাশমপীশ্বর-
রীরং—

"আকাশশরীরং ব্রহ্মেতি" শ্রুতেরিত্যন্যত্র বিস্তরঃ ॥ ২৪

অবতরণিকা।

ননু স্বভাবসিদ্ধদুঃখাননুবিদ্ধাখণ্ডসুখসাক্ষাৎকারস্য শ্রীভগবতঃ
য়োজনাভাবাৎ কথং প্রবৃত্তিঃ? তদুক্তং "নহি প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য
ন্দাঽপি প্রবর্ত্তত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৫০ ॥ মুখ্যং তস্যহি কারুণ্যম্ ॥ ২৫

় থাকে, সেইস্থানে ক্রিয়াও সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই জন্যই আগমে উক্ত
াছে যে, "পরমাত্মার বিশ্বই শরীর এবং তিনি আনন্দ স্বরূপ।" আকাশও ঈশ্বরের
বিভূত, কেননা, আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই "আকাশ ব্রহ্মের শরীর" ॥ ২৪

অবতরণিকা।

র্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের জন্ম এবং কর্ম্ম বিষয়ে যাঁহাদের অভিজ্ঞান
ত হয়, তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই কর্ম্ম সকল
ৃত্তি মূলক, পূর্ব্বে প্রবৃত্তি না হইলে, কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, অন্যদিকে আবার কোন
ার ফললাভের আশা না থাকিলে, প্রবৃত্তিও উৎপন্ন হয় না। এক্ষণে দেখ,
ভগবান্ স্বভাবতঃই দুঃখসংস্পর্শরহিত সুখানুভবের স্বরূপ অর্থাৎ তিনি
াবতঃই সুখময়, আনন্দময় বা সন্তোষময়, তাঁহার কোন প্রয়োজন অর্থাৎ
লাভের স্পৃহাই নাই, তবে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? দেখ একটা প্রচলিত
াদ আছে যে, কোনরূপ ফল লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে, অতি মূঢ়
ক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

মূ, অ, ৫০ ॥ তাঁহার কারুণ্যই মুখ্য অর্থাৎ যথার্থ ॥ ২৬ ॥

মুখ্যমিতি—হি যতঃ তস্য কারুণ্যং মুখ্যং নিরুপধি পর
প্রহাণেচ্ছা হি কারুণ্যং, সা চ জীবস্য ন সম্ভবতি, অন্ততো ধর্ম্ম
প্ত্যুপধিত্বাৎ, কিন্ত্বীশ্বরস্যৈব ধর্ম্মস্যানপেক্ষণাৎ, তথাচ জন্মক
স্মরণাদিনা জীবান্ নিষ্পা।।ন্ কর্ত্তুং ভগবতস্তথা প্রবর্ত্তনাৎ, তদু
"এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতোগুণকর্ম্মনা
মিতি জীবানাং ত্বর্থাদ্যুপধিরাহিত্যমাত্রাদ্গৌণং কারুণ্যমিতি ভাবঃ॥

অবতরণিকা।

নম্নু রাজাদি ভক্তেরপি মুক্তিরাস্তাং "নরানাঞ্চ নরাধি
ইত্যাদিনা রাজ্ঞোঽপি বিভূতিমধ্যে গণনাদিত্যাশঙ্কায়ামাহ—

সূত্রে যে "হি" শব্দ আছে, উহার অর্থ "যতঃ (যে হেতু), যে হেতু ঈশ্ব
কারুণ্যই মুখ্য বা যথার্থ কারুণ্য। কারুণ্য শব্দের অর্থ—নিরুপধি অর্থাৎ কোন
অভিসন্ধি যাহাতে নাই, এবংবিধ পর দুঃখদূরীকরণেচ্ছা, ঈদৃশী ইচ্ছা জীবের প
কথনই সম্ভবেনা, কারণ জীবদিগের আর কোন অভিসন্ধি না থাকিলেও, অ
ধর্ম্মলাভ হইবে, এইরূপ অভিসন্ধিতে পরদুঃখ দূরীকরণের ইচ্ছা হইয়া থা
কাযেই ঐ ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ উপধি শূন্য বলা যাইতে পারে না, ধর্ম্মই উহার উ
কিন্তু ঈশ্বর ধর্ম্মের কোন অপেক্ষা রাথেন না। কেবল স্বকীয় জন্ম এবং কর্ম্ম
দ্বারা জীবদিগকে নিষ্পাপ করিবার নিমিত্তই তিনি জন্ম গ্রহণ এবং কর্ম্ম ক
প্রবৃত্ত হন। ইহা শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম এবং না
সঙ্কীর্ত্তনই মনুষ্যদিগের পাপ হরণ করিতে সমর্থ" (শ্রীমদ্ভাগবত), তবে ভ
দিগের অর্থ প্রাপ্তি প্রভৃতি অভিসন্ধি শূন্য হইয়া কেবল ধর্ম্ম লাভের অভিস
উৎপন্ন পরদুঃখদূরীকরণেচ্ছা যে কারুণ্য নামে অভিহিত হয়, তাহা গৌণ কারু
বুঝিতে হইবে, প্রকৃত বা মুখ্য কারুণ্য নহে॥ ২৫

অবতরণিকা।

এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন—যদি অবতারাদিবিষয়িণী ভক্তি মুক্তির কা

৫১ ॥ প্রাণিত্বান্ন বিভূতিষু ॥ ২৬

প্রাণিত্বাদিতি—বিভূতিষু রাজাদিষু যা ভক্তিঃ, সা পরা ন ভবতি, তত্র হেতুঃ—প্রাণিত্বাত্, জীবোপাধ্যবচ্ছিন্নবিষয়ত্বাত্, তথাচ বিভূতিষপি চেদীশ্বরমাত্রাবলম্বনা ভক্তিঃ স্যাত্, তদা পরা ভবত্যেব যদি তু জীবমালম্বতে, ন তথেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকা।

বিভূতিমাত্রস্য ন সেব্যত্বমিত্যাহ—

বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে, রাজাদি-বিষয়িণী ভক্তি ও মুক্তির কারণ না হইবে কেন? কারণ, গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "নরদিগের মধ্যে আমি নরাধিপ" ॥ (গীতা ১০ অ, শ্লো, ২৭) এই বাক্যে শ্রীভগবানের বিভূতিমধ্যে রাজারও গণনা দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

সূ, অ, ৫১ ॥ রাজাদিরূপবিভূতিবিষয়িণী ভক্তিকে পরা ভক্তি অর্থাৎ মুক্তির কারণীভূত ভক্তি, বলা যাইতে পারে না, কারণ, উহারা, (রাজা প্রভৃতি) জীব ॥ ২৬ ॥

রাজাদিরূপ বিভূতিতে যে ভক্তি হয়, উহাকে পরা ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ, উহা, জীবত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, জীব বিষয়িণীই হইয়া থাকে। তবে যদি রাজাদিরূপবিভূতিতে রাজাদি বুদ্ধি না করিয়া, সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তি করা যায়, তাহলে, তাদৃশ ভক্তিকেও পরা ভক্তি বলা যাইতে পারে। রাজাদিতে জীবমাত্র বুদ্ধিতে ভক্তি করিলে, উহা কখনই পরা ভক্তি হইবে না, ইহাই এই সূত্রের ভাবার্থ ॥ ২৬

অবতরণিকা।

আরও দেখ, বিভূতি হইলেই যে, ভক্তির পাত্র হইবে, এবং তাহাকে সেবা করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

৫২ ॥ দ্যুতরাজসেবয়োঃ প্রতিষেধাচ্চ ॥ ২৭

দ্যুতেতি—দ্যুতরাজসেবয়োঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষেধঃ শ্রূয়তে। অ
চ "দ্যূতং ছলয়তামস্মী"ত্যাদিনা দ্যূতস্যাপি বিভূতিত্বমিতি বিভূ
মাত্রস্য ন সেব্যত্বমিতি ভাবঃ। ২৭

অবতরণিকা।

নন্বেবং শ্রীবাসুদেবোঽপ্যভজনীয়ঃ স্যাৎ? "বৃষ্ণীন
বাসুদেবোঽস্মী"তি, তস্যাপি বিভূতিত্বাদিত্যতআহ—

৫৩ ॥ বাসুদেবেঽপীতি চেন্নাকারমাত্রত্বাৎ ॥ ২৮

বাসুদেবেঽপীতি—ননু যদি বিভূতিরভজনীয়া, বাসুদেবেঽ
তর্হি হ্যভজনীয়ত্বং স্যাত্, তস্যাপি বিভূতিমধ্যে গণনাদিতি চেত্?

মূ, অঃ, ৫২। কারণ, শাস্ত্রে দ্যূতক্রীড়া এবং রাজসে
নিষিদ্ধ। ২৭।

ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্যূত এবং রাজসেবার নিষেধ শুনা যায়। অথচ "ছলনাকা
দিগের মধ্যে আমি দ্যূত" (গী ১০ অ, শ্লো, ৩৭) ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বাক্যে দ্যূত
বিভূতিমধ্যে গণিত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বিভূতি হইলেই
সেব্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। ২৭।

অবতরণিকা।

এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছে, যদি বিভূতি মাত্রই সেব্য না হয়, তাহলে বাসুদেব
অভজনীয় হউন? কেননা "বৃষ্ণিদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব" (গী ১০ অ
শ্লো, ৩৭) এই গীতাবাক্যে বাসুদেবও বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন
ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

মূ, অ, ৫৩। বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হইলেও বাসু

সাকারমাত্রত্বাত্, তস্যাপি পরব্রহ্মস্বরূপস্যৈব আকারমাত্রত্বাৎ, তথাচ—সাকারব্রহ্মস্বরূপ এব, শ্রীবাসুদেব ইতি, তদ্ভজনং ন জীবোপাধ্যবচ্ছিন্নমিতি, তদ্ভক্তিঃ পরৈব ভবতীতি ভাবঃ। তথাচ পরাশরঃ—

"যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি॥ ২৮

অবতরণিকা।

হেত্বন্তরমাহ—

৫৪॥ প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ॥ ২৯

প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি—শ্রীবাসুদেবস্যানন্তরং "সএবাহ"মিতিপ্রত্যভিজ্ঞা, তথাচোক্তং ভগবতা—

দেবকে অভজনীয় বলিতে পার না, কারণ, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপই, ভেদমাত্র এই যে, তিনি সাকার। ২৮।

যদি বিভূতিমাত্রই অভজনীয় হয়, তবে বাসুদেবও অভজনীয় হইলেন, কারণ, তিনিও বিভূতি মধ্যে পরিগণিত? এ কথা বলিতে পার না, কারণ, আকার মাত্রই ভেদ, অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ সাকার—পরব্রহ্মস্বরূপ, পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার কেবল আকার মাত্রই ভেদ। অতএব তাঁহার ভজন জীবের ভজন নহে, এবং তাঁহাতে যে ভক্তি করা হয়, তাহা পরা ভক্তি মধ্যে গণ্য হয়। এ বিষয়ে পরাশর কি বলিয়াছেন, দেখ,—"মনুষ্য যদুবংশের বৃত্তান্ত শুনিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে বংশে মনুষ্যাকৃতি বিষ্ণুনামক সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ২৮।

অবতরণিকা।

বিভূতি হইলেও, বাসুদেব যে ভজনীয় তদ্বিষয় আর একটি হেতু দেখাইতেছেন।

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমস্মি অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" ইত্যা

তথা চ যদি জীবানামপ্যহর্নিশং "ব্রহ্মাহস্মী"তি প্রত্যভিজ্ঞা স্যা
তদা তেষামপি ব্রহ্মত্বমেব স্যাৎ, কিং পুনঃ সাক্ষাদীশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেতি
তথাচ শ্রুতিঃ—

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" যএবং বেদাঽ"হং ব্রহ্মাহস্মী"তি, স ইদ
সর্ব্বং ভবতী"ত্যাদি।

ভারতে—মার্কণ্ডেয় উবাচ

"যঃ স দেবো ময়া দৃষ্টঃ পুরা পদ্মায়তেক্ষণঃ
সএব পুরুষব্যাঘ্রঃ সম্বন্ধী তে জনার্দ্দনঃ॥"

ইত্যেবমন্যেষামপি শ্রীকৃষ্ণে পরব্রহ্মপ্রকারিকা, প্রত্যভিজ্ঞা

॥ ৫৪ ॥ প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া ॥ ২৯

শ্রীবাসুদেবের, কিছুদিন পরে, আমিই সেই ঈশ্বর, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা
জন্মিয়াছিল, ভগবদ্গীতায় ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন। "যে হেতু আমি
ক্ষরত্বধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছি, এবং অক্ষর পদার্থ হইতেও উত্তম। এ
জন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ"। (গীতা ১৫ অ
শ্লো, ১৮) ইত্যাদি।

যদি সাধারণ জীবগণ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়
তাহলে, তাহাদিগেরও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে, সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথ
আর কি বলিব? শ্রুতিতে ও উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মবিত্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন
যে জীবের, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ ধারণা হয়, সে সর্ব্বস্বরূপ হয়"। ইত্যাদি

মহাভারতে মার্কণ্ডেয়ের উক্তি দেখ—"পূর্ব্বে আমি যে পদ্মবিশালনেত্র
দেবকে দর্শন করিয়াছিলাম,সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ জনার্দ্দনই এক্ষণে তোমার সম্বন্ধী

চ' কারাদ্ভক্তেষ্বপি তথানুসন্ধাতব্যং, ফলঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য তথাত্বে মানং, অথর্ব্বণগোপালতাপিন্যাং "তথা বোধ্যেতি"। ২৯

অবতরণিকা।

ননু কথং বিভূতিমধ্যে তৎকীর্ত্তনমিত্যত আহ—

৫৫ ॥ বৃষ্ণিষু শ্রৈষ্ঠ্যেন তৎ ॥ ৩০

বৃষ্ণিষ্বিতি—যথা আদিত্যেষু দ্বাদশস্বপি বিষ্ণুঃ শ্রেষ্ঠ ইতি "আদিত্যানামহং বিষ্ণু"রিত্যুক্তং, তথা বৃষ্ণীনাং শ্রৈষ্ঠ্যে স্মরণং, "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মীত্যুক্তং, তত্রেদং তাৎপর্য্যম্—পরমার্থতঃ সর্ব্বমেবেশ্বরা-

---

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অন্য ব্যক্তিরও যে, শ্রীকৃষ্ণে পরব্রহ্ম প্রকারক প্রত্যভিজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে। সূত্রে যে 'চ' কার আছে, তাহা দ্বারা ভক্তদিগেরও যে, ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইবে, উহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্বই প্রমাণীকৃত হইতেছে। অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোপালতাপনীনামকউপনিষদে উক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার কথা উক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

অবতরণিকা।

এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছে—শ্রীবাসুদেব যদি সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপই হন, তবে তাঁহাকে বিভূতিমধ্যে গণনা করা হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।—

মূ, অ, ৫৫ ॥ বৃষ্ণিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করাইবার জন্যই, ঐরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ৩০

যেমন আদিত্যদিগের মধ্যে দ্বাদশ স্থানীয় বিষ্ণুর প্রাধান্য জ্ঞাপন করিবার জন্য "আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু" (গীতা ১০ অ, শ্লো, ২১) এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ বৃষ্ণিদিগের মধ্যে বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণ করাইবার জন্য "বৃষ্ণিদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব", এই কথা বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য

স্মকমিতি সর্ব্বমেবেশ্বরতয়া ভাব্যং, দৃশ্যং, ভজনীয়ঞ্চ, অতএব গে
প্রোক্তং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্স্নমেকাংশেহবস্থিতো জগদি"তি (গী
১০ অ, শ্লো, ৪২) অন্যত্রাপি "যৎকিঞ্চিদেতৎ প্রণমেদনন্যং" ই
শ্রুতিরপি "পুরুষ এবেদং সর্ব্ব"মিত্যাদি। পরন্তু ঝটিতি ত
শিষ্যৈর্বোদ্ধুং নশক্যত ইতি, যজ্জাতীয়ে যৎ শ্রেষ্ঠং, তৎতথাভাব্য
নোপদিশ্যতে, পশ্চাত্তাদৃশভজনজনিতাদৃষ্টেন সর্ব্বত্রেশ্বরবুদ্ধির্ভবতী
তথাচাত্র বৃষ্ণিশ্রৈষ্ঠ্যমাত্রেণ তথা বিভূত্যভিধানমিতি। ৩০

অবতরণিকা।

শ্রীবাসুদেবস্যেব শ্রীমহাদেবপ্রভৃতীনাঞ্চ ভক্তিঃ প
ত্যাহ—

৫৬॥ এবং প্রসিদ্ধেষু॥ ৩১

এবমিতি—এবং যথা প্রত্যভিজ্ঞয়া—শ্রুতিপুরাণেতিহাসশ

এই যে, সমুদয় জগত্ই ঈশ্বরাত্মক, সমুদয় বস্তুকেই ঈশ্বররূপে ভাবনা ক
দেখা এবং ভজনা করা উচিত। এই জন্যই অবশেষে বলিয়াছেন যে, "ত
সমুদয় জগৎকে একাংশমাত্রদ্বারা ব্যাপিয়া অবস্থিত"। (গীতা ১০ অ, শ্লো, ৪
অন্যত্রও বলা হইয়াছে "এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়কে ঈশ্বর হ
অভিন্ন ভাবিয়া প্রণাম করিবে"। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে, "এই স
পদার্থই পুরুষের স্বরূপ" কিন্তু শিষ্যগণ ঈশ্বরের এই জগৎ ব্যাপকত্ব
সহজে বুঝিতে পারিবে না, বলিয়া, যে যে বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা শ্রে
তাহাকেই ঈশ্বর স্বরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। পরে ঐ সকল বস্তুর ভ
জনিত অদৃষ্ট বশে সর্ব্বত্র ঈশ্বর বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। অতএব এস্থলে বৃষ্ণিদি
মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বমাত্র জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই বাসুদেবকে বিভূতি মধ্যে গ
করা হইয়াছে॥ ৩০॥

ব্রহ্মলক্ষণবত্ত্বয়া চ শ্রীবাসুদেবে ভজনীয়ত্বং, তথা তথাপ্রসিদ্ধেষু মৎস্যবরাহাদিষু ভগবদবতারেষু, মহারুদ্রাদিষু চ ভজনীয়ত্বং, তত্তদালম্ব-। চ ভক্তিঃ পরা, জীবন্মুক্তিপরমমুক্তিসম্পাদিনী, সকলসমীহিত ননী চেত্যর্থঃ। অতএব বরাহে—

"বিষ্ণুরুদ্রান্তরং ব্রূয়াৎ শ্রীগৌর্য্যোরন্তরং তথা।
তদ্ভ্রান্তিকানাং মূর্খাণাং বাক্যং শাস্ত্রবিগর্হিতম্॥

তথাচ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাণামৈক্যং ব্রহ্মলক্ষণবত্ত্বঞ্চ তথা প্রসিদ্ধং চতিপুরাণাদিম্বিতি। যত্তু বৈষ্ণবশৈবয়োর্মিথঃ কলহাদিকং, তদ্ভ্রান্ত্যাং, তএবোক্তং, "পরাৎ পরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণা" ইত্যুক্তবতি

অবতরণিকা।

শ্রীবাসুদেব-বিষয়িণী ভক্তি যেমন পরাভক্তি বলিয়া গণ্য হয়, শ্রীমহা-দবাদিবিষয়িণী ভক্তিও যে, সেইরূপ পরাভক্তিমধ্যে গণ্য, ইহা বলিবার ন্য পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

সূ, অ, ৫৬। বেদপুরাণাদিতে 'ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ দেবতামাত্রের প্রতি ভক্তিই এইরূপ। ৩১।

যেরূপ বাসুদেবের নিজের (আপনাকে), ও ভক্তদিগের তাঁহাকে, 'ব্রহ্ম' বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় এবং তাঁহাতে, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে বিশ্রুত ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায়, বাসুদেব ভজনীয়, সেইরূপ, বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রসিদ্ধ, মৎস্য, বরাহাদি অবতার এবং মহারুদ্র প্রভৃতিও ভজনীয়, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিও পরাভক্তি, যাহা জীবন্মুক্তি ও পরমমুক্তির সম্পাদিকা এবং নিখিল সমীহিত ফলের জননী। বরাহ-পুরাণে এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে যে, "যে সকল ব্যক্তি, বিষ্ণু এবং রুদ্রের মধ্যে এবং লক্ষ্মী ও গৌরীর মধ্যে, পৃথগভাব নির্দ্দেশ করে, সেই সকল ভ্রান্তিযুক্ত মূর্খদিগের বাক্য শাস্ত্র—বিগর্হিত বলিয়াই জানা উচিত।

শিবে, শ্রীকৃষ্ণেন—"ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরমিতি তস্মাৎ সর্ব্বত্রেশ্বরবুদ্ধ্যা ভক্তিরুত্তমা। তদুক্তং—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মাঽতিদুর্লভঃ॥" ইতি

ক্বচিদেকস্যাং শ্রীকৃষ্ণাদিমূর্ত্তাবপি সোত্তমৈব, দেবতান্তরবুদ্ধ্যা জীববুদ্ধ্যা বা যা ভক্তিঃ, সা ন্যূনৈবেতি শিবম্।

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়মৈথিলসন্মিশ্রশ্রীভবদেববিরচিতে শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়াভিনবভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়প্রথমাহ্নিকং সমাপ্তম্।

ব্রহ্ম বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রভৃতি যে একই, এবং তাঁহাদের সকলেতে যে ব্রহ্ম লক্ষণের বিদ্যমানতা আছে, তাহা বেদ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। তবে যে শৈব এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ দেখা যায়, তাহা নিছক ভ্রান্তিমূলক। এইজন্যই "নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করে" মহাদেব এই কথা বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যাহারা শ্রীমহাদেবের উপর দ্বেষ করে, তাহারা কিন্তু সেইস্থানে গমন করিতে পারে না"। অতএব কি বিষ্ণু, কি শিব, সকলের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধিতে যে ভক্তি করা হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি। গীতাতে ইহাই উক্ত হইয়াছে "বহুজন্মের অন্তে যে মহাত্মা "বাসুদেবই সব" এইরূপ জানিতে পারে, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়"। (গীতা ৭ অ, শ্লো, ১৯)

শ্রীকৃষ্ণের কোন একটী, রাধাবল্লভ গোপীনাথ ইত্যাদি বিশেষ মূর্ত্তিতেও ঈশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তিই উত্তম ভক্তি। কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি প্রভৃতিতে যদি ঈশ্বর ভিন্ন, অন্য দেবতা বুদ্ধিতে বা সামান্য জীব বুদ্ধিতে ভক্তি করা হয়, তাহা হইলে, সে ভক্তি ন্যূনা হইবে। পরাভক্তি হইবে না।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ।

অবতরণিকা ।

এবং প্রথমাধ্যায়ে প্রীতিলক্ষণা ভক্তিঃ সপরিকরা প্রোক্তা, দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকে তদালম্বনীভূতং সগুণং, নির্গুণঞ্চ ব্রহ্ম প্রোক্তং, অথ পরায়া ভক্তেরনুকূলানি, কীর্ত্তনাদীনি, "সা পরা ভক্তিঃ কথং স্যা"দিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামিদানীমভিধীয়ন্তে ॥

৫৭ ॥ ভক্ত্যা ভজনোপসংহারাদ্ গৌণী পরায়ৈ তদ্ধেতুত্বাৎ ॥১

ভক্ত্যেতি—"ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ।

"ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥

ইত্যাদৌ গুণীভূতয়া ভক্ত্যা ভগবতস্তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি, তত্ত্বজ্ঞানানন্তরঞ্চ মুখ্যভক্তিস্বরূপং ভগবদ্ভজনং ভবতীতি, গীতায়ামুক্তমিত্যাহ গৌণী কীর্ত্তনস্মরণার্চ্চনাদিলক্ষণা, ভগবদ্ভক্তিঃ পরায়ৈ প্রীতিলক্ষণমুখ্যা-

---

অবতরণিকা।

প্রথমাধ্যায়ে প্রীতি-স্বরূপা ভক্তির লক্ষণ, ও তাহার সহচরাদির স্বরূপ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে সেই ভক্তির আলম্বনীভূত সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের কথাও সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইল। এক্ষণে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সেই পরা ভক্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে সেই পরা ভক্তির অনুকূল কীর্ত্তনাদিরূপ গৌণীভক্তির কথা বলা হইবে।

ভক্ত্যৈ ক্রিয়তে, তত্র হেতুঃ—তদ্ধেতুত্বাত্, জ্ঞানদ্বারা প্রীতিহেতুত্ব
তথাহেতুত্বে প্রমাণমাহ—ভক্ত্যা ভজনোপসংহারাত্

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"

মূ, অ, ৫৭। গৌণীভক্তি পরাভক্তির সিদ্ধির নিমি
পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয়, কারণ, উহা পরা ভক্তির প্রতি হে
কারণ, শ্রীমদ্গীতাদিশাস্ত্রে গৌণভক্তির দ্বারা পরা ভ
উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ১।

"আমি সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের আদি এবং অব্যয় জানিয়া এক
চিত্তে সাধুগণ আমাকে ভজনা করেন" এবং "ভক্তির দ্বা
আমার যেমন ঐশ্বর্য্য ও যাদৃশ স্বরূপ, তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হ
(গীতা ৯অ, ১৪শ্লো,). ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকট হইতেছে যে, গৌণ ভ
দ্বারা শ্রীভগবদ্বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান হয়, আর তথাবিধ তত্ত্ব-জ্ঞান হওয়ার প
ভগবদ্ভজনরূপ মুখ্য ভক্তি উৎপন্ন হয়। ইহাই গীতাদি শাস্ত্রে উপ
হইয়াছে। এই গৌণী ভক্তি, কীর্ত্তন, স্মরণ, এবং অর্চ্চনাদি-স্বরূপা, প
অর্থাৎ প্রীতিস্বরূপা মুখ্যভক্তি সাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। ক
গৌণী ভক্তি মুখ্যভক্তির হেতু, গৌণী ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, ত
জ্ঞান আবার পরা ভক্তির উৎপাদক, কাজেই গৌণী ভক্তি, জ্ঞানকে দ্ব
স্বরূপ করিয়া (পরম্পরা সম্বন্ধে) মুখ্য বা পরাভক্তির উৎপাদক হ
গৌণী ভক্তি যে, পরম্পরা সম্বন্ধে মুখ্য ভক্তির উৎপাদিকা, তদ্বিষয়ে প্রমা
উপন্যাস করিতেছেন। ঐ গীতাশাস্ত্রেই গৌণী ভক্তির দ্বারা ভজন অ
মুখ্য ভক্তি উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। "দৃঢ়ব্রত মনীষি
যত্ন সহকারে সর্ব্বদা চিত্তের একাগ্রতাবিধানপূর্ব্বক, ভক্তির সহিত আম

ইত্যত্র "অরুণ্যা বৈ পিঙ্গাক্ষ্যৈকহায়ন্যা গবা সোমং ক্রীণাতী" ত্যাদৌ আরুণ্যাদিবিশিষ্টায়াঃ গোঃ সোমক্রয়ণহেতুত্বাত্, "স্বর্গকামো যজেত"ত্যাদৌ স্বর্গকামনায়া যাগাদিহেতুত্বাচ্চ, কীর্ত্তনাদেঃ প্রীতিরূপ মুখ্যভক্তিস্বরূপোপাসনাহেতুত্বং প্রতীয়তে। "মলিনং তে বপুঃ স্নাহী" ত্যাদৌ "সিদ্ধসাধ্যসমভিব্যাহারে সিদ্ধং সাধ্যায় কল্পতে" ইতি ন্যায়াদিতি ॥ ১ ॥

ন কীর্ত্তন ও আমাকে প্রণাম করত ও আমার ভজন বা উপাসনা করেন" গীতা ৯ অ, ১৪ শ্লোক)। এ স্থানে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, "কীর্ত্তয়ন্তঃ উপাসতে "এই রূপ বাক্য আছে। ইহার অর্থ "কীর্ত্তনকারী উপাসনা করে" ইহা হইতে কীর্ত্তনকে উপাসনার প্রতি হেতু বলিয়া বুঝিব কিরূপে? উত্তর করিতেছেন দেখ, "অরুণ-বর্ণা পিঙ্গলনয়না একবর্ষবয়স্কা গো দ্বারা সোমলতার ক্রয় করিবে" এস্থলে আরুণ্যাদিগুণবিশিষ্ট গোই যেমন সোমক্রয়ের প্রতি হেতু অর্থাৎ কেবল সামান্য এক বৎসরের একটি গাভি হইলেই যে সোম-ক্রয় করা যাইবে তাহা নহে, ঐ গাভীটি যদি অরুণী হয়, পিঙ্গলাক্ষী হয়, তবেই তাহা দ্বারা সোমক্রয় হইবে। সুতরাং সোমক্রয়ের প্রতি অরুণবর্ণত্বাদি-গুণের হেতুতা হইতেছে এবং "স্বর্গকামী হইয়া যজ্ঞ করিবে" এ স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি যেমন স্বর্গ কামনার হেতুতা স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলেও প্রীত্যাত্মিকামুখ্য ভক্তি-স্বরূপ উপাসনা বা ভজনের প্রতি কীর্ত্তনাদির ও হেতুতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম উদাহৃত বাক্যে যেমন অরুণী, পিঙ্গলাক্ষী প্রভৃতি পদ গাভীর বিশেষণরূপে প্রদর্শিত হইলেও আরুণ্য, ও পিঙ্গলাক্ষত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মেরই সোমক্রয়ের প্রতি হেতুত্ব কল্পিত হইয়াছে এবং দ্বয় উদাহৃত বাক্যে যেমন "স্বর্গকাম" এই পদটী কর্ত্তার বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলেও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি "স্বর্গকামনারই" হেতুত্ব কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলেও "কীর্ত্তয়ন্তঃ" ও "নমস্যন্তঃ" প্রভৃতি পদ কর্ত্তার বিশেষণরূপে

নমু "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগত্ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে (গীতা ১১অ, ৩৬শ্লো,) ইত্যাদি শ্রবণাত্ কীর্ত্তনস্যানুরাগহেতুত্বং,স্মর নমস্কারাদীনাং তৎকুত ইত্যত আহ—

৫৮॥ রাগার্থ প্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্ ॥ ২

রাগার্থেতি—"চকারো"হপ্যর্থঃ, তথাচ রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য —রাগার্থা—অনুরাগপ্রযোজিকা যা প্রকীর্ত্তিঃ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বকন কীর্ত্তনরূপা, তত্সাহচর্য্যাৎ—কীর্ত্ত্যাসহ পঠনাত্ ইতে স্মরণনমস্কারাদীনামপি তদ্ধেতুতয়া তদর্থকত্বমেবেত্যর্থঃ। তদু ভাগবতে—

"স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"

গীতায়ামপি "সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ" ইত্যাদি

প্রযুক্ত হইলেও উপাসনা বা ভজন ক্রিয়ার প্রতি কীর্ত্তনও নমস্কার প্রভৃ হেতুত্ব বুঝিতে হইবে। এইরূপ যে কেবল গাএর জোরে বুঝিতে হই তাহা নহে, মীমাংসকগণ এতাদৃশ স্থলে ঐরূপই যে বুঝিতে হয়, তাহার এ একটী ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন যথা "সিদ্ধ এবং সাধ্য, অর্থাৎ গুণবাচক ক্রিয়াবাচক শব্দ একবাক্যে ব্যবহৃত হইলে, গুণবাচকের গুণই ক্রিয়ার নিষ্পা ধা হেতু হয়। যেমন "তোমার শরীর বড় মলিন (ময়লাযুক্ত) স্নান ক এ স্থলে শরীরের মালিন্যই স্নান-ক্রিয়ার হেতু রূপে প্রতীত হইতেছে। এই এখানেও। ১।

মূ, অ, ৫৮॥ অনুরাগের হেতুভূত কীর্ত্তনের সহি সাহচর্য্য থাকায় ইতর অর্থাৎ স্মরণাদিও যে অনুরাগের হে ইহা বুঝিতে হইবে॥ ২ ॥

অবতরণিকা ।

এতদেব সযুক্তিকমাহ—

৫৯ ॥ অন্তরালে তু শেষাঃ স্যুরুপাসনাদৌ তু কাণ্ডত্বাৎ ॥ ৩

অন্তরাল ইতি, পরাভক্ত্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ অন্তরালে, মধ্যে, যে কীর্ত্তনদৃঢ়ব্রতত্বনমস্কারাঃ, একত্বেনানেকত্বেন বা ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপো জ্ঞানযজ্ঞঃ, তন্মাত্রচিন্তারূপমনুধ্যানং, পূজাদিলক্ষণোযাগঃ, বিহিতানাং নিষিদ্ধানাঞ্চ লৌকিকানাং বৈদিকানাং কর্ম্মণাং ভগবত্যর্পণম্, তচ্চ কর্ম্মমাত্রস্যৈব ভগবদুদ্দেশ্যকত্বভগবৎপ্রীতিজনকত্বাদ্যনুসন্ধানেন "শ্রীভগবাননেন কর্ম্মণা প্রীয়তাং, সর্ব্বমিদং

সূত্রে যে চকার আছে, তাহার অর্থ 'অপি', রাগার্থ অর্থাৎ অনুরাগের প্রযোজিকা যে প্রকীর্ত্তি, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম সঙ্কীর্ত্তন, তাহার সহিত স্মরণাদি একযোগে পঠিত হওয়ায়, অর্থাৎ যে বাক্যে নাম সঙ্কীর্ত্তনকে অনুরাগের হেতু বলা হইয়াছে, সেই বাক্যেই স্মরণ ও কীর্ত্তনাদিরও উল্লেখ থাকায়, স্মরণ ও নমস্কারাদিও যে, অনুরাগের হেতু, ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, সুতরাং উহারাও অনুরাগের প্রযোজক । এই নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে "শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ, নাম-কীর্ত্তন, নাম-শ্রবণ, পাদসেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, সখ্য এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, ইহারা সকলেই ভক্তির অঙ্গ"। গীতাতেও "যে সকল দৃঢ় ব্রতগণ যত্নপূর্ব্বক আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঐ কথাই বলা হইয়াছে ॥ ২

অবতরণিকা ।

এই কথাই যুক্তিযুক্ত করিয়া বলিতেছেন—

মূ, অ, ৫৯। ভক্তির প্রারম্ভ হইতে যে পর্য্যন্ত উহার

কৃষ্ণার্পণমস্তি”ত্যেবমভিধানং, ভাবনামাত্রং, বেতি এবং প্রাণমনো
বাগিত্যাদীনাং যদ্ব্রহ্মত্বেনোপাসনং, তদাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি কায়
বাঙ্মনোব্যাপারাঃ শেষাঃ স্মৃঃ, প্রীতিরূপায়া মুখ্যভক্তেরনুকূলতয়া
অঙ্গভূতা ভবন্তি. তত্র হেতুঃ—উপাসনাদৌ কাণ্ডত্বাৎ। উপাসনা
কাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডয়োরুপাস্য-তদুপাসনা-তৎসাধনান্যতমপ্রতিপাদক
ত্বাৎ, যদ্বা সর্ব্বেষামেব কাণ্ডানামুপাসনায়ামেব তাৎপর্য্যা
তথাহি কর্ম্মকাণ্ডস্যান্তঃকরণশুদ্ধিহেতুকর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা, জ্ঞান
কাণ্ডস্যোপাস্যপ্রতিপাদনদ্বারা, তত্তদন্তরালবাক্যানাঞ্চ যথাযথ
তৎসাধনীভূতস্মরণনমস্কারপ্রতিপাদনদ্বারেতিকাণ্ডত্বাৎ, কাণ্ডত্রয়
মপ্যুপাসনানুকূলপ্রতিপাদকমেবেত্যর্থঃ। ৩

দৃঢ়তা না হয়, ইহার মধ্যেই কীর্ত্তন, স্মরণ, নমস্কার প্রভৃতি
সম্মিলন হইয়া থাকে, কারণ, উপাসনাদি লইয়া বেদের এক
একটী কাণ্ড হইয়াছে ॥ ৩

পরাভক্তির উপক্রম এবং উপসংহার, অর্থাৎ আদি এবং অন্ত, এই উভয়ে
মধ্যে নাম কীর্ত্তন, ভগবানের প্রতি মনের দৃঢ়তা, নমস্কার, এক বা অনেক রূপে
ব্রহ্মকে জানারূপ জ্ঞানযজ্ঞ, একমাত্র ভগবান্‌কে চিন্তনরূপ অনুধ্যান, পূজা
স্বরূপ যাগ, বিহিত এবং নিষিদ্ধ, লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম সকলের শ্রীভগবানে
সমর্পণ, অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রই ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, এবং শ্রীভগবানে
প্রীতি উৎপাদন করে, এইরূপ মনে করিয়া “শ্রীভগবান্ আমার এই কর্ম্ম দ্বারা
প্রীত হউন, এই সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইল” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ, অথবা
ভাবনা করা, এবং প্রাণ, মন ও বাক্ প্রভৃতিকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা, ইত্যাদি
ইত্যাদি রূপ শরীর, বাক্য এবং মনের ব্যাপার সকলই প্রীতিরূপা মুখ্য ভক্তি

অবতরণিকা।

নমু গৌণী ভক্তিঃ কিং সাক্ষাদেব পরাং ভা কিঞ্চিৎ দ্বারীকৃত্য বা ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পাবি...

৬০ ॥ তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ ॥ ৪

তাভ্য ইতি তাভ্যোগৌণভক্তিভ্যঃ পাবিত্র্যং, প্রীতিপ্রতি-

আনুকূল্য করে, এবং উহার অঙ্গ স্বরূপে পরিগণিত হয়। এ বিষয়ে হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, কারণ উক্ত ব্যাপার সকল লইয়াই উপাসনাদি কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদের উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডে উপাস্য দেবতা, তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার সাধন পদ্ধতি এই সকল প্রতিপাদিত হইয়াছে অথবা কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড, এই তিনটি কাণ্ডই একমাত্র উপাসনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, দেখ, কর্ম্মকাণ্ডে অন্তঃকরণের শুদ্ধিকারব কর্ম্ম সকলের প্রতিপাদন করায়, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনার সহায়ক, উপাসনাকাণ্ড ত সাক্ষাৎ উপাসনারই প্রতিপাদন করিতেছে, আর জ্ঞানকাণ্ড উপাস্য দেবতার স্বরূপ জ্ঞাত করে, এবং মধ্যে মধ্যে বাক্য দ্বারা তথাবিধ জ্ঞানের সাধক স্মরণ ও নমস্কারাদির প্রতিপাদন করে, সুতরাং তিনটি কাণ্ডই উপাসনার আনুকূল্য করে। ৩

অবতরণিকা।

আচ্ছা গৌণীভক্তি কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরা ভক্তির উপকার করে? অথবা অন্য কাহাকে দ্বার করিয়া, অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে "পবিত্রতাকে দ্বার করিয়া উহা যে, পরা ভক্তির উপকার করে, সেই কথাই বলিতেছেন।

মূ, অ, ৬০ ॥ ঐ সকল গৌণী ভক্তি হইতে পবিত্রতা উৎপন্ন হয়; কারণ ভক্তির উপক্রমে ঐ কথা বলা হইয়াছে ॥৪

বন্ধকীভূতদুর্ব্বাসনাদুরিতক্ষয়রূপং ভবতি, ততশ্চ প্রীতিরিতি
হেতুঃ উপক্রমাৎ. গৌণীং ভক্তিমুপক্রম্য "পবিত্রমিদমুক্ত" মিত
ভিধানাৎ। যুক্তঞ্চৈতৎপ্রীতিস্বরূপায়া ভক্তেরন্তঃকরণধর্ম্মত
আত্মধর্ম্মত্বেঽপি. প্রাধান্যেন তৎসাধ্যতয়া, তৎপাবিত্র্যস্য তদ
রঙ্গত্বাদিতি ॥ ৪

অবতরণিকা।

ননু গৌণী ভক্তির্মুখ্যভক্তের্যদ্যঙ্গং, তদা মুখ্যভক্তৌ জাতা
মপি কিমর্থং সা বিধেয়ত্বেন প্রোক্তা? উত্তরসিদ্ধৌ কিং পূর্ব্বে
ইতি ন্যায়েন তদা তস্য বৈয়র্থ্যাদিত্যত আহ—

৬১॥ তাসু প্রধানযোগাৎ ফলাধিক্যমেকে ॥ ৫

তাসু কীর্ত্তনাদিরূপাসু গৌণীষু ভক্তিষু প্রধানযোগাৎ মুখ

ঐ সকল গৌণী ভক্তি হইতে প্রীতির প্রতিবন্ধকীভূত দুর্ব্বাসনা ও দুরি
ধ্বংসরূপ পবিত্রতা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই প্রীতি বা মুখ্য ভক্তিও জ
কারণ ভক্তির উপক্রমে "ইহা অতি উত্তম পবিত্র" এই কথা বলা হইয়া
এ কথা যুক্তিযুক্ত ও বটে, কেননা প্রীতিরূপা মুখ্যভক্তি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সুত
উহা আত্মার ধর্ম্ম হইলেও, উহা প্রধানতঃ অন্তঃকরণ সাধ্য, কাযেই অন্তঃকর
পবিত্রতা উহার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ মূল কারণ ৪

অবতরণিকা।

আচ্ছা গৌণীভক্তি যদি মুখ্য ভক্তির হেতু হইল, তবে মুখ্য ভক্তি উৎ
হইবার পর ও গৌণীভক্তি আচরণের বিধান করা হইয়াছে কেন? দে
একটা চির প্রবাদ আছে যে, "উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী কার্য্য যদি কোন প্রকা
আগে থাকিতেই সিদ্ধ হয়, তবে পূর্ব্ব অর্থাৎ ঐ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কারণে

ভক্তিসমন্বয়েঽপি করণাৎ ফলাধিক্যমিতি, তদাপি তাঃ প্রোক্তা ইত্যেকে প্রাহুরিত্যর্থঃ। যদ্বা কীর্ত্তনাদিরূপাসু গৌণীষু ভক্তিষু মধ্যে কস্যাঃ ফলাধিক্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তাস্বিতি, তাসু মধ্যে প্রধানযোগাৎ ফলাধিক্যং, যস্যা ভক্তের্যদা মুখ্যভক্তিসান্নিধ্যং, তস্যা এব তদা ফলাধিক্যমিত্যর্থঃ॥ ৫

অবতরণিকা।

জৈমিনিমতমাহ—

৬২॥ নাম্নেতি জৈমিনিঃ সম্ভবাৎ॥ ৬

নাম্নেতি—"গৌণভক্ত্যা মুখ্যভক্তিং সাধয়ে"দিতি তাসামঙ্গত্বে-

নার আবশ্যকতা হয় না।" এই নিয়ম অনুসারে গৌণীভক্তির ব্যর্থতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।

মূ, অ, ৬১। কেহ কেহ বলেন ঐ গৌণীভক্তিতে মুখ্যভক্তির যোগ হইলে ফলের আধিক্য হয়॥ ৫

কেহ কেহ বলেন—কীর্ত্তনাদিরূপ গৌণীভক্তিতে মুখ্যভক্তির সংযোগ নিবন্ধন ফলের আধিক্য হয় বলিয়া, মুখ্যভক্তির উৎপত্তির পরও গৌণভক্তির বিধান করা হইয়াছে। অথবা কীর্ত্তনাদি গৌণীভক্তির মধ্যে যাহার সহিত মুখ্যভক্তির যোগ হইবে, তাহারই অধিক ফল শক্তি দাতৃত্বহয়, এইজন্য মুখ্যভক্তির সহিত গৌণীভক্তি আচরণের কথা বলা হইয়াছে।

অবতরণিকা।

এ বিষয় জৈমিনির মত বলিতেছেন—

মূ, অ, ৬৩। জৈমিনি বলেন, গৌণীভক্তিকে করণ

হপি স্থিরে. মুখ্যফলেনৈব বলবত্ত্বং নামভাবেনাঙ্গতয়া স্ব ফলাভাবাৎ। এবমেবান্যত্রাপ্যঙ্গপ্রধানভাবসম্ভবাৎ, তথাচ মু ভক্তৌ জাতায়াং যৎ ত..াচরণং, তৎ তদ্দার্ঢ্যার্থমিতি জৈমি প্রাহেত্যর্থঃ॥ ৬

অবতরণিকা।

নন্বু কীর্ত্তননমস্কারাদীন্যঙ্গান্যেকস্মিন্ সময়ে বিধেয়া সময়ভেদেন বা? তত্রাপি কেনচিৎ ক্রমেণ যথাসম্ভবং বা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৬৭॥ অত্রাঙ্গপ্রয়োগাণাং যথাকালসম্ভবো গৃহাদিবৎ॥

অঙ্গেতি—অঙ্গপ্রয়োগাণাং কীর্ত্তননমস্কারাদ্যাচরণানাং যৎ

কারকরূপে নির্দ্দেশ করায়, মুখ্যভক্তির উৎপত্তির পর গৌণী ও মুখ্যভক্তির মধ্যে অঙ্গ প্রধান ভাব যে সম্ভব হইতে পারে, ইহা জ্ঞাপন করা হইয়াছে॥ ৬

"গৌণী ভক্তি দ্বারা মুখ্যভক্তির সাধন করিবে", এই বিধান থাকায় গৌ ভক্তি সকল মুখ্যভক্তির অঙ্গ, সুতরাং মুখ্যের ফল দ্বারাই উহাদিগের ফল বলিতে হইবে, কেননা উহারা যখন করণরূপ অঙ্গ, তখন উহাদের নিজে কোন ফল নাই, যেখানে যেখানে অঙ্গ প্রধান ভাব সেই সেই স্থলেই এ রূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তবে যে, মুখ্যভক্তির উৎপন্ন হইবার পরও গৌণ ভক্তি আচরণ উক্ত হইয়াছে, উহা কেবল মুখ্যভক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ জৈমি এইরূপ বলিয়াছেন। ৬

অবতরণিকা।

আচ্ছা মুখ্যভক্তির অঙ্গ যে কীর্ত্তন ও নমস্কারাদি, উহাদের কি এক

কালসম্ভবং যদৈব যৎ কর্ত্তুং শক্যতে, তদৈব তৎ কর্ত্তব্যং, নত্বত্র ক্রমনিয়মঃ, সহাচরণনিয়মঃ, সর্ব্বাচরণনিয়মো বা, যথা কথঞ্চিৎ কৃতেনাপ্যেকদ্বিত্রেণাপীশ্বরগুরুপ্রসাদান্মুখ্যভক্তিসিদ্ধেঃ, অত্র দৃষ্টান্তঃ-গৃহাদিবৎ, যথা গৃহাদৌ কর্ত্তব্যে, তৎ সাধনানাং তৃণস্তম্ভাদীনাং যথাসময়াহরণং, নত্বত্র সময়ৈক্যনিয়মো, নানাসময়নিয়মঃ, সর্ব্বাচরণনিয়মো বা, নচৈতাবতা তদসাধনত্বং, কস্যচিদঙ্গস্য কঞ্চিৎ প্রধানোৎকর্ষং প্রত্যুপযোগাৎ, তত্র দ্বারং কুত্রচিদদৃষ্টং, ক্বচিত্তু প্রতিবন্ধকীভূতদুরিতাদিক্ষয় ইত্যর্থঃ ॥৭

সময়ে অনুষ্ঠান করা উচিত, অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে? আর একটি কথা যথাক্রমে কি উহাদের অনুষ্ঠান বিধেয়? অথবা যখন যাহার অনুষ্ঠান করিতে সুযোগ পাইবে, তখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

মূ, অ, ৬৩॥ অঙ্গদিগের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই, যেকালে যাহার অনুষ্ঠান সম্ভব, তখন তাহার অনুষ্ঠান করিবে, গৃহাদির ন্যায়। ৭

কীর্ত্তন ও নমস্কার প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোনরূপ সহচার নিয়ম, অর্থাৎ একই সময়ে বা এইরূপ ক্রমে, অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। যে কালে যাহার সম্ভব হইবে, অর্থাৎ যে সময় যাহার অনুষ্ঠানের সুযোগ হইবে, তখনই তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অথবা ইহাদের সকলগুলিরই অনুষ্ঠান যে অবশ্য কর্ত্তব্য এমনও কোন নিয়ম নাই, কারণ, ইহাদের মধ্যে যথাকথঞ্চিৎ একটি, দুইটি বা তিনটির অনুষ্ঠানের পর যদি ঈশ্বর ও গুরুর অনুগ্রহ হয়, তাহলে, তাহাতেই মুখ্যভক্তির সিদ্ধি হইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি একটি নূতন গৃহ প্রস্তুত করে, তাহলে তাহার যে একই সময় খড়,

অবতরণিকা।

ননু সর্ব্বেষাং তদ্ধেতুত্বে একৈকস্মাৎ তন্ন স্যাৎ কারণ বিনা কার্য্যস্যাসম্ভবাৎ, একৈকস্যৈব তদ্ধেতুত্বে ইতরাচরণ বৈয়র্থ্যমিত্যত আহ—

৬৪ ॥ ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী ॥ ৮

খুঁটি প্রভৃতি যাবৎ উপকরণের সংগ্রহ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম না কিন্তু যখন যাহার আহরণের সুযোগ হয়, তখনই তাহার আহরণ করিয়া থাকে অথবা সকলেরই যে সমুদয় উপকরণ সামগ্রীর আহরণ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই, ধনীদিগের অট্টালিকা প্রস্তুতের নিমিত্ত যত প্রকার উপকরণে আহরণ করা হয়, দরিদ্রগণ নিজ কুটীর নির্ম্মাণের জন্য তত দ্রব্য আহর করিতে পারে না। এই কথায় কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, সমুদয় গৌ ভক্তিগুলি মুখ্যভক্তির সাধনে অত্যাবশ্যক নহে, কেননা, যাহা অঙ্গ, তাহ কোন না কোন প্রকারে প্রধানের উৎকর্ষ সাধক হইয়াই থাকে, তবে কো স্থলে উহার তথাবিধ ক্রিয়া অনুপলক্ষিত ভাবেই থাকে, আর কোন স্থ বা স্পষ্ট উপলক্ষিত হয়। কোন কোন অঙ্গ আবার মুখ্যভক্তি জন্মাইবা প্রতিবন্ধকীভূত প্রাক্তন পাপের ক্ষয়মাত্র করিয়া থাকে। ৭

অবতরণিকা।

এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছে, যদি সমুদয় গৌণী ভক্তি মিলিয়া পরা ভক্তি প্রতি হেতু হয়, তবে একটি বা দুইটি গৌণ ভক্তি, পরা ভক্তির কারণ হইতে পারে না, কারণ সম্পূর্ণ কারণ পূর্ব্বে বর্ত্তমান না হইলে, কার্য্য হইতেই পারে না। আর যদি প্রত্যেক গৌণ ভক্তিই কারণ হয়, তবে অপর গুলির অনুষ্ঠান ব্যর্থ। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

সূ, অ, ৬৪ ॥ একটি, দুইটি বা সকলটির কোন কথা

ঈশ্বরেতি—তেষু মধ্যে যঃ কশ্চিদেকোঽপি কীর্ত্তনাদিরতি-শয়িত্যাচরণেন বলী বলবান্ ভবতি, স এব ঈশ্বরতুষ্টেঃ; ঈশ্বরতুষ্টি-দ্বারা পরাং ভক্তিং সাধয়তি। দৃষ্টং হি [illegible]তপীশ্বরে বহ্বীভি-রপি শিথিলাভিঃ পরিচর্য্যাভিস্তথা [illegible] যথা নির্ব্যলীকেনৈ-কেনাপি চরণসম্বাহনাদিনেতি, তথা[illegible]প্রসাদাদেব তৎপ্রীতি-লক্ষণা পরাভক্তির্ভবতি। তৎপ্রসাদস্তু নির্ব্যলীকাৎ তত্র মনো-ধারণাৎ সম্পদ্যতে। তদুক্তং—

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদি"তি। তথা—

নাই, যে গৌণ ভক্তির আচরণদ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি হইবে, তাহাই বলবান ॥ ৮

উক্ত গৌণী ভক্তিসমূহের মধ্যে কীর্ত্তনাদিরূপ যে কোন একটি সমধিক অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাবল্য প্রাপ্ত হইবে, তাহাই ঈশ্বরের তুষ্টি উৎপাদন পূর্ব্বক পরা ভক্তির সাধক হইবে, আমরা লৌকিক দৃষ্টান্তে সচরাচর এইরূপই দেখিতে পাই যে, অনাদরের সহিত নিজ প্রভুর সহস্র সেবা করিলেও তাহার সেরূপ সন্তোষ হয় না, অকপটচিত্তে একমাত্র চরণসম্বাহনাদি দ্বারা যেরূপ পরিতোষ হয়। অতএব সিদ্ধ হইল, ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতেই তাঁহাতে প্রীতিস্বরূপা পরা ভক্তির উৎপত্তি হয়। এবং ঈশ্বরের প্রতি অকপটভাবে চিত্তের নিবেশ দ্বারাই তাহার অনুগ্রহ হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোনিবেশ করিবে।" আরও দেখ, গীতায় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক আমাতে একচিত্ত হও" আমাতে একচিত্ত হইলে, আমার অনুগ্রহে সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

আরও দেখ, "সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং দ্বাপর যুগে

"বুদ্ধিযোগং সমাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ॥"

(গীতা ১৮অ, ৫৭ শ্লো,) ইত্যা

কিঞ্চ—" [illegible] স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
[illegible] প্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশব"মিতি॥

নচৈবং কার্য্যকারণভাবে ব্যভিচারঃ স্যাদিতি বাচ্যম্, তৃণা
রণিমণ্যাদীনামিবাগ্নৌ তত্তজ্জাত্যবচ্ছেদেন, পরামর্শস্যেবানু
মিতৌ, তত্তৎপরামর্শাব্যবহিতোত্তরানুমিতিত্বাবচ্ছেদেন বা, বল
বৎকীর্ত্তনাদেস্তজ্জাত্যবচ্ছিন্নাং তত্তদব্যবহিতোত্তরোৎপন্নাং ব

অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল লাভ হইত, কলিযুগে শ্রীকেশবের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে
সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি এইরূপ হইল যে, যে কোন একটি
দুইটি বা তিনটি গৌণ ভক্তির অনুষ্ঠানেই পরা ভক্তির উৎপত্তি হয়, তবে কার্য্য
কারণ ভাবের ব্যভিচার ঘটে, অর্থাৎ পরা ভক্তির প্রতি কোন গৌণ ভক্তির
কারণতা, তাহা স্থির করা যায় না, দেখ গৌণ ভক্তি সমুদয়ই পরা ভক্তির প্রতি
কারণ, কাযেই কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে সমুদয় কারণের বর্ত্তমানতা আবশ্যক।
তাহা না হইয়া, একটি বা দুইটি মাত্র কারণ থাকিতেই, কার্য্য উৎপন্ন
হইয়া পড়ে। তাহলেই কার্য্য কারণ ভাবের ব্যভিচার ঘটে। ইহার উত্তরে
বলিতেছেন "ন চ বাচ্যম্" ইহা বলিতে পার না। কেননা আমরা দেখিতে পাই,
অগ্নির উৎপত্তি বিষয়ে তৃণ বিশেষ, মণি বিশেষ এবং অরণি (যজ্ঞস্থলে অগ্ন্যুৎ
পাদনকারী কাষ্ঠবিশেষ), ইহাদের প্রত্যেকেরই কারণতা আছে, তাই বলে,
কি এস্থলেও কার্য্য কারণ ভাব নির্ণীত হয় না? এস্থলে যেমন তৎ তৎ
জাত্যবচ্ছেদে কার্য্য কারণ ভাব স্থির করা হইয়াছে, অর্থাৎ তার্ণ (তৃণোৎপন্ন)

ভক্তিং প্রতি কারণত্বাৎ বস্তুতস্ত্বেকশক্তিমত্ত্বেন সর্ব্বেষামপি কীর্ত্তনাদীনাং ভক্তৌ কারণত্বমিত্যেকস্মাৎ, দ্বাভ্যাং, বহুভ্যো বা কীর্ত্তনাদিভ্যঃ সা ভবতি, ভবতি চ বিষয়তাবিশেষঃ কীর্ত্তনাদৌ তত্তৎপ্রযোজক ইতি, ন যতঃ কুতশ্চিৎ ততঃ সা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮

জাতীয় বহ্নির প্রতি তৃণের কারণতা, মণিজজাতীয় বহ্নির প্রতি মণির কারণতা এবং অরণ্যুৎপন্ন বহ্নিজাতির প্রতি অরণির কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে। আরও দেখ, পরামর্শ মাত্রই অনুমিতির কারণ (১)। প্রত্যেক অনুমিতির প্রতি ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ করিতে হয়। তাই ব'লে কি, এস্থলেও কার্য্য কারণ ভাবের ব্যভিচার ঘটে? তাহা নহে, কেননা, যাদৃশ পরামর্শের অব্যবহিত পরেই যেরূপ অনুমিতি হয়, সেইরূপ অনুমিতির প্রতি তাদৃশ পরামর্শেরই কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে। কোন পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিবার পূর্ব্বে, ঐ পর্ব্বতে বহ্নিমত্তার যে পরামর্শ করা হয়, তাহাই ঐ বহ্ন্যনুমিতির প্রতি কারণ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের অনুগ্রহে প্রবলতাপ্রাপ্ত কীর্ত্তনাদি গৌণী ভক্তিকে তৎতজ্জাতীয় পরা ভক্তির প্রতি, অথবা তথাবিধ গৌণ ভক্তির অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই যে পরা ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি, কারণ বলিব,

(১) যেমন বহ্নি একরূপ হইলেও কারণ ভেদে তাহার ভেদ দৃষ্ট হয়, যেমন তৃণ হইতে উৎপন্ন বহ্নিকে তার্ণ বহ্নি বলে, ইত্যাদি, সেইরূপ পরাভক্তির স্বরূপ এক হইলেও কীর্ত্তনাদি কারণ ভেদে তাহার ভেদ স্বীকার করা হয়।

অনুমান কাহাকে বলে, তাহা পাঠকগণকে পূর্ব্বে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কোন একটি হেতু দেখিয়া কোন একটি বস্তুর যে অস্তিত্ব ঠীক করা হয়, তাহার নাম অনুমান। যেস্থানে ঐ অনুমান করা হয়, তাহার নাম পক্ষ, যাহার অনুমান করা হয়, তাহার নাম সাধ্য, সাধ্য পক্ষে বর্ত্তমান আছে। এইরূপ জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। যাহারই অনুমান করিব সেই বস্তু যে পক্ষে আছে, ইহা আগে বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক অনুমানের পূর্ব্বে পরামর্শের আবশ্যকতা, কাজেই পরামর্শ অনুমানের কারণ।

অবতরণিকা।

নন্বু সর্ব্বেষামপ্যঙ্গানাং পাবিত্র্যমেব দ্বারমুতান্যদপীত্যা-কাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৬৫ ॥ অবন্ধোঽর্পণস্য মুখম্ ॥ ৯

অবন্ধ ইতি—ভগবতি শুভাশুভ কর্ম্মার্পণস্য তৎতৎফলজননা-ভাবস্বরূপঃ অবন্ধঃ বন্ধাভাবঃ মুখং দ্বারমিত্যর্থঃ। তদুক্তং "শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈ"রিতি। অর্পণমন্ত্রশ্চ—

"কামতোঽকামতোবাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহ"মিতি ॥

তাহলে আর, তোমার আরোপিত দোষ থাকে না। বাস্তবিক বলিতে হইলে সকল প্রকার গৌণী ভক্তিতে পরা ভক্তির উৎপাদিনী একরূপই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহাদের মধ্যে এক, দুই, অথবা বহু হইতে যে পরা ভক্তির উৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর কথা কি? কোন একটা নিয়ম না থাকিলে, কীর্ত্তনাদি ভিন্ন অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেও পরা ভক্তির উৎপত্তি হইতে পারে, এইজন্য কীর্ত্তনাদিতে ঐ পরা ভক্তির প্রযোজক (উৎপাদক) কোনরূপ সম্বন্ধবিশেষ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহলেই ভগবদনুগ্রহে উৎকৃষ্টপ্রাপ্ত কীর্ত্তনাদি ভিন্ন, যে সে কার্য্য হইতে পরা ভক্তির উৎপত্তি হয় না ॥ ৮

অবতরণিকা।

সকল প্রকার গৌণ ভক্তির দ্বারা পরা ভক্তির উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র পবিত্রতাই দ্বারস্বরূপ? অথবা আর কিছু আছে। এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন।

মূ, অ, ৬৫ ॥ গৌণী ভক্তির মধ্যে যে অর্পণ নামক

নচৈবমেতদধ্যবসায়েন পাপাচরণে স্বাতন্ত্র্যং স্যাৎ? ইতি
চ্যম্,—ন "বেদবলমাশ্রিত্য পাপকর্ম্মরতির্ভবে"দিত্যাদ্যার্থ-
ক্যানুসন্ধানেন ভগবৎস্মরণমহিম্না পাপে তেষাং রত্যভাবাৎ।
ক্তং—"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মে"তি দিক্। অত্রার্পণস্যোত্থাপ-
ণং, বর্ণাশ্রমাচারস্যাপ্যেবমেব, মৈবং, তথাহি—তস্য ব্রহ্ম-
প্তিঃ ফলং শ্রূয়তে, তৎপ্রাপ্তৌ মুক্তৌ বিলম্বো ভবতি, ভগ-
র্পণে তস্য তৎ তৎ ফলাজননেন তত্র বিলম্বো ভবতি।
ন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং চ তদাচরণমাবশ্যকং। এবং কাম্যেঽশ্বমেধাদৌ,
ষিদ্ধে চাগম্যাগমনাদৌ তৎ ফলাভ্যাং প্রসক্তো মুক্তিবিলম্বো,
বতি তদর্পণেন নিবার্য্যতে, সংপাদ্যতে চ পরা ভক্তিরিতি দিক্।
সংহরতি তস্মাদিতি (১)—তস্মাদ্ধেতোঃ যত্র শুভাশুভ ফলা-

কটি কার্য্য আছে তাহার দ্বার অবন্ধ, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম-
নিত-বন্ধনাভাব ॥ ৯

শ্রীভগবানে যে সকল শুভাশুভ কর্ম্মের অর্পণ করা হয়, সেই সেই কর্ম্মের
লাৎপত্তির অভাবের নামই অবন্ধ, অর্থাৎ বন্ধনাভাব, ঐ বন্ধনাভাবই অর্পণের
রূপে অর্পণজনিতমুক্তির উপায়রূপে উক্ত হইয়াছে, অর্পণ জন্য কর্ম্মফলের
ভাব, আর ঐ কর্ম্মফলের অভাবেই মুক্তি লাভ হয়, অর্পণ জন্য কর্ম্ম ফলাভাব
প অবন্ধই মুক্তি-লাভের দ্বার। এইজন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

---

(১) ভাষ্যকারের এস্থলের লেখার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে এখানে যেন "তস্মাৎ তদিত্তর-
ম্" এইরূপ একটা সূত্র ছিল। কিন্তু ভাষ্যকারের পুস্তকে উহা দৃষ্ট হইল না।

জননং, ঈশ্বরসন্তোষো বা মুক্তৌ দ্বারত্বেনোক্তং, তদিতরবিষয়ক
মেব পাবিত্র্যদ্বারকত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯

"এইরূপে (আমাতে কর্ম্মফল অর্পণ করিলে), শুভাশুভ ফলরূপকর্ম্মবন্ধন
হইতে মুক্ত হইবে" (গী, ৯অ, ২৮শ্লো,) অর্পণের মন্ত্র যথা—

"হে প্রভো, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হোক, আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হোক, যে স
শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, সে সকলেরই তোমাতে অর্পণ করিলা
যেহেতু তোমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই আমি এই সকল করিয়া থাকি।"

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি, শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে, পাপকর্ম্মে
আর ফলভোগ করিতে হয় না, এইরূপ নিশ্চয় যদি লোকের মনে উদিত
তাহলে অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে,
ইচ্ছার বাধক কে হইবে? ইহার উত্তরেও বলিতেছেন, "ন চ বাচ্যম্" এ
কথাও বলিতে পার না। দেখ, "বেদে যদি কোন স্থানে পাপকর্ম্মও বিহিত হ
থাকে, তাই ব'লে, সেই বেদের দোহাই দিয়া কখন পাপকর্ম্মে রত হইবে না
এই সকল ঋষি-বাক্যের অনুশাসনে শ্রীভগবানের স্মরণ প্রভাবে, ভগবা
ব্যক্তিদিগের পাপকর্ম্মে রতিই হয় না। যে ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তিভা
শ্রীভগবানের স্মরণ করে, সে অতিশয় ধর্ম্মাত্মাই হইয়া থাকে"। কেহ
বলিয়াছিল, শ্রীভগবানে কর্ম্মফল অর্পণই যে একমাত্র মুক্তির দ্বার, তাহা ন
সাধারণতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ঐ মুক্তির দ্বারস্বরূপ। ভাষ্যকার বলিতেছেন "নৈবং
একথাও বলিতে পার না। কেননা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ
শুনা যায়, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর, মুক্তি লাভ করিতে গেলে, মুক্তিলাভে বি
ঘটে। তবে অন্তঃকরণের শুদ্ধির নিমিত্ত, বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান আবশ্য
আরও দেখ, অশ্বমেধাদি কাম্য কর্ম্মের এবং অগম্যা গমনাদি নিষিদ্ধ কর্

---

(১) যদবধি কর্ম্মফল থাকে তদবধি মুক্তি লাভ হয় না সেইজন্য কর্ম্ম বন্ধন।

অবতরণিকা।

অথ গৌণীষ্বেব ভক্তিষু বিশেষশ্চিন্ত্যতে—তত্র "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী"ত্যাদি নানাবিধানি ধ্যানান্যুক্তানি, কিমেতাবন্তি ধ্যেয়ানি? তদন্যতমদ্বা? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৬৬॥ ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ॥ ১০

অনুষ্ঠানের পর, তাহাদের ফল ভোগের অনুরোধে মুক্তিলাভ বিষয়ে যে বিলম্ব সম্ভাবিত হয়, শ্রীভগবানে ঐ সকল কর্ম্ম অর্পণ দ্বারা, সেই বিলম্ব নিবারিত হয়। এবং পরা ভক্তি উৎপাদিত হয়। অতএব যে সকল গৌণী ভক্তিতে অবন্ধ (শুভাশুভ কর্ম্মের ফলাভাব) অথবা ঈশ্বরের সন্তোষ মুক্তির দ্বাররূপে উক্ত হইয়াছে, তদিতর গৌণী ভক্তি হইতে উৎপন্ন পবিত্রতাকেই মুক্তির দ্বারস্বরূপ বুঝিতে হইবে॥ ৯

অবতরণিকা।

এক্ষণে গৌণী ভক্তির মধ্যে এক একটি বিশেষের বিষয় বিচার করা হইতেছে। ধ্যান একটি গৌণীভক্তি, ঐ ধ্যান আবার "সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়" ইত্যাদি প্রকার, নানা দেবতার নানাবিধ। অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, যতগুলি দেবতার যত প্রকার ধ্যান আছে, সেই সবগুলি পাঠ করিয়াই কি ধ্যান করিতে হইবে? না উহাদের মধ্যে যে কোন একটি পাঠ করিয়া ধ্যান করিলেই চলিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

মূ, অ, ৬৬। চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনরূপ দৃষ্টফলের সৌকর্য্যার্থই ধ্যান সম্বন্ধে নিয়ম॥ ১০

সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে, উহার অর্থ "পুনঃ" (কিন্তু), কিরূপ ধ্যান করিতে

ধ্যানেতি—'তু' পুনঃ, ধ্যাননিয়মঃ দৃষ্ট-সৌকর্য্যাৎ, উপ সনায়াং মনঃস্থৈর্য্যমপেক্ষিতং, তস্মাৎ মনঃস্থৈর্য্যাত্মকদৃষ্টফল সৌকর্য্যার্থং অলমন্যৈঃ। বস্তুতস্তু—ঈশ্বরবুদ্ধ্যা যত্র কুত্রচিদেকত্র সর্ব্বত্র বা ভগবদ্ধ্যানমিষ্টসাধনমিত্যর্থঃ। অদৃষ্টার্থত্বে বিকল্পঃ স্যাৎ বিকল্পে চ প্রাপ্তত্যাগাঽপ্রাপ্তকল্পনাদ্যষ্টবিধদোষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ব্রীহিযববদ্ব্যবস্থিতবিকল্পেত্ভুয়সাহিত্যে ফলং ন স্যাৎ। তত্রান্ত তরাভাব এবান্যতরস্মিন্ ফলজনকতাবচ্ছেদকত্বাৎ। সমুচ্চ

হইবে, ইহা স্থির করিবার একমাত্র নিয়ম, যাহাতে মনের স্থিরতারূপ দৃষ্টফ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধ্যান পাঠ করাই বিধেয়, কোন দেবতার উপাসনা করি হইলে অগ্রে মনের স্থিরতার আবশ্যকতা। সুতরাং মনের স্থিরতা সম্পাদনকে ধ্যানের দৃষ্টফল বলিতে হইবে, অতএব যেরূপ ধ্যান পাঠ করিলে, মনে স্থিরতা সম্পাদনরূপ দৃষ্টফল সম্পাদনে সৌকর্য্য হয়, সেইরূপ ধ্যান পাঠ করা নিয়ম।

যদি একটি দেবতারই ধ্যান, ধারণা এবং সমাধির অভ্যাস দ্বারা মনে স্থিরতার সম্ভাবনা হয়, তবে সকল দেবতার সকল প্রকার ধ্যান পাঠ করিবার আবশ্যকতা কি? যে কোন এক বস্তুতেই হউক, অথবা সমুদয় বস্তুতেই হউক, বাস্তবিক ঈশ্বর বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের ধ্যানদ্বারা অভীষ্ট অর্থের সিদ্ধি হয়। ধ্যানের মনঃ স্থৈর্য্য সম্পাদনরূপ দৃষ্টফল কল্পনা না করিয়া, যদি কোনরূপ অদৃষ্ট ফলের কল্পনা করা হয়, তাহলে যত প্রকার ধ্যান আছে, তাহারা প্রত্যেকেই যে ঐ অদৃষ্ট ফলের জনক, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহলেই ধ্যান পাঠ করা সম্বন্ধে এ ধ্যানটি পাঠ করিব? কি ও ধ্যানটি পাঠ করিব? এইরূপ একটা বিকল্প আসিয়া পড়িল। ঐ বিকল্পকে যদি সাধারণ বিকল্প বলা যায়, তাহা হইলে প্রাপ্তের ত্যাগ এবং অপ্রাপ্তের কল্পনা, ইত্যাদি অষ্ট বিধ দোষের

কমপি বিনা ফলং ন স্যাৎ। দণ্ডচক্রাদাবিব পরস্পর-
াপেক্ষতয়ৈব ফলজননাৎ। তস্মাৎ তৃণারণিমণিন্যায়েনাত্যন্তা-
বগর্ভান্যোন্যাভাবগর্ভানেকবিধপরামর্ষন্যায়েন বা সর্ব্ববিধানাং

সঙ্গ হইয়া উঠে (১)। আর যদি ব্রীহি যবের মত ব্যবস্থিত বিকল্প বল,
স্থানে ব্রীহি পাইবে, সেস্থলে ব্রীহিদ্বারা কার্য্য করিবে, ব্রীহির অভাবে যবদ্বারা
র্য্য করিবে অর্থাৎ এই দুইএর মধ্যে একটা দ্বারা কার্য্য করিলেই চলিবে,
হলে দেখ, উহাদের মধ্যে কেবল একটা দ্বারাই কার্য্য করিবার বিধান
য়ায়, একযোগে উভয়দ্বারা কার্য্য করিলে, যেমন ফল লাভ হয় না, এস্থলেও
ইরূপ একযোগে দুইটি ধ্যান পাঠ করিলে যে, অভীষ্টফল লাভ হইবে না, এই-
 স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ব্যবস্থিত বিকল্প স্থলে একতরের অভাবই,
তরের ফল সম্পাদন শক্তির জনক হয়। ব্রীহি না থাকিলেই যব কর্ম্মফলের
পাদক হইবে, যব না থাকিলেই ব্রীহি কর্ম্মফলের সম্পাদক হইবে, উভয়ে
লিয়া যে কর্ম্মফলের সম্পাদক হইবে, এরূপ শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। যদি
কল প্রকার ধ্যান মিলিত হইয়া, সেই অদৃষ্টফল সম্পাদন করে, এইরূপ বল,
হলে সেই সঙ্গে উহাদের মধ্যে একটির বাদ পড়িলে আর ফল লাভ হইবে না,
াও বলিতে হইবে। দেখ, ঘটরূপ কার্য্যের প্রতি দণ্ড, চক্র প্রভৃতি যতগুলি
লিত কারণ আছে, উহারা ঘটরূপ কার্য্য সাধনের প্রতি পরস্পর সাপেক্ষ,

---

(১) সাধারণ বিকল্প বলিলে এইরূপ বলিতে হইবে, হয় নারায়ণের ধ্যান, না হয় শিবের
ন করিবে। তাহলে দেখ, যেস্থলে নারায়ণের ধ্যান প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানে উহা ত্যাগ
রিয়া শিবের ধ্যান করিলাম, সুতরাং এক সঙ্গেই প্রাপ্ত ত্যাগ এবং অপ্রাপ্তের কল্পনা ঘটিল।
রও দেখ, নারায়ণ ধ্যান প্রমাণসিদ্ধ, কিন্তু উহার পরিত্যাগ হেতু প্রামাণ্যের হানি এবং
াতে অপ্রমাণ্য বুদ্ধির উট্টঙ্কন করাও হইল। বিকল্প উভয় পক্ষ আশ্রয় করে, এই, বা ওই।
ত্যেক পক্ষে এই চারিটি দোষ থাকায় বিকল্পস্থলে আট প্রকার দোষের প্রসঙ্গ হয়।

ধ্যানাদীনামীশ্বরসন্তোষমনঃ স্থৈর্য্য দুর্ব্বাসনাদুরিতক্ষয়শুভ দৃষ্টাদিদ্বারা মুক্তিসম্পাদকত্বমিতিভাবঃ ॥ ১০

অবতরণিকা।

এতদেবাহ—

৬৭ ॥ উদ্যদ্ভিঃ পূজায়ামিতরেষাং নৈবম্ ॥ ১১

উদ্যদ্ভিরিতি—পূজায়াং উদ্যদ্ভিঃ পূজাদৌ ভক্ত্যঙ্গে প্রবৃ

সকলগুলির একযোগ হইলেই ফল সিদ্ধ হয়, উহাদের মধ্যে যে কোন এব স্বভাবে আর কার্য্য হয় না, অতএব সকল ধ্যানের সমুচ্চয় অর্থাৎ একযোগ কারণ বলিতে পার না। অতএব তৃণ, অরণি এবং মণি ইহারা প্রত্যেকে যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অগ্নির উৎপাদক এবং "ঘটো ন পটঃ" (ঘট পট নয় ঘটে পটাভাবের অনুমান প্রভৃতি অভাবসাধ্যক অনুমিতিস্থলে ঘটে পট অত্যন্তাভাব, বা অন্যোন্যাভাব (ভেদ) রূপ নানাবিধ অভাবের নানাবিধ প মর্ষের মধ্যে প্রত্যেকই যেমন তথাবিধ অনুমিতির প্রতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক কারণ, সেইরূপ এস্থলেও সর্ব্ববিধ ধ্যানাদির প্রত্যেকেই ঈশ্বর সন্তোষ, ম স্থৈর্য্য, দুর্ব্বাসনা ও দুরিতের ক্ষয় এবং শুভাদৃষ্ট প্রভৃতির উৎপাদনদ্বারা মুক্তি উৎপাদক হয়, ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে॥ ১০

অবতরণিকা।

এই কথাই আবার বলিতেছেন—

মূ, অ, ৬৭। পূজাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যে ধ্যান শ্রীভগবানের সন্তোষ উৎপাদন করে, তাহাই মুক্তির জনক অপরে নহে॥ ১১

নাবিধোঽপি ধ্যানাদিঃ প্রযুক্তোভগবৎপ্রসাদায়, তদ্দ্বারা ক্ত্যৈ ভবতীত্যর্থঃ, ইতরেষাং তথা ন ভবতি ॥ ১১

অবতরণিকা।

অথ পূজাপ্রস্তাবাৎ পাদোদকং বিচার্য্যতে।

৬৮ ॥ পাদোদকন্তু ন পাদ্যমব্যাপ্তেঃ ॥ ১২

পাদোদকমিতি—এবং স্মর্য্যতে—

"গঙ্গাগয়াপুষ্করনৈমিষাণি
পুণ্যানি যানি কুরুজাঙ্গলযামুনানি।
কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপম্
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুণাতি সদ্যঃ ॥" ইতি

ভক্তির অঙ্গ পূজাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ নানাবিধ ধ্যানাদি পাঠ করিয়া থাকে, ঐ সকল ধ্যানাদির মধ্যে যাদৃশ ধ্যানাদি শ্রীভগবানের প্রসাদ উৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহারাই ঐ প্রসাদকে দ্বার করিয়াই মুক্তির উৎপাদন করে, তদ্ভিন্ন ধ্যানাদির তাদৃশ শক্তি হয় না॥ ১১

অবতরণিকা।

এক্ষণে পূজার প্রসঙ্গে পাদোদকের বিষয় বিচার করা হইতেছে।

সূ, অ, ৬৮। যদি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের পদে সংশ্লিষ্ট জলকে পাদ্য বল, তাহলে প্রতিমাদির পাদোদকে অব্যাপ্তি ঘটে অর্থাৎ তাহাকে আর পাদ্য বলা চলে না॥ ১২

স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে—"গঙ্গা, গয়া, পুষ্কর, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গল এবং যমুনা এই সকল তীর্থের পবিত্র জল যথাকালে পাপক্ষয় করে, কিন্তু শ্রীভগবানের পাদোদক সেবন মাত্রেই লোককে পবিত্র করে।"

তৎ কিং পাদ্যং পাদসংযুক্তং জলং? উত পাদ্যত্বেনোৎসৃ
পাদ্যার্থকজলশেষং বা? তত্রাদ্যং ন, সাক্ষাদ্ভগবতঃ পাদসংযু
গঙ্গাজলাতিরিক্তে তদসম্ভবাৎ, নাপ্যবতারপাদসংযুক্তং, ইদা
তস্যাপ্যসম্ভবাৎ, কিন্তু পূজাদ্যধিষ্ঠান প্রতিমাপাদসম্বন্ধং, তত্রা
প্রতিষ্ঠিতপ্রতিমায়াঃ, অপ্রতিষ্ঠিতপ্রতিমায়া অপি আবাহ
নন্তরং ভবতি, সান্নিধ্যে সতি, শালগ্রামাদৌ তু পাদ্যত্বেন দত্ত
তথা শালগ্রামশিলাস্পৃষ্টজলস্নানাদিনা সর্ব্বযজ্ঞাবভৃথসর্ব্বতীর্থাভি
ষেকজন্য ফলস্য পার্থক্যেনাপি শ্রুতত্বাচ্চ ইতি তদুক্তং—

"শালগ্রামশিলাতোয়ে যোঽভিষেকং সমাচরেৎ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থে সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ॥" ইতি

এস্থলে "পাদোদক" এই শব্দটির কি অর্থ? এই পাদোদক শব্দদ্বারা কি
সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের পাদসংশ্লিষ্ট জল, অথবা পাদ্যরূপে উৎসৃষ্ট জল, অথবা
পাদ্যার্ঘ কল্পিত জলের অবশিষ্ট জল বুঝাইবে? প্রথম পক্ষ ত হইতেই পারে না
কারণ একমাত্র গঙ্গা জল ব্যতীত আর কোন জলই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে
পাদসংশ্লিষ্ট জল বলিয়া গণ্য হইতেই পারে না। অবতারদিগের পাদসংশ্লি
এরূপ কল্পনাও করা যায় না, কারণ বর্ত্তমান সময়ে ত কোন অবতারই নাই
অতএব পাদোদক বলিতে পূজার আধার ভূত প্রতিমাদির পাদসম্বন্ধীয় জল
এইরূপই বুঝিতে হইবে। প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার পাদ সম্বন্ধীয় জল এবং অপ্রতি
ষ্ঠিত প্রতিমার প্রতিষ্ঠার পর, উহাতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইলে,
প্রতিমার পাদসম্বন্ধীয় জলকেও পাদোদক বলা যাইতে পারে। শালগ্রাম শিলা
প্রভৃতি অনাদিলিঙ্গ আদি পূজার আধারে, পাদ্য বলিয়া যে জল উৎকৃষ্ট হয়
তাহাকেও পাদোদক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলে শালগ্রামের শরী
স্পৃষ্ট জলকে পাদোদক বলা যায় না, যেহেতু শালগ্রামশরীর স্পৃষ্ট জলে

অতএব সূত্রস্যায়মর্থঃ সাক্ষাৎ ভগবৎপাদসংযুক্তং জলং পাদো-
ং ন ভবতি, প্রতিমাদাবব্যাপ্তেরিতি ॥ ১২

অবতরণিকা।

অথ ভগবন্নৈবেদ্যাদিকং স্বয়ং গ্রাহ্যং ন বা ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়া-
হ—

৬৯ ॥ স্বয়মর্পিতং গ্রাহ্যমবিশেষাৎ ॥ ১৩

স্বয়মিতি—ভগবতে অর্পিতং নৈবেদ্যাদিকং স্বয়মপি ভক্তেন

াদির সর্ব্বপ্রকার অবভৃত (যজ্ঞান্ত কর্ত্তব্য) স্নানের এবং সর্ব্বতীর্থ জলাভি-
কর তুল্যরূপ অন্য একটি স্বতন্ত্র ফল লাভের কথা বলা হইয়াছে। যথা—
"শালগ্রামশিলা স্পৃষ্টজলে যে স্নান করে, সে সর্ব্ব তীর্থ স্নানের এবং সর্ব্ব
দীক্ষিত হওয়ার ফল প্রাপ্ত হয়।" অতএব সূত্রস্থিত "পাদোদক" শব্দের
াৎ শ্রীভগবানের পাদসংশ্লিষ্ট জল এরূপ অর্থ নহে। তাহলে প্রতিমাদির
াদকে অব্যাপ্তি হয়, তাহাকে আর পাদ্য বলিয়া ব্যবহার করা যায় না ॥ ১৩

অবতরণিকা।

একণে শ্রীভগবানের নৈবেদ্যাদি স্বয়ং গ্রহণ করিবে কি না ? এইরূপ
াঙ্ক্ষা করিয়া বলিতেছেন—

সূ, অ, ৬৯। শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য নিজে অর্পণ করিয়া
জ গ্রহণ করিতে পারে, কারণ অপর ভক্তের সহিত নিজের
ান বৈশিষ্ট্য নাই ॥ ১৪

শ্রীভগবান্‌কে ভক্ত নিজে যে নৈবেদ্য অর্পণ করে, তাহা ভক্তগণ নিজেও
। করিতে পারে। কারণ, ঋষি বাক্যানুসারে বিষ্ণুকে অর্পিত নৈবেদ্য
বল বিষ্ণুভক্তের গ্রাহ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, এবং অন্যান্য বিষ্ণুভক্তের

গ্রাহ্যং, তত্র হেতুঃ—অবিশেষাৎ, "বৈষ্ণবং সাত্বতেভ্যো দ
দিত্যার্ষবাক্যানুসারেণ বিষ্ণবে অর্পিতং নৈবেদ্যাদিকং
তেভ্যোদেয়ং, সাত্বতত্বঞ্চ যথান্যেষু বৈষ্ণবেষু তথা স্বস্মিন্
সাত্বতান্তরৈরবিশেষাৎ স্বয়মপি গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। অভক্তেন
গ্রাহ্যং, তস্য সাত্বতত্বাভাবাৎ। যথাগ্ন্যাদ্যুদ্দেশেন ত্যক্তস্
পুরোডাশস্য "যজমান পঞ্চমা ভক্ষয়ন্তী"তি বাক্যাৎ ঋত্বিজো
মানশ্চ ভোজনং কুর্ব্বতে, তথা ভগবতেঽর্পিতস্যাপি পুষ্পা

ন্যায় আপনাতেও বিষ্ণুভক্তত্বরূপ ধর্ম্ম সমানরূপে বিদ্যমান থ
সুতরাং অপর বিষ্ণু ভক্তের সহিত নিজের কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের
হেতু, ঐ সকল নৈবেদ্যাদি নিজেও গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু
প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তি, উহা স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারে না, যেহেতু তা
বিষ্ণুভক্তত্বরূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান নহে। বিষ্ণুকে অর্পিত নৈবেদ্যাদি
স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারে, তদ্বিষয় একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—
"অগ্নির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পুরোডাশ চারজন ঋত্বিক্ এবং যজমান, এই পাঁ
ভক্ষণ করিবে" এই বাক্যানুসারে ঋত্বিক্ এবং যজমান, উভয়েই তথাবিধ
ডাশ ভক্ষণ করে। সেইরূপ বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে প্রদত্ত নৈবে
অপর ভক্তকে প্রদানপূর্ব্বক, অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারে। ইহ
কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন, যে যদি ঐরূপই নিয়ম হয়, তবে
ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য, ব্রাহ্মণ দাতা স্বয়ং গ্রহণ করুক, কারণ
একজন ব্রাহ্মণ, অপর ব্রাহ্মণের সহিত তাহার কোনরূপ বৈশিষ্ট্য নাই।
উত্তরে বলিতেছেন—"নচ বাচ্যম্" একথা বলিতে পারনা, কারণ, যে
দ্বারা প্রদত্ত দ্রব্যের উপর দাতার নিজের স্বত্ব (অধিকার) নষ্ট হইয়া অ
স্বত্ব (অধিকার) উৎপাদন করে, তাহার নাম দান, অন্তেদে অর্থাৎ

দ্রঃ সাত্বতান্তরদত্তাবশিষ্টস্ত শিষ্টাঃ স্বয়মপি গ্রহণং কুর্ব্বতে। বং ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাদিতি ব্রাহ্মণোদ্দেশেনোৎসৃষ্টস্য দ্রব্যস্য । স্বয়মপ্যুপযোগং কুর্য্যাৎ, স্বস্যাপি ব্রাহ্মণত্বেনাবিশেষা- চ বাচ্যম্, দানং হি স্বস্বত্বাপগমপূর্ব্বকং পরস্বত্বোৎপাদনং, াভেদে ন সম্ভবতীতি স্বস্যৈব দাতৃত্ব প্রতিগৃহীতৃত্বয়োরসম্ভবাৎ। চপত্তৌতু নায়ং বিশেষোঽন্যথা যজমানস্যাপি পুরোডাশপ্রতি- র্ন স্যাদিতি বচনস্য চোভয়ত্র তৌল্যমিত্যুক্তম্। অতএবেশ্বর- দ্য গ্রহণে চৌর্য্যং স্যাদিত্যপি প্রত্যুক্তম্। ঈশ্বরাজ্ঞয়ৈব তস্য ত্বতেভ্যোবিভজনাৎ। অন্যথা সাত্বতান্তরায়াপি প্রতিপাদনং

একই ব্যক্তিতে এই দান ক্রিয়ার সম্ভব হয় না। একই ব্যক্তি কথনই তা এবং গ্রহীতা হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিপত্তি অর্থাৎ যজ্ঞশেষ ও বেদ্যাদি ভোজন বিষয়ে দানের ন্যায় কোনরূপ নিয়ম বলা হয় নাই, তাহা লে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত পুরোডাশ, যজমান কথনই স্বয়ং ভক্ষণ করিতে রিত না, যদি বল যজমান, বিশেষরূপ ঋষি বচন প্রভাবেই যজ্ঞশেষ পুরোডাশ ক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহলে আমিও বলিব, সেইরূপ বিশেষ ঋষিবচন ভাবেই ভক্ত উৎসৃষ্ট নৈবেদ্য স্বয়ং গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তোমার পক্ষে মন ঋষিবচন প্রমাণ দেখাইতেছ, আমার পক্ষেও সেইরূপ ঋষিবচন মাণ দেখাইতেছি, উভয়স্থলেই যে তুল্যরূপ ঋষিবচন বর্ত্তমান, ইহা আগেই লিয়াছি। ইহার দ্বারা "ঈশ্বর প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণে চৌর্য্য হয়," এইরূপ উও খণ্ডিত হইল। ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারেই উহা বিষ্ণুভক্তদিগকে ভাগ রিয়া দেওয়া হয়, তাহা না হইলে, ঈশ্বর প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি অপর ভক্তকেও ওয়া যাইতে পারিত না। একজনকে প্রদত্ত বস্তু অপর ব্যক্তিকে

বিরুধ্যেত। অন্যদ্রব্যপ্রতিপাদনস্যাপ্যন্যাব্যত্বাদিতি। অভি
নবাস্তু ত্রিবিধা উপাসকাঃ—(১) উপাস্যেঽভেদজ্ঞানিনঃ, (২)
উপাস্যদাস্যাভিমানিনঃ, (৩) উপাস্যোদাসীনাশ্চ। তত্রাদ্যৈ
গ্রাহ্যং, স্বকীয়স্য স্বয়ংগ্রহণে দোষাভাবাৎ দ্বিতীয়েনাপি গ্রাহ্য
উচ্ছিষ্টস্য দাসৌপযোগিকত্বাৎ নত্যুচ্ছিষ্ট গ্রহণে স প্রভোরন্য
বা নিয়োগমপেক্ষতে, কিন্তু স্বয়মেব যথেচ্ছং দাসান্তরেভ্যো দ
স্বয়ং গৃহ্লাতীতি, তৃতীয়েন তু ন গ্রাহ্যং তস্য চৌর্য্যপ্রসঙ্গাৎ এতমভি
কৃত্যৈবোক্তং—"অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিত

দেওয়া কখনই ন্যায়সঙ্গত হয় না। অভিনব আচার্য্য বলেন—উপাস
সকলকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়, (১) প্রথম, যাহারা উপাস্যের সহি
আপনাদিগকে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, (২) দ্বিতীয়, যাহারা আপনাদিগকে
উপাস্যের দাস বলিয়া বিবেচনা করে, (৩) তৃতীয়, যাহারা উপাস্যের সহি
আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বিবেচনা করে। ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী
উপাসক দিগের নৈবেদ্য গ্রহণে কোন দোষ নাই, কারণ, নিজের দ্রব্য নিজে
গ্রহণ করিলে কিছু দোষ হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসকেরাও নৈবেদ্য গ্রহ
সমর্থ, কারণ উচ্ছিষ্ট বস্তু দাসদিগেরই প্রাপ্য। নিজ প্রভুর ত কথাই নাই
দাসগণ অপরের, উচ্ছিষ্ট গ্রহণেও অনুজ্ঞার অপেক্ষা করে না, দাস ব্যক্তি
আপনার ইচ্ছানুসারেই প্রভুর বা অপরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণপূর্ব্বক অন্যান্য দাস
দাসীদিগকে বাটিয়া দিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর উপাসক
দিগের পক্ষে কিন্তু নৈবেদ্য গ্রহণ একেবারেই উচিত নহে। কেননা তাহা
পক্ষেই স্বয়ং গ্রহণে চৌর্য্য দোষের প্রসক্তি হইতে পারে। এই শ্রেণীর
উপাসকদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে "আমাকে নিবেদিত প্রদীপের
আলো টুকু লইয়া আপনার কার্য্যে লাগাইবে না।"

ত্তি ন প্রথমদ্বিতীয়াবধিকৃত্যোক্তং, অস্য নিষ্প্রমাণকত্বা*দিতি
ক্। এবং যত্রান্যঃ সাত্বতোন মিলতি, তত্র স্বয়মপ্যশেষং
ীয়াদবিশেষাদিত্যপি। "ন নৈবেদ্যমুদাহবে"দিতি ন চান্যেন
বেদিতং ভগবতে গ্রাহ্যং, নত্বাত্মনৈবেদ্যমিত্যপি যুক্তং বোধ্যম্।
পাদা অপ্যেবমেব প্রাহুঃ, অন্যথা পাদোদকগ্রহণমপ্যনুচিতং
াৎ, তত্রাপি চৌর্য্যপ্রসঙ্গাদিতি সংক্ষেপঃ। অতএব পঞ্চামৃত-
রভ্যোষধাদিপর্য্যন্তং যদ্ভুজ্যতে, পীয়তে বা, তদীশ্বরায়ার্পয়িত্বৈব,
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যোভুঙ্ক্তে, স্তেন এব সঃ" ইত্যাদিনা
শ্বরোদ্দেশেনানুৎসৃষ্টস্য ভোজননিষেধাৎ। ন চ তত্র তজ্জাতীয়ত্ব-

---

* প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ উক্তি হইতে
রে না, কারণ, তাহাদের প্রতি ঐরূপ বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।
ং যেখানে অপর ভক্তের অপ্রাপ্তি ঘটিবে, সেস্থলে নিজেই সমুদয় গ্রহণ
রিবে। কারণ ভক্তেরা সকলেই সমান, উহাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ
ই। তবে যে "নৈবেদ্য গ্রহণ করিবে না" এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়, উহার
ৎপর্য্য, অপর ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে যে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়াছে, তাহাই
হণ করিবে না, কিন্তু আত্মদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিবে না, এইরূপ বুঝা উচিত
হ। শ্রীপাদ আচার্য্যও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ফল, এইরূপ না বলিলে,
াদোদক-গ্রহণও অনুচিত হইয়া দাঁড়ায়, উহাতেও চৌর্য্য-প্রসক্তি হইয়া পড়ে।
ার বিস্তৃতভাবে এ কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই। ফল কথা, পঞ্চামৃত
ইতে ঔষধ পর্য্যন্ত, যাহা কিছু ভোজন বা পান করিবে, তৎসমুদয় পূর্ব্বে
ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে। "এই জগতে আমরা, যা কিছু ভোগ্য বস্তু
াপ্ত হইয়াছি, তাহা দেবগণেরই প্রদত্ত, অতএব সেই দেব-প্রসাদ-লব্ধ বস্তু
াহাদিগকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন করে, তাহাকেই চোর বুঝিতে
ইবে।" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঈশ্বরকে অনিবেদিত বস্তুর ভোজন নিষিদ্ধ

মভিপ্রেতমিতি বাচ্যম্, প্রদানভোজনকর্ম্মণোঃ সামানা
করণ্যেন প্রতীয়মানয়োরন্যথা ব্যাখ্যানে বিরোধাৎ স্বাজাত্য
বিনিগমনাবিরহেণ বক্তুমশক্তেশ্চেতি ॥ ১৩

অবতরণিকা।

অথ পূজায়াং দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তেষাং প্রায়শ্চিত্তা
প্রোক্তানি, তত্র কিং সর্ব্বাপরাধবর্জ্জনং পূজাঙ্গম্? উ
কেষাঞ্চিদ্বর্জ্জনং পূজাঙ্গম্? কেষাঞ্চিদ্বর্জ্জনং পুরুষার্থম্? ইত
কাঙ্ক্ষায়ামাহ—

হইয়াছে। এস্থলে "তজ্জাতীয় বস্তু ভক্ষণ করিবে না", এরূপ তাৎপর্য্যও বলি
পার না। কেননা "উহা ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া যে খাইবে"
বাক্যে ঈশ্বরকে নিবেদন এবং খাওয়া এই দুইটি ক্রিয়ার যে একই কর্ম্ম, ই
স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, সুতরাং "দেবগণ আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, ত
তাঁহাদিগকে, দান না করিয়া তাহার সজাতীয় বস্তু ভোজন করিবে না",
রূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এবং কোনরূপ সাধক প্রমাণ না পাই
কিসের বলেই বা স্বজাতীয় বস্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়? ॥ ১৩

অবতরণিকা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূজা বিষয়ে ত বত্রিশ প্রকার অপরাধ (ক্রী
এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে—তবে কি সেই সমুদয় অপরাধের প
হারই পূজার অঙ্গ? অথবা তাহাদের মধ্যে বিশেষ অপরাধের পরিহারই পূজ
অঙ্গ? আর অপর অপর অপরাধের পরিহার পুরুষার্থমাত্র (পূজকে
শুচিতা-সম্পাদকমাত্র)? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

৭০ ॥ নিমিত্তগুণব্যপেক্ষণাদপরাধেষু ব্যবস্থা ॥১৪

নিমিত্তেতি—অপরাধেষু নিমিত্তস্য গুণস্য চ ব্যপেক্ষণাৎ মিত্তাদ্যনুসারেণ পূজাঙ্গত্বপুরুষার্থত্বান্যতরব্যবস্থেত্যর্থঃ—তথাচ কর্ম্মণ্যেন পুষ্পেণ পূজা অপরাধস্তত্রাকর্ম্মণ্যপুষ্পাদিবর্জ্জনং াঙ্গমেব, দন্তধাবনমকৃত্বা ভগবদুপসর্পণমপরাধস্তদ্বর্জ্জনং পুরু-র্থমেব "দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতী"ত্যাদিনা তথা সতি রুষস্যৈব প্রত্যবায়াদিত্যেবং যথাযোগং ব্যবস্থা দ্রষ্টব্যেতি। ং "যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চান্যদ্দয়িতং গৃহে।

সূ, অ, ৭০ ॥ অপরাধ সমূহের নিমিত্ত (উপযোগিতা) বং গুণ (স্বভাব) দেখিয়াই পূজাঙ্গত্ব এবং পুরুষার্থতার বস্থা (নির্ণয়) করিতে হইবে ॥ ১৪

অপরাধদিগের মধ্যে নিমিত্ত এবং গুণের বিচার করিয়া, ঐ নিমিত্তাদির সারেই উহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার বর্জ্জন পূজাঙ্গ এবং কাহার কাহার জন পুরুষার্থ, তাহা স্থির করিতে হইবে। দেখ, অকর্ম্মণ্য পুষ্পদ্বারা পূজা া একটি অপরাধ, সুতরাং অকর্ম্মণ্য পুষ্পের পরিহার পূজাঙ্গ, অন্যদিকে কাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন না করিয়া (দাঁতন না করিয়া) শ্রীভগবানের মন্দিরাদিতে ন একটি অপরাধ, সুতরাং তথাবিধ কর্ম্মের পরিহার পুরুষার্থমাত্র। "দন্ত-ষ্ঠ (দাতন) চর্ব্বণ না করিয়া যে ব্যক্তি আমার নিকট গমন করিবে" (বরাহ াণ ১২ অ, শ্লো, ৭) ইত্যাদি নিষেধ সত্বেও, যে ব্যক্তি দাঁতন না করিয়া ভগবৎসমীপে গমন করে, সে নিজেই প্রত্যবায়ী হয়। এইরূপ এইরূপ, পরাধের নিমিত্ত এবং গুণ দেখিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। আরও একটি থা বিচার্য্য "লোকে যাহা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ইষ্ট এবং গৃহে যাহা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা য়, তৎসমুদয়ই দেব দেব চক্রপাণিকে প্রদান করিবে।" "পত্রই হউক,

তৎ তদ্ধি দেয়ং প্রীত্যর্থং দেবদেবায় চক্রিণে"
"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

ইত্যাদিবাক্য-পর্য্যালোচনয়া যস্য কস্যাপি দ্রব্যস্য ভক্ত্য দানং পূজাঙ্গমিতি বোধ্যম্‌॥ ১৪

অবতরণিকা।

অথ কা গৌণী ভক্তিঃ শ্রেয়সীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৭১। সুকৃতজত্বাৎ পরহেতুভাবাচ্চ শ্রেয়স্যঃ॥ ১৫॥*

ফুলই হউক, ফলই হউক, আর জলই হউক, যা কিছু আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করে, ভক্ত্যুপহৃত সেই সমুদয়ই আমি ভোজন করিয়া থাকি।" ইত্যাদি বাক্য পর্য্যালোচনাদ্বারা বুঝিতে হইবে॥ ১৪

অবতরণিকা।

এক্ষণে কোন গৌণী ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্করী এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিতেছেন—

সূ, অ, ৭১॥ সকলপ্রকার গৌণী ভক্তিই শ্রেয়স্কর, কারণ, উহারা ধর্ম্মজন্য এবং পরা ভক্তির প্রতি হেতু॥ ১৫॥

---

* এই সূত্রের পূর্ব্বে স্বপ্নেশ্বর আচার্য্য "পূজার ভক্তির সহিত সংযোগ সিদ্ধ হওয়ায়, এক্ষণে ভক্তিপূর্ব্বক দানও যে পূজার অঙ্গ, তাহা বলিতেছেন" পূর্ব্বে এইরূপ আভাস দিয়া নিম্নলিখিত একটি অতিরিক্ত সূত্র প্রদর্শন করিয়াছেন—

পত্রাদের্দানমন্যথা হি বৈশিষ্ট্যম্‌॥

ভগবানের উদ্দেশে দানমাত্রই ভক্তির অঙ্গ না হইলে, "পত্রাদিচতুষ্টয়ের দানই" এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা হইত। অভিনবাচার্য্য ভাষ্যের যে পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ অতিরিক্ত সূত্রের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

সুকৃতেতি সর্ব্বা অপি গৌণ্যো ভক্তয়ঃ সর্ব্বাস্বপি ক্রিয়াসু
য়স্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ, শ্রেয়ঃপ্রযোজিকাশ্চ, তত্র হেতুঃ সুকৃতজত্বাৎ,
জন্যত্বাৎ, পরহেতুভাবাচ্চ পরভক্তিহেতুত্বাচ্চ, তথাচ ধর্ম্মজন্যত্ব-
ভক্তিজনকত্বয়োরুৎকর্ষয়োঃ সকলক্রিয়াশ্রৈষ্ঠ্যপ্রয়োজকয়োঃ-
র্বাসু গৌণীষু ভক্তিষু সত্বেন সর্ব্বা অপি শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেয়োজনিকা-
তি ॥ ১৫ ॥

অবতরণিকা।

নন্‌ জ্ঞানভক্তির্মুখ্যা আর্ত্তাদিভক্তির্গৌণী, তৎ কিম্,
তুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো-
জ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" ইত্যত্র চতসৃণামপি
ক্তানাং তুল্যবদভিধানমিত্যত আহ—

২ ॥ গৌণং ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তুত্যর্থত্বাৎ সাহচর্য্যম্ ॥১৬॥

গৌণমিতি—গৌণং ত্রৈবিধ্যম্ এতে ত্রয়োভেদা গৌণভক্তে-
ব, পরন্তু তাসাম্ স্তুত্যর্থম্ ইতরেণ মুখ্যেন সাহচর্য্যং তুল্যবদভি-

---

সকল প্রকার গৌণী ভক্তিই সর্ব্ববিধ ক্রিয়াতে শ্রেষ্ঠ এবং কল্যাণের হেতু।
ণ উহারা পূর্ব্ব সুকৃত জন্য, ঐরূপ সুকৃত জন্য এবং পরাভক্তির হেতু
য়া উহারা শ্রেষ্ঠ। দেখ, গৌণীভক্তিতেই ধর্ম্মজন্যত্ব, এবংপরাভক্তির হেতুত্বরূপ
ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদক ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকায়, উহারা সকলেই শ্রেয়ঃ-
ধিকা ॥ ১৬

অবতরণিকা।

যদি জ্ঞানীর ভক্তি মুখ্য এবং অজ্ঞানীর ভক্তি গৌণী হয়, তবে "হে পুরুষ-
, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ পুণ্যশালী ব্যক্তি
মাকে ভজনা করে।" (গীতা অ, ৭, শ্লো, ১৬) এই ভগবদ্বাক্যে চার প্রকার

ধানম্, অমাত্যানাং স্তুত্যর্থং রাজসমভিব্যাহারবদিত্যর্থঃ। তু
দুরিতদুঃখাদিক্ষয়মহাবিপদুদ্ধারাদ্যর্থং স্মরণকীর্ত্তনরূপা আ
ভক্তিঃ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞে
দানেন, তপসা নাশকেনে"ত্যাদিশ্রুত্যুক্তা বেদাধ্যয়নযজ্ঞাদিরূ
জিজ্ঞাসুভক্তিঃ, অর্থাদিকামনয়া কৃতা অর্থার্থিভক্তিঃ, এবং শ্রব
কীর্ত্তনস্মরণপাদসেবনার্চ্চনবন্দনদাস্যসখ্যাত্মনিবেদনাত্মিকা ন

ভক্তিকেই তুল্যরূপে অভিহিত করা হইয়াছে কেন? এইরূপ আশঙ্কা কি
বলিতেছেন—

সূ, অ, ৭২॥ জ্ঞানীর ভক্তি ভিন্ন অপর তিন প্রকা
ভক্তিই গৌণ। তবে উহাদের প্রশস্ততা জ্ঞাপন করাইবা
জন্যই উহাদিগকে জ্ঞানীর ভক্তির সহিত একযোগে নির্দে
করা হইয়াছে মাত্র॥ ১৬॥

গীতাবাক্যোক্ত চার প্রকার ভক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত তিন পকার ভক্তি
গৌণভক্তি, জ্ঞানীর ভক্তিই মুখ্য, তবে যে, এই মুখ্যভক্তির সহিত একযো
উক্ত তিন প্রকার ভক্তির অভিধান করা হইয়াছে, তাহা কেবল উহাদে
প্রশস্ততা-জ্ঞাপনের নিনিত্ত। যেমন অমাত্যদিগের গৌরববৃদ্ধির নিমি
রাজার সহিত একযোগে উহাদিগের উল্লেখ করা যায়, এখানেও সেইরূ
বুঝিতে হইবে। উক্ত তিন প্রকার গৌণী ভক্তির মধ্যে দুরিত (পাপ)
দুঃখাদির ক্ষয়, এবং মহাবিপদ হইতে উদ্ধারাদির নিমিত্ত যে, ভগবানের স্ম
ও নাম কীর্ত্তন করা হয়, উহাকে আর্ত্তভক্তি বলে, "ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যে
অনুশীলন, যজ্ঞ, দান এবং পাপনাশক তপশ্চর্য্যা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা
করে" (বৃহদারণ্যক) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জিজ্ঞাসু ভক্তি, অর্থাদিকামনা
শ্রীভগবানের যে, ভজনা করা হয়, তাহার নাম অর্থার্থি-ভক্তি। অতএ
দেখা যাইতেছে যে, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য

ধাপি ভক্তিরেতদন্তর্গতৈব। এবং নানোপাধিকাপ্যেকা ভক্তি-
স্তু। উপাধেয়সাঙ্কর্য্যেঽপ্যুপাধেরসঙ্করান্ন কোপ্যত্র দোষইতি ॥১৬

অবতরণিকা।

স্মরণাদেঃ পরাভক্ত্যঙ্গীভূতস্যার্ত্তিনাশাদৌ জনয়িতব্যে
থং প্রাধান্যমাস্তাম্? ইত্যত আহ—

৭৩॥ বহিরন্তরঙ্গমুভয়মবেষ্টিসম্বন্ধবৎ ॥ ১৭ ॥*

। এবং আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার গৌণী ভক্তিই উক্ত তিনপ্রকার
ক্তিরই অন্তর্গত। এইরূপ নানাবিধ উপাধিযুক্ত হইলেও বস্তুতঃ ভক্তি একই।
দি কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, তুমি যে, আর্ত্তভক্তি, জিজ্ঞাসুভক্তি প্রভৃতি
ন প্রকার ভক্তির শ্রেণী নির্দ্দেশ করিলে, ইহাও ঠীক হইল না, ইহা সঙ্কর-
সংসৃষ্ট হইল, আর্ত্ত ভক্তির মধ্যে যে কীর্ত্তনাদি আছে, অর্থার্থীর ভক্তির
ধ্যও তাহাদের কতকগুলি থাকিতে পারে, কাযেই সাঙ্কর্য্য (রলামেলা)
ষ আসিয়া পড়ে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—উপাধেয় অর্থাৎ উপাধির
ন্তর্গতদিগের সাঙ্কর্য্য হইলেও আমি যে উপাধি করিয়াছি আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং
র্থার্থী রূপ ত্রিবিধ, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সাঙ্কর্য্য নাই (আর্ত্ত
জ্ঞাসুর মধ্যে আসিতে পারে না, জিজ্ঞাসুও অর্থার্থীর মধ্যে আসিতে পারে না
ত্যাদি) তখন কোন দোষই নাই ॥১৬॥

অবতরণিকা।

স্মরণাদিকে পরা ভক্তির অঙ্গ বলিতেছ, তবে আর্ত্তিনাশাদি কার্য্যে
হাদের প্রাধান্য আবার কিরূপে হইতে পারে? অঙ্গ বলিতে অপ্রধান, যে
প্রধান, তাহার প্রাধান্য কিরূপে সম্ভবে?

মূ, অ, ৭৩॥ যেমন একই অবেষ্টি নামক যাগবিশেষের

---

* স্বপ্নেশ্বর এই সূত্রের শেষে ' অবেষ্টিসববৎ" এইরূপ পাঠ ধরিয়া রাজসূয়ান্তর্গত অবেষ্টি
ং বাজপেয়াঙ্গ বৃহস্পতি সব, এই দুয়েরই প্রাধান্য এবং অঙ্গত্বের উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

বহিরিতি স্মরণকীর্ত্তনাদীনাং বহিরন্তরঙ্গত্বমুভয়ম্। অনারভ্ত ফলান্তরশ্রবণেন, বহিঃ পরভক্তিবহির্ভাবেন দুরিতনাশাদৌ প্রাধান মেবং পরভক্তিফলকত্ব-তদনুকূলত্বাদিশ্রবণেন তদন্তরঙ্গভাবমপি তস্মাদস্য প্রধানত্বমঙ্গত্বঞ্চেত্যুভয়মপি প্রমাণসমাহারে প্রমেয়সম হারস্যাভ্যুপগমাৎ, একস্যৈবাঙ্গত্বে প্রধানত্বে চ দৃষ্টান্তমাহ—অবে সম্বন্ধবৎ যথা একস্য অবেষ্টেঃ প্রধানত্বং রাজসূয়াঙ্গত্বঞ্চেত্যুভ

প্রাধান্য এবং অঙ্গত্ব, এই উভয় ধর্ম্মই দৃষ্ট হয়, সেইরূ স্মরণাদিও কখন বহিরঙ্গ (প্রধান) এবং কখন বা (অন্তরঙ্গ (অপ্রধান) এই উভয় বিধই হইতে পারে ॥ ১৭ ॥

স্মরণ ও কীর্ত্তনাদির বহিরঙ্গত্ব (প্রাধান্য), এবং অন্তরঙ্গত্ব (অপ্রাধা এই উভয়বিধ ধর্ম্মই দৃষ্ট হয়। যদ্দেশে স্মরণাদির প্রবৃত্তি, তাহার ন আরভ্য, তদ্ভিন্ন অনারভ্য, তদ্রূপ যে ফলান্তর অর্থাৎ পরা ভক্তি ভি শাস্ত্রে স্মরণাদির অপর ফলও উক্ত হওয়ায়, এবং ইহারা যে, কেব পরা ভক্তির সীমার মধ্যে থাকিয়া একমাত্র পরা ভক্তিরূপ ফলকে উৎপা করে, এমন নহে, পরা ভক্তির সীমার বাহিরে যাইয়াও ইহারা স্ব পাপনাশাদিরূপ ফলোৎপাদন করায়, ইহাদের অবশ্য স্বীকার করি হইবে, অন্যদিকে উহারা পরাভক্তির নির্ব্বাহক, এবং তাহার অনুকূ এইরূপ শাস্ত্রদৃষ্টি করিয়া উহারা যে পরাভক্তির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ পরাভক্তি অপে অপ্রধান ইহাও স্থির করা যায়। অতএব স্মরণাদির প্রকৃত প্রধানত্ব এ অঙ্গত্ব, এই উভয়বিধ ধর্ম্মই দৃষ্ট হয়। যদি বল উহাদিগের এরূপ উভয়ধর্ম্ম কোন স্থলে ত কথিত হয় নাই, তবে কিরূপে তাহা স্থির করা হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, পণ্ডিতগণ প্রমাণ দেখিয়াই তদনুসারে প্রমেয় স্থির করি থাকেন। যখন স্মরণাদির প্রাধান্য এবং অঙ্গত্ব, এই উভয় বিষয়েই শাস্ত্রী প্রমাণ বর্ত্তমান, তখন উহাদের স্বতঃ প্রধানত্ব এবং অপরের অঙ্গত্ব, এই উভয়বি

ভ্যুপগম্যতে। ফলান্তরশ্রবণস্য প্রধানফলবত্তাশ্রবণস্য চোভয়-কস্য সত্ত্বাদিতি। অতএব "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্য-চ্যাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতি"-চ্যনেন প্রমাদচ্যুতাঙ্গপূর্ত্তৌ স্মরণস্য প্রাধান্যমেবোক্তমিতি ঃ॥ ১৭॥

অবতরণিকা।

অথ ভগবৎস্মরণকীর্ত্তনকথাদীনামিতস্ততঃ শ্রুতং পাপ-াকত্বং বিচারয়তি—

॥ স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তেঃ প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ ॥ ১৮॥

কেননা স্বীকৃত হইবে? কেবল যে, এইরূপ যুক্তির বলেই এইরূপ বলিতেছি নহে, একই বস্তু যে, প্রধান এবং অঙ্গ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় ়ও আছে। দেখ, একই অবেষ্টিনামক যাগবিশেষের প্রাধান্য এবং য়যাগের অঙ্গত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। কেননা উহার রাজসূয়ফলের রিক্ত ফলজনকত্ব এবং রাজসূয় ফলদ্বারাই ফলবত্ত্ব এই দুই কথাই শাস্ত্রে হওয়ায়, উহার প্রাধান্য এবং অঙ্গত্ব, এই উভয়ের সাধক প্রমাণই দেখিতে য়া যায়। অতএব সপ্রমাদকর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের যজ্ঞে যে সকল স্খলন হয়, শ্রীবিষ্ণুর স্মরণেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, বেদে ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে।" দ্বারা প্রমাদস্খলিত অঙ্গে পূর্ণতোৎপাদনরূপ ফলের প্রতি স্মরণের প্রাধান্য কৃত হইয়াছে॥ ১৭॥

অবতরণিকা।

এক্ষণে নানাবিধ শাস্ত্রীয়প্রবন্ধে স্মরণাদির যে, পাপনাশকত্ব ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, ষয় বিচার করিতেছেন।

মূ, অ, ৭৪॥ স্মৃতি, কীর্ত্তন এবং কথাদি আর্ত্তির কারণী-ী দুষ্কৃতের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলিয়া॥ ১৮॥

স্মৃতিকীর্ত্তন কথা-শ্রবণ-নমস্কারাদীনাং সকলেষ্টজনকত্ব সক
পাপনাশকত্ব-সমাপতন্-মহাবিপন্নিবারকত্বান্যনিরপেক্ষাণি ফলা
শ্রূয়ন্তে। ততস্তেষামার্ত্তৌ সত্যামার্ত্তিনাশার্থমাচরণং যুক্তমে
তত্র হেতুঃ, তদার্ত্তিজনকপাপনাশে তেষাং প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ, প্রা
শ্চিত্তত্বাৎ। তথাচ তদার্ত্তিমূলীভূতে পাপে তৈর্নাশিতে স
বিদ্যমানায়া আর্ত্তের্নাশো ভবিষ্যায়াশ্চানুৎপত্তিরিত্যার্ত্তানামার
নাশার্থমার্ত্তভক্তিঃ পরাংভক্তিঞ্চোপকরোতি, শ্রদ্ধাদিকমুৎপাদ্যে
ভাবঃ। অতএব তদঙ্গমপীতি ভাবঃ। তথা চ বাক্যানি—

"প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মিকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥"

ইত্যাদীনি প্রসিদ্ধান্যেবেতি ॥ ১৮ ॥

স্মরণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, কথা-শ্রবণ এবং নমস্কার প্রভৃতির সকলপ্রকার অভী
ষ্টের জনকত্ব, সকলপ্রকার পাপের উপশমকারিত্ব এবং সমাগত মহাবিপত্তি
নিবারকতা আদি, অন্যনিরপেক্ষ, অর্থাৎ অপরের সহায়তা ব্যতীত উহাদে
আপনাদের দ্বারা উৎপাদিত, নানাবিধ শক্তির কথা শুনা যায়, সুতরাং কো
প্রকার আর্ত্তি উপস্থিত হইলে, সেই আর্ত্তির নাশের নিমিত্ত উহাদের অনুষ্ঠান বিধে
কেননা, ঐ সকল আর্ত্তির কারণীভূত পাপের নাশবিষয়ে উহারাই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
এক্ষণে দেখ, ঐ আর্ত্তির মূলীভূত পাপসকল উহাদের দ্বারা বিনাশিত হইলে প
বর্ত্তমান আর্ত্তির নাশ হয়, ভবিষ্যতে আর আর্ত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, কাে
আর্ত্তদিগের আর্ত্তিনাশার্থ যে আর্ত্তভক্তি হয়, উহা পরা ভক্তিরই পোষণ কে
সুতরাং উহাকে পরা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এ বি
শাস্ত্রীয় বাক্যও দৃষ্ট হয় যথা "যে সকল তপশ্চরণাত্মক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হই
য়াছে, সেই সমুদয় অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ শ্রেষ্ঠ" ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকা ।

ননু শ্রীকৃষ্ণস্মরণাদেঃ সকলপাপপ্রায়শ্চিত্তত্বে চান্দ্রায়ণাদি-
ধেরননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যং স্যাৎ, কো হি সচেতা হস্তচ্ছেদ্যে
চারং প্রযুঙ্‌ক্তে ইত্যত আহ—

৭৫ ॥ ভূয়সামননুষ্ঠিতিরিতি চেদাপ্রয়াণমুপসংহারান্
হৎস্বপি ॥ ১৯ ॥

ভূয়সামিতি—ভূয়সাং পাপানাং ভূয়াংসি চ চান্দ্রায়ণাদীনি,
ল্পীয়সাস্তু অল্পীয়ো হরিস্মরণাদীতি, তদুক্তং "পাপে গুরুণি গুরুণি,

---

অবতরণিকা ।

আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাদি, যদি সর্ব্ববিধ পাপেরই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়, তবে
ন সুকর প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে, কেহ আর দুঃসাধ্য চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান
রিতে প্রবৃত্ত হইবে না, কাযেই শাস্ত্রে উহাদের বিধান থাকিলেও লোক-
াজে অনুষ্ঠানের অভাব নিবন্ধন উহাদের অপ্রামাণ্য হইল। দেখ, কোন্
দ্ধিমান্ ব্যক্তি হাত দিয়া যাহা অনায়াসে ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, তাহার
েদনের জন্য কুঠারের প্রয়োগ করিয়া থাকে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া
লিতেছেন—

মূ, অ, ৭৫ ॥ হরিস্মরণাদি দ্বারা গুরুপাপের প্রায়-
শ্চিত্তের অনুষ্ঠান হয় না, যদি এই কথা বল, তবে শুন,
ারণপর্য্যন্ত, হরিস্মরণাদি অনবরত কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায়,
াহাদ্বারা গুরুপাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ॥ ১৯ ॥

বড় বড় পাপে চান্দ্রায়ণাদি গুরু প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, অল্প পাপে হরিস্মর-
দি লঘু লঘু প্রায়শ্চিত্ত করাই উচিত। কেননা শাস্ত্রে "গুরু পাপে গুরু-

লঘূনি লঘূনি প্রায়শ্চিত্তানী”তি চেৎ উত্তরয়তি – “আপ্রয়াণমিতি
আনিধনং স্মরণাদেরুপসংহারাদত্রাপি ক্লেশাধিক্যমিতি ক্লে
সাম্যং, নৈতেষামননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যং ভবতীত্যর্থঃ। ই
সম্ভবৎপ্রাচুর্য্যার্থমুক্তং, বস্তুতো যেষাম্ অত্র বিশ্বাসো না
তৈরেব চান্দ্রায়ণাদিকং বিধেয়ং বিশ্বস্তৈরপি লোকসংগ্রহ
তদ্বিধেয়ং ন হি মহাপাপকারিণং বিষ্ণুস্মরণাদিনা নিষ্পাপঃ

প্রায়শ্চিত্ত, লঘু পাপে লঘু প্রায়শ্চিত্ত” বিহিত হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কা ক
উত্তর করিতেছেন—হরিস্মরণাদিকে লঘুপ্রায়শ্চিত্ত বলিতে পার না, কেন
মৃত্যু পর্য্যন্ত স্মরণাদি কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হওয়ায় স্মরণাদিতেও ক্লেশা
স্বীকার করিতে হইবে, অতএব চান্দ্রায়ণাদি যেরূপ ক্লেশসাধ্য, হরিস্মরণা
সেইরূপ ক্লেশসাধ্য, উভয়েতেই ক্লেশের সমতাই দৃষ্ট হয়। অতএব তুমি
আশঙ্কা করিয়াছিলে, বড় বড় পাপের পক্ষেও যদি অল্পক্লেশসাধ্য হরিস্মর
রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হয়, তবে, বহুক্লেশসাধ্য চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠা
দিকে আর কেহই এগুবে না, কাযেই চান্দ্রায়ণাদি শাস্ত্রে বিহিত হইলেও ।
ষ্ঠানের অভাবেই উহাদের অপ্রামাণ্য (অশাস্ত্রীয়তা) হইতে পারে? শাস্ত্রে উহা
বিধান থাকিলেও যদি শিষ্টপরম্পরায় উহাদের অনুষ্ঠানের প্রচার না থা
তবে উহাদের অনুষ্ঠান একেবারে লোপপ্রাপ্ত হয়, কাযেই শাস্ত্রে বিহিত
লেও শিষ্টপরম্পরায় প্রচার না থাকায়, উহাদের অনুষ্ঠান করিতে আর কাহা
শ্রদ্ধা হইবে না? এই যে এতগুলি কথা বলা হইল, ইহা কেবল হরিস্মরণাদি
যে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত-মধ্যে গণ্য হইতে পারে, এইরূপ বুঝাইবার জন্য। বাস্ত
কথা এই যে, যাহাদের হরিস্মরণাদিতে বিশ্বাস নাই, কেবল তাহারাই চা
য়ণাদির অনুষ্ঠান করিবে। আর হরিস্মরণাদিতে বড় বড় পাপেরও ক্ষয় হই
পারে, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও সামাজিক লোকের মনস্তুষ্টির জ
চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করা উচিত, কেননা আমরা দেখিতেপাই;—শ্রীবি

াকঃ সংগৃহ্লাতীতি। এতাবতা অলোকসংগ্রহে সতি সর্ব্ব
াচ্ছৃঙ্খলা ভবেয়ুরিতি ॥ ২০ ॥

অবতরণিকা।

নু "নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্ব্বহণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥"
"এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্" ইত্যাদিনা
"বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
'নারায়ণে'তি ম্রিয়মাণ উপেতি মুক্তিম্" ইত্যাদিনা
চৈকৈকশোঽপি হরিস্মরণাদেরখিলপাপনাশকত্বমুক্তং, যত্তু
হর্নিশং স্মরণাদের্বিধানং, তদতীব ফলজনকতয়া, তদুক্তং—
"সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥"

াদি কার্য্য দ্বারা মহাপাপী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পাপশূন্য হইলেও সমাজের
াকে তাহার সহিত আহার ব্যবহার করিতে চাহে না। সামাজিক লোকের
হণের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে, সকল ব্যক্তিই একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইতে
রে॥ ২০ ॥

অবতরণিকা।

যদি বল, আমরা দেখিতে পাই, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে, "শ্রীহরিনামের
াপবিনাশবিষয়ে যে পরিমাণে সামর্থ্য আছে, পাপীগণ তাবৎ পরিমাণে পাপ
রিতেই পারে না"। "ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের গুণ ও
র্ম্মের সঙ্কীর্ত্তনই মনুষ্যগণের সর্ব্বপ্রকার পাপের বিনাশে সমর্থ। দেখ,

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

ইত্যাদি। তথাচ কথং চান্দ্রায়ণাদ্যনেক-তপস্যা-হ
স্মরণয়োঃ ক্লেশসাম্যম্? তথাচাল্পায়াসসাধ্যত্বাদতি লঘু হ
স্মরণাদিকং, কথমনেকজন্মকৃতানাং মহাপাতকানাং নাশ
মাস্তাম্? ইত্যত আহ—

৭৬॥ লঘ্বপি ভক্তাধিকারে মহৎ ক্ষেপকমপরস
হানাৎ॥ ২১॥

মহাপাপী অজামিলও মুমূর্ষু অবস্থায় "নারায়ণ" বলিয়া নিজ পুত্রকে আহ
করিয়াছিল বলিয়া, মুক্তিলাভ করিয়াছিল।" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এক
বার মাত্র হরিস্মরণাদিও নিখিল পাপের ধ্বংসকারী বলিয়া উক্ত হইলেও,
নির্দ্দেশ যে, হরিস্মরণাদির বিধান করা হইয়াছে, উহা কেবল অধিক ফললাভ
বলিতে হইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, "এক মুহূর্ত্ত বা একক্ষ
বাসুদেবের স্মরণ করিয়া না থাকা, মহতী হানি, মহাচ্ছিদ্র, অর্থাৎ সর্ব্ব
অমঙ্গল প্রবেশের দ্বার, মহামোহ এবং বিশেষরূপ ভ্রমান্ধতা। সর্ব্বদাই যে
শ্রীবিষ্ণুই স্মরণীয়, কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সকল প্র
বিধি ও নিষেধ যথাক্রমে এই স্মরণ ও বিস্মরণেরই কিঙ্কর, অর্থাৎ হরি
কারী ব্যক্তির সর্ব্ববিধ বৈধকার্য্যে আপনা হইতেই প্রবৃত্তি হয়, এবং হরি
যে বিস্মৃত হইয়া থাকে, তাহার আপনা হইতেই নিষিদ্ধাচরণে (পাপানুষ্ঠা
প্রবৃত্তি হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, চান্দ্রায়ণাদি অনেক প্রকার তপস্যা
হরিস্মরণ, এই উভয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে তুল্যরূপ ক্লেশ হয় কিরূপে?
অল্পায়াসসাধ্য সুতরাং লঘু, হরিস্মরণাদি অনেকজন্মকৃত মহাপাতকসমূহের
নাশক হয় কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

মূ, অ, ৭৬॥ হরিস্মরণ ও নামকীর্ত্তনাদিকর্ম্ম অতি

লঘ্বিতি—লঘ্বপি হরিস্মরণাদিকং, যথাচ জ্বালাজালজটিলেন্ধ-
নলাসাধ্যমপ্যন্ধকারং স্বল্পপ্রমাণাপি প্রদীপশিখা নাশয়তি, কপ-
সহস্রানাশ্যমপি দারিদ্র্যমেককপর্দ্দকপরিমাণকমপি হীরকং
শয়তি, তথৈবানেকসহস্রচান্দ্রায়ণাদ্যনাশ্যমপ্যনেকজন্মার্জ্জিত-
পাতকাতিপাতকোপপাতকাদ্যখিলপাতকসমূহং তূলরাশিমিব
লাহীনস্ফুলিঙ্গমাত্রানলো ভস্মীকরোতি, তথাসামর্থ্যাত্, নহি
ক্লেশাদিকমপেক্ষ্য কর্ম্মণাং ফলজননসামর্থ্যমস্তীতি। নম্বেবং
য়শ্চিত্তপ্রকরণে মুনিভিরেতদেব কথং নোক্তং? কথং বা চান্দ্রা-
াদিকং প্রোক্তং? ন ত্বাপ্তাঃ সর্ব্বমেব জানন্তঃ, সতি লঘূপায়ে,
রূপায়মুপদিশন্তীতি চেৎ? নৈবং, নহি বৈদ্যকে তদর্থজ্ঞাতারো
নাশকাদিপ্রকরণে বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যং মহানারায়ণাদিক-
বোপদিশন্তি, উপদিশন্তি, চ স্বল্পায়াসসাধ্যং দশমূলীকষায়পানং,
তোপ্যল্পায়াসসাধ্যং মণিমন্ত্রাদিকঞ্চ, জ্বরাদিনাশকত্বাবিশেষাৎ,
াশক্তি যথালাভং কস্যচিদেকস্যাচরণমিতি। এবং স্বর্গসাধনত্বে-

র্থাৎ অল্পায়াসসাধ্য হইলেও ভক্তদিগের পক্ষে অতি গুরু-
াপসকলেরও বিনাশক হয়। যেহেতু ভক্তদিগকে চান্দ্রা-
াদি অপরবিধ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে
না হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা প্রজ্বালিত বহ্নি যে অন্ধকারকে বিনাশ করিতে
সমর্থ হয়, সেই অন্ধকার অতি অল্পপরিমিত দীপশিখা দ্বারা বিনষ্ট হয়, যেমন
স্র সহস্র কপর্দ্দক অর্থাৎ ছালা ছালা কড়ি দ্বারা যে দারিদ্র্য দূরীভূত হয় না,
ক টুক্‌রা ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়, আর যেমন
খাহীন স্ফুলিঙ্গমাত্র অগ্নি, রাশি রাশি তুলার বস্তাকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ

নাশ্বমেধাদিকং, গঙ্গাস্নানাদিকঞ্চ তুল্যবচ্ছ্রৌতাদৌ বিহিতং, তথা চাত্রাপি পাপনাশকাভিধানপ্রকরণে সর্ব্বাণ্যপি পাপনাশকান্যভিধেয়ানীতি সর্ব্বাণ্যভিহিতানীতি, কোঽত্র বক্তুরপরাধ ইতি দিক্। এতদেবাহ—অপরেতি—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

ইত্যাদৌ পাপনাশার্থমপরপ্রায়শ্চিত্তপ্রতিষেধকশব্দাশ্রবণাৎ ঈশ্বরশরণগমনাদিকমেব সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমিত্যবগম্যতে। ননু যস্

হরিস্মরণাদি অতি লঘু অর্থাৎ অল্পায়াসসাধ্য হইলেও, চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা অন বহু জন্মার্জ্জিত মহাপাতক, অতিপাতক, উপপাতক আদি পাপসমূহকে নষ্ট ক কেননা উহাদের সামর্থ্যই ঐরূপ। আরও একটি কথা কর্ত্তার অর্থাৎ কর্ম্মা তাঁহার ক্লেশের পরিমাণ অনুসারে কিছু, কর্ম্মসকলের ফলজননবিষয়ে সাম হয় না। এক্ষণে আপত্তি করিতেছে, যদি তাই হয়, তবে প্রায়শ্চিত্তপ্রকর মুনিগণ এ কথা ভেঙ্গে চুরে বলেন নাই কেন? এবং চন্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তে ব্যবস্থাই বা কেন করিয়া গিয়াছেন? দেখ, আপ্ত অর্থাৎ যাহাদে কথায় পৃথিবী শুদ্ধ লোক পরিচালিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মাগণ কখনই অনায়াসসাধ্য উপায় থাকিতে, ক্লেশকর উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দে না, ইহাই যদি তোমার আপত্তি হয়? তবে আমি বলিব "নৈবং" এরূপ আপত্তি হইতেই পারে না, দেখ, যেমন বৈদ্যশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ, জ্বর ও কাশাদি রোগের শান্তিপ্রকরণে বহু অর্থব্যয় এবং বহু আয়াসসাধ্য মহানারায়ণাদি সেবন যেমন উপদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ আবার অল্পায়াস ও অল্পব্যয় সাধ্য দশমূলী পাচন প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা অপেক্ষা আরও অল্পায়াস এবং অল্পব্যয়সাধ্য মণিমন্ত্রাদি সেবনেরও ব্যবস্থা করিতে তাঁহা বিস্মৃত হন নাই। উহাদের সকলেরই জ্বরাদিরোগোপশমবিষয়ে তুল্য সামর্থ্যই দৃষ্ট হয়। আর লোকেও নিজ নিজ সামর্থ্য এবং সুবিধানুসারে উহাদের মধ্যে যে কোন একটিরই ব্যবহার করিয়া থাকে। আরও দে

নঃ পাপে কৃতেঽনুতাপো জায়তে, তস্যৈব হরিস্মরণাদিকং
ায়শ্চিত্তমস্তীতি তদুক্তং—

"কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তং তু তস্যৈবং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥"

ইতি চেৎ? ন, "প্রায়শ্চিত্তান্যশেষানী"ত্যাদিবাক্যসমূহেন
ীকৃষ্ণস্মরণাদীনাং সর্ব্বপাপসাধারণপ্রায়শ্চিত্তত্বেঽবধারিতে, প্রকৃ-
স্যানুবাদমাত্রপরত্বাৎ, অতএব যৎ কেনচিদুক্তং—অন্তকালীন
রিস্মরণাদেরেবায়ং মহিমা, তদুক্তম্—

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥"

াস্ত্রে যেমন স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং গঙ্গাস্নানাদি,
ন্যরূপ উপায় বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ পাপনাশক উপায়ের উল্লেখের
াসঙ্গে ঋষিগণ সকল প্রকার পাপনাশকের উল্লেখ করাই আবশ্যক বিবেচনা
রিয়া, একযোগে চান্দ্রায়ণাদি সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
হাতেই বা প্রায়শ্চিত্তের উপদেশক সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদিগের পক্ষে এমন কি
রুতর দোষ ঘটিয়াছে? এই কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, "আমি
তামাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না"। ইত্যাদি
গবদ্বাক্যে পাপনাশের হেতুভূত অপরবিধ প্রায়শ্চিত্তের প্রতিপাদক কোন
াকার শব্দ না থাকায়, সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই যে সকল
াকার প্রায়শ্চিত্তের তুল্য, ইহাই প্রতীত হইতেছে। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,
াপাচরণানন্তর যাহার হৃদয়ে অনুতাপ জন্মায়, তাহার পক্ষেই হরিস্মরণাদি
ায়শ্চিত্ত হউক, কেননা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"পাপাচরণানন্তর যাহার অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ
প্রায়শ্চিত্ত।

ইত্যপি প্রত্যুক্তং, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাদিভিঃ সর্ব্বকাল নস্য তাদৃশমহিমত্বাবধারণে তস্যানুবাদমাত্রত্বাদিতি দিক্॥ ২১॥

অবতরণিকা।

অথ নামকীর্ত্তনাদিলক্ষণে প্রায়শ্চিত্তে প্রায়শ্চিত্তান্ত ধর্ম্মাণাং মুণ্ডনাদীনামন্বয়ো ভবতি ন বা? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ-

৭৭। তৎস্থানত্বাদনন্যধর্ম্মঃ খলে বালীবৎ॥ ২২॥

একথা ঠীক্ নহে, দেখ, "অশেষবিধপ্রায়শ্চিত্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্মর শ্রেষ্ঠ।" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্মরণাদি সর্ব্ববিধ পাপের জন্য সাধা প্রায়শ্চিত্তরূপে অবধারিত হওয়ায়, "পাপাচরণানন্তর যাহার অনুতাপ জন্মায় ইত্যাদি বাক্যকে উহাদের অনুবাদকমাত্র বলিতে হইবে। অতএব কেহ "ওঁ, এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক একাক্ষর শব্দের উচ্চারণ করত আমাকে স্মরন করি করিতে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া প্রযাণ করে, সে মোক্ষপদ প্র হয়" এই বচন অবলম্বন করিয়া অন্তকালীন হরিস্মরণাদিরই তাদৃশ (পাপনা কত্বরূপ) মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাহাও খণ্ডিত হইল। কার শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে সর্ব্বকালীন হরির স্মরণেরই পাপনাশক রূপ মহিমা অবধারিত হওয়ায় "ওঁ" ইত্যাদি বাক্যও প্রকৃতের অনুবাদ মাত্র॥ ২১॥

অবতরণিকা।

আচ্ছা, নামস্মরণাদি যদি চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের সমান হইল ত চান্দ্রায়ণাদি স্থলে মুণ্ডনাদি কার্য্য যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, হরিস্মরণাদিতে সেইরূপ মুণ্ডনাদি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য কি না? এই রূপ আশঙ্কা করি বলিতেছেন—

মূ, অ ৭৭। হরিস্মরণাদি, সাঙ্গপ্রায়শ্চিত্তস্থানীয়, সুতরা

তৎস্থানত্বাদিতি—"প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় তে" ইত্যাদিনা প্রায়শ্চিত্তং পদং চান্দ্রায়ণাদিতপস্যায়ামেব ং, হরিস্মরণাদৌ তৎ ফলজনকত্বাদিনা গৌণং লাক্ষণিকং । চ পাপনাশকতাপ্রযোজকাঙ্গবিশিষ্টচান্দ্রায়ণাদিস্থানে হরিণস্যাভিষেক ইতি নাত্র তদ্ধর্ম্মান্বয়ঃ। অক্ষরার্থস্তু—হরিস্মরদঃ অনন্যধর্ম্মো, ন বিদ্যতে অন্যস্য প্রায়শ্চিত্তস্য মুণ্ডনাদিস্বরূপণো ধর্ম্মো যস্য সঃ, তথা তত্র হেতুঃ তৎস্থানত্বাৎ সাঙ্গপ্রায়ত্তস্থানাভিষিক্তত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ খলে বালীবৎ যথা যূপস্থানে হিতঃ খলে বালী, ন চ তত্র তদিতিকর্ত্তব্যতালক্ষণতাঙ্গস্যান্বয় ত ॥ ২২ ॥

হারা অনন্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদির অঙ্গরূপ মুণ্ডনাদিধর্ম্মহত। যূপস্থানে বিহিত খলে বালী যেমন যূপে কর্ত্তব্যা সকল দ্বারা বিরহিত হয় ॥ ২২ ॥

"প্রায়ঃ" শব্দের অর্থ তপস্যা, 'চিত্ত'শব্দের অর্থ নিশ্চয়। অতএব য়শ্চিত্ত' শব্দের মুখ্য প্রতিপাদ্য চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপশ্চরণ। তবে হরিণাদি, চান্দ্রায়ণাদির তুল্যফলজনক বলিয়া উহারা, প্রায়শ্চিত্তশব্দের গৌণতপাদ্য, অর্থাৎ পাপনাশিনী শক্তির প্রয়োজক যাবৎ অঙ্গবিশিষ্ট চান্দ্রায়ণাদি ন হরিস্মরণাদি অভিষিক্ত হইয়াছে, কাযেই হরিস্মরণাদিতে চান্দ্রায়ণাদির ভূত মুণ্ডনাদির কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এবিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। যেমন যজ্ঞীয় যূপের প্রতিনিধিরূপে বিহিত খলে বালীতে যূপে র্ত্তব্য বলিয়া গণিত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, এখানেও ইরূপ ॥ ২২ ॥

অবতরণিকা।

অথ ভক্ত্যধিকারিণং বিচারয়তি।

৭৮॥ আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ সাম
বৎ॥ ২৩॥

নিন্দ্যযোনিশ্চাণ্ডালাদিঃ, আনিন্দ্যযোনি, নিন্দ্যযোনিপর্য
ভক্তৌ অধিক্রিয়তে, অধিকারী ভবতি। সংসারদুঃখহানেচ্ছ
ঈশ্বরনামগ্রহণাদিসামর্থ্যস্য চ, ব্রাহ্মণাদেরিব স্ত্রীশূদ্রয়োশ্চাণ্ডাল
দেশ্চ সমানত্বাৎ। বৈদিকমন্ত্রপাঠাদেরনঙ্গতয়া বেদাধ্যয়ন
কারত্বাপ্রয়োজকত্বাৎ, অধিকারে হেতুমাহ পারম্পর্য্যাৎ, স্ত্রী

অবতরণিকা।

এক্ষণে ভক্তির অধিকারীর বিচার করিছেন।

মূ, অ, ৭৮। নিন্দিতযোনি অবধি অর্থাৎ চাণ্ডাল
পর্য্যন্ত ভক্তির অধিকারী, পরম্পরা এইরূপ চলিয়া আসিতে
অহিংসা প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্মের ন্যায়॥ ২৩॥

নিন্দ্যযোনি অর্থাৎ নিন্দনীয় জাতিতে যাহাদের জন্ম, চাণ্ডালপ্র
তাহারাও অবধি ভক্তিতে অধিকারী। কারণ, সাংসারিক ক্লেশসমূহকে
করিবার ইচ্ছা, এবং শ্রীভগবানের নামগ্রহণে সামর্থ্য, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়
ন্যায়, স্ত্রী, শূদ্র এবং চাণ্ডালপ্রভৃতিরও একপ্রকারই দৃষ্ট হইয়া থা
শ্রীভগবানের নামগ্রহণে বেদমন্ত্রপাঠাদির অত্যাবশ্যকতা না থাকায়, বেদাধ্য
অধিকার না থাকিলেও উহারা ভক্তিতে অধিকারী হইতে পারে, এ
হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন "পারম্পর্য্যাৎ" কারণ এই কথা পরম্পরা চলিয়া আ
তেছে। বহুকাল হইতেই স্ত্রী, শূদ্র এবং চাণ্ডালাদির ভক্তি ও তাহার ফল
সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনা যায়, ইহাতেই ভক্তিবিষয়ে অধিকার যে তাহা

ণ্ডালাদীনামপি ভক্তেস্তৎফলস্য চ শতশঃ শ্রুতত্বেন পরম্পরা
দ্ধত্বাৎ, সামান্যবৎ, যথা অহিংসা সত্যবচনাদেঃ সামান্যধর্ম্মস্য
জসহস্রেভ্যোধিকফলস্য, স্ত্রীশূদ্রচাণ্ডালাদিরপ্যধিকারী তথা
ক্তরপি তথৈবাচারো, ক্বচিদপি নিষেধাশ্রবণাৎ, পতিতস্যাপি
য়শ্চিত্ততয়া হরিস্মরণাদৌ প্রায়শ্চিত্তান্তরবদধিকারসম্ভবাচ্চেতি
ক্ ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকা ।

ভক্তৌ সর্ব্বাধিকারমেব প্রকটয়তি ।

৭৯ । অতোহি বিপক্কভাবানামপি তল্লোকে ॥ ২৪ ॥

অত ইতি—যতঃ সর্ব্বস্মিন্নপি লোকে সর্ব্বেষামেব ভক্তাবধি-
রঃ, অতঃ হেতোঃ' হি নিশ্চয়েন বিপক্কভাবানামপি নিঃশে-

ম্পরাসিদ্ধ, ইহা প্রতীত হইতেছে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন
মান্যবৎ", যেমন যাগযজ্ঞ অপেক্ষা সহস্রগুণে ফলপ্রদ, অহিংসা, সত্যবাদিতা
ভৃতি সাধারণ ধর্ম্মে স্ত্রী, শূদ্র ও চাণ্ডালাদি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির সহিত তুল্যরূপে
ধিকারী, ভক্তিতেও সেইরূপ। লোকাচার এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে।
স্ত্রেও তাহাদের ভক্তিতে অধিকার নিষিদ্ধ হয় নাই। আরও দেখ, হরিনাম
র্ত্তন যখন প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত, তখন অপর প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পতিত-
দেরও উহাতে অধিকার থাকাই সম্ভব॥ ২৩ ॥

অবতরণিকা ।

ভক্তিতে যে সকলেরই অধিকার আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন।

মূ, অ, ৭৯। ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর
মান অধিকার। এই জন্য যাহাদের কামক্রোধাদিমূলক
ংসারবাসনা অপগত হওয়ায়, বুদ্ধি বিপক্ক হইয়াছে, এবং

যতোঽপরতকামক্রোধলোভমোহমূলীভূতবাসনানামপি, তল্লোক-শ্বেতদ্বীপাদৌ ভগবল্লোকে নির্দ্বন্দ্বং নিবসতামপি, কৃতকৃত্যতয়া অন্তঃকরণশুদ্ধিং, তৎস্থৈর্য্যং, বৈকুণ্ঠাদিবাসং সারূপ্য-সালোক্য-সান্নিধ্যসাযুজ্যাদিকমপ্যনিচ্ছতাং সিদ্ধপুরুষাণাং ভক্তি-স্তৎসাধনানামাচরণঞ্চ পুরাণাদৌ শ্রূয়তে। তথাহি নারায়ণীয়ে—

"ক্ষীরোদধেরুত্তরতঃ শ্বেতদ্বীপো মহাপ্রভুঃ।
তত্র নারায়ণপরা মানবাশ্চন্দ্রবর্চ্চসঃ।
একান্তভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষোত্তমে॥
সহিতাশ্চাপ্যধাবন্ত ততস্তে মানবা দ্রুতম্।
কৃতাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা নম ইত্যেববাদিনঃ॥"

যাহারা সাক্ষাৎ সেই বিষ্ণুলোকে বাস করে, তাহাদেরও সেই ভক্তির কথা শুনা যায়॥ ২৪॥

যেহেতু সর্ব্বলোকস্থিত সকল ব্যক্তিরই ভক্তিবিষয়ে অধিকার আছে। এই জন্যই বিপক্বভাব অর্থাৎ যাহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহমূলক বাসনা অপগত হইয়াছে এবং যাহারা শ্বেতদ্বীপাদি বিষ্ণুলোকে নিঃসঙ্গভাবে নিবাসলাভ হেতু কৃতকৃত্য হইয়া অন্তঃকরণের শুদ্ধি, অন্তঃকরণের স্থিরতা, বৈকুণ্ঠবাস, সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য ও সাযুজ্যলাভেও বিমুখ, পুরাণাদিতে এবম্বিধ সিদ্ধপুরুষদিগেরও ভক্তি ও ভক্তিসাধনের অনুকূল কথা শুনা যায়। যথা নারদীয় পুরাণে—

"ক্ষীরোসমুদ্রের উত্তরে মহাপ্রভাশালী, শ্বেতদ্বীপ নামে একটি দ্বীপ আছে। তত্রত্য মানবসকল চন্দ্রতুল্য তেজঃসম্পন্ন, নারায়ণাসক্তচিত্ত এবং সর্ব্বদা পুরুষোত্তমে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন। সেই সকল মানবগণ মিলিত হইয়া ভগবদ্দর্শনে দ্রুতবেগে ধাবমান হয় এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নমো বাক্য উচ্চারণ করে।"

এই জন্যই নির্গুণ ব্রহ্মে অর্পিতচিত্ত শ্রীশুকদেবপ্রভৃতিরও ভক্তি এবং উহার সাধনানুষ্ঠানের কথা শুনা যায়। সূত্রস্থিত "বিপক্বভাবানাং"এর পরি

অতএব চ নৈর্গুণ্যেঽভিনিবিষ্টানাং শ্রীশুকদেবাদীনাং ভক্তিসাধনাচরণং চেতি। অবিপক্কভাবানামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। দর্থস্তু ভক্তাহি দ্বিবিধাঃ "তত্ত্বমসী"ত্যাদি মহাবাক্যার্থাবধারণেন রিপক্কভগবদভেদনিশ্চয়েন বিপক্কভাবাঃ, অন্যাদৃশাশ্চ. তত্র যুজ্যং আদ্যস্য, সালোক্যাদিকং দ্বিতীয়স্যেতি। তথাচ অভেদাবধারণাভাবেনাপ্রাপ্তসাযুজ্যানাং ভক্তিপরিপাকেন তল্লোকে চ তাং ভক্তিঃ শ্রূয়ত ইতি। যত্রাপি লোকে বর্ণাশ্রমাচারাবিভাগ. ত্রাপি ভক্তিরস্তীতি সর্ব্বত্র বিধেয়েয়মিতি ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকা।

এতদেবাহ—

৮০ ॥ ক্রমৈকগত্যুপপত্তেস্তু ॥ ২৫ ॥

র্ত্ত কোন পুস্তকে "অবিপক্কভাবানাং" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহার অর্থ ইরূপ—ভক্ত দ্বিবিধ, (১) প্রথম যাহাদের আন্তরীণ ভাব সকল "তত্ত্বমসি" মিই সেই" ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থাবধারণ দ্বারা পরব্রহ্মের সহিত আত্মার ভদনিশ্চয়বশতঃ পরিপক্ক অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থির হইয়াছে, তাহাদিগকে "পরিপক্কব" বলা যায়, (২) দ্বিতীয়, যাহারা তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথম ণীর লোকেরা সাযুজ্যলাভ করে, দ্বিতীয়শ্রেণীর লোকদিগের সালোক্যাদি ভ ঘটে। কেননা, যাহারা অভেদাবধারণ না হওয়ায়, সাযুজ্যলাভে বঞ্চিত য়াছে, অথচ ভক্তির পরিপাকনিবন্ধন বিষ্ণুলোকে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইরূপ ব্যক্তিদিগকে "অবিপক্কভাব" বলা যায়। ইহাদিগেরও ভক্তির কথা শুনা য়। অর্থাৎ যে লোকে বর্ণাশ্রমাচারের বিভাগই নাই, সেই লোকের মনুষ্যদিগেরও ভক্তির কার্য্য শ্রুত হয়। অতএব ভক্তি সকলেরই বিধেয় ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকা।

এই কথাই আবার বলিতেছেন—

অস্তি হি ভগবল্লয়াত্মকসাযুজ্যগতেঃ প্রকারদ্বয়ং। তত্রৈ
সূর্য্যমণ্ডলানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নসঙ্কর্ষণলোকে গমনানন্তরং সাযুজ্য
ক্রমেণ, অপরন্তু সাক্ষাদেব সাযুজ্যমিত্যক্রমেণ, তত্রাদ্বৈতাবধা
সহিতয়া ভক্ত্যা সাক্ষাদেব সাযুজ্যং তদ্রহিতয়া তু ভক্ত্যা ক্র
সাযুজ্যমিত্যেতাং ক্রমগতিমভিপ্রেত্য মধ্যে লোকান্তরপ্রা
রিতি। তস্মাৎ তত্র একা যা ক্রমগতিঃ, তদুপপত্তের্মধ্যে লো
ন্তরপ্রাপ্তিরপি ভবতি, ভবতি চ তত্রাপি ভগবদ্ভক্তিরিতি।
শব্দস্ত্বক্রমগতিব্যবচ্ছেদায়। তত্র তদৈব তল্লয়েন ভক্ত্যস
দিতি ॥ ২৫ ॥

---

৮০ ॥ এইরূপ সর্ব্ববিধলোকের ভক্তিবিষয়ে অধিক
থাকায়, শাস্ত্রে যে, উত্তরোত্তর উত্তম গতিলাভের কথা লিখি
হইয়াছে, তাহারও উপপত্তি হইল ॥ ২৫ ॥

ভগবানে লয়প্রাপ্তিরূপ সাযুজ্যমুক্তিও দুই প্রকার, তাহাদের মধ্যে প্র
প্রকারে যথাক্রমে সূর্য্যমণ্ডল, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং সংকর্ষণলোকে গমনের
সাযুজ্য লাভ হয়, এইজন্য উহাতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট গতিলাভের ক্রম আ
দ্বিতীয় প্রকার। একেবারেই সাযুজ্য লাভ ঘটে, কোন ক্রম না
ইহাতে বিশেষত্ব এই যে, অদ্বৈতাবধারণশূন্য ভক্তিদ্বারা ক্রমশঃ সাযুজ্যলাভ ঘ
এই ক্রম গতি অনুসারেই সাযুজ্য লাভের মধ্যে লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়, অতঃ
উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টগতিলাভ যদি স্বীকৃত হইল, তাহলে যেমন যেমন ভগবা
ভক্তির বৃদ্ধি হয়, তেমনি তেমনি যে পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর লোক প্রাপ্তি ঘ
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সূত্রে অক্রমগতির ব্যবচ্ছেদার্থ "তু" শ
ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ একেবারে ভগবানে লয় হইলে, ভক্তি আর কাহা
হইবে?

অবতরণিকা।

ভক্তানামপি ক্রমগতিরস্তীত্যত্র যুক্ত্যন্তরমাহ।

৮১। উৎক্রান্তিস্মৃতিবাক্যশেষাচ্চ ॥ ২৬ ॥

উৎক্রান্তীতি—উৎক্রান্তিঃ সূক্ষ্মশরীরস্য স্থূলশরীরাদ্বহির্ভাবঃ, তস্যাং প্রস্তুতায়াং 'ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব,'। গীতা ৮ অ, ১০ শ্লো। ইত্যুপক্রম্য—

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥"

(গীতা ১০ শ্লো, ৮ অ,)

ইত্যনেন ক্রমগতিরপ্যুক্তা। তদ্বাক্যশেষে

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥"

(গীতা ১৩ শ্লো, ৮ অ,)

অবতরণিকা।

ভক্তদিগেরও যে ক্রমগতি লাভ হয়, তদ্বিষয় আর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন।

সূ, অ, ৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের বহির্গমন আরম্ভ করিয়া, শেষ উপদেশপর্য্যন্ত পাঠ করিলে, ক্রমগতির বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ২৬ ॥

স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীরের বহির্গমনের নাম উৎক্রান্তি, সেই উৎক্রান্তির প্রসঙ্গে "যিনি মৃত্যু কালে স্থিরচিত্তে ভক্তি এবং যোগবল আশ্রয় করিয়া" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "ওঁ" এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক একাক্ষর শব্দের উচ্চারণ

ইত্যনেনাক্রমগতিরপ্যুক্তা। তস্মাদ্বিপক্বভক্তীনামস্তি ক্রমগতি রিতি, তেষাং মাধ্যমিকে লোকে ভাস্বৎসাধনানাং আচরণং শ্রূয়তে, সম্ভবতি চ তদেতি দিক্। তস্মাদ্ভক্তের্ভজনস্য চাধিকারে লোকান্তরে, দ্বীপান্তরে, খণ্ডান্তরেঽপি চ। কর্ম্মাধিকারস্তু ভারতখ এব, ভক্তিস্তু ন কর্ম্মগতা, কিন্তু ততোভিন্না হেতু-স্বরূপাধিকারি ফল ভেদাৎ, তথাহি কর্ম্মণো বর্ণাশ্রমবিশেষোহবিরাদিসম্পত্তিশ হেতুঃ, তত্তদ্বর্ণাশ্রমাদ্যনুসারেণ বিধিবোধিতত্বং স্বরূপং, যথাযথ ব্রাহ্মণাদিরধিকারী, স্বর্গাদি ফলং। ভক্তেস্তু ভগবদ্‌গুণশ্রবণং

করে), আমাকে স্মরণ করিতে করিতে, দেহ ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে সে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।" (গীতা ৮ অ, শ্লো, ১০—১৩) ভগবদ্‌গীতার এ বাক্যে যেমন অক্রম গতির বিষয় বলা হইয়াছে, সেইরূপ ঐ বাক্যের শেষে "ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণ যথাক্রমে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহন্, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাস এব উত্তরায়ণে গমন করিয়া ব্রহ্মে প্রয়াণ করে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ক্রমগতি উক্ত হইয়াছে। অতএব বিপক্কবুদ্ধি ভক্তদিগেরও ক্রমগতি হইয়া থাকে, তাহার যে মধ্যমলোকে ভাস্করের সাধন করিয়া থাকেন, এইরূপ কথাও শুনা যায় এরূপ হওয়াও সম্ভব। অতএব দ্বীপান্তরে, লোকান্তরে এবং খণ্ডান্তরে যাহারা বাস করে, তাহাদেরও ভক্তি ও জ্ঞানে অধিকার হইয়া থাকে। কর্মে অধিকার কেবল ভারতখণ্ডবাসীদিগেরই হয়। ভক্তি কিছু কর্ম্মের অন্তর্গত নহে, কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন, কারণ কর্ম্ম হইতে ভক্তির হেতু, স্বরূপ, অধিকারী এবং ফল, এই সকলই ভিন্ন। দেখ, কর্ম্মের প্রতি, বর্ণ, আশ্রমবিশেষ, হবিঃ প্রভৃতি উপকরণসামগ্রী এবং ধন এই সমুদয় হেতু, এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রের নিয়মে বিহিতত্বই কর্ম্মের স্বরূপ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, উহার অধিকারী, এবং স্বর্গাদি উহার ফল। অন্যদিকে ভক্তির প্রতি শ্রীভগবানের গুণশ্রবণ এবং তাঁহাতে শ্রদ্ধামাত্রই হেতু, ভগবদুদ্দেশ্যকত্ব উহার স্বরূপ, সর্ব্ববিধ

শ্রদ্ধামাত্রং চ হেতুঃ, [illegible] স্বরূপং, সর্ব্বোঽপ্যধি-
কারী, সালো[illegible] ফলমিতি দিক্ ॥২৬

অবতরণিকা।

নন্বেবং মহাপাতকিনামত্রাধিকারঃ স্যাদিত্যত আহ—

৮২। মহাপাতকিনাং ত্বার্ত্তৌ ॥ ২৭ ॥

পতনহেতু ব্রহ্মহত্যা সুরাপান স্বর্ণস্তেয়াগম্যাগমন-মহাপাতকি-
সঙ্গাদি পাতকবতামপি প্রায়শ্চিত্তান্তরবৎ তত্তৎ পাতকনাশহেতু
ভূতায়াং আর্ত্তৌ আর্ত্তভক্তৌ অধিকার এব। অত্যন্তমপেক্ষিতস্য
তৎপাপবিরামস্য জ্ঞানং বিনা, জীবতাং পুরুষাণামসম্ভবাৎ।
তত্তৎপাতকৈ প্রাণান্তকপ্রায়শ্চিত্তস্যৈবাভিধানাদিতি ॥ ২৭ ॥

মনুষ্যই ভক্তিতে অধিকারী এবং সালোক্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য ও সাযুজ্য উহার
ফল ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকা।

তবে কি মহাপাতকীদিগেরও ভক্তিতে অধিকার আছে? এইরূপ আশঙ্কা
করিয়া বলিতেছেন।

মূ, অ, ৮২। মহাপাতকীদিগেরও আর্ত্তিভক্তিতে অধি-
কার আছে ॥ ২৭ ॥

পতনের হেতু ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণাপহরণ, অগম্যাগমন এবং মহা-
পাতকীসঙ্গকরণরূপ পাপকারীদিগেরও অপর প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় তৎ তৎ
পাপনাশের হেতু আর্ত্তিভক্তিতে অধিকার দৃষ্ট হয়। পাপের বিরাম অত্যন্ত
অপেক্ষিত, কেননা, পাপের বিরামের জ্ঞান ব্যতীত পুরুষ জীবন ধারণ
করিতেই পারে না, যেহেতু প্রত্যেক মহাপাতকে জীবনান্ত প্রায়শ্চিত্তই
বিহিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

অবতরণিকা।

অথ কুত্রচিদেকান্তরূপা, কুত্রচিৎদনন্যা চ ভক্তির্বর্ণিত তৎ কিং তদ্দ্বয়মপি পরায়ামেব ভক্তাবন্তর্ভূতং ? তদতিরিক্ত বা ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৮৩॥ তদ্দ্বয়মপি সা গীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥ ২৮ ॥

তদ্দ্বয়মিতি—

"নূনমেকান্তধর্ম্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠোনারায়ণপ্রিয়ঃ।
অগত্বা বৈ গতীস্তিস্রো যদ্গচ্ছত্যব্যয়ং হরিম্ ॥"

ইত্যাদিনা য একান্ত ধর্ম্ম উক্তঃ,

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যত্বহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"

ইত্যাদিনা চ যানন্যা ভক্তিরুক্তা, তদ্দ্বয়মপি সা, যা পরাভক্তি রুক্তা, তৎস্বরূপমেব, তত্র হেতুঃ—গীতার্থপ্রত্যভিধানাৎ, যে

অবতরণিকা।

ভক্তি, কোন কোন স্থানে একান্তভাবরূপে, এবং কোন স্থানে অনন্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ দুই প্রকার ভক্তিই কি পরাভক্তি অন্তর্গত ? অথবা উহা হইতে অতিরিক্ত ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-

মূ, অ, ৮৩। একান্তভাব ও অনন্যা, এই উভয়বিধা পরাভক্তি, গীতার অর্থদ্বারা এইরূপই প্রত্যভিজ্ঞান হইতেছে ॥ ২৮ ॥

"এই একান্তভাবই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং নারায়ণের প্রিয়, যেহেতু ইহাদ্বারা তিনপ্রকার গতি প্রাপ্ত না হইয়া একেবারেই সেই অব্যয় শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি বচনদ্বারা যে একান্তভাব উক্ত হইয়াছে, এবং "

ারায়ণীয়ে একান্ত ধর্ম্ম উক্তঃ, গীতায়াং বা যানন্যা ভক্তিরুক্তা, ভয়েন সমং প্রেমলক্ষণায়া পরায়া ভক্তেঃ প্রত্যভিধানাৎ, সৈবেয় ত্যেবমভেদাবধারণাৎ, অতএব নারায়ণীয়ে সোঽয়মেকান্ত র্ম্মঃ কুত্রোক্ত ইতি প্রশ্নে গীতায়াং শ্রীভগবতাঽর্জ্জুনায়োক্ত, তি নারায়ণীয়োক্তৈকান্তিকধর্ম্মগীতোক্তানন্যভক্ত্যোরভেদ উক্তঃ। 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যা"দিত্যাদিনা পরমাত্মস্বরূপাত্মপ্রীতিঃ "ভক্তিং য়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়"মিত্যাদিনা পরাভক্তি- শ্চাক্তা, সর্ব্বাসামপ্যুক্তীনাং লাঘবাদেকতাৎপর্য্যকত্বং কল্প্যত তি, তত্র প্রতিপাদকশব্দভেদেঽপি পরৈব ভক্তিস্তাৎপর্য্যবিষয়ী- ভূতেত্যবগম্যত ইতি ॥ ২৮ ॥

ারন্তপ অর্জ্জুন, উক্ত স্বরূপ আমাকে অনন্যা ভক্তিদ্বারাই জানিতে এবং সাক্ষাৎ দয়ঙ্গম করিতে পারা যায়" গী১১ অ, ৫৭ ইত্যাদি বচন দ্বারা যে অনন্যভক্তি, ক্ত হইয়াছে, এই উভয়বিধই পরাভক্তির স্বরূপ, কারণ গীতার অর্থ ন্তা করিলে, এই উভয়বিধ ভক্তিকেই সেই পরা ভক্তির সহিত অভেদাবধারণ রা হয়। আরও দেখ, উক্তরূপ একান্তধর্ম্ম কোথায় উক্ত হইয়াছে ? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, নারায়ণীয়সংহিতায় এইরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছেন, এবংবিধ প্রশ্নোত্তর ারা নারায়ণীয় গ্রন্থোক্ত একান্ত ধর্ম্ম, এবং গীতাতে উক্ত অনন্যভক্তি এই উভয়বিধই যে এক, তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। "যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীতিমান্ হয়" ইত্যাদি বচনদ্বারা "যে পরমাত্মস্বরূপ আত্মাতে প্রীতিযুক্ত", এবং "আমার উপর পরাভক্তি করিয়া নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে পরাভক্তি উক্ত হইয়াছে, এই সকল উক্তির লাঘবতঃ একই তাৎপর্য্য কল্পনা করা উচিত। ফল, উহাদের প্রতিপাদক শব্দ সকল ভিন্ন হইলেও,ঐ শব্দ সকলের প্রতিপাদ্য যে এক পরাভক্তি, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে॥ ২৮ ॥

অবতরণিকা।

নমু মুখ্যভক্তেরিব গৌণভক্তীনামপি সাক্ষাদেব মুক্তি জনকত্বমভ্যুপগম্যতামিত্যত আহ—

৮৪। পরাং কৃত্বৈব সর্ব্বেষাং তথাহ্যাহ ॥ ২৯ ॥

পরামিতি—সর্ব্বেষাং শ্রবণকীর্ত্তনাদীনাং মুখ্যভক্ত্যঙ্গানা পরাং কৃত্বৈব প্রকৃষ্টপ্রেমলক্ষণাং মুখ্যাং ভক্তিং সম্পাদ্যৈ মুক্তিপ্রযোজকত্বমিতি শেষঃ, তত্র হেতুঃ—তথাহ্যাহেতি হি যত গীতায়াং ভগবান্ তথৈবাহ—

"য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্ ॥"

ইত্যাদিনা গৌণভক্তীনাং মুখ্যভক্তিদ্বারৈবেশ্বরপ্রাপ্তিলক্ষণ

অবতরণিকা।

মুখ্য ভক্তির ন্যায় গৌণভক্তিসকলেরও সাক্ষাৎ মুক্তির জনকত্ব স্বীকার ন করা যায় কেন? এইরূপ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন।

মূ, অ, ৮৪। শ্রবণকীর্ত্তনাদি গৌণভক্তি সকল, পরা ভক্তি সম্পাদন করিয়াই মুক্তির প্রযোজক হয়। এই কথ শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

শ্রবণকীর্ত্তনাদি গৌণভক্তিসকল মুখ্যভক্তি সম্পাদন করিয়াই মুক্তি প্রযোজক হয়। যেহেতু শ্রীভগবান্ গীতাতে এইরূপই বলিয়াছেন।

"যে ব্যক্তি এই পরমগুহ্য, আমার ভক্তদিগের নিকট প্রকাশ করিবে, সে আমাতে পরাভক্তি করিয়া নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করিবে।" গীতা ১৮অ ৬৮ শ্লোক। ইত্যাদি বচনদ্বারা ভগবান সম্বন্ধীয় সঙ্গীত ও নাম কীর্ত্তনাদি গৌণ

াক্ষজনকত্বমিতি, শ্রীমুখেনৈব ভগবান্ প্রাহেতি তুল্যযুক্তিকতয়া
ত্তাভিধানস্যেব শ্রবণকীর্ত্তনাদীনামপি তথাবগন্তব্যং, যুক্তঞ্চ
ং, ভগবল্লয়ে ভগবৎপ্রীতেরেব প্রয়োজকত্বাৎ। অতএবো-
রিচরবস্যো"রাত্মা, রাজ্যং ধনং চ" ইত্যাদিনা শ্রীভগবৎপ্রেমৈ-
াপবর্ণিতং, অতএব ভগবতীনাং শ্রীব্রজসুন্দরীণাং কিং বহুনা,
গোকুলবৃন্দাবনস্থগোবৎসপক্ষিকীটাদীনামপি পূজাজপাদিগৌণ-
ক্ত্যভাবেঽপি, প্রেমমাত্রেণৈব মুক্তিরভিহিতা। ত্যক্তসর্ব্বকৃত্যানা-
পি মহাযোগিনামহর্নিশং তত্র ধারণাধ্যানসমাধির্ভির্মগ্নানাং
ম্নৈব তল্লয়োভূদিতি ব্যক্তং যোগে, কংসশিশুপালাদীনামপি
য়বিজয়াবতারতয়া তৃতীয়ে জন্মনি শাপান্তেনান্তসময়ে প্রেম-
ংস্কার এবোদ্বুদ্ধ ইতি, তেঽপি প্রেম্নৈব শ্রীভগবতি লীনাঃ।

ক্ত সকল যে মুখ্যভক্তিকে দ্বার করিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তিরূপ মুক্তির প্রযোজক,
া শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজ মুখে গীতায় বলিয়াছেন। গীতার বাক্যের যেমন
াবৎপ্রীতি উৎপাদন ফল, শ্রবণকীর্ত্তনাদিরও সেইরূপ ফলই বুঝা উচিত,
ংহতু, উভয়স্থলেই যুক্তি তুল্যরূপ। আরও দেখ, শ্রীভগবানে লয়ের প্রতি
বিষয়ক প্রীতিরই প্রযোজকত্ব হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতও বটে, এই জন্যই উপরি
বসুর "আত্মা, রাজ্য এবং ধন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বারা শ্রীভগবানে
াতিই বর্ণিত হইয়াছে, এবং এই হেতুই ভগবতী ব্রজসুন্দরীদিগের ত কথাই
ই, শ্রীগোকুল ও বৃন্দাবনস্থিত গোবৎসপক্ষিকীটাদিরও পূজা জপাদি গৌণ
ক্তির অভাবেও কেবল ভগবৎ প্রেম মাত্রেই মুক্তি অভিহিত হইয়াছে। যাহারা
পর সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা সেই
মেশ্বরে নিমগ্নচিত্ত হইয়াছেন, এইরূপ মহাযোগিগণেরও কেবল প্রেমেতেই
লয় হইয়াছিল, ইহা যোগে ব্যক্ত আছে। জয় ও বিজয়ের অবতার বলিয়া
সিদ্ধ কংস ও শিশুপালাদির তৃতীয় জন্মে শাপের অন্ত হইবার ব্যবস্থা থাকায়

অতএব হিরণ্যকশিপুরাবণাদ্যবতারে বৈরজন্যস্মৃতেস্তৌল্যে
প্যনুদ্বুদ্ধপ্রেমসংস্কারতয়া ন লয়োঽভূদিত্যলং পল্লবিতেন।

যা ভক্তিরুল্লসতি গোকুলকামিনীনাং
যস্যাং ন কিঞ্চিদিতরদ্বিষয়ত্বমেতি।
তামেব ভক্তিমিতরাং পরিকল্প্য মধ্যে
ভক্তিং ততোতিবিতনোতি চকাস্তিসিদ্ধিঃ ॥

ইতি শ্রীমদভিনবাচার্য্যমহোপাধ্যায়মৈথিলসন্মিশ্র শ্রীভবদে
কৃতায়াং শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়াভিনবব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স
দ্বিতীয়মাহ্নিকং দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ সম্পূর্ণ ইতি শিবং ॥২৯॥

অন্তিমকালে পূর্ব্বতন প্রেমসংস্কারের উদ্বোধবশতঃ অবশ্যই মুক্তিলাভ হইয়াছি
কিন্তু উহাদের হিরণ্যকশিপু এবং রাবণাদি অবতারে বৈরজন্য ভগবান্‌ বিষ
স্মৃতি সমভাবে থাকিলেও প্রেমসংস্কারের উদ্বোধ না হওয়ায়, তৎকাে
তাহাদের লয় হয় নাই, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

গোকুলকামিনীগণে যে ভক্তির ভান
যাহার উদয়ে নাহি হয় অন্য জ্ঞান।
সিদ্ধি সেই পরাভক্তি ক'রে অগ্রসর
শোভা পায় বাড়াইয়া ভক্তির প্রসর ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিক সম্পূর্ণ
দ্বিতীয়াধ্যায় সম্পূর্ণ।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

অবতরণিকা।

"ভজনীয় প্রকর্ষেণ ভক্তেরুৎকর্ষ উচ্যতে।
তস্মাৎ তৃতীয়াধ্যায়েঽস্মিন্ ভজনীয়ো নিরূপ্যতে॥

জনীয়মাহ—

৮৫। ভজীনয়মদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ॥১॥

ভজনীয়েতি—ইদং অদ্বিতীয়ং স্বপ্রকাশখণ্ডানন্দস্বরূপং পরং

অবতরণিকা।

ভজনীয় দেবাদির প্রকর্ষ যেমন
ভক্তির গৌরব লোকে বাঢ়য়ে তেমন।
তৃতীয় অধ্যায়ে তাই করি নিরূপণ
ভজনীয় দেবাদির শুন দিয়া মন॥

সূত্রাবতরণিকা ভজনীয়স্বরূপ বলিতেছেন—

মূ, অ, ৮৫। এই ভজনীয় অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, কারণ,
মুদয় জগৎ, তাঁহারই স্বরূপ॥ ১॥

এই অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই ভজনীয়। কেহ

ব্রহ্ম ভজনীয়ং, ননু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশদুর্গাগণেশসূর্য্যশ্রীরামকৃষ্ণা
মনেকবিধং ভজনীয়ত্বেন শ্রুত্যাদৌ শ্রূয়তে, তৎ কথং অদ্বিত
ভজনীয়ম্? ইত্যত আহ,—কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ, ইতি। সর্ব্বং খ
ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিকদম্বাদিনা সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মাভেদঃ প্রতিপা
ইতি, বিশ্বমেব তদাত্মকং, তদুপাদানকারণত্বাৎ। যদ্‌যদুপাদ
কারণকং তত্তদভিন্নং, যথা মৃৎসুবর্ণাদ্যুপাদানকারণকং ঘটকুণ্ড
দিকং মৃৎসুবর্ণাভিন্নং, ভবতি, ভবতি চ ব্রহ্মোপাদানকারণ
বিশ্বম্ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীব
যৎপ্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তী"ত্যাদি শ্রুত্যা বিশ্বস্য ব্রহ্মোপাদানকা
কত্বাপ্রত্যায়নাদিতি। ন চ স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম জ্ঞে
জ্ঞানস্বরূপাদ্বিনিগমাবিরহ ইতি বাচ্যম্, জ্ঞেয়স্য জ্ঞানাধিকত
জ্ঞানজন্যতয়া, জ্ঞানব্যবহার্য্যতয়া চ, স্বরূপে প্রকাশে ব্যবহারে

আশঙ্কা করিয়াছিল যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য, শ্রীরাম
কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকেই বেদে ভজনীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, অতএব
নীয়কে অদ্বিতীয় বলা হইল কি প্রকারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে
সমুদয় জগতই তাঁহার স্বরূপ। "সমুদয় জগৎ এই ব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাদি শ্র
সমূহদ্বারা নিখিল জাগতিক বস্তুরই সেই ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতিপা
হওয়ায়, সমুদয় বিশ্বই যে তাঁহারই স্বরূপ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, কারণ
বিশ্বের উপাদান কারণ, এক্ষণে দেখ, যেবস্তু যাদৃশ উপাদান হইতে উৎ
ঐ বস্তু ঐ উপাদান হইতে অভিন্ন হইয়া থাকে, যেমন ঘট ও কুণ্ডলা
যথাক্রমে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণাদি উপাদান কারণ বলিয়া, ঐ ঘট ও কুণ্ডল
যথাক্রমে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণাদি হইতে অভিন্ন রূপেই প্রতীত হয়; ব্রহ্ম
বিশ্বের উপাদান, তদ্বিষয়ে "যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়া
উৎপন্ন বিশ্ব যাঁহার কৃপায় জীবিত থাকে, এবং অন্তে যাঁহাতে যাইয়া লীন হ

সাপেক্ষতয়া জ্ঞানাপেক্ষয়াঽনভ্যর্হিতত্বাৎ, তচ্চ জ্ঞানং সকল- মেকং, নিত্যং, স্বপ্রকাশমন্যপ্রকাশকং সর্ব্বৈরেব হৃদয়ে দেবাবগম্যতে, অতএব শ্রুতিঃ "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম, ব্যাচক্ষস্ব"তি তস্য চ স্বভাবসিদ্ধা বিষয়িতা, সা চ দ্বিবিধা চ্ছিন্নস্বপ্রকাশানন্দস্বরূপপরব্রহ্মস্বরূপনিরূপিতা, অবচ্ছিন্নাহং- দিস্বরূপসূক্ষ্মস্থূলপ্রপঞ্চনিরূপিতা চ, তয়োরাদ্যা মহাবিদ্যা জ্ঞানাদিপদাভিধেয়া। শ্রীশৈবাগমে সংসারলক্ষণমহোগ্রাপ- ণাম্মহোগ্রতারেত্যভিধীয়তে, যস্যাঃ খলু পঞ্চরশ্মিসমাযুক্তো- বধূকুর্চ্চাস্ত্রান্তো মহামনুর্মহামুনীনাং মনঃ সরোজেষু

দি শ্রুতিই প্রমাণ, অর্থাৎ এই সকল শ্রুতিদ্বারা বিশ্বের উপাদান কারণ ক্ষ, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি বল ব্রহ্মত স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, আবার জ্ঞেয় স্বরূপ হইবেন কেন? তাঁহার জ্ঞেয় স্বরূপত্ববিষয়ে ত কোন নাই। একথা বলিতে পার না, কারণ জ্ঞেয় বস্তুমাত্রই জ্ঞানের ব্যাপ্য, জ্ঞানকে কখনই ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, শুধু ইহাই নহে, উহারা র জ্ঞান জন্য, অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন উহাদের আবির্ভাব কখনই হইতে পারে বং জ্ঞানের অবর্ত্তমানে উহাদের ব্যবহারও হইতে পারে না, জ্ঞান দ্বারাই র ব্যবহার হইয়া থাকে, কাযে কাযেই জ্ঞেয়বস্তুসকলের কি স্বরূপ প্রাপ্তি, বির্ভাব, কি ব্যবহার, এই সকল বিষয়েই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকায় জ্ঞান ক্ষা জ্ঞেয়কে অবশ্যই অনধিক বলিতে হইবে। ঐ জ্ঞান যে, সর্ব্ববিষয়ক, অর্থাৎ তঃ পরিদৃশ্যমান সমুদয় বস্তুই উহার বিষয় উহা সকল সময়ই এক স্বরূপে ন, এবং নিত্য অর্থাৎ অনশ্বর, স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনিই আপনার প্রকাশক পর বস্তুরও প্রকাশক, ইহা সকলেই স্বস্ব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন। জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, "যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম তাহার বিষয় া কর"। ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সমুল্লসতীতি। অতএব তৎপ্রকরণে প্রোক্তং—"পঞ্চরশ্মি যুক্তোঽপ্যজ্ঞানেন্ধনদাহক" ইতি। দ্বিতীয়া তু অবিদ্যা মহামোহমহামায়াদিপদাভিধেয়েতি প্রাঞ্চঃ, অভিনবাস্তু ব্রহ্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকারাত্মকমহাবিদ্যাতিরোভাবোঽবিদ্যাঽজ্ঞা পদৈর্বিদ্যাজ্ঞানবিরোধিতয়াঽসুরপদেন সুরবিরোধীব, প্রত্যা প্রপঞ্চবিষয়কজ্ঞানন্তু কনককামিন্যাদিক্ষোভ্যবিষয়কতয়া জনকত্বেন মহামোহমহামায়াদিপদৈরুচ্যতে, সৈবেয়ম কারণ সূক্ষ্মস্থূলভেদেন সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণগুণভেদেন বা ত্রৈ

ঐ জ্ঞানে 'বিষয়িতা' নামে একটি স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম আছে, সমুদয় পদার্থই, ত বিষয়, জ্ঞান বিষয়ী, এইজন্যই বিষয়িতানামক ধর্ম্ম, জ্ঞানে স্বভাবতঃই বর্ত্তমা বিষয়িতা দ্বিবিধ (১) প্রথম অনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, স্বপ্রকাশ এবং ত স্বরূপপরব্রহ্ম প্রকারিকা (২) দ্বিতীয় অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্য কোন প্রকার মাণাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ্য অহঙ্কারাদি রূপ, স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক জাগতিক বস্তু সমূহ রিকা, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ মনুষ্যের জ্ঞানের বিষয় দুইটিই দৃ (১) তত্ত্বজ্ঞানিদিগের পরব্রহ্ম, এবং (২) অজ্ঞানিদিগের জাগতিক বস্তু। যে জ্ঞ একমাত্র পরব্রহ্ম বিষয়, ঐ জ্ঞানে বিষয়িতারূপ ধর্ম্ম পরব্রহ্ম নিরূপিতা অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বারা বিশেষীকৃত, আর যে জ্ঞানের বিষয় জাগতিক বস্তু, ঐ জ্ঞানের বিষ রূপ ধর্ম্ম জাগতিক বস্তুদ্বারাই নিরূপিত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে উভয়বিধ বিষয়িতার মধ্যে আদ্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম নিরূপিত বিষয়িতা মহ বা তত্ত্ব জ্ঞানাদি শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে, শ্রীশৈবশাস্ত্রে উহাকেই 'ম তারা' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, কারণ উহা দ্বারাই জীব, স রূপ অতি ভীষণ আপৎ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। যে তারাদেবীর প অর্থাৎ পঞ্চাক্ষর যুক্ত লজ্জা, বধূ, কূর্চ্চ এবং অস্ত্রান্ত (লজ্জা হ্রীং বধূ স্ত্রীং কূ এবং অস্ত্র ফট) হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট এই পঞ্চাক্ষরি মহামন্ত্র মহামুনিদিগের মনে সরোজ মধ্যে সর্ব্বদা সমুল্লসিত হয়। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে তারাপ্র

াণ্ডেষু শরীরাদিলক্ষণেষু পুরেষু প্রকাশমানা পরিস্ফুরতীতি
াকুটনবাক্ষরাদ্যুপাস্যা ত্রিপুরসুন্দরী। তত্র সৈব ত্বষ্টবিধৈশ্বর্য্য-
ত্ত্বেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযশঃশ্রীধর্ম্মবৈরাগ্যাত্মক-ষড়্‌গুণস্বরূপভগবত্ত্বেন

া হইয়াছে যে, উক্ত স্বরূপ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অজ্ঞানরূপ ইন্ধনের দাহকারী।
তীয়া অর্থাৎ জাগতিকপ্রপঞ্চনিরূপিতা বিষয়িতা অবিদ্যা, অজ্ঞান, মহা-
াহ এবং মহামায়া আদি শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। অভিনব আচার্য্য-
গের মতে "অসুর শব্দের যেমন 'সুরবিরোধী', এইরূপ অর্থ প্রতীত হয়,
াইরূপ অবিদ্যা ও অজ্ঞানাদি শব্দদ্বারা উল্লিখিত পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারাত্মক
হাবিদ্যার তিরোভাবই প্রতীত হয়, যেহেতু, উহা বিদ্যা ও জ্ঞানের বিরোধী।
ই দুয়ের মধ্যে প্রথমা মহাবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞানাদি নামে অভিহিত হয়, শ্রীশৈবা-
মে উহাদ্বারা মনুষ্য, সংসাররূপ অতি উগ্র আপৎ উত্তীর্ণ হয় বলিয়া, উহা
হোগ্রতারা নামে অভিহিত হইয়াছে। "যাহার পঞ্চরশ্মি সমাযুক্ত লল্লজাবধূকূর্চ্চ
স্থান্ত মহামন্ত্র মহামুনিদিগের মানসসরোজে সমুল্লসিত হয়, এই জন্য উহার
াকরণে বলা হইয়াছে যে, "পঞ্চরশ্মি সমাযুক্ত হইলেও অজ্ঞানের দহন করে"
ত্যাদি। এবং দ্বিতীয়া অবিদ্যা, অজ্ঞান, মহামোহ ও মহামায়াদি নামে
াভিহিত হয়, প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। নবীন আচার্য্য-
াগের মতে উল্লিখিত ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারাত্মকমহাবিদ্যার তিরোভাবই,
বিদ্যা ও জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া, যেমন অসুর শব্দদ্বারা সুরবিরোধীর বোধ হয়;
সইরূপ, অবিদ্যা ও অজ্ঞানাদি শব্দে অভিহিত হয়। প্রপঞ্চবিষয়ক জ্ঞানের
ামিনী কাঞ্চন প্রভৃতি চিত্তচাঞ্চল্যকারক বস্তু বিষয় হওয়ায়, উহা মোহজনক
লিয়া, মহামোহ, মহামায়াদি শব্দদ্বারা অভিহিত হয়। সেই অবিদ্যা বা
ায়াই উপাদান, সূক্ষ্ম ও স্থূলস্বরূপ ভেদে, অথবা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই,
ত্রিগুণ ভেদে ত্রৈবিধ্য প্রাপ্ত শরীরাদিরূপ ত্রিবিধপুরে প্রকাশমানা হইয়া বিরাজ
রেন বলিয়া, ত্রিকূট নবাক্ষরাদি মন্ত্রদ্বারা উপাসনীয়া ত্রিপুরসুন্দরী নামে
াগমে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য থাকায়,

চ ভগবতীত্যপ্যভিধীয়তে, সা চাবিদ্যা সত্ত্বরজস্তমোন্যতমপ্রাধা
ন্যেন ত্রিবিধা, স্থিতিসৃষ্টিসংহৃতিশক্তির্লক্ষ্মীসরস্বতীপার্ব্বতীনা
ধীয়তে, সমুপাস্যতে চ শ্রীবীজেন, মাতৃকয়া, তত্তদনেকবিধশক্তি
মন্ত্রৈশ্চ সাধকানাং সমূহৈঃ, বিশিষ্টং জ্ঞানং ব্রহ্ম, সদাশিব বাসু
দেবাদিপদাভিধেয়ং, নির্গুণং, নিরীহং, নিরঞ্জনং, মুমুক্ষবস্ত্যক্তা
হন্তামমতাদিব্যাধয়ঃ সন্ন্যাসিনঃ প্রণবেনোপাসন্তে, মহামায়া
বিশিষ্টং জ্ঞানং ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তকং, সর্ব্বান্তর্যামি, সৃষ্টিস্থিতি
প্রলয়কর্ত্তৃপরমেশ্বর ইত্যভিধীয়তে। যদুপাসনং সকলমনোরথ
পূরককামবীজাদিনা, মধ্যস্থচতুর্থ্যন্ত্য-কৃষ্ণগোবিন্দগোপীজনবল্ল
ভেন বহ্নিজায়ান্তেন মহামনুনাষ্টাদশাক্ষরেণ, দ্বাদশাক্ষরেণ বা

সর্ব্বতোমুখীশক্তি, জ্ঞান, যশঃ শ্রী, ধর্ম্ম এবং বৈরাগ্য, এই ছয় প্রকার ঐশ্ব
থাকায়, ঐ আগম শাস্ত্রে তাঁহাকে 'ভগবতী' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে
সেই অবিদ্যাই, সত্ত্ব, রজঃ এবং তম, এই গুণত্রয়ের মধ্যে এক তমের প্রাধান
অনুসারে স্থিতিশক্তি, সৃষ্টিশক্তি এবং সংহারশক্তি, এই তিন প্রকার শক্তিরূপে
পরিণত হইয়া, যথাক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং পার্ব্বতী এই নামত্রয় ধা
করেন। এবং সাধকগণকর্ত্তৃক শ্রীবীজ, মাতৃকা এবং নানাবিধ শক্তিম
দ্বারা উপাসিত হন। সেই মায়াবিশিষ্ট জ্ঞান, ব্রহ্ম, সদাশিব, বাসুদেবা
শব্দ প্রতিপাদ্য নির্গুণ, নিরীহ, নিরঞ্জন, যাঁহাকে অহন্তা ও মমতাদি ব্যাধি
বিমুক্ত মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণ প্রণবদ্বারা উপাসনা করেন, মহামায়াবিশিষ্ট
ত্রিগুণ মায়ারূপ মৃগীর নর্ত্তক, সকলের অন্তর্যামী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা
পরমেশ্বর এই নামে অভিহিত হন। অগ্রে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছারপূরক কামবীজ
সংযুক্ত, মধ্যে চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভপদসমন্বিত এবং অন্তে
স্বাহা যুক্ত (ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এইরূপ) অষ্টা
দশাক্ষর অথবা (ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায়) এই দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র

ষ্ণবশিরোমণয়ঃ কুর্ব্বন্তে, অতএব তত্র গোপীপদেন প্রকৃতির্জ্জন-
দেন চ গোপীপদসমভিব্যাহারমহিম্না প্রকৃতিজন্যমহত্তত্ত্বাদিত্রয়ো-
বংশতিতত্ত্বাত্মিকা বিশ্বস্থিতিরুক্তা তয়োর্বল্লভ, তদ্রূপঃ, স্ত্রীপুত্র-
হিতোমহান্ গৃহস্থ ইব ভগবানানন্দভূঃ শ্রীকৃষ্ণোভ্যধাযাভ্যধায়ি চ
গাবিন্দপদেন বাগিন্দ্রিয়াদিজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিমত্ত্বয়া চ, তস্য ক্ষেত্রজ্ঞ-
মীশ্বরত্বঞ্চেতি সুবুদ্ধিভির্বোধ্যম্. এবঞ্চ সত্ত্বপ্রধানমহামায়া-
বশিষ্টং জ্ঞানং, নারায়ণাদিস্বরূপং, রজঃপ্রধানকতদ্বিশিষ্টং ব্রহ্মা,
তমঃপ্রধানং তদ্বিশিষ্টঞ্চ শিবঃ, প্রণবাদিনানমোন্তেন মধ্যস্ফুরচ্চ-
তুর্থ্যন্ততত্তন্নামকেন মনূত্তমেন তদুপাসকৈরুপাস্যতে, এবঞ্চ তত্তদং-
াংশভূতা মহেন্দ্রাদয়স্তন্মহাবিদ্যামহামায়াংশীভূতমহেন্দ্রত্বাদি-
র্ম্মাদিবিশিষ্টাঃ বিষয়িতাবিশেষবিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপা এব, তদুক্তং
াসিষ্ঠে,"যোঽয়ং ব্রহ্মাদিশব্দার্থঃ অবিদ্যাং বিদ্ধি তাং পরা"মিতি,

---

বষ্ণবশিরোমণিগণ যাঁহার উপাসনা করেন। অতএব ঐ মন্ত্রস্থিত গোপীপদের
র্থ প্রকৃতি, ঐ গোপীপদের পর জন থাকায়, উহার অর্থ প্রকৃতিজন্য মহৎ-
তত্ত্বাদিপঞ্চবিংশতিতত্ত্বাত্মক বিশ্বই বুঝিতে হইবে, ঐ উভয়ের বল্লভ, অর্থাৎ
তথাবিধ স্ত্রীপুত্রাদিসহিত একটি প্রবল গৃহস্থের ন্যায় আনন্দের আশ্রয় ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ। গোবিন্দ পদদ্বারা বাগিন্দ্রিয়াদিজ্ঞানৈশ্বর্য্যমত্ত্বরূপ অর্থবোধ হওয়ায়
বুদ্ধিরা ঐ কৃষ্ণের ক্ষেত্রজ্ঞত্ব এবং ঈশ্বরত্ব বুঝিয়া লইবেন। এইরূপ সৎ
প্রধান মহামায়াবিশিষ্ট জ্ঞান নারায়ণাদি স্বরূপ, রজঃপ্রধান মহামায়াবিশি
জ্ঞান ব্রহ্মা এবং তমঃপ্রধানমহামায়াবিশিষ্ট জ্ঞান শিবস্বরূপ, ইঁহারা সকলে
স্ব উপাসকগণকর্তৃক আদিতে প্রণব এবং অন্তে নমঃ শব্দযুক্ত এবং মধ্যে
চতুর্থ্যন্ত, তত্তৎ দেবতার নামবাচক পদবিশিষ্ট (ওঁ শিবায় নমঃ) ইত্যাদিরূপ
মন্ত্রদ্বারা উপাসিত হন। এবং উহাদের অংশভূত মহেন্দ্রাদিমহাবিদ্যামহামায়
াংশীভূতমহেন্দ্রত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টবিষয়িতাবিশেষশালী জ্ঞানস্বরূপ, যোগবাশি

তথাচ তেপি তত্তন্মন্ত্রৈরুপাস্যা, এবং এতাবানেব বিশেষো, যদী শ্বরবুদ্ধ্যা তেষামুপাসনং ভগবদুপাসনমেব, তদ্ভিন্নৈন্দ্রত্বাদিনা তন্ন্যূনং, অতএব তৎফলমল্পং, ক্ষয়ি চেতি, অতএবোক্তং ভগবতা

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তে তু মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥"

ইতি অবিধিরত্রেশ্বরাজ্ঞানমিতি॥ ১॥

অবতরণিকা।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপং ঈযত" ইত্যাদি শ্রুত্যা মায়ো-পাধিকমীশ্বরস্যানেকং রূপমিতি মায়ামাহ—

৮৬। তচ্ছক্তির্মায়া জড়সামান্যাৎ॥ ২॥

এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "যিনি ব্রহ্মাদি শব্দের প্রতিপাদ্য, তাঁহাকে পরা অবিদ্যা বলিয়া জানিবে।" অতএব তাঁহারাও তত্তৎ মন্ত্রবিশেষদ্বারা উপাসিত হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, ঈশ্বর বুদ্ধিতে যে, ঐ সকল দেবতার উপাসনা, তাহাই ভগবদুপাসনা, ঈশ্বরভিন্ন ইন্দ্রত্বাদি বুদ্ধিতে যে, উহাদের উপাসনা, তাহা উহা অপেক্ষা ন্যূন, তাহারও ফল ভিন্ন এবং সে ফল অনিত্য। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার পূজা করে। হে কৌন্তেয়, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে।" অবিধিশব্দের অর্থ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞান॥ ১॥

অবতরণিকা।

"ইন্দ্র মায়াদ্বারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন," ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মায়োপাধিক ঈশ্বরের অনেকরূপবত্ত্ব জানা যায়। এক্ষণে সেই মায়ার স্বরূপ বলিতেছেন।

তদিতি—তচ্ছক্তির্মায়া, অস্তি খলু প্রপঞ্চস্য দেশকালোপাধি-
শেষবলাত্তত্তদ্বস্তুস্বভাববিশেষবলাচ্চ প্রতিবস্তু বৈচিত্র্যং, কারণ-
চিত্র্যং বিনা চ কার্য্যবৈচিত্র্যাসম্ভবাদিতি কেনচিদত্রকারণ
চিত্র্যেণ ভবিতব্যং, ব্রহ্ম চ সদা সর্ব্বত্র চৈকরূপমেবেতি কার্য্যো
ন্নয়িতব্যো, কার্য্যবৈচিত্র্যপ্রযোজকানেকবৈচিত্র্যবতী মায়ৈব
সহকারিণী প্রোচ্যতে, সা চ মায়া ভগবচ্ছক্তিরেব, তথাচ
ত্তদেশকালবৃত্তিতাদৃশানেকবিধবস্তুজনকতাসামর্থ্যাদ্‌ব্রহ্ম তস্মিং-
স্মিন্দেশে, সময়ে চ তথাবিধং বস্তু জনয়তি, ফলানুসারিণ্যা এব
ক্তরুন্নয়নান্ন কস্যাপ্যন্যথাভাব আপাদয়িতুং শক্যত, ইতি বোধ্যং,
চএবাপাততোমহেশ্বরমনঙ্গীকুর্ব্বদ্ভিরপি বস্তুতো "যতো বা
নি ভূতানি জায়ন্ত" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধতয়া জগদ্ধেতুতয়া তং স্বী

মূ, অ, ৮৬। সেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপ শক্তির নামই মায়া,
রণ উহা যাবৎ জড়পদার্থে তুল্যরূপ বৈচিত্র্যসম্পাদনী।
সেই ঈশ্বরের শক্তি মায়া, এই জগতে দেশ ও কালরূপ উপাধি বলে এবং
সেই বস্তু বিশেষের স্বভাব বলে, প্রতি বস্তুতেই এক একরূপ বৈচিত্র্য দৃষ্ট
া থাকে। কারণের বৈচিত্র্যব্যতীত কার্য্যের বৈচিত্র্য হওয়া অসম্ভব, অতএব
বৈচিত্র্যের প্রতি কোনরূপ বিচিত্র কারণের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে
বে। ব্রহ্ম ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপই, উঁহা হইতে বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি
ম্ভব, সুতরাং অনেক বিচিত্রতাশালিনী মায়াই উৎপাদ্য কার্য্যের বৈচিত্র্য-
নকারূপে ঈশ্বরের সহকারিণী বলিয়া কথিত হয়। সেই মায়া ভগবানের
ক্তিভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই সেই দেশকালবৃত্তি তথাবিধ অনেক প্রকার
র উৎপাদন শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সেই সেই দেশ বিশেষে বা কালবিশেষে
ই সেইরূপ বস্তু উৎপাদন করেন, ফলানুসারিণীশক্তির উন্নয়নহেতু কাহারও
থাভাব হয় না। অতএব মুখে মহেশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করিলেও,

কুর্ব্বদ্ভিরিতরেষ্বপি তৃণারণিমণিপ্রভৃতিষু বহ্নিকারণেষু—বহ্নিজননানুকূলা কাচন একা শক্তিরিত্যুচ্যতে মীমাংসকৈরিতি, এতামেব চ মনসি কৃত্যোক্তং ভগবতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণ "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতু"মিত্যাদি ভগবতাপ্যুক্তং—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"॥
তথা "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে"॥

আনন্দলহর্য্যামপি "ত্বমেব স্বাত্মানং পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষা চিদানন্দাকারং শিবযুবতিভাবেন বরষে"ইত্যাদি, সা চ শক্তিরীশ্বর স্বভাবস্বরূপেত্যেকে, যন্মূলকঃ স্বভববাদোসৌ, তথাহি তস্য

কার্য্যতঃ "যাঁহা হইতে এই সকল সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে", ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ জগতের হেতুস্বরূপে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকারকারী মীমাংসকগণ তৃণ, অরণি ও মণি প্রভৃতি, বহ্নির কারণ সমুদায়ে যে বহ্ন্যুৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা একই বলিয়াছেন। সেই শক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "শিব যদি শক্তি যুক্ত হন, তবেই জগন্নির্ম্মাণাদিকার্য্যে প্রভু হইতে পারেন" ইত্যাদি। শ্রীভগবানও গীতাতে বলিয়াছেন—

"আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়াকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, তবে যে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়, সেই এই মায়ার বশতা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।"

এবঞ্চ—

"আমি অধ্যক্ষরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, প্রকৃতি, এই সচরাচর বিশ্বকে প্রসব করে। এই হেতুই, হে কৌন্তেয়, জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে"। আনন্দলহরীতেও বলা হইয়াছে, "তুমিই শিবযুবতিভাবে চিদানন্দাকার আনন্দময়স্বরূপ আত্মাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হও"। কেহ

ার্য্যগতত্বে, কারণগতত্বে বা, অনেকত্বমনেকাশ্রিতত্বকল্পনাগৌরবং
াৎ, নিরাশ্রয়ত্বে স্বভাবত্বব্যাঘাতঃ স্যাদিতি নিষ্পীড্যমানোসৌ
ক্ষ ঈশ্বরস্বভাব এব পর্য্যবস্যতি. ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণবলেনৈকত্বেপ্য-
ানেকবিধকার্য্যনিষ্পাদকত্বাদনেকবিধত্বমঙ্গীকর্ত্তব্যমেব স্যাদিত্য-
ত্র বিস্তরোস্মেতি। ঈশ্বরেচ্ছাস্বরূপেত্যপরে, যন্মূলকো নৈয়ায়িক-
বশেষিকয়োঃ সিসৃক্ষাস্থিতীচ্ছাসংজিহীর্ষাভিরীশ্বরঃ সৃষ্টিস্থিতি-
ংহারান্ করোতি, ব্যবস্থাপয়তি চ মর্য্যাদাস্থাপনার্থম্ ক্বচিৎ
িচিৎ কার্য্যকারণভাবমপি, অতএব তুরীতন্তুবেমাদিকং বিনাপি
স্বচ্ছয়াঽনেকবিধানি বস্ত্রাণি প্রৌঢ্যর্থকল্পয়ন্নপ্যন্যত্র তত্তদপেক্ষাণি
ানি সংপাদয়তীতি, অতএব চ শ্রুতিরপি "অহং বহুস্যাং

কহ বলেন, সেই শক্তি ঈশ্বরের স্বভাবস্বরূপ, এইমত হইতেই স্বভাববাদের
ৃষ্টি হইয়াছে। এই স্বভাবকে ঈশ্বরগত না বলিয়া, কার্য্যগত বা কারণগত
পে স্বীকার করিলে, ইহার অনেকত্ব এবং অনেকাশ্রিতত্ব কল্পনা
রিতে হয়, সুতরাং গৌরব হইয়া পড়ে, উহাকে নিরাশ্রয় বলিলে,
ভাবত্বের ব্যাঘাত হয়, এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সেই শক্তি ঈশ্বরের
ভাবরূপেই পর্য্যবসিত হয়। ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণবলে স্বভাবের একত্ব অনুভূত
ইলেও, অনেকবিধ কার্য্যের নিষ্পাদক বলিয়া উহাকে অনেকবিধ বলিয়া
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, একথা অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।
সেই শক্তিকে কেহ কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া থাকেন। এই মত অবলম্বন
করিয়াই, নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ বলেন যে, ঈশ্বর, সৃজনেচ্ছা, স্থাপনেচ্ছা
এবং ঐ সকল কার্য্যের সংহারবিষয়ক ইচ্ছাদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহাররূপ
কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বদা সৃষ্ট্যাদি রক্ষার নিমিত্ত কোন কোন স্থলে
কার্য্য কারণ ভাবেরও ব্যবস্থা করিয়া দেন। অতএব তিনি, আপনার ইচ্ছায়
তুরীতন্তু এবং বেমাদি ব্যতিরেকেও অনেকবিধ বস্ত্র বয়ন করিতে সমর্থ হই-

প্রজায়েয় ই”তীচ্ছয়ৈব সৃষ্টিমাহেতিবাদঃ, অন্যে তু কর্ম্মস্বরূপৈব সা, ধর্ম্মাধর্ম্মাবুৎপাদ্য কার্য্যবৈচিত্র্যে ভবতীশ্বরস্য সহকারিণীতি বদন্তি, যন্মূলকো মীমাংসকানাং কর্ম্মবাদঃ, “অচেতনন্তু চেতনাধিষ্ঠিতমেব প্রবর্ত্তত” ইতি ন্যায়েন কর্ম্মাধিষ্ঠাতৃতয়োপাস্যতয়া চ তৈরপীশ্বরোঽভ্যুপগন্তব্য এবেতিধ্যেয়ং, প্রকৃতিস্বরূপা সা, সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণস্যাংশা গুণত্রয়বৈচিত্র্যেণ কার্য্যবৈচিত্র্যং প্রয়োজয়তীতি সাংখ্যপাতঞ্জলে। বেদান্তিনস্তু দ্বিবিধাঃ, তত্রৈকে ঐন্দ্রজালিকমণিমন্ত্রৌষধাদিসিদ্ধিবিবাসতোপ্যর্থস্যোপদর্শিকা সতোপ্যাবতারিকা, মহামায়িনো মহেশ্বরস্য মহামায়া সেতি ব্যাহরন্তি, ইতরে তু প্রতিদিক্ সময়োপাধিবিচিত্রমিবেশ্বরীয়ং বিশ্বসারূপ্যং কল্পয়ন্তীতি, দর্শয়ন্তি চ

লেও, অপরের বস্ত্র বয়নাদি কার্য্যে তুরীতন্তু প্রভৃতির সাহায্য অপেক্ষিত করিয়াছেন। অতএব শ্রুতিতে বলিয়াছেন—“আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব” ইহাতে তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই যে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য হয়, ইহাই বুঝাইতেছে। অপরেরা বলেন, সেই শক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মস্বরূপা উৎপাদ্য কার্য্যের বৈচিত্র্য বিষয়ে ঈশ্বরের সহকারিণী। এই মত অবলম্বন করিয়াই মীমাংসকদিগের কর্ম্মবাদ প্রচলিত হইয়াছে। চেতনদ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতনের ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয়, এই যুক্তিতে কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা এবং উপাস্য বলিয়া তাহাদিগকেও ঈশ্বরের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই শক্তি প্রকৃতিস্বরূপা, সত্ত্বরজঃ এবং তমঃ স্বরূপ স্বকীয় অংশীভূত গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যহেতু কার্য্যের বৈচিত্র্য উৎপাদন করেন, এইরূপ মতবাদী সাংখ্য ও পাতঞ্জল, বেদান্তিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে এক দলেরা বলেন—ঐন্দ্রজালিক মণিমন্ত্রৌষধিদ্বারা সিদ্ধির ন্যায় ঐ শক্তি ও অসদ্বস্তুর প্রদর্শনকারিণী, এবং সদ্বস্তুরও প্রখ্যাপনী, উহা মহামায়ী মহেশ্বরের মহামায়া স্বরূপা। অপরেরা বলেন, দিক্ কালরূপ উপাধিবশে ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপের কল্পনাকারিণীরূপে আপনাকে প্রকাশ

ংশস্তদিচ্ছৈব সেতি, সমুপদিশন্তি তথাচ শ্রুতিঃ "দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মর্ত্ত্যঞ্চামর্ত্তঞ্চে"তি দিকালাদ্যাত্মিকা সা তত্তদ্বিশেষে-ব কার্য্যবিশেষং প্রয়োজয়তীত্যপি জ্যোতির্বিদ উদাহরন্তি, স্মাদেবং বিধপ্রোক্তাপ্রোক্তানেকবিধপ্রকারিকা ভগবচ্ছক্তি-বমায়াদিপদাভিধেয়াজ্ঞানস্বরূপে বিষয়িতাস্বরূপেণ পর্য্যবসন্না ক্তানাং মুক্তিং সম্পাদয়তীতি। একৈব সা কথমনেকবিধপ্রপঞ্চ-ননীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ জড়সামান্যাদিতি, জড়ানাং ক্ষিত্যুদকঘট-টরাজদরিদ্রাদীনাং সামান্যাৎ সাদৃশ্যাৎ, তথাচ সর্ব্বাকারিকা ক্তিঃ, যদাকারবিশিষ্টয়া শক্ত্যা যন্নিষ্পাদ্যতে, তত্তদাকারকং ভব-তি দিক্ ॥ ২ ॥

অবতরণিকা।

কৃৎস্নস্যাপীশ্বরস্বরূপত্বমুক্তং, ব্যপস্থাপয়তি ব্যাপকত্বা-তি।

রিণী ঈশ্বরের অংশরূপ ইচ্ছাবিশেষই সেই শক্তি। এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ "ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য। জ্যোতির্বিদেরা বলেন, সেই ক দিক্ ও কালাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবশে কার্য্যবিশেষ উৎপাদন করিয়া কেন। অতএব এইরূপ উক্ত ও অনুক্ত অনেকবিধস্বরূপা ভগবানের শক্তিই য়াদি শব্দদ্বারা অভিহিত হয়। উহা, জ্ঞানস্বরূপব্রহ্মে বিষয়িতাস্বরূপে র্য্যবসিত এবং ভক্তদিগের মুক্তিদায়িনী। ঐ শক্তি একরূপা হইয়া কিরূপে নেকবিধ প্রপঞ্চের উৎপাদন করে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, ড সামান্য হেতু, মৃত্তিকা, জল, ঘট, পট, রাজা, দরিদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জড় র মধ্যে সাদৃশ্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় একরূপতা দেখিয়াই শক্তির একত্ব র করা হয়। অর্থাৎ সেই শক্তি সর্ব্বাকারিকা, যদাকারবিশিষ্ট শক্তিদ্বারা হা নিষ্পাদিত হয়, সেই বস্তু তদাকার প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

৮৭। ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্যানাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাপকত্বাদিতি— যস্মাত্তত্বাদ্যস্যতত্ত্বস্যোৎপত্তিস্তস্য তত্ত্বং তদুপাদানকারণং, তথাচোপাদানকারণং ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্যেষূপা দেয়কার্য্যেষু তাদাত্ম্যেন তিষ্ঠতি, কটককুণ্ডলাদিষু সুবর্ণা বদিতি ব্রহ্মোপাদানকারণেষু সর্ব্ববিধেষপি প্রপঞ্চেষু তাদাত্ম্যে ব্রহ্ম তিষ্ঠতীতি ব্যাপ্যানাং প্রপঞ্চানাং ব্রহ্মাভিন্নত্বং, উপাদানকার তয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন ব্যাপকত্বাদিত্যর্থঃ, ননু নৈয়ায়িকাদীনা মতে পৃথিব্যাদেঃ পৃথিবীপরমাণ্বাদ্যুপাদানকারণং, আকাশকালদি মনাংসি তু নিত্যান্যেবেতি, কথমেতদিতি চেৎ? উচ্যতে, পৃ

অবতরণিকা।

সমুদয় জগতের ঈশ্বর স্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা সি করিতেছেন।

মূ, অ, ৮৭। ঈশ্বর সমুদয় ব্যাপ্য বস্তুর ব্যাপক উপ দান। সুতরাং সমুদয় বস্তু তৎস্বরূপ ॥ ৩ ॥

যে বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান কারণ উপাদান কারণ ব্যাপক, সুতরাং উহার ব্যাপ্য যাবৎ উপাদেয় কার্য্যে তৎস্বরূ বিদ্যমান হয়। যেমন সুবর্ণ, কটক ও কুণ্ডলাদি যাবৎ স্বকীয় উপাদেয় কা তৎস্বরূপে বিদ্যমান হয়। যে সকল কার্য্যের ব্রহ্ম উপাদান, তৎসমুদায়েই তাদাত্ম্যরূপে (তৎস্বরূপে) অবস্থান করেন। অতএব ব্যাপ্য প্রপঞ্চ সকল হইতে অভিন্ন, যেহেতু ব্রহ্ম উপাদান কারণ, সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে উহার ব্যাপক। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, নৈয়ায়িকদিগের মতে পৃথিব্যা পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেকের পরমাণুই প্রত্যেকের উপাদানকারণ, এবং আকা কাল, দিক্ এবং মন ইহারা নিত্য অর্থাৎ ইহারা কার্য্য নহে, তবে এই

াদিত্রসরেণুপর্য্যন্তপ্রত্যক্ষসিদ্ধমেব, ততঃ ত্রসরেণবঃ সোপাদান-
রণকাঃ ভাবকার্য্যত্বাৎ, ঘটবদিত্যনুমানেন লাঘবাদেকমুপাদান-
রণং সিধ্যতি, যথা ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাদ্ঘটবদিত্যত্র
ঘবোপনীতৈকত্ববান্ কর্ত্তেতি, ন চৈকোপাদানকত্বে ক্ষিত্যাদীনা-
ভেদঃ স্যাদিতি বাচ্যং, অভেদপদেন কিমুচ্যতে ক্ষিতেরপি
স্নেহত্বং, জলস্যাপি গন্ধবত্ত্বং চ স্যাদিতি ? বা ক্ষিত্যাদিরনেক-
ক্তিস্বরূপং স্যাদিতি ? উপাদানকারণীভূতব্রহ্মাভিন্নং স্যাদিতি
? আদ্যে অগুণব্রহ্মোপাদানকারণকত্বেঽপি ক্ষিতের্গন্ধোঽসম-
য়িকারণমিতি সা গন্ধবতী, জলস্য স্নেহোঽসমবায়িকারণমিতি
লং স্নেহবৎ, তথাচ যথা সুবর্ণোপাদানকারণকমপি কটককুণ্ড-

রূপে সঙ্গত হয় ? ইহার উত্তর এই যে, ত্রসরেণু হইতে স্থূল পৃথিব্যাদি পর্য্যন্ত
র্য্য, উহাতে কার্য্য কারণ ভাবত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাহার পর ত্রসরেণু
লের যে উপাদান আছে, তাহা অনুমানসিদ্ধ। যথা ত্রসরেণু সকল যখন কার্য্য,
ন উহারা উপাদান কারণজন্য, যেমন ঘট, এইরূপ অনুমানদ্বারা ত্রসরেণুদিগের
াদান কারণসিদ্ধ হয়, পরে প্রত্যেক ত্রসরেণুর ভিন্ন ভিন্ন উপাদান কারণ স্বীকার
রা অপেক্ষা, লাঘবতঃ যাবৎ ত্রসরেণুর এক উপাদান কারণ স্বীকার করাই
ত। যেমন অনুমানদ্বারা ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য্যের কর্তার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়া
ঘবতঃ একই কর্ত্তা সিদ্ধ করা হয়। যদি বল, সমুদয় বস্তুর একই উপাদান
লে, ক্ষিত্যাদি সমুদয় বস্তু এক রকম হয়না কেন ? একথা বলিতে পার না।
মি যে বলিলে, এক রকম হয় না কেন ? এই রকমের তাৎপর্য্য কি, ক্ষিতিতে
হবত্ব ধর্ম্ম, এবং জলেতে গন্ধবত্ব ধর্ম্ম থাকে না কেন ? অথবা ক্ষিত্যাদি যাবৎ
ার্থ একই স্বরূপ হয় না কেন ? অথবা উপাদানকারণীভূত ব্রহ্মের সহিত
ভিন্ন হয় না কেন ? ইহাদের মধ্যে প্রথমপক্ষ যদি তোমার অভিপ্রেত হয়,
াহার উত্তর এই যে, অগুণ ব্রহ্ম উপাদানকারণ হইলেও, ক্ষিতির গন্ধ অসম-
য়ী কারণ এই জন্য ক্ষিতি গন্ধবতী, জলের স্নেহ অসমবায়ী কারণ এইজন্য

লাদি অসমবায়িকারণবৈচিত্র্যাদদৃষ্টাদিনিমিত্তকারণবৈচিত্র্যা
বিচিত্রং ভবতি, তাথেদমপীতি সমানং, দ্বিতীয়ে সুবর্ণোপাদান
কারণকে কটককুণ্ডলাদাবেকঘটোপাদানকারণকে,রূপরসাদাবে
ব্যক্তিকত্বাভাবেন ব্যভিচারাদুৎপাদনাসংভবঃ। তৃতীয়েত্বিষ্ট
পত্তিরেবেতি, তস্মাৎকর্ত্তৃত্বেনাবশ্যকং, ব্রহ্মৈব ক্ষিত্যাদেরুপ
দানকারণং যথা তন্তূনাং লূতা, শরীরপ্রাধান্যাদুপাদানকারণ
চৈতন্যপ্রাধান্যাৎ কর্ত্তা চ, তথা প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মেতি ভাবঃ, যচ্চো
মাকাশাদিকং নিত্যম্রিতি তদপি ন "তস্মাদ্বা এতস্মাদা
আকাশং সংভূতং, আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোহদ্ভ
পৃথিবী"ত্যাদি শ্রুতেঃ, দিক্কালৌ তু নেশ্বরাদতিরিচ্যে

জল স্নেহবান্, যেমন,কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারের একমাত্র সুবর্ণ উপাদ
হইলেও অসমবায়ী কারণের এবং অদৃষ্টাদি নিমিত্ত কারণের বৈচিত্র্যবশ
বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়, এখানেও সেইরূপ বলিব। যদি দ্বিতীয় পক্ষ তোমার অ
প্রেত হয়, তাহার উত্তর এই যে, কটককুণ্ডলাদির একমাত্র সুবর্ণ উপাদ
হইলেও, রূপরসাদির একমাত্র ঘট উপাদান কারণ হইলেও এক ব্যক্তি
অভাবনিবন্ধনই পরস্পরে ব্যভিচার ঘটে না। তৃতীয় পক্ষ তোমার অভি
হইলে, আমারও উহাতে ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ উহা আমার অনভীষ্ট নয়।
হেতু, কর্ত্তৃরূপে অবশ্য স্বীকার্য্য ব্রহ্মই ক্ষিতি প্রভৃতির উপাদান কারণ, যে
মাকর্শার জালের সূত্রের প্রতি মাকর্শার শরীরের উপাদান কারণতা, এ
জাল নির্ম্মাণের কৌশলের প্রতি উহার চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব, সেইরূপ জগতের ব্র
আকাশাদিকে যে নিত্য অর্থাৎ কার্য্য নয় বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক ন
কারণ "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হই
বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎ
হইয়াছে", ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা উহাদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুত

ত্যবিভুনা একেনৈব সকলতৎকৃত্যসিদ্ধৌ, তন্নানাত্বস্য গৌরব-
াহতত্বাদিতি, ননু সাংখ্যানামিব প্রধানমুপাদানমস্ত্বিতি চেৎ ?
"স ঐক্ষত বহুস্যা"মিত্যত্র চেতনধর্ম্মস্যেক্ষণস্যোপাদানশ্রবণাদ-
তনং প্রধানং ন তথা, অতএব ব্যাসসূত্রং "ঈক্ষতের্নাশব্দ"মিতি
শব্দং বেদস্বরূপশব্দাপ্রতিপাদিতং প্রধানং প্রপঞ্চস্যোপাদান-
ারণন্তু ন ভবতি, তত্র হেতুঃ ঈক্ষতেঃ,"স ঐক্ষত বহুস্যা"মিত্যত্রো-
াদানকারণে চেতনধর্ম্মস্য ঈক্ষতেঃ শ্রবণাৎ, প্রধানং অচেতনমিতি,
চ ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চোপাদানকারণত্বে, নির্ব্বিকারত্বাদিপ্রতিপাদক-
ুতিবিরোধঃ ? ইতি বাচ্যং, কার্য্যানবচ্ছিন্নস্য নির্ব্বিকারত্বাৎ,
তএব ঘটাদীনামনিত্যত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ, মূলীভূতস্য স্বপ্রকাশা-

র্য্যত্বও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, দিক্ এবং কাল ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে,
কমাত্র নিত্য বিভুর অস্তিত্ব স্বীকারে, অপর সকল তথাবিধ নিত্য ও তাহাদের
র্য্য যদি তদন্তর্গত করিয়া নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, তাহলে তদ্রূপ নানা
ভুর অস্তিত্ব স্বীকার গৌরবগ্রস্ত হয়। যদি বল, সাংখ্যদিগের ন্যায়,
ধানকেই জগতের উপাদান বলিলেই হয়। একথা বলিতে পার না, "তিনি
ন করিলেন, আমি বহু হইব" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা চেতনপদার্থেরই উপাদান-
ারণতা ব্যক্ত হওয়ায়, অচেতন প্রধান জগতের উপাদান কারণ হইতে
ারে না। এইজন্যই ব্যাসসূত্রে বলা হইয়াছে—"ঈক্ষতি" ক্রিয়ার প্রয়োগ
তু, অশব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না, কারণ
ক্ষণরূপ ধর্ম্ম চেতনেরই, প্রকৃতি অচেতন। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ব্রহ্ম
দি জগতের উপাদান কারণ হন, তবে ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্বাদিপ্রতিপাদক
্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন, একথা বলিতে পার না
ার্য্য ভিন্ন ব্রহ্ম অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্ম বস্তুরই নির্ব্বিকারত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং

খণ্ডানন্দস্বরূপস্য তস্য নিত্যত্বাৎ, অতএব শ্রুতিঃ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মর্ত্ত্যঞ্চামর্ত্ত্যং চে"ত্যাদি। বস্তুতঃ প্রকৃতিবিশিষ্টং ব্রহ্মোপাদানকারণমিতি প্রকৃতিপুরুষাত্মকং বিশ্বং, অতএবোক্তং "অগ্নীষোমাত্মকং বিশ্ব"মিতি। অস্তি চ কার্য্যানবচ্ছিন্নমপি ব্রহ্ম নিগু´ণনিরঞ্জনাদিপদলক্ষ্যং, অতএব শ্রুতিঃ "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং, যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্য"মিত্যভিধায় "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী"তি এতদভিপ্রেত্যৈব পাতঞ্জলং সূত্রং "জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্প"মিতি অস্যার্থস্তু জ্ঞানস্য স্বপ্রকাশাত্মনো ব্রহ্মণঃ আনন্ত্যাৎ, অনবচ্ছিন্নত্বাৎ জ্ঞেয়ং তৎকার্য্যতাতদ্বিক-

---

ঘটাদিকার্য্যরূপে পরিণত ব্রহ্মের অনিত্যত্ব হইলেও ক্ষতি নাই (১)। উঁহাদের মূলীভূত, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের নিত্যত্বের কোন ব্যাঘাত নাই। এইজন্যই শ্রুতি বলিতেছেন, "ব্রহ্মের দুইটি রূপ, একটি মর্ত্ত্য অপরটি অমর্ত্ত্য", বস্তুতঃ প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মই উপাদান কারণ, এইহেতু এই বিশ্ব প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় স্বরূপ। এই জন্যই বলা হইয়াছে "এই বিশ্ব অগ্নি এবং ও সোম স্বরূপ"। কার্য্য ভিন্ন নিগু´ণ, নিরঞ্জনাদি শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের বিষয় বেদে উক্ত হইয়াছে। অতএব "যে সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং পরে যাহা হইবে, এই সকলই ব্রহ্ম" এইরূপ বলিয়া "তাঁহার চতুর্থাংশের এক অংশে এই সমুদয় বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে। এবং তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাৎ স্বর্গে অমৃত স্বরূপে বিরাজ করে"। এই বেদবাক্য অনুসারেই পাতঞ্জলসূত্রে বলা হইয়াছে "জ্ঞান অনন্ত এবং জ্ঞেয় অল্প" জ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্ত্য হেতু অর্থাৎ অবচ্ছেদ বা ইয়ত্তা না থাকায়, জ্ঞেয় অর্থাৎ তৎকার্য্য, ঐ জ্ঞানের বিষয়

---

(১) ব্রহ্মের অংশমাত্র প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্ম ঐরূপ হন নাই কাজেই অংশমাত্র বিকারী হইলেও সমুদয় ব্রহ্ম বিকারী নহেন।

াম্পদীভূতং বিশ্বস্বরূপং জ্ঞেয়ং অল্পং, আকাশে খদ্যোতবৎ
াধৌ মহাযোগিভির্দৃশ্যত ইতি ॥ ৩ ॥

অবতরণিকা ।

ননু জীব এব কশ্চিত্তথা ভবতু, যঃ স্বস্য বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চং জনয়তি,
তি চ তস্যোপাদানকারণমপীতি কিমীশ্বরেণেত্যত আহ ।

৮৮ । নায়ং প্রাণিবুদ্ধিভ্যোঽসম্ভবাৎ ॥ ৪ ॥

নেতি—প্রাণিবুদ্ধিভ্যঃ জীবাত্মজ্ঞানেভ্যঃ অয়ং প্রপঞ্চো ন
য়তে, তত্র হেতুঃ অসম্ভবাৎ জীববুদ্ধয়ো হীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিজন্যা
র্বং বিশিষ্য বিশিষ্য বিষয়ীকর্ত্তুমপি শক্নুবন্তি, দূরে তন্নির্ম্মাণং

অল্প । মহাযোগিগণ সমাধিঅবস্থায় আকাশে খদ্যোতের ন্যায় জ্ঞানের
য জ্ঞেয়কে দেখিয়া থাকেন । ৩ ।

অবতরণিকা ।

আচ্ছা, কোন একটি জীববিশেষই আপনার বুদ্ধিবলে সমুদয় জগতের উৎ-
ক এবং উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক না কেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকারে
য়াজন কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ।

মূ, অ, ৮৭ । প্রাণিদিগের বুদ্ধি হইতে এইপ্রপঞ্চের
ৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব ॥ ৪ ॥

প্রাণিদিগের বুদ্ধি হইতে অর্থাৎ জীবাত্মাদিগের জ্ঞান হইতে এই জাগতিক-
ঞ্চ উৎপন্ন হইতে পারে না । কারণ, তাহা অসম্ভব । প্রাণিদিগের জ্ঞান,
য়সন্নিকর্ষ আদি কারণ হইতেই উৎপন্ন হয় । কাযেই জীবদিগের বুদ্ধি
াতিকপদার্থসমূহকে তন্ন তন্ন করিয়া গ্রহণ করিতেই পারে না, তাহাদের
পনির্ম্মাণ করা ত দূরের কথা । অতএব এই প্রপঞ্চনির্ম্মাণকারকে

কর্ত্তুমিতি সর্ব্ববিষয়কনিত্যজ্ঞানস্বরূপত্বাৎ বা সর্ব্বং কর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং চ সমর্থ ঈশ্বরঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অবতরণিকা।

অথেশ্বরস্য কারুণ্যাতিশয়মভিধাতুং তৎপ্রণয়নক্রমমাহ

৮৯। নির্ম্মায়োচ্চাবচং, শ্রুতীশ্চ নির্ম্মিমীতে পিতৃবৎ॥

নির্ম্মায়েতি—ঈশ্বরঃ স্বাংশেন লীলয়া উচ্চাবচং নির্ম্মায়, দে মনুষ্যতির্য্যগাদিকং, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়শূদ্রাদিকং বা, তত্তৎকর্ম্মসহিত স্বেচ্ছয়া বিভজ্যোৎপাদ্য তেষাং হি তাদৃগ্‌জ্ঞানায়, সামর্থ্যানুসা ফলাফলস্বরূপাভিধানায় বা, শ্রুতীশ্চ নির্মিমিতে, চতুরো বেদা ষড়ঙ্গানি, আয়ুর্ব্বেদাদিকঞ্চ ব্যধাসীৎ। দৃষ্টান্তমাহ—পিতৃবদি

সর্ব্ববিষয়কনিত্যজ্ঞানস্বরূপ অথবা সর্ব্ববিষয়কনিত্যজ্ঞানবান্ এইরূপ প বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সমুদয় বস্তু যে ভাবে আ সেই ভাবে, অথবা ইচ্ছানুসারে অন্য ভাবেও নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ ঈশ অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৪ ॥

অবতরণিকা।

এক্ষণে ঈশ্বরের দয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চনির্ম্মাণের ক্র বলিতেছেন।

মূ, অ, ৮৯। নানাবিধ জাগতিকপদার্থ নির্ম্মাণ করিয় তিনি বেদসকলও নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পিতার ন্যায় ॥ ৫ ॥

ঈশ্বর আপনার অংশদ্বারা লীলাহেতু জগতের নানাবিধ দেব, মনু তির্য্যক্ আদি, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র আদি পদার্থ সকলকে উহা কর্ম্মানুগত স্বকীয় ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব শ্রেণীতে বিভাগ পূর্ব্বক উৎপাদন করি তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানের উপদেশার্থ, অথবা তাহাদের সামর্থ্যানুসা

পিতা উত্তমমধ্যমাধমান্ পুত্রানুৎপন্ন হিতাহিতোপদেশেন, ...ারশিক্ষাদিনা, বৃত্ত্যাদিদানেন চ অনুগৃহ্লাতি, তথেশ্বরোপি যোগ্যাধিকারং ধর্ম্মমুপদিশতি, তৎফলৈশ্চ তান্ যুনক্তি, শরীর-গ্রহমপি কৃত্বা ব্যবহারেষু তান্ ব্যুৎপাদয়তি, স্বকর্ম্মনামগ্রহণা-, প্রমাদাদপ্রমাদাদ্বা কৃতাৎ, কারিতাদনুমোদিতাদ্বা পাপা-...চয়তীতি সর্ব্বথা গুরুপিত্রাদিবৎ সেব্যোঽসাবিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অবতরণিকা।

নন্বীশ্বরস্য কথং পিতৃসমত্বং ?।

...ব্য ও অকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত বেদসকলও নির্ম্মাণ করিয়া-..., বেদ বলিতে এস্থলে চারটি, বেদ, উহাদের ছয়টি অঙ্গ, এবং আয়ুর্ব্বেদাদি ...ং শাস্ত্রই বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরই ঐ সকল শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ ...য় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—পিতার ন্যায়—যেমন পিতা, উত্তম, মধ্যম এবং ...ম এই তিন শ্রেণীর পুত্র উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে হিতাহিত ব্যবহার ...া দিয়া এবং জীবিকার উপযোগী বৃত্তি প্রদান করিয়া আপনার পুত্র-...ল্য প্রকাশ করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও যাহার যেরূপ অধিকার, তাহাকে ...রূপ ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ করেন এবং পরিণামে উহার ফলও প্রদান ...েন। কেবল যে বেদাদি শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন, তাহা ...। সময় সময় মনুষ্যশরীরপরিগ্রহপূর্ব্বক লোকব্যবহারবিষয়ে তাহা-...কে অভিজ্ঞও করিয়া থাকেন; এবং তাহাদিগকে স্বকীয় কর্ম্ম এবং ...র কীর্ত্তন করাইয়া, প্রমাদ বা অপ্রমাদবশতঃ কৃত, কারিত এবং অনু-...দিত পাপসকল হইতে মোচন করেন। অতএব সর্ব্বপ্রকারে পিতা ...র্ গুরুজনের ন্যায় তাঁহার সেবা করা উচিত ॥ ৫ ॥

অবতরণিকা।

ঈশ্বরের পিতৃসমত্ব কিরূপ? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন।

৯০। মিশ্রোপদেশান্নেতি চেন্ন, স্বল্পত্বাৎ ॥ ৬ ॥

মিশ্রোপদেশাৎ—নরকজনকপশুহিংসামিশ্রাশ্বমেধাদিকর্ম্মোপদেশাৎ, ন পিতৃসমত্বং, নহি পিতা, তৎসমোবাত্যন্তমাপ্তো, নরকজনকং কর্ম্মোপদিশতীতি চেৎ? ন, স্বল্পত্বাৎ, অশ্বমেধাদিনা যাদৃশং স্বর্গাদিসুখং জননীয়ং, তদপেক্ষয়া অল্পং, তদ্বিষয়কেচ্ছাতো দুর্ব্বলদ্বেষবিষয়ীভুতং, দুঃখং, হিংসাদিকং, জনয়তীতি বলবদনিষ্টাজনকে যাগাদৌ প্রবর্ত্তনং নানুচিতমীশ্বরস্য, পিতাপি হি কষ্টসাধ্যেঽধ্যয়নাদৌ নিযোজয়তি পুত্রমিতি। "কষ্টং কর্ম্মে"তি ন্যায়াৎ, কর্ম্মমাত্রমেব দুঃখজনকমিতি, অত্রেদং ধ্যেয়ং, সাংখ্যাদিমতে ক্রত্বন্তর্গতাপি হিংসা পাপজনিকা। "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভুতানী"তি শ্রুত্যা

মূ, অ, ৯০। যদি বল, ঈশ্বরের উপদেশবাক্যে ভালমন্দের মিশ্রভাবই দৃষ্ট হয়, পিত্রাদির উপদেশে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। অতএব তিনি পিতৃবৎ সেব্য নন, এ কথা বলিতে পার না, কারণ তাঁহার উপদেশে মন্দের ভাগ অতি অল্পই ॥ ৬ ॥

নরকভোগের হেতুভূত পশুহিংসাদির সহিত মিশ্রিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্ম্মের শ্রুতি বা বেদে উপদেশ থাকায় বেদকে পিত্রাদির উপদেশের সহিত তুল্য করা হইল কিরূপে? দেখ, পিতা বা পিতার তুল্য অত্যন্তহিতকারী আপ্তব্যক্তিগণ, যাহা করিলে নরকপ্রাপ্তি ঘটে, এরূপ কর্ম্ম করিতে কখনই আপনার ছেলে পিলেকে উপদেশ প্রদান করেন না? যদি ইহাই তোমার আপত্তি হয়, তবে বলিব, এ আপত্তি কোন কাযের নয়, কেননা, তুমি যে হিংসাদি পাপের কথা বলিতেছ, উহাদের পরিমাণ অতি অল্প, দেখ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা যে পরিমাণে স্বর্গাদিসুখ উৎপাদিত হয়, ঐ অশ্বমেধাদির প্রসঙ্গে যে পশুহিংসা করিতে হয়, ঐ হিংসা, সেই সুখের তুলনায়

মান্যত এব হিংসা নিষেধাৎ, যত্তু ক্রত্বন্তর্গত হিংসায়াং অগ্নি-
ষোমীয়ং পশুমালভেতে"তি বিধানং, তৎ ক্রত্বঙ্গতাবিধানার্থং,
পাপজনিকায়া অপি হিংসায়াঃ ক্রত্বঙ্গত্বে বাধকাভাবাৎ, অতএব
সাংখ্যকারিকা "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত" ইতি
দৃষ্টবৎ যথা দৃষ্টং ঔষধাদি, আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিহেতুর্ন, তদ্বৎ
আনুশ্রবিকং অনুশ্রবো গুরোরনুশ্রূয়ত ইতি বেদঃ, তত্র প্রতীতং
যাগাদিকমপি, নাত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিহেতুঃ, কিঞ্চ স আনুশ্রবিকো
যজ্ঞাদিঃ, অবিশুদ্ধিঃ হিংসাদিজনিতং পাপং, ক্ষয়ো নাশঃ, অতিশয়

তি অল্প এবং অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠানে মনের মধ্যে যেরূপ একটি প্রবল আগ্রহ
য়ে, সেই আগ্রহের সহিত তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর রূপে প্রতীয়মান, দুঃখ
ৎপাদন করে, অতএব বলবৎ অনিষ্টের অজনক যাগাদিকার্য্যে প্রবর্ত্তন করা
শ্বরের পক্ষে অনুচিত হইল কি প্রকারে? পিতাও পুত্রকে কষ্টসাধ্য
অধ্যয়নাদিতে প্রবর্ত্তিত করেন। কর্ম্ম করিলেই কষ্ট পাইতে হয়, এই জন্য
পূর্ব্বপণ্ডিতগণ কর্ম্মকে 'কষ্ট' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই
নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্মমাত্রই দুঃখের জনক হইয়া থাকে। এ স্থলে এই
তত্ত্বটুকু বুঝিতে হইবে। সাংখ্যাদিদর্শনের মতে যজ্ঞান্তর্গত হইলেও পশুহিংসা
পাপের উৎপাদিকা হইয়া থাকে। "কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না" এই
শ্রুতি দ্বারা হিংসাকার্য্য একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে যে, "অগ্নি-
ষ্টোম যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যজ্ঞে পশুহিংসার বিধান
করা হইয়াছে, ঐ সকল বিধান, পশুহিংসা যে যজ্ঞের অঙ্গ, ইহাই বোধ
করাইবার জন্য, করা হইয়াছে অর্থাৎ হিংসা পাপের উৎপাদিকা হইলেও যজ্ঞে
উহা করিতে কোন বাধা নাই, কেননা, উহা যজ্ঞের একটি অঙ্গ। অতএব
সাংখ্যকারিকায় বলা হইয়াছে—"দৃষ্ট উপায়, যেমন দুঃখনাশের প্রতি একান্ত
এবং অত্যন্ত কারণ নয়, এইরূপ আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদবিহিত যজ্ঞাদির
অনুষ্ঠানও দুঃখনাশের প্রতি একান্ত এবং অত্যন্ত কারণ নয়, কেননা, উহা

উৎকর্ষাপকর্ষাদিঃ, তৈর্যুক্ত ইতি হেয় ইত্যর্থঃ, তস্মাদেতন্মতানুসারেণৈতদুক্তং, তত্রীত্যা স্বল্পানিষ্টজনকত্বেপি বহ্বিষ্টজনকানাং কর্ম্মণাং "নাপ্তোপদেশাযোগ্যত্ব"মিত্যুক্তং, যদি তু নৈয়ায়িকাদিমত ইব ক্রত্বন্তর্বর্ত্তি হিংসাদিকং পাপজনকমেব ন, বিহিতত্বাৎ, শ্যেনযাগাদীনাং তু "নাভিচরিতে বৈ" ইতি নিষেধেন, প্রায়শ্চিত্তোপদেশেন, শিষ্টবিগর্হণেন চ পাপজনকত্বং, শত্রুবধকামস্য তজ্জ-

---

অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয় যুক্ত"। যেমন দৃষ্ট উপায় ঔষধাদি দুঃখনিবৃত্তির আত্যন্তিক হেতু হয় না, আনুশ্রবিকও সেইরূপ, গুরুর মুখ হইতে যাহা শুনা যায়, তাহার নাম অনুশ্রব অর্থাৎ বেদ। সেই বেদে প্রতিপাদিত যাগাদি দুঃখনিবৃত্তির আত্যন্তিক উপায় নয়, কেননা, ঐ আনুশ্রবিক যজ্ঞাদিরূপ উপায়জন্য স্বর্গাদি অবিশুদ্ধি অর্থাৎ হিংসাদিজনিত পাপযুক্ত, যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন যেমন স্বর্গসুখ লাভ হয়, সেইরূপ যজ্ঞে হিংসাকর্ম্মজন্য পাপের ফল দুঃখও অবশ্য ভোক্তব্য। শুদ্ধ তাহাই নয়, ঐ স্বর্গাদি আবার ক্ষয় অর্থাৎ নাশসংযুক্ত, কোন যজ্ঞেই অনন্ত স্বর্গভোগের কথা নাই, নির্দ্দিষ্ট সময় স্বর্গভোগের পর উহা বিনষ্ট হয় এবং যজ্ঞবিশেষে ফলের তারতম্যও কথিত হইয়াছে। এই মতানুসারেই সূত্রে ঈশ্বরোপদিষ্ট বেদাদিশাস্ত্রে যে মন্দের ভাগ অল্প আছে, ইহা বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদোপদিষ্টযজ্ঞাদিকার্য্যসকল অল্পমাত্র অনিষ্টের জনক হইলেও বহু ইষ্টের জনক, সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মের উপদেশ করা, আপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অযোগ্য হয় নাই। যদি নৈয়ায়িকদিগের মত অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম যে সম্পূর্ণ দোষশূন্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, নৈয়ায়িকাদির মতে যজ্ঞান্তর্গত হিংসা পাপের জনকই হয় না, যেহেতু উহা বিশেষ করিয়া বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি যজ্ঞান্তর্ভূত হিংসা পাপের জনক না হয়, তবে অভিচারকর্ম্ম শ্যেনযাগাদিতে, যে হিংসা করা হয়, তাহাও কি তবে পাপের

..খসহিষ্ণোশ্চ তত্রাধিকার ইতি. "ন হিংস্যা"দিত্যস্য বিহিত-
হিংসাতিরিক্তহিংসামাত্রবিষয়কত্বং, তদা স্বল্পমপি নাত্রানিষ্টমিতি
জ্যেত এব ভগবদুপদেশ ইতি, পরং ত্বেবমপি, স্বল্পবিত্তব্যয়ায়াস-
াধ্যে স্বকীয়নামকীর্ত্তনকথাশ্রবণস্মরণাদৌ সকলপুণ্যজনকে-
কলপাপশামকে চ সতি, বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যে স্বল্পেষ্টজনকে
শ্বমেধাদৌ, যৎকিঞ্চিৎপাপনাশকে চ চান্দ্রায়ণাদৌ, কথং জীবা-
য়যোজয়ামাস শ্রীভগবানিতি, তত্রাপীদমবগম্যতে অস্তি যথা কথ-
ঞ্চিদিষ্টসাধনং কৃষিযাগাদিলৌকিকবৈদিকাত্মককর্ম্ম, উপাসনং,
জ্ঞানঞ্চ, তত্র, যত্র যোঽধিকারী, তত্রৈব স নিযোজ্য ইত্যশুদ্ধান্তঃ-
রণঃ কর্ম্মণি, শুদ্ধান্তঃকরণঃ স্মরণাদিলক্ষণে গৌণোপাসনে, শুদ্ধ-

---

জনক হইবে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"অভিচার কর্ম্ম করিবে না"
ইত্যাদি নিষেধ দ্বারা শ্যেনযাগাদিরূপ অভিচার কার্য্য গর্হিত হইয়াছে, কেননা,
উহার অনুষ্ঠানকারীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট আছে, এবং শিষ্টপরম্পরাও ঐ
অভিচার কার্য্য গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব শ্যেনযাগাদি
দ্বারা যে হিংসা করা হয়, উহাকে অবশ্যই পাপের জনক বলিতে হইবে। যে
ব্যক্তি শত্রু বধ করিতে অভিলাষী হইয়া ঐ শত্রুবধজন্য পাপকে অম্লানবদনে
গ্রহ করিতে প্রবৃত্ত, তাদৃশ ব্যক্তিই শ্যেনযাগের অধিকারী। ফল, যদি
"কোন প্রাণীর প্রতি হিংসাচরণ করিবে না," এই বাক্য দ্বারা বৈধহিংসার
অতিরিক্ত হিংসাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ বলা যায়, তাহলে ঈশ্বরোপদিষ্ট
বেদাদিশাস্ত্রে অল্পমাত্রও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না, কাযেই ভগবানের উপদেশ
সর্ব্বতোভাবে পূজনীয়ই হয়। ইহার উপর কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল। ভাল,
বুঝিলাম, শ্রীভগবানের উপদিষ্ট বেদাদিশাস্ত্র সর্ব্বপ্রকারে অনিষ্টশূন্যই হইল,
কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অল্পধনব্যয় এবং অল্পায়াসসাধ্য ভগবানের
নামসঙ্কীর্ত্তন, কথা শ্রবণ এবং স্মরণাদি ত সকলবিধ পুণ্যের জনক, এবং

স্থিরান্তঃকরণোজ্ঞানে, জ্ঞানবাংশ্চ পরমোপাসনস্বরূপায়াং প
ভক্তাবিতি নানুচিতঃ পরমাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য বেদাদিল
উপদেশ ইতি দিক্ ॥ ৬ ॥

অবতরণিকা।

অথ চিরবিরতানাং কর্ম্মণাং ন সাক্ষাৎ কল্পান্তরভাবি
স্বর্গনরকজনকত্বং সম্ভবতীতি তত্র দ্বারমাহ।

সকলবিধ পাপের বিনাশক, শাস্ত্রে এই সকলের উপদেশ করিয়াও বহুবি
ব্যয় এবং বহু আয়াসসাধ্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং যৎকিঞ্চিৎ পা
নাশক চান্দ্রায়ণাদির আচরণ করিতে শ্রীভগবানই শাস্ত্র দ্বারা জীবদিগে
নিয়োজিত করিলেন কেন? এইরূপ আপত্তিকারীর উত্তরে বলিতেছে
যে, আমরা সাধারণতঃ শাস্ত্রে তিনপ্রকার উপদেশ দেখিতে পাই (১) কৃ
ও যাগাদি লৌকিক ও বৈদিককর্ম্মবিষয়ক, (২) উপাসনাবিষয়ক, (৩) জ্ঞানাদি
বিষয়ক। ইহার মধ্যে যাহাতে যে অধিকারী, তাহাতেই তাহাকে নিযু
করা বিধেয়। এই জন্য যাহার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ তাহাকে কর্ম্মে, বিশুদ্ধান্তঃ
করণ ব্যক্তিকে স্মরণাদিরূপ গৌণ উপাসনায় এবং যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও
স্থির হইয়াছে, তাহাকে জ্ঞানে এবং জ্ঞানবানকে চরম উপাসনা স্বরূপ পরা
ভক্তিতে নিয়োজিত করায় পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের বেদাদি উপদেশ,
কোনপ্রকার অনৌচিত্যযুক্ত হয় নাই ॥ ৬ ॥

অবতরণিকা।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, বহুপূর্ব্বে বিনাশপ্রাপ্ত কর্ম্মসকলের সাক্ষাৎ
সম্বন্ধে কল্পান্তরে ভাবি স্বর্গনরকাদির জনকত্ব সম্ভবে না, অর্থাৎ এই কল্পে
আচরিত কর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ কল্পান্তরে স্বর্গ ও নরকাদির জনক হ
কি রূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে বিনষ্ট কর্ম্ম সকল যাহাকে দ্বার করিয়া
কল্পান্তরে স্বর্গ ও নরকের জনক হয়, সেই দ্বারের কথা বলিতেছেন—

৯১। ফলমস্মাদ্বাদরায়ণোদৃষ্টত্বাৎ ॥ ৭ ॥

ফলমিতি—পুণ্যপাপকারিণাং জীবানাং বিহিতাচরণাসন্তুষ্টা-
হিতাচরণরুষ্টাৎ অস্মাদীশ্বরাদেবতত্তোষরোষদ্বারা সদ্যঃ
য়ান্তরে বা সুখদুঃখাদিফলং ভবতীতি বাদরায়ণো ব্যাসদেবো
ীতি, তত্র হেতুঃ, দৃষ্টত্বাৎ দৃষ্টবৎ, দৃষ্টং হি প্রজানাং রাজাজ্ঞা-
তষিদ্ধকারিণাং তদাচরণজনিততোষরোষভাজো রাজ্ঞ এব
াশাৎ প্রসাদদণ্ডাবিতি, তদ্বদত্রাপি যত ঈশ্বরো জীবানাং
জব ভবতীত্যর্থঃ। নম্বু তোষঃ সুখবিশেষস্তৎসাক্ষাৎকার-
শেষো বা, স চেশ্বরে ন সম্ভবতি, তস্য ধর্ম্মাভাবেন, শরীরাভাবেন,
ত্যাত্মবিশেষগুণানভ্যুপগমাদিতি চেৎ? উচ্যতে, অস্তি তস্য

মূ, অ, ৯১। বাদরায়ণ বলেন ঈশ্বর হইতেই ঐ সকল
র্ম্মের ফললাভ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭

পুণ্য বা পাপকারী জীবদিগের বিহিতাচরণে সন্তুষ্ট এবং অবিহিতাচরণে
, সেই ঈশ্বর হইতেই তাহার তোষ বা রোষ দ্বারা সদ্যই হোক্, আর
য়ান্তরেই হউক্, যথাক্রমে সুখ ও দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয়, এ কথা বাদরায়ণ
াসদেব বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির প্রতি হেতু এই যে, ঐরূপই দৃষ্ট
য়া থাকে, লৌকিক দৃষ্টান্তে আমরা এইরূপই দেখিয়া থাকি, প্রজাগণ
জার আজ্ঞামত কায করিলে, তাহাদের উপর রাজার সন্তোষ হয় এবং
জা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাদের উপর রাজার রোষ
এবং ঐ সন্তোষ বা রোষের জন্য প্রজাগণ যথাযথ রাজপ্রসাদ বা রাজদণ্ড
প্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বরও জীবগণের রাজাস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সন্তোষে
বগণের সুখ, আর তাঁহার রোষে জীবগণের দুঃখ হইয়া থাকে। কেহ
ইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল, তোষপদার্থ ত সুখবিশেষস্বরূপ বা সুখবিশেষের

ধর্ম্মোজীবোপকারাদিবিহিতকরণস্ব। তুস্বাক্ষাৎকারাদিভ্যঃ শ
চাকাশবিশ্বাদি নিত্যং, "তথাচাগমে আকাশশরীরং ব্রহ্ম বি
শরীরমানন্দ আত্মে"ত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণশরীরাদিকন্তু যদ্যপি পরি
মিব দৃশ্যতে, তথাপি নিত্যত্ববিভুত্ববদেব ভবতি, ভবতি চ
বিধং কথমন্যথা সর্বত্র সর্বদা ভক্তজনৌষৈর্ভাবনানুরূপং প্রত্য
ক্রিয়তে, ন তদা তত্র ভক্তভাবনয়া তজ্জন্যতে, তাদৃশভাবনায়া
জনকত্বস্যাপ্রসক্তেরিতি তত্র তদা তদা সর্ব্বৈরপি প্রকারৈঃ স্থি
তৈস্যেব ভগবচ্ছরীরস্য ভাবনানুরূপমাবির্ভাব এব ভবতীত্যেব, যু

অনুভবস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাত ঈশ্বরে বর্ত্তমান হইতে পা
না, কারণ ঈশ্বর নিগুর্ণ, তাঁহাতে কোনরূপ ধর্ম্মের সদ্ভাব স্বীকৃত হয়
অর্থাৎ অন্য আত্মা অর্থাৎ জীবদিগের বিশেষ গুণ সুখ দুঃখাদির সত্ত্বা
কেহ ত ঈশ্বরে স্বীকার করে নাই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ইহাই
তোমার আপত্তি হয়, তবে বলি, শুন, ঈশ্বরে একেবারে যে কোন
নাই, এমন কথা নহে, তাঁহার জীবের উপকার, বিহিত করণ, এবং স্ব
স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাণ প্রভৃতি কার্য্য হইতে তাঁহাতে যে ধর্ম্মের স
আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাতে যে কেবল ধর্ম্ম আছে, ত
নয়, তাঁহার শরীর আছে, আকাশ বিশ্বাদি তাঁহার নিত্যশরীর, এ
আগমে বলা হইয়াছে, যথা "আকাশশরীর ব্রহ্ম, বিশ্বশরীর আনন্দরূপ আ
ইত্যাদি। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির শরীর আপাততঃ পরিচ্ছিন্নরূপে প্র
মান হয়, তাহলেও উহাদিগকে নিত্য এবং বিভু অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী বলিয়া বু
হইবে এবং উহারা যে বিশ্বস্বরূপ এ কথাও বুঝিতে হইবে, তাহা না হ
ভক্ত জনেরা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঐ সকল শরীরকে স্বস্ব ভাবনার অনুরূপ প্র
করিবে কিরূপে? এ কথা বলিতে পার না যে, ভক্তদিগের ভাবনাই
সকল শরীর উৎপাদন করে, কারণ, ভক্তদিগের ভাবনার যদি ঐ

ৎ, যদ্যেবং তদা কথং করীন্দ্রস্তুতস্য ভগবতো বৈকুণ্ঠাদাগমনং
শ্রুত ইতি বাচ্যং, যত্র যদা ভাব্যতে, তত্র তদা প্রকটীভবতীতি
কুণ্ঠ এব প্রায়শস্তদ্ভাবনেতি, তত এব তৎপ্রাদুর্ভাবোঽভবদিত্যেব-
ন্যত্রাপি, অতএব প্রহ্লাদভাবনয়া স্তম্ভ এব শ্রীনারসিংহপ্রাদুর্ভাবঃ,
তি ধ্যেয়ং, তস্মাত্তত্তচ্ছরীরাবচ্ছেদেনেশ্বরতোষরোষাদিসম্ভব ইতি,
তএব ভগবত্তোষফলিকাঃ ক্রিয়াঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদাবুপদিষ্টাঃ

যতা থাকিত, তাহলে, ভক্তদিগের ভাবনা যথা ইচ্ছা অপর পদার্থেরও সৃষ্টি
রিতে পারিত, অতএব বলিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের শরীরই সকল স্থানেই
দা সকল প্রকারে অবস্থিত হইয়া আছে, এবং ভক্তদিগের ভাবনার অনুরূপ
বিভূর্ত হয় মাত্র। ইহাতে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি ভগবানের
ীরই সর্ব্বত্র অবস্থিত আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহলে যে, শাস্ত্রে
পে গল্প আছে, করীন্দ্র কর্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্‌ বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন
রিয়াছিলেন, এই গল্পের সঙ্গতি হয় কেমন করে? কারণ ভগবানের শরীর
 সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে, এইরূপ হয়, তবে বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহাকে আনা
ল কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন এ কথা বলিতে পার না, যে সময়
হাকে যে স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবনা করা হয়, সেই সময় তিনি সেই
নেই প্রাদুর্ভূত হন। বৈকুণ্ঠ ভগবানের বাসস্থানরূপে প্রসিদ্ধ, এই জন্য
বই লোকে বৈকুণ্ঠেই তাঁহার ভাবনা করে, এবং সেই জন্য বৈকুণ্ঠ হইতেই
হার আবির্ভাবের কথা শুনা যায়, সেইরূপ অন্যস্থান হইতেও তাঁহার
বির্ভাবের কথা প্রসিদ্ধ আছে, দেখ, প্রহ্লাদের ভাবনানুসারে নরসিংহ-
প স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের যখন নানা শরীর সিদ্ধ
ল, তখন সেই সেই শরীরাবচ্ছেদে তাঁহার তোষ বা রোষও হওয়াত
ম্ভব নয়। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে যে সকল ক্রিয়া উপদিষ্ট

ক্রিয়ন্তে, চাহর্নিশং সদ্গুরুভিরুপদিষ্টৈঃ শিষ্টবৈষ্ণবৈরিতি, অতএ
চ রামায়ণভারতাদৌ সর্ব্বাত্মস্বরূপয়োঃ শ্রীরামশ্রীকৃষ্ণয়োর্বিভীষ
রাবণাদিবিষয়কৌ যুধিষ্ঠিরদুর্য্যোধনাদিবিষয়কৌ চ তোষরোষৌ
শ্রূয়েতে, অতএব পুষ্পদন্তেনাপি প্রোক্তং "ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফল
পুরুষারাধনমৃতে ত্বয়ি শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জন"ইত্যা
চেতি, ননু কথমন্যদীয়প্রযত্নেনান্যত্র তোষাদিকমন্যদীয়তোষাদিন
ঽন্যত্র সুখাদিকং বা জননীয়ং? সামানাধিকরণ্যেন জ্ঞানেচ্ছাকৃতীন

হইয়াছে, ভগবানের তোষ উৎপাদনই যাহাদের ফল, শিষ্টবৈষ্ণবগণ সদ্গু
নিকট উপদিষ্ট হইয়া, সেই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।
জন্যই রামায়ণভারতাদিতে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যথাযথ বিভী
ও রাবণাদিবিষয়ক এবং যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদিবিষয়ক তোষ ও রোষের ক
শুনা যায়। মহিম্নঃ স্তবে পুষ্পদন্তও এই কথা বলিয়াছেন—"সেই প
পুরুষের আরাধনা ব্যতীত প্রধ্বস্ত কর্ম্ম সকল ফলপ্রদান করে কিরূপে
এই মনে করিয়া সকলেই তোমার উপর স্থির শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠা
তৎপর হয়।" কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ভাল তুমি যে, বলিতেছ, মনুষ্যে
কার্য্যের দ্বারা পরমেশ্বরের সন্তোষ বা রোষাদি উৎপন্ন হয়, এবং সেই সন্তো
বা রোষাদিজন্য সুখ বা দুঃখাদিরূপ ফল মনুষ্যই ভোগ করে, অর্থাৎ একজনে
চেষ্টায় অপরের সন্তোষাদি হয়, এবং সেই সন্তোষাদির ফলরূপ সুখদুঃখাদি অপ
অর্থাৎ চেষ্টাকারী, ভোগ করে, ইহা সঙ্গত হয় কিরূপে? কারণ, জ্ঞান, ইচ্ছা
কৃতী (যত্ন), ইহারা যেমন একাধিকরণে বর্ত্তমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে
একজনের যথাক্রমে অগ্রে কোন্ পদার্থের জ্ঞান, পরে উহার সাধনে ইচ্ছা
এবং অনন্তর তদ্বিষয় চেষ্টা হইতে দেখা যায়, সেইরূপ কার্য্যজন্য সন্তোষা
এবং সেই সন্তোষাদিজন্য সুখদুঃখাদি যথাক্রমে একজনেরই হইয়া থাকে, এ

বৈষামপি কার্য্যকারণভাবো, হন্যথাঽতিপ্রসঙ্গাৎ, তস্মাদশ্বমেধা-
গ্যাগমনাদিকর্ত্তর্য্যেব ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তদ্দ্বারা সুখদুঃখে চ জন্যেতে,
ত চেৎ ? নৈবং. লোকে ভৃত্যপ্রযত্নেন প্রভুতোষরোষৌ, তাভ্যাং
ভৃত্যসুখদুঃখে জন্যেতে, ইত্যস্য, বেদে চ পুত্রপিতৃত্বিক্কৃত-
াশ্রাদ্ধপুত্রায়ুষ্যকর্ম্মহোমাদিনা পিতৃপুত্রযজমানাদিগতঞ্চ ফলং
ষ্যত, ইত্যস্য চ সর্ব্বসিদ্ধত্বেনোদ্দেশ্যতাখ্যসম্বন্ধবিশেষস্যৈব
জননে প্রয়োজকত্বাৎ, অতএবাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ লোকমর্য্যাদাতি-
ান্তত্বাৎ, বেদপুরাণাদাবশ্রুতত্বাচ্চাদৃষ্টবিশেষৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ

বলিলে, অতিপ্রসঙ্গ বা ব্যভিচার ঘটিয়া উঠে, অর্থাৎ পঞ্জাবে স্থিত কোন
ক্তি একটি কুকার্য্য করিলে, তন্নিবন্ধন কলিকাতাস্থিত অর্থাৎ উহার সহিত
প্রকারে সম্পর্কশূন্য ব্যক্তির দুঃখলাভ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই জন্য
বা দেখিতে পাই, অশ্বমেধ যজ্ঞ বা অগম্যা গমন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠাতারই
থ ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম এবং তজ্জনিত সুখ বা দুঃখলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহার
রে বলিতেছেন, "ইতি চেৎ নৈবং"—এরূপ আশঙ্কা করিতেই পার না, দেখ,
মরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, ভৃত্যের কার্য্যনিবন্ধন প্রভুর সন্তোষ বা
ষের নিমিত্ত ভৃত্যেরই আবার সুখ বা দুঃখভোগ করিতে হয়। কেবল
কিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই যে তোমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা
ন করিও না, বেদবিহিত কর্ম্মসম্বন্ধেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দেখ,
ক্রমে পুত্র, পিতা এবং পুরোহিত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গয়াশ্রাদ্ধ, পুত্রের আয়ু-
কাবক কর্ম্ম এবং হোমাদির ফল, যথাক্রমে পিতা, পুত্র এবং যজমানেরাই
গ করিয়া থাকে। ফলতঃ উদ্দেশ্যতানামক সম্বন্ধবিশেষই সকল স্থানে ফলের
র্ত্তক হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে কর্ম্ম করা হয়, তাহারই ফল
য়া থাকে। ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত। অতএব যাহারা অতীন্দ্রিয়, লোক-
াদার বহির্ভূত এবং যাহাদের কর্ম্ম ফলোৎপাদনশক্তি বেদপুরাণাদিতে

কর্ম্মণাং ফলজননে ন দ্বারং, যত্রাপি ধর্ম্মাদিশব্দঃ শ্রূয়তে, তত্রা ভগবতো রোধার্থক এবেতি ধ্যেয়ং, নচৈবং তোষরোষাদ্যাশ্রয়ত ভগবতো জীবত্বাপত্তিরিতি বাচ্যং, তথাত্বেপ্যৈশ্বর্য্যবিশেষেণ বি সম্ভবাৎ, কথমন্যথা স্বস্থপাদসুখদুঃখাদিসাম্যেপি সেবকসেব্যয়ো ভৃত্যাচক্রবর্ত্তিনোর্বিশেষ ইতি দিক্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমৈথিলসন্মিশ্রভবদেবকৃতায়াং শাণ্ডিলযসূত্রীয়ব্যাখ্যায়া মভিনবভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

অশ্রুত এবং যাহাদের তারতম্য সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়, এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কর্ম্মের ফলজননের প্রতি দ্বার হইতে পারে না। তবে যেখানে ধর্ম্মাদি কর্ম্মফলের দ্বার রূপে উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে উহাদিগকে (ধর্ম্মাদিকে) ভগবা বোধকই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি আশঙ্কা কর যে, ভগবান্, যদি তোষ রোষের আশ্রয় হন, তবে তাঁহাতে এবং সামান্য জীবে কোন প্রভেদ থা না, এরূপ আপত্তি করিতে পার না। কেননা, তিনি তোষ বা রো আশ্রয় হইলেও তাঁহাতে এরূপ একটী ঐশ্বর্য্য বিশেষ আছে, যাহাতে সাধা জীব হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য স্বতঃসিদ্ধ। এরূপ না বলিলে, সেব্য ও সেব রাজা ও প্রজা এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয় কেন? তাহার কে উত্তর দিতে পারা যায় না। অর্থাৎ এ স্থলেও যেমন সেবক অপেক্ষা সেবে ও প্রজা অপেক্ষা রাজার ঐশ্বর্য্যমূলক বৈশিষ্ট্য, সেইরূপ জীব হইতে ভগবা ঐশ্বর্য্যমূলক বৈশিষ্ট্য অসম্ভব হইবে কেন? ॥ ৭ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিক সম্পূর্ণ।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

অবতরণিকা।

“জায়তে পরয়া ভক্ত্যা জীবানামীশরূপতা”, ইত্যুক্তসিদ্ধয়ে
বশিবয়োরৈক্যমুচ্যতে। নৈয়ায়িকাদিমত ইব সর্ব্বাত্মনা
বানাং বাস্তবিকমেব পরমাত্মভিন্নত্বং চেৎ, পরয়া ভক্ত্যাপি
যুজ্যং ন স্যাদিতি বাস্তবিকো জীবাত্মপরমাত্মনোরভেদ এব
য়ায়িকস্তু ভেদ ইতি, পরয়া ভগবৎভক্ত্যা তদুপাধাবপনীতে,

অবতরণিকা।

পরম ভক্তি দ্বারায় জীবগণেরও ঈশ্বরত্ব সংঘটিত হয়, ইত্যাদিবাক্যের
তিসিদ্ধির নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বরেয় অভেদ কথিত হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক-
গের মতে যেমন জীবগণের পরমাত্মার সহিত সর্ব্বাংশে বাস্তবিক ভেদ উক্ত
য়াছে, যদি উহা ঠিকই হয়, তাহা হইলে, পরাভক্তিদ্বারাও জীবদিগের ঈশ্বর-
যুজ্য লাভ কখনই হইতে পারে না, এইজন্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে
স্তবিক অভেদই স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িকেরাই কেবল ভেদ স্বীকার
রেন। এক্ষণে দেখ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ যদি বাস্তবিক হয়,

গৃহভিত্ত্যাদাবপনীতে গৃহাকাশাদের্ম্মহাকাশত্বমিব, আদর্শাদপনী
বিম্বে প্রতিবিম্বস্য বিম্বস্বরূপত্বমিব, স্তবতি জীবাত্মানাং পরমাত্ম
পতেত্যভিধাতুং তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকমারভ্যতে তদেবা

৯২। তদৈক্যং নানাত্বমুপাধিযোগবলাদাদিত্যবৎ ॥ ১

বস্তুতস্তদৈক্যং, পরমার্থতো তয়োঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ঐক
অভেদ এব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চ নে"ত্য
শ্রুতেঃ, "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষে
ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারতে"ত্যাদি শ্রীভগব
শ্রুতেশ্চ। আগমেঽপি "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেব

তাহা হইলে, ঘরের দেয়াল ভাঙ্গিলে গৃহমধ্যস্থিত আকাশ এবং বাহি
মহাকাশ যেমন এক হয় এবং সম্মুখস্থ আর্শী খানি সরাইয়া লইলে, বিম্ব
প্রতিবিম্ব যেমন এক হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ পরাভক্তিদ্বারা মায়াজনিত উ
দূরীভূত হইলে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে একরূপতা হয়, তাহা প্রতিপ
করিবার নিমিত্ত তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকের অবতারণা করিতেছেন।

মূ, অ, ৯২। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভে
বাস্তবিক। মায়াকৃত উপাধির বশেই আপাততঃ না
আকার প্রতীয়মান হয়, আদিত্যের ন্যায় ॥ ১ ॥

বাস্তবিক জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নাই, উহা
অভেদই সত্য। "জাগতিক সমুদয় বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ" এই সংসারে ন
বলিয়া কোন পদার্থই নাই" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে
এবং ভগবদ্গীতায় ভগবান্‌ও এই কথা বলিয়াছেন যে, "হে ভারত!
সূর্য্য যেমন অখিল বিশ্বকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ একই আত্মা স
ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করিতেছে।" আগমশাস্ত্রেও ঐ কথা বলা হইয়া

শিবঃ। পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিব "ইত্যাদি অন্যত্রাপি "সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ। ভ্রান্তিদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ স পৃথক্ পৃথগি"তি। ননু তর্হি কথং নানাত্বপ্রতীতিরিত্যত আহ—নানাত্বং উপাধিতঃ ন বস্তুতঃ, তথাচ তদবিদ্যাবচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিতো বা চৈতন্যস্বরূপঃ পরমাত্মৈব জীবাত্মা পরায়াং ভক্তৌ তু ক্রিয়মাণায়াং ভগবতি প্রসন্নে সত্যবিদ্যাঽপগচ্ছতি, তস্যাং চাপগতায়াং স্বস্বরূপেণ পরমাত্মৈবাবতিষ্ঠতে, এতদেব হি জীবানাং ভগবতি সাযুজ্যং লয়শ্চেতি অত্র দৃষ্টান্তমাহ আদিত্যবদিতি যথৈকস্য সূর্য্যস্য উপাধিবশান্নানাত্বং, তথেহেত্যর্থঃ ইতি দিক ॥ ১ ॥

যথা, "জীবই শিব এবং শিবই জীব, মায়াযুক্ত হইলেই জীব এবং মায়াশূন্য হইলেই শিব, অর্থাৎ ঈশ্বর যখন মায়াপাশে আবদ্ধ থাকেন, তখনই তাঁহাকে জীব বলা হয়, এবং মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইলেই তাঁহাকে সদাশিব বলা হয়।" এইরূপ অন্য শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে, যথা—"যেমন একই আকাশ সাদা, কাল ইত্যাদি নানারূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রান্তগণ একই আত্মাকে নানারূপে দশন করে।" যদি বল, সকল বস্তু এক হইলে নানারূপে প্রতীত হয় কেন? ইহার উত্তর, মায়াকল্পিত উপাধিবশেই ঐরূপ নানাপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন, বা অবিদ্যারূপ বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই নানাবিধ জীবাত্মারূপে প্রতীত হন, কিন্তু পরাভক্তির উপাসনাদ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হন, এবং অবিদ্যা অপগত হয়, অবিদ্যা অপগত হইলেই পরমাত্মা আপনার স্বাভাবিক নির্ম্মল স্বরূপে অবস্থান করেন। পরমাত্মার উক্তরূপ স্বস্বরূপে অবস্থানকেই ভগবানে সাযুজ্য বা লয় বলে, একবস্তু উপাধি বশে যে, নানারূপে প্রতীত হয়, তাহা সূর্য্যের দৃষ্টান্তে বুঝা যায় ॥ ১ ॥

অবতরণিকা ।

বিপক্ষে বাধকমাহ ।

৯৩ । পৃথগিতি চেন্ন, পরেণাসম্বন্ধাৎ প্রকাশানাম্ ॥২॥

পৃথগিতি জীবাত্মান ঈশ্বরাৎ পৃথগেব চেৎ স্যুঃ, আত্মত্বে স্বপ্রকাশানাং তেষাং প্রদীপানামাদিত্যোনেব পরেণ ঈশ্বরে অসম্বন্ধাৎ প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবলক্ষণসম্বন্ধাভাবাদীশ্বরস্য সর্ব্বপ্রকা

অবতরণিকা ।

এক্ষণে বিপক্ষ মতের খণ্ডন করিতেছেন।

সূ, অ, ৯৩। জীবাত্মাগণ ঈশ্বর হইতে পৃথক্, এ কথা বলিতে পার না, কারণ তাহারাও আত্মস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ, ঈশ্বরও স্বপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ পদার্থদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্য প্রকাশক ভাব সম্বন্ধ থাকিতে পারে না ॥২॥

জীবাত্মাগণ ঈশ্বর হইতে যদি পৃথক্ হইত, তবে, প্রকাশস্বরূপ প্রদীপ এবং আদিত্য, এই উভয় যেমন নিজকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অপরের অপেক্ষা রাখে না, সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে যেমন প্রকাশ্য প্রকাশকভাব রূপ সম্বন্ধ নাই, এইরূপ আত্মত্বধর্ম্মনিবন্ধন স্বপ্রকাশ জীবদিগের, প্রকাশস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবসম্বন্ধের অভাবে, ঈশ্বরকে যে সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িত। সুতরাং "যাঁহার প্রভায় এই সমুদায় বিশ্ব, বিভাত হইতেছে" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থও মিথ্যা হইয়া পড়িত। যদি বল, জীবগণ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ঈশ্বর স্বরূপ হইলেও, তাহাদের স্বপ্রকাশকতা অব্যাহত থাকিয়া যায়, সুতরাং ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদস্বীকার করিলেও, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবসম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হয়? তাহা না হইলে, তোমার কল্পিত দোষই অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্ব প্রকাশকত্ব ধর্ম্মে ব্যাঘাত,

কত্বং ন স্যাৎ, তথাচ "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী"ত্যাদি শ্রুতি-রোধ আপদ্যেত, যদি তু তত্তদবিদ্যাবচ্ছিন্নেশ্বরস্বরূপা এব তে বন্তি, তদা তেষামীশ্বরাভিন্নতয়ৈব স্বপ্রকাশেশ্বরপ্রকাশবিষয়ত্ব-মাত্মনাস্তু শরীরাদীনাং ক্ষিত্যাদীনাং বাহচেতনানাং পরপ্রকাশ্য-ানৈবেশ্বরপ্রকাশ্যত্বমিতি, ভবতি সর্ব্বেষামেবেশ্বরপ্রকাশ্যত্বং, তএবোক্তং "স্বয়ং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ" ইতি তস্মাত্তে, নেশ্বরাৎ থগিত্যর্থঃ, নচৈবং কশ্চিদ্বদ্ধঃ, কশ্চিন্মুক্ত ইতি ব্যবস্থা ন স্যাদাত্ম-দার্থস্যৈকত্বাদিতি বাচ্যং। অবিদ্যা হি ভূয়স্যো জীবোপাধি-তাস্তথাচ তত্তদবচ্ছেদকভেদেন তদুপপত্তেঃ, অতএব অনুভব-

---

ট, ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের দ্বারা, ঈশ্বরের সহিত াহাদের অভিন্নরূপে প্রকাশ হওয়াতেই, উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্যপ্রকাশকভাব থাকিবে কেন? ঈশ্বরই তাহাদিগকে আপনা হইতে অভিন্নরূপে প্রকাশ রিতেছেন। এবং অচেতন শরীরাদির, ও ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থের চৈতন্যশক্তি-রা প্রকাশ হওয়াতেই তাহারাও ঈশ্বরপ্রকাশ্য, এইরূপে কি জীব, কি জড় মুদয় পদার্থই যে, ঈশ্বরপ্রকাশ্য ইহা সিদ্ধ হইল। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা ইয়াছে, "সেই পরমপুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ।" স্বপ্রকাশ ব্দের অর্থ যাহা নিজেই নিজের প্রকাশক। ঈশ্বর যখন স্বপ্রকাশ এবং গতের সমুদয় বস্তুর প্রকাশক, তখন জগতের যাবৎ বস্তু ঈশ্বর হইতে যে থক্ নয়, ইহাই সিদ্ধ হইল। যদি বল সকল আত্মাই এক, ইহাই যদি দ্ধান্ত হয়, তবে আমরা যে কাহাকেও বদ্ধ এবং কাহাকেও মুক্ত দেখিতে াই, এরূপ ব্যবস্থা হইতেই পারে না? এরূপ আপত্তি করিতে পার না। ারণ জীব সকলের উপাধিভূত অবিদ্যা নানাপ্রকার। সুতরাং উহারাই ক একটী ভিন্ন ভিন্ন জীবের অবচ্ছেদক হয় বলিয়াই, আমরা জীবদিগের রস্পরকে বিভিন্ন অবস্থাযুক্ত দেখিতে পাই। এই যুক্তি অনুসারেই পূর্ব্ব-

স্মরণয়োঃ, পুণ্যসুখয়োঃ, পাপদুঃখয়োরতিপ্রসঙ্গভীত্যা সামানাধিকরণ্যেন কার্য্যকারণভাব ইত্যাত্মৈক্যপক্ষেঽতিপ্রসঙ্গস্তন্তদবস্থমিত্যপি প্রত্যুক্তং,-একস্মিন্নেব বৃক্ষে তত্তচ্ছাখায়া অবচ্ছেদকতয়া যথানান্যশাখাপুষ্পেণান্যশাখাফলপ্রসঙ্গাসম্ভবস্তথাত্রাপ্যবিদ্যানামবচ্ছেদকতয়া নায়মতিপ্রসঙ্গ ইত্যভিপ্রায়াদিতি॥ ২ ॥

পণ্ডিতগণ অনুভব ও স্মরণ, পুণ্য ও সুখ, পাপ ও দুঃখ, ইহাদিগের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণে বর্ত্তমানত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যাহার অনুভব হয় তাহারই স্মরণ হয়, যে পুণ্য করে তাহারই সুখভোগ হয়, যে পাপ করে সেই দুঃখ পায়, এইরূপ কার্য্যকারণভাব কল্পনা করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। এরূপ না বলিলে, অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ একজনের অনুভবে আর একজনের স্মরণ, একজনের পুণ্যে আর একজনের সুখ, একজনের পাপে আর একজনের দুঃখ, ইত্যাদি প্রকার অব্যবস্থাদোষ জন্মিতে পারে, ঐ দোষের নিবারণ জন্যই উক্তরূপ সামানাধিকরণ্যে কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার উপর অপরেরা আশঙ্কা করিয়াছিল, আত্মা সকলের যদি ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, উক্তরূপ সামানাধিকরণ্যে কার্য্যকারণভাবের উপর আবার অতিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কেননা, সকল আত্মাই যদি এক হয়, তবে একজনের অনুভবে আর একজনের স্মরণ, একজনের পুণ্যে আর একজনের সুখ, একজনের পাপে আর একজনের দুঃখ না হইবে কেন? কিন্তু আমি যে উপরে সিদ্ধান্ত করিলাম আত্মা সকল এক হইলেও অবিদ্যারূপ উপাধি ভেদে তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ হয়, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে উহাদের মধ্যে ঐ অতিপ্রসঙ্গঘটিত আপত্তিরও খণ্ডন করা হইল। যেমন একই বৃক্ষে একটী শাখায় পুষ্পোদ্গম হইলে, সেই পুষ্প হেতু অপর শাখায় ফল উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবিদ্যারূপ উপাধির সম্বন্ধ নিবন্ধন এক জীবের কৃত কার্য্যের ফল অপর জীবে হইতে পারে না॥ ২ ॥

অবতরণিকা।

একস্মিন্নেবাত্মনি তদবিদ্যাবচ্ছেদেন বন্ধমোক্ষাদিকং সুখ-
ঃখাদিকং চ মিথোবিরুদ্ধমপি স্থাস্যতীত্যভিধায় অবিদ্যা-
ষ্ঠবন্ধমোক্ষাদিকমিতি নায়মতিপ্রসঙ্গঃ।

৯৪। মনোধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৩ ॥

মন ইতি—বন্ধমোক্ষসুখদুঃখাদীনাং অবিদ্যান্তর্গতমনোধর্ম্মত্ব-
াব, নত্বাত্মধর্ম্মত্বং, "ধৃতিরধৃতিরিত্যাদিসর্ব্বং মনস্যেব" ইতি শ্রুতেঃ,
বন্ধমোক্ষ ইতি ব্যাখ্যাগুণতোমে ন বাস্তবী। গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন
ম মোক্ষো ন বন্ধন"মিত্যেকাদশে ভগবদুক্তেশ্চ, অতএব বেদান্তে

অবতরণিকা।

একই আত্মাতে অবিদ্যা সম্বন্ধ নিবন্ধন বন্ধ ও মোক্ষ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি
রস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থান যে হইতে পারে, এইকথা বলিয়া এক্ষণে বন্ধ
মাক্ষাদি ধর্ম্ম যে অবিদ্যা নিষ্ঠ, আত্মাতে বর্ত্তমান নয়, এই কথা বলিবার জন্য
ব সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

সূ, অ, ৯৪। বন্ধ ও মোক্ষ, সুখ ও দুঃখ, ইহারা সকল
নেরই ধর্ম্ম ॥ ৩ ॥

বন্ধ ও মোক্ষ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল অবিদ্যার অন্তর্গত
নরই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে "ধৃতি, অধৃতি
াদি সকল মনেতেই অবস্থিত"। ভগদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান
লয়াছেন, "গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের প্রভাবেই আমাতে বন্ধ
মোক্ষ সংঘটিত হয়। উহারা আমার বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে। অবিদ্যাই ঐ
কল গুণের মূলীভূত, কাজেই আমার বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই"। এই
জই বেদান্ত দর্শনেও বলা হইয়াছে "অবিদ্যা সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, এই গুণত্রয়ের

প্যুক্তং "অবিদ্যা সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণগুণত্রয়াত্মিকা সমষ্টিব্যষ্টিভেদে বনবৃক্ষবদেকানেকা চ, সা চ ব্যষ্টির্জীবস্য, সমষ্টিরীশ্বরস্য, সর্ব্ব কারণত্বাৎ কারণশরীরং, আনন্দপ্রচুরত্বাবরকত্বাভ্যামানন্দময় কোশশ্চ, বুদ্ধ্যহংকারমনঃশ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাত্মকবাহ্যবুদ্ধী ন্দ্রিয় বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মককর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণাদিবায়ুপঞ্চক শব্দ স্পর্শরূপরসগন্ধাত্মকতন্মাত্রাপঞ্চকাত্মকং সূক্ষ্মশরীরং, তন্মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়সহিতা বুদ্ধির্বিজ্ঞানময়কোশঃ, বিজ্ঞানপ্রচুরত্বাৎ খড়্গ কোশঃ ইবাত্মন আবরকত্বাৎ চ, কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানাদিঃ

স্বরূপা এবং কতকগুলি বৃক্ষের সমষ্টি ধরিয়া জ্ঞান করিলে, যেমন উহা বন বলা হয়, এবং এক একটি করিয়া জ্ঞান করিলে প্রত্যেককে বৃক্ষ বলা হয় সেইরূপ, ঐ অবিদ্যাও সমষ্টি রূপে জ্ঞাত হইলে একই রূপে প্রতীত হয়, এবং ব্যষ্টি রূপে জ্ঞাত হইলে অনেক রূপে প্রতীত হয়। জীবনিষ্ঠ অবিদ্যাই ব্যষ্টি রূপে প্রকাশমান, এবং ঈশ্বর নিষ্ঠ অবিদ্যা সমষ্টি রূপে প্রকাশমান। অবিদ্যা নিখিল জাগতিক পদার্থের কারণ বলিয়া উহাকে কারণ শরীর বলা হয় এবং উহা প্রচুর আনন্দময় অথচ চৈতন্যের আবরক বলিয়া উহাকে আনন্দময় কোশও বলা হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ঘ্রাণরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম শরীর। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ বলা হয়। কারণ উহাতে জ্ঞানের প্রাচুর্য্য আছে এবং তরয়ালের খাপ যেমন তরয়ালকে আবরণ করে, উহাও সেইরূপ আত্মাকে আবরণ করিয়া থাকে। এই জ্ঞানময় কোশেরই কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব রূপ অভিমান হয় বলিয়া ইহাই আত্মার সহিত ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ করে। এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বৈরাগ্য এবং অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং অনৈশ্বর্য্য ইত্যাদি

াকপরলোকগামী, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগৈ্যশ্বর্য্যা-
শ্বর্য্যবাংশ্চ, ব্যবহারিকোজীব ইত্যুচ্যতে, এবঞ্চৈতদ্ঘটিতত্বাৎ
সূক্ষ্মশরীরমেবৈতাদৃশমুচ্যতে, এতদেব চ লিঙ্গশরীরং প্রকৃতৌ
ং গচ্ছতীতি ব্যুৎপত্ত্যা, এতদেবাভিপ্রেত্য"াঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং
মা গৃহ্নাতি বৈ বলা"দিতি প্রোক্তং সূক্ষ্মত্বাদঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বাভিধানং, ন
পরিমাণাল্পতয়া, তচ্ছরীরস্য পরিমাণাভাবাদিতি, ইদমেব চ
াগশাস্ত্রে বৈকুণ্ঠপাতালাদিগমনাদতিবাহিকং শরীরং, ইদমেব
ানাদিবত্ত্বাৎ ভক্তিমদিত্যপি বোধ্যং, এবঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং
নামযকোষঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতাঃ প্রাণাদয়ঃ প্রাণময়ঃ কোষঃ,
তস্যাপি সমষ্টিঃ সূত্রাত্মহিরণ্যগর্ভাদিনাম্নঃ পরমাত্মনঃ, ব্যষ্টিস্তু
জসোনাম্নো জীবস্য সূক্ষ্মশরীরং, যোগিমাত্রবেদ্যত্বাৎ সূক্ষ্মত্ব-

লই ইহারই ধর্ম্ম। এবং ইহাই সচরাচর জীব রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
ব সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই সূক্ষ্ম শরীরকেও এতাদৃশ রূপে নির্দ্দেশ করা
য়াছে। ইহাই প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া, লিঙ্গ শরীর নামে কথিত
। শাস্ত্রে যম "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন," ইত্যাদি রূপ
বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা, ইহাকে উদ্দেশ করিয়াই যে বলা হইয়াছে, এইরূপ
তে হইবে। ইহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র
হইয়াছে। বাস্তবিক অল্পপরিমাণযুক্ত বলিয়া উহাকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র
হয় নাই। কেননা, তথাবিধ শরীরের কোনরূপ পরিমাণ নাই (১)।
শরীর বৈকুণ্ঠ ও পাতালাদিতে গমন করে বলিয়া, যোগশাস্ত্রে
তিবাহিক' শরীরনামে প্রসিদ্ধ এবং এই শরীর ধ্যানাদি বিশিষ্ট হয় বলিয়া,
কে ভক্তিমৎ শরীরও বলা যাইতে পারে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের
ত সম্মিলিত মনকে মনোময় কোষ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত প্রাণাদিকে

(১) সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

মস্য, এবঞ্চ পঞ্চভূতাত্মকং পাঞ্চভৌতিকঞ্চ স্থূলং শরীরং, অন্ন সাধ্যত্বাদিনা অন্নময়কোষঃ, তস্যাপি ব্যষ্টিঃ বিশ্বনাম্নো জীবস্য সমষ্টিঃ বিরাটবৈশ্বানরাদিনাম্নশ্চেশ্বরস্য স্থূলং শরীরং, এবং সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ তদুদবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োশ্চ বনবৃক্ষবৎ, বনাবচ্ছিন্ন বৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ ভেদঃ, তৎসর্ব্বাধারভূতং চ মহচ্চৈতন্যং মহা কাশবদেকং, পরংব্রহ্মবাসুদেবসদাশিবাদিপদপ্রতিপাদ্যং, "তত্ত্ব মসী"ত্যাদিবাক্যে, সোঽয়ং দেবদত্ত ইতিবাক্যে দেবদত্তশরীরমি জহদজহৎস্বার্থয়া লক্ষণয়া লক্ষ্যমুচ্যতে, তত্তেদন্তয়োরিব বিশে ষণাংশয়োস্ত্যাগাৎ বিশেষ্যাংশস্যাত্যাগাচ্চেতি, নন্নু যদি সুখা দিকং সূক্ষ্মশরীরধর্ম্মস্তদা কথমহং সুখীত্যাদিপ্রত্যয়ৈরাত্মবৃত্তিত্ব

প্রাণময়কোষ বলা হয়। ইহারই সমষ্টি সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভাদিনামে প্রসি পরমাত্মার সূক্ষ্ম শরীর, এবং ইহার ব্যষ্টি তৈজস নামে প্রসিদ্ধ জীবের সূক্ষ্ম শরী উহা কেবল যোগীমাত্রেরই বোধগম্য বলিয়া সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চ ভূতময় পাঞ্চভৌতিক শরীরকে স্থূলশরীর বলা হয়, এবং উহা অন্নাদিদ্বা পুষ্টিলাভ করে বলিয়া অন্নময়কোষ নামে বিখ্যাত। উহার ও ব্যষ্টি, বিশ্বনাম জীবের স্থূলশরীর, এবং সমষ্টি, বিরাট বৈশ্বানরাদিনামে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরের স্থূ শরীর। এইরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে এবং উহাদের প্রত্যেকের দ্বারা অবচ্ছি চৈতন্যদ্বয়ের মধ্যে, যথাক্রমে, বন ও বৃক্ষ, এবং বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছি আকাশের মধ্যে পরস্পরের যেরূপ ভেদ, সেইরূপ প্রভেদ বুঝিতে হইবে ঐ সকলের আধার স্বরূপ মহৎ চৈতন্য, মহাকাশের ন্যায় এক, অর্থাৎ অখ পরমব্রহ্ম, বাসুদেব এবং সদাশিবাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হন। সেই এই দে দত্ত ইত্যাদি বাক্যে যেমন সেই ও এই দেবদত্তের শরীরকে জহৎ ও অজহৎ স্বার্থলক্ষণাদ্বারা অভিন্ন অর্থাৎ একই স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ তত্ত্ব এবং ইদ "সেই ও এই" এই দুই বিশেষণ অংশের পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ্যভূত দেবদ

হৃত ইত্যত আহ, অতত্ত্বব্যবহারোঽয়মর্থাদহং সুখীত্যাদিপ্রত্যয়ৈ-আত্মবৃত্তিতয়া ব্যবহারঃ, স অতত্ত্বঃ পারমার্থিকো ন ভবতি, প্রাক্তশ্রুত্যাদিবিরোধাদিত্যর্থ ইতি দিক্ ॥ ৩ ॥

অবতরণিকা।

সুখাদীনাং অন্তঃকরণধর্ম্মত্বে যুক্তিমাহ।

৯৫। নাবিকারিণস্ত্বাত্মনোঽন্তঃকরণবিকারাৎ ॥ ৪ ॥

নেতি—সুখদুঃখপ্রমাদাদয়ঃ সত্ত্বরজস্তমোবিকারা ভবন্তীতি প্রসিদ্ধমেব সাংখ্যপাতঞ্জলাদৌ, তথা চাত্র হেত্বর্থকস্তু শব্দঃ, তথাচ তোহেতোরাত্মানো ন বিকারিণঃ, অতঃ সুখাদয়ো আত্মধর্ম্মা

রীরের উভয়স্থলেই একরূপতা সিদ্ধ করা হইয়াছে, "তত্ত্বমসি" (তাহাই তুমি) ত্যাদি মহাবাক্যেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়া-ছেন, সুখাদি যদি সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম হয়, তবে আমি দুঃখী, আমি সুখী ইত্যাদি বোধসূচকবাক্যদ্বারা আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয় কেন? ইহার উত্তরে লিতেছেন, ইহা ভ্রান্তব্যবহার অর্থাৎ "অহম্ সুখী" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সুখাদিকে যে আত্মধর্ম্মরূপে ব্যবহার করা হয়, উহা প্রকৃত নহে, ভ্রান্ত। হাকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিলে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুত্যাদির বিরোধ হইয়া পড়ে ॥৩॥

অবতরণিকা।

সুখাদি যে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, তদ্বিষয় যুক্তি বলিতেছেন।

মূ, অ, ৯৪। যেহেতু আত্মাসকল অবিকারী, অতএব সুখাদিকে আত্মধর্ম্ম বলা যায় না। কিন্তু উহারা অন্তঃকরণেরই বিকার ॥ ৪ ॥

সুখ, দুঃখ এবং প্রমাদাদি যে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বিকার, ইহা সাংখ্য ও পাতঞ্জলপ্রভৃতি দর্শনে প্রসিদ্ধ। এই সূত্রে যে "তু" শব্দ আছে,

ন ভবন্তি, তেষাং বিকারত্বেন বিকারিধর্ম্মত্বস্যৌচিত্যাৎ; কিন্ত্বন্তঃকরণবিকারাৎ সত্ত্বাদিবিকারত্বেনান্তঃকরণমপি বিকারি ভবতী তদ্বিকারা এব সুখাদয়ঃ, অতএব তে, তদ্ধর্ম্মাঃ তেনৈব চ গৃহ্য ইতি, তদাত্মকস্যৈব তদ্গ্রহণপ্রয়োজকত্বাৎ, অন্তঃকরণধর্ম্মত্বাদে তে আন্তরা ইত্যুচ্যন্তে, গুণেষু চাহঙ্কারেণাত্মত্বভ্রমাত্তদ্বিকারত্ব তদ্ধর্ম্মেঽপি সুখাদাবাত্মধর্ম্মত্বপ্রতীতিরিতি অতএব প্রকৃতি স্বাত্মবিবেকাৎ সুখাদাবৌদাসীন্যেন বৈরাগ্যং কৈবল্যমি বিস্তৃতমন্যত্রেতি দিক্ ॥ ৪ ॥

তাহার অর্থ হেতু। তাহা হইলে সূত্রের অর্থটি এরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যেহেতু আত্মা সকল বিকারী নহে, অর্থাৎ উহারা কোন কার্য্যের উপাদান ন অতএব সুখাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে, সুখাদি বিকার অর্থাৎ কার্য্য স্বরূপ, সুত উহারা, কোন বিকারী পদার্থের, যাহাদের স্বরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, অ যাহারা অপর বস্তুর উপাদান কারণ হয়, এইরূপ পদার্থেরই ধর্ম্ম হওয়া উচি সুতরাং উহারা অন্তঃকরণেরই কার্য্য স্বরূপ, দেখ, সত্ত্বাদি হইতে অন্তঃকর উৎপত্তি হয় এবং অন্তঃকরণ নিজেও বিকারী, অতএব সুখাদি অন্তঃকরণে বিকার, সুতরাং অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম এবং অন্তঃকরণের দ্বারাই তাহা জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ সুখাদির উপাদান বলিয়াই উহা সুখা জ্ঞানের প্রয়োজক হয় এবং সুখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়াই উহাদিগ আন্তরপদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অহঙ্কার নিবন্ধন সত্ত্বাদিগু আত্মত্বের ভ্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ অহঙ্কারবশতঃ সত্ত্বাদিগুণকে আ বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে, সুখাদি সত্ত্বাদিগুণেরই বিকার অ কার্য্য, এই জন্য সত্ত্বাদিগুণের ধর্ম্ম সুখাদিকেও আত্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতী হয়। অতএব প্রকৃতি হইতে আত্মার বিবেক অর্থাৎ ভেদজ্ঞান হইলে ঔ সীন্য অর্থাৎ সুখাদির সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নাই—এইরূপ জ্ঞা

অবতরণিকা ।

অথ জীবাত্মনঃ পরমাত্মলয়প্রকারমাহ ।

৯৬ । অনন্যভক্ত্যা তদ্‌বুদ্ধেস্তস্মিন্নত্যন্তলয়াদানন্দঃ ॥ ৫ ॥

অনন্যেতি—অনন্যভক্ত্যা ঈশ্বরাদন্যৎ কিমপি নাস্তি, সর্ব্ব-
ারাত্মকমেবেতি নিশ্চিত্য সর্ব্বপ্রকারকং যদীশ্বরভজনং, তৎ-
পয়া ভক্ত্যা তস্মিন্নীশ্বরে জীবোপাধিভূতায়া বুদ্ধেরত্যন্ত-
াৎ বৃত্তিরাহিত্যেনাবস্থানাৎ, স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দমাত্রস্ফুরণাৎ
ানন্দপ্রাপ্তিরূপা মুক্তির্ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ গীতা—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ইত্যাদি ॥৫॥

। হইলে, সুখাদিবিষয়ে আত্মার বৈরাগ্য অর্থাৎ অনুরাগের অভাব হয় এবং
প বৈরাগ্যহেতু কৈবল্য বা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, ইহা অপর স্থানে বিস্তৃতভাবে
াচিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অবতরণিকা ।

এক্ষণে পরমাত্মাতে জীবাত্মার যে প্রকারে লয় হয়, তাহা বলিতেছেন ।

মূ, অ, ৯৬ । অনন্যভক্তি, অর্থাৎ একাত্মভক্তিদ্বারা
দ্ধির অর্থাৎ জীবজ্ঞানের অত্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণলয়হেতু ব্রহ্মা-
ন্দর স্ফূর্ত্তি হয় ॥ ৫ ॥

অনন্যভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই, সকলবস্তুই ঈশ্বরস্বরূপ—
রূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরভজনরূপ যে ভক্তি, তাহাদ্বারা জীবের
াধিভূত বুদ্ধির অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের অত্যন্ত লয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির
াব হইলে, জীবের বুদ্ধিতে স্বপ্রকাশ অখণ্ড আনন্দমাত্রের স্ফূর্ত্তি হইলে,
ানন্দপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি উৎপন্ন হয় । গীতাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে,

অবতরণিকা ।

ননু স্বপ্রকাশাখণ্ডানন্দস্বরূপসহজত এবাত্মেতি জীবান
তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তেঃ সিদ্ধতয়া পুরুষপ্রযত্নাসাধ্যত্বেন কথং পুরু
র্থত্বমিত্যত আহ।

৯৭। গ্রামাদিবৎ ॥ ৬ ॥

গ্রামেতি—যথা সিদ্ধোঽপি গ্রামাদিঃ, স্বত্বস্য জন্যতয়া স্ব
বিশিষ্টশ্চাধিকারঃ পুরুষার্থ ইত্যভিধীয়তে তথা বিষয়তাপ্রাকট্য
শ্রবণমননাদিজন্যতয়া তদ্বিশিষ্টঃ ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারঃ পুরুষ
ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

"হে পার্থ, যাঁহার অন্তরে সকল ভূত অবস্থিত এবং যিনি এই সমুদয় বি
সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য ॥ ৫ ॥

অবতরণিকা

আচ্ছা, আত্মা যখন স্বভাবতঃই স্বপ্রকাশ, অখণ্ডানন্দস্বরূপ, তখন আত্মস্ব
জীবদিগের তথাবিধ আত্মত্বপ্রাপ্তি ত আপনা হইতেই সিদ্ধ, উহার সিদ্ধির
পুরুষের কোনরূপ চেষ্টাইত আবশ্যক হয় না, তবে তথাবিধ আত্মত্বপ্রাপ্তিকে
ষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উ
করিতেছেন।

সূ, অ, ৯৭। গ্রামাদির ন্যায় ॥ ৬ ॥

যেমন বহুপ্রাচীন কাল হইতে গ্রামাদিসিদ্ধ থাকিলেও ঐ সকলে অধি
পুরুষের চেষ্টাজন্য বলিয়া, ঐ অধিকার উৎপাদক চেষ্টাকে পুরুষার্থ বলিয়া অ
হিত করা হয়, সেইরূপ আত্মার স্বপ্রকাশ ও অখণ্ডানন্দস্বরূপতা স্বতঃসিদ্ধ
লেও, উহাকে জ্ঞানের বিষয় করা, অর্থাৎ আত্মা তথাবিধ এইরূপ জ্ঞান করা,
ষের শ্রবণমননাদিচেষ্টাজন্য বলিয়া ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার অর্থাৎ আত্মাকে স্বপ্র
ও অখণ্ডানন্দস্বরূপ বলিয়া জানা, পুরুষার্থ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অবতরণিকা ।

ননু অনন্যভক্তৌ সত্যামপি বহূনাং মুক্তিং যন্ন দৃশ্যতে, ;ং কিংনিবন্ধনমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ ।

৯৮ । আয়ুশ্চিরমিতরেষাং তু হানিরনাস্পদত্বাৎ ॥ ৭ ॥

আয়ুরিতি—ইতরেষাং আয়ুশ্চিরং, অনন্যভক্তৌ সত্যামপি য বিদেহমুক্তিং নাসাদয়ন্তি, তেষাং, আয়ুশ্চিরং আয়ুর্বৃদ্ধিহেতুঃ ীবনাদৃষ্টং মুক্তিবিলম্ববীজং বিদেহমুক্তৌ তস্য প্রতিবন্ধকত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ াম্পৎস্য" ইতি জীবন্মুক্তিশ্চ তেষাং তাবদপি ভবত্যেব, ব্রহ্মা- ন্দসাক্ষাৎকারস্য তদাপি সত্ত্বাৎ, উক্তঞ্চ,

অবতরণিকা ।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল—আমরা দেখিতে পাই, অনেকের অনন্য ভক্তি ত্বেও মুক্তিলাভ ঘটে না, তাহার কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।

সূ, অ, ৯৮ । জীবনহেতু অদৃষ্টের স্থায়িত্বনিবন্ধন তাহা- দের দেহের নাশ হয় না বটে, কিন্তু দেহছাড়া তাহাদের দুঃখাদির হেতু ভূত অপর বস্তুর হানি হয়, কেননা, উহাদের কারণেরঅভাব হয় ॥ ৭ ॥

অনন্য ভক্তির উৎপত্তির পরও তাহারা যে বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ একেবারে দেহের সহিত লয়প্রাপ্ত হয় না, তাহার কারণ তাহাদিগের আয়ু বৃদ্ধির- হেতুভূত অদৃষ্টবিশেষ তখনও বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের বিদেহমুক্তিলাভের প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। দেখ, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "তাহার যে পর্য্যন্ত মুক্তি- লাভ না ঘটে, সেই পর্য্যন্ত তাহার জীবনাদৃষ্ট বর্ত্তমান থাকে। ঐ অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে তাহার সর্ব্বপ্রকারে মুক্তিলাভ হয়।" যাহা হউক, তাহাদের বিদেহ-

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥

ইত্যাদি দুঃখত্রয়াদিহানিস্তু তেষামপি ভবত্যেব, তেষাং তদাপি দুঃখহেতুদুর্ব্বাসনাদ্যনাস্পদত্বাৎ। তথাচ সততং ভগবদ্ভক্তে জীবনপ্রয়োজকাদৃষ্টভগবদিচ্ছাদিমহিম্না জীবতঃ কারণমহিম্না ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারঃ, কারণাভাবাচ্চ দুর্ব্বাসনাদুরিতদুঃখদৌর্ম্মনস্যাদ্যভাবশ্চেতি সিদ্ধং॥ ৭॥

অবতরণিকা।

অথ পুনঃপুনর্জ্জন্মোপরমাদিলক্ষণা সংস্থতিরভক্তেরজ্ঞানাৎ কর্ম্মণোবেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।

মুক্তি না হইলেও, জীবনমুক্তি যে, লাভ হয়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই কেননা, তখন তাহাদের একমাত্র ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকারই হইয়া থাকে শাস্ত্রেও একথা বলা হইয়াছে, যথা "সমস্ত জগতের মূলস্বরূপ আপনাতে যাহাদের স্থির ভক্তি বিদ্যমান হয়, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামে কোনরূপই ইচ্ছা থাকে না, এবং মুক্তি তাহাদের হস্তগত হয়"। ইত্যাদি। বিদেহমুক্তি না হইলে উহাদের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের কারণীভূত কর্ম্ম প্রভৃতির বিনাশ হয় কারণ, তৎকালে উহাদের দুঃখাদির হেতুভূত দুর্ব্বাসনাদি আশ্রয়শূন্য হয়। সকল ভগবদ্ভক্ত, জীবনের স্থায়িত্বসম্পাদক অদৃষ্টসহকৃত ভগবদিচ্ছাদি প্রভাবে জীবিত থাকিয়াও ভগবদ্ভক্তির মহিমায় ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার লা করে, এবং দুর্ব্বাসনাদুরিত, দুঃখ এবং দৌর্ম্মনস্যাদির কারণ না থাকাতে তাহাদেরও আর অধীন হয় না॥ ৭॥

অবতরণিকা।

জীবদিগের সংসারে বারংবার যাতায়াত আদি কার্য্য তাহাদের অভক্তি অজ্ঞানজন্য কর্ম্মবশে সংঘটিত হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন।

৯৯। সংসৃতিরেষামভক্তেঃ স্যান্নাজ্ঞানাৎ কারণত্বা-
দ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

সংসৃতিরিতি—এষাং জীবানাং সংসৃতিঃ অভক্তের্ভবতি।
ক্তরীত্যা ভক্তের্মুক্তিজনকত্বমিতি মুক্তিবিরোধিন্যাঃ সংসৃতে-
ক্তিবিরোধাভক্তিজন্যত্বমিত্যস্যৈবৌচিত্যাৎ, নাজ্ঞানাৎ কর্ম্মণো
সংসৃতিকারণত্বাসিদ্ধেঃ, পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা, সংসৃতিং প্রত্যবশ্যং
তুত্বেন কল্পনীয়য়াভক্ত্যাঽভক্ত্যা অন্যথাসিদ্ধত্বেন কারণত্বাসিদ্ধেঃ,
ক্তং অবশ্যকৢপ্তনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিনৈব কার্য্যসম্ভবে তৎসহভূত-
থাসিদ্ধং, তথাচ যথা ঘটে জনয়িতব্যে অবশ্যকৢপ্তকার-
াকেন দণ্ডেন তৎসহভূতং নিয়তপূর্ব্ববর্ত্ত্যপি দণ্ডরূপাদিকং
থাসিদ্ধত্বান্ন কারণং, তথা বন্ধমোক্ষয়োঃ প্রভুরোষতোষদ্বারক-

মৃ, অ, ৯৯। জীবদিগের সংসারের যাতায়াতের প্রতি
ভক্তিই কারণ, অজ্ঞান বা তজ্জন্য কর্ম্ম নহে। কারণ
জ্ঞানজন্য কর্ম্মের কারণতা স্বীকার করা যায় না ॥ ৮ ॥

জীবদিগের সংসারে যাতায়াত, অভক্তি হইতেই হইয়া থাকে। ভক্তি
তে মুক্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং মুক্তির বিরোধী সংসা-
যাতায়াতের প্রতি ভক্তির বিরোধী অভক্তিকেই কারণ বলিতে হইবে।
ারে যাতায়াতের প্রতি অজ্ঞান বা তজ্জন্য কর্ম্মের কারণত্ব সিদ্ধি করা যায় না।
ননা, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সংসারে যাতায়াতের নিবৃত্তির প্রতি ভক্তিকেই
শ্যকারণরূপে কল্পিত করিতে হইবে, সুতরাং অজ্ঞানজন্য কর্ম্ম অন্যথাসিদ্ধ
য়া পড়ে, অন্যথাসিদ্ধবস্তু কখনও কারণ হইতে পারে না; শাস্ত্রে এইরূপ বলা
য়াছে যে, যাহা কার্য্যের সর্ব্বদাই নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহার দ্বারাই কার্য্যের
পত্তি যখন সম্ভবপর, তখন তৎসম্বদ্ধ অন্যান্য বস্তুসকলকে কারণ না বলিয়া

তদভক্তিভক্তিজন্যত্ব ধ্রৌব্যে, তৎসহভূততয়া নিয়তপূর্ব্ববর্ত্ত্যজ্ঞ
কর্ম্মাদিকং, জ্ঞানধর্ম্মাদিকঞ্চ তদন্যথাসিদ্ধতয়া ন বন্ধমোক্ষ
কারণমিতি ভাবঃ। তদুক্তং "জন্মানি ঘোরযমকিংকরতাড়ন
দৈন্যানি ঘোরযমকিংকরদর্শনানি কিঞ্চাস্মহং মম তুরঙ্গকুরঙ্গ
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজপরাঙ্মুখতানুভাব" ইতি॥ ৮॥

অবতরণিকা।

সকলপ্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণেভ্য ইতি প্রমাণান্যাহ।

অন্যথাসিদ্ধ বলিলেই চলে। অন্যথাসিদ্ধ শব্দের অর্থ, যাহা কার্য্যের পূ
অথচ কার্য্যোৎপত্তির প্রতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সহায় নয়, এইরূপ বস্তু।
ঘটরূপকার্য্যের উৎপাদন বিষয়ে দণ্ডই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সহায়ক,
অবশ্যকৢপ্ত কারণ, কিন্তু সেই দণ্ডের সহিত সম্বদ্ধ দণ্ডের রূপাদি ঘটোৎ
নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঘটোৎপাদনের সহায় নয় বলিয়া, উ
অন্যথাসিদ্ধ, কারণ নহে; সেইরূপ বন্ধ বা মোক্ষ যথাক্রমে প্রভুর রে
তোষের উৎপাদক প্রভুর প্রতি অভক্তি বা ভক্তির দ্বারা উৎপন্ন হইয়া
এইরূপ নিশ্চয় থাকাতে; সেই ভক্তি বা অভক্তিরসহিত সম্বদ্ধ অজ্ঞান বা ম
কর্ম্মাদি তথাবিধ বন্ধ বা মোক্ষের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও বন্ধ বা মে
প্রতি কারণ নহে, কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ, একথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। "জন্তু
আমি, আমার ইত্যাদি নানাবিধ মৃগতৃষ্ণিকার বশে শ্রীকৃষ্ণচরণে
পরাঙ্মুখতাজন্যই বারম্বার জন্ম, ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করের দ্বারায় তাড়না, দৈন্য
যমকিঙ্কর দর্শন ইত্যাদি হইয়া থাকে"॥ ৮॥

অবতরণিকা।

প্রমাণের দ্বারা সমুদায় প্রমেয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রমা
প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেছেন।

১০০। ত্রীণ্যেষাং নেত্রাণি শব্দলিঙ্গাখ্যভেদাদ্রুদ্রবৎ ॥৯॥

ত্রীণীতি এষাং জীবানাং ত্রীণি নেত্রাণি প্রমাকরণতয়া নেত্রাণী
নয়নসাধনানি প্রমাণানীত্যর্থঃ, তান্যেবাহ—শব্দলিঙ্গাক্ষভেদাৎ
ানুমানপ্রত্যক্ষাণীত্যর্থঃ রুদ্রবৎ যথা শ্রীরুদ্রস্য ত্রীণি নেত্রাণি,
া জীবানাং ত্রীণি প্রমাণানি, প্রমাজনকানীত্যর্থঃ। প্রমা-
ণত্বং প্রমাণসামান্যলক্ষণং। দোষবৎপুরুষাপ্রণীতশব্দত্বং
ক্যার্থগোচরযথার্থজ্ঞান,জন্যশব্দত্বং বা প্রমাণং শব্দস্য।
াষাশ্চ ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবনামানশ্চত্বারঃ। ব্যাপ্য-
া জ্ঞায়মানং লিঙ্গং ব্যপাত্বপ্রকারকং লিঙ্গজ্ঞানং বা
নুমানং, পক্ষজ্ঞানাদেরপ্যনুমানত্বে পরামর্শজনকজ্ঞানত্বং বা
নুমানস্য, ইন্দ্রিয়জন্যত্বঞ্চ প্রত্যক্ষস্য লক্ষণং। বস্তুতঃ শব্দানু-

মূ, অ, ১০০। রুদ্রের যেমন তিন নেত্র, সেইরূপ,
ীবদিগেরও নেত্র অর্থাৎ প্রমাণও তিনপ্রকার, শব্দ অনুমান
বং প্রত্যক্ষ ॥ ৯ ॥

জীবদিগের নেত্র অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানের কারণ প্রমাণ তিন প্রকার; শব্দ,
ুমান এবং প্রত্যক্ষ। রুদ্র অর্থাৎ ভগবান্ মহাদেবের নেত্র যেমন তিনটী,
বদিগের যথার্থজ্ঞানের কারণ, অতএব নেত্রস্বরূপ, প্রমাণও তিনটী। প্রমাণ-
ব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ প্রমার অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানের জনক, সুতরাং প্রমাণের
ধারণ লক্ষণ প্রমার করণ এইরূপই করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দ প্রমাণের
ক্ষণ এইরূপ—দোষবিশিষ্ট পুরুষদ্বারা অপ্রযুক্ত শব্দ অথবা বাক্যার্থের গোচরী-
ত যথার্থজ্ঞানজনক শব্দকেই শব্দপ্রমাণ বলা যায়। দোষ ভ্রম, প্রমাদ, প্রতা-
রণেচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, এই চারিপ্রকার অর্থাৎ এই চারিপ্রকার দোষ-
 ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত শব্দই শব্দপ্রমাণ। হেতুর দ্বারা সাধ্য জ্ঞানকে

নাভাব আসত্তিঃ, যথা গেহে ঘটোঽস্তীত্যাদি বাক্যে। অনুমানঞ্চ
াপ্তিবিশিষ্টস্য পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং, তত্র ব্যাপ্তিঃ মহানসাদৌ সহ-
রজ্ঞানেন ব্যভিচারজ্ঞানাভাবসহকৃতেন কার্য্যকারণভাবাদ্য-
কূলতর্কসনাথেন যো যো ধূমবান্, সোঽগ্নিমানিত্যেবং ধূমো
হ্নিব্যাপ্য ইতি প্রতীয়তে, ততশ্চ পর্ব্বতাদৌ ধূমং দৃষ্ট্বা ব্যাপ্তিং
রন্ বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যেবং ব্যাপ্তিবিশিষ্টং পক্ষধর্ম্মতয়া
রানুশতি, ততোঽয়ং পর্ব্বতোবহ্নিমানিত্যেবমনুমিতিরিতি।
ত্যক্ষং তু শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জ্জিহ্বাঘ্রাণমনাংসি ষড়িন্দ্রিয়াণি,
ংযোগসংযুক্তসমবায়সমবায়সমবেতসমবায়বিশেষণতাখ্যলৌকিক-
ানলক্ষণসামান্যলক্ষণযোগজধর্ম্মলক্ষণালৌকিকসংসর্গসন্নিকর্ষাণা-

য়া থাকে। আকাঙ্ক্ষাশব্দের অর্থ জ্ঞানের শেষ না হওয়া, বাক্যার্থের
য়ের বাধ না হওয়ার নামই যোগ্যতা, এবং বাক্যান্তর্গত পদসমূহের মধ্যে
ানও রূপ বিরুদ্ধার্থবোধক শব্দের ব্যবধান না থাকার নামই আসত্তি।
মন এই গৃহে ঘট আছে, ইত্যাদি বাক্যে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি
ই তিনই বিদ্যমান আছে। পরস্পর ব্যাপ্তি অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তিত্ব
পসম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া অপরটির পক্ষ-
তাজ্ঞানের নাম অনুমান। মহানসাদিতে ধূম ও অগ্নির অব্যভিচারী
হচর্য্য জ্ঞান অর্থাৎ যেখানে যেখানে অগ্নি আছে, সেইখানেই ধূম আছে
তএব ধূম অগ্নির ব্যাপ্য, ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়ের নামই ব্যাপ্তি। ধূম অগ্নির
াপ্য এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মাইবার পর, পর্ব্বতাদিতে ধূম দেখিয়া ঐ ব্যাপ্তিকে
রণ করতঃ লোকে মনে মনে স্থির করে যে, এই পর্ব্বতকে বহ্নিব্যাপ্য
বান্ দেখিতেছি, তাহার পরেই অনুমান করে, অতএব এই পর্ব্বত
হ্নিবিশিষ্ট। শ্রোত্র ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এবং মন, এই ছয়টী ইন্দ্রিয়-
যোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায় এবং স্বরূপ প্রভৃতি লৌকিক এবং

মন্যুতমেন সন্নিকৃষ্টমর্থং বিষয়ীকৃত্য জনয়ন্তি, মনশ্চ সং...
বিকাশশালি ইন্দ্রিয়ান্তরসম্বদ্ধং বা যস্মিন্ লৌকিকে, অলৌ...
বার্থে সংযুজ্যতে, তদাকারকং ভবতি, তদাকারে চ মন...
জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বতদাকার ইব ভাসমানোঽয়ং ...
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যববোধাত্মা স্ফুরতি। তত্র প্রকাশস্বরূপে...
বানাত্মাঽবিদ্যাবিশিষ্টো জীবঃ, শুদ্ধ ঈশ্বরঃ, ঘটাদ্যা...
রাকারিতমন্তকরণং মনোবুদ্ধিসত্ত্বাদিবাচ্যং, ঘটাদির্বিষয় ই...
তীক্ষ্ণমতিভির্যোগিভির্ভাব্যং। আত্মা, পরমাত্মা চ শ্রব...
নিদিধ্যাসনৈঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যঃ, প্রিয়তম ইব প্রিয়য়া ...

জ্ঞানলক্ষণা, সামান্যলক্ষণা যোগজলক্ষণা প্রভৃতি অলৌকিক সন্নিক...
সন্নিকৃষ্টবস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে। সংকোচ ও বিকাশবিশিষ্ট
বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে কোনও লৌকিক বা অলৌকিকপদার্থে সং...
হয়, সেই পদার্থের আকার প্রাপ্ত হয়। পরে তদাকারে পরিণত মনে ...
আত্মার প্রতিবিম্ব, সেই আকারেই প্রতিফলিত হইয়া, এই ঘট, এই শ্রী...
ইত্যাদিরূপ বোধের উদয় করে। প্রকাশরূপ আত্মা যখন অবিদ্যাবিশিষ্ট
তখনই জীবনামে খ্যাত হয়, এবং যখন অবিদ্যাশূন্য হয়, তখনই ঈশ্বর ...
অভিহিত হয়। ঘটাদির আকারে পরিণত অন্তঃকরণকেই বুদ্ধিতত্ত্বাদি
অভিহিত করা হয়, এবং ঘটাদিপদার্থকে জ্ঞানের বিষয় বলা হয়। ...
সকলপ্রকার জ্ঞানেই জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই তিনটী বস্তু বিদ্যমান থা...
সেই জন্যই আমি ঘট জানিতেছি, আমি শ্রীকৃষ্ণকে জানিতেছি, ইত্যাদি
অনুভব উৎপন্ন হয়। তীক্ষ্ণমতিবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তাৎপর্য্য ভাল ...
বুঝিয়া লইবেন। প্রিয়া যেমন শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ...
এবং একাগ্রচিত্তসংযোগের দ্বারা প্রিয়তমের সাক্ষাৎকার লাভ করে, ...
শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মা এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করি...

তেনান্তর্যোগেনান্তর্ব্বহির্যোগেন চ বহিরহর্নিশং নিষ্কপটৈঃ কায়-
মনোভিরর্চ্চনীয়ো, ভজনীয়ঃ স্বাত্মাভেদেন, মহেশ্বরত্বেন, বিশ্বত্ব-
ষ্ণুত্বাদিনা বা, সপ্রকারকেণ বা দর্শনেন দর্শনীয়শ্চেত্যুপদেশ-
রঃ। তদুক্তং হি হংসস্বরূপেণ ভগবতা ভাগবতে "মনসা বচসা
ষ্ট্যা দৃশ্যতেহন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ। অহমেব ন মত্তোহন্যদিতি বুধ্যধ্বম-
সে"ত্যাদি। উপমানং শক্তিগ্রহতয়া প্রসিদ্ধমনুমান এবান্তর্ভবতীতি
প্রদায়ঃ। অভিনবাস্তু উপমানং হি সাধর্ম্ম্যেণ, বৈধর্ম্ম্যেণ চ
বতি, যথা কীদৃগ্‌গবয়ঃ? ইতিপ্রশ্নে, গোসধর্ম্মা, মনুষ্যাদিবিধর্ম্মা
গবয়, ইত্যতিদেশবাক্যং শ্রুত্বা গিরিগতস্তথাভূতং পশুং দৃষ্ট্বাতি-
শবাক্যং স্মরন্ অয়ং গবয়পদবাচ্য ইত্যেবমুপমিনোতি, তথা
দৃক্ শ্রীকৃষ্ণ ইতি প্রশ্নে, নবীননীরদসধর্ম্মা বিশ্বসধর্ম্মা বা শ্রীকৃষ্ণ

ং যথোচিত অন্তর্যোগ ও বহির্যোগদ্বারা নিষ্কপট কায়, বাক্য ও মনে অহর্নিশ,
মাত্মাকে স্বকীয় আত্মার সহিত অভিন্নজ্ঞানে অর্চ্চনা করিবে, ভজনা করিবে,
ং মহেশ্বর বা বিষ্ণুরূপে দর্শন করিবে, ইহাই সার উপদেশ। এবং হংসস্বরূপ
বান্ ভাগবতে এইরূপ বলিয়াছেন যথা মন, বাক্য, দৃষ্টি এবং অপর
ন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণ আমাকেই দর্শন করিয়া থাকে। আমা-
তে ভিন্ন, অন্য কোনও বস্তু নাই।" ইত্যাদি। পণ্ডিতসম্প্রদায় উপ-
নকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। অভিনবেরা উপমানকে
কটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোনও বস্তুকে সাধর্ম্ম্য বা
ধর্ম্ম্যদ্বারা অপর বস্তুর সহিত তুলনা করার নামই উপমান। যেমন গবয়
রূপ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হয়, উহা গোসদৃশ এবং মনুষ্যাদির বিসদৃশ,
ইরূপ বাক্য শুনিয়া পর্ব্বতে গিয়া তথাবিধ পশু দেখিয়া উপমানদ্বারা "এই
কে গবয় বলে" এইরূপ জ্ঞান করে, এবং শ্রীকৃষ্ণ কীদৃশ? এইরূপ
জ্ঞাসানন্তর নবীননীরদতুল্য বা বিশ্বতুল্য শ্রীকৃষ্ণ। এই অতিদেশবাক্য শ্রবণ

ইত্যতিদেশবাক্যং শ্রুত্বা, যং কঞ্চিদেব তাদৃশং দৃষ্ট্বাতিদেশবাক্যার্থং স্মরন্ শ্রীকৃষ্ণোয়মিত্যুপমিনোতি, ভবতি চ তদ্যথার্থমেব, বিশ্বস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্বাদ্বিশ্বভিন্নস্যাপি চ তদ্রূপত্বাৎ, অতএব "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতু"রিতি বৈশেষিকাঃ, "সাধর্ম্মোণেশ্বরে বিশ্বাভেদস্য, বৈধর্ম্ম্যেণ বিশ্বে ভেদস্য চ জ্ঞানাৎ, অতএব শ্রুতাবপি পৃথিবীজলময় ইত্যাদিনা বিশ্বাভেদস্য, ন পৃথিবী ন জলমিত্যাদিনা বিশ্বভেদস্য চেশ্বরে প্রত্যয়নমিতি, যথা চ মায়াবিশিষ্টস্যাস্য বিশ্বাভেদস্তদবিশিষ্টস্য বিশ্বভেদাদিন্ধনাবচ্ছিন্নতদনবচ্ছিন্নবহ্নেরিন্ধনাভেদভেদবত্তথা চাতিবিস্তৃতং গীতাটীকাদাবিতি শিবং। তস্মাদুপমানমপি প্রমাণমেব। ইদমেব

করিয়া যে কোন দেবতাকে দেখিয়া ঐ অতিদেশবাক্যার্থ স্মরণপূর্ব্বক ইনিই শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাকার উপমান করিয়া থাকে। এবং সেই পদার্থ শ্রীকৃষ্ণরূপই হয়, কারণ, সমুদয় বিশ্বও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আর বিশ্বের অতিরিক্ত বস্তুও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। এই জন্যই বৈশেষিক সূত্রকার বলিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়"। ঈশ্বরে সাধর্ম্ম্যদ্বারা বিশ্বের সহিত অভেদের জ্ঞান হয়, এবং বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা বিশ্ব ভেদ জ্ঞান হয়। এই জন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, পৃথিবী জল ইত্যাদি ইত্যাদি ঈশ্বরস্বরূপ, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বের অভেদ এবং ঈশ্বর জলও নয়, পৃথিবীও নয়, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বের ভেদ জ্ঞান হয়। অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাভেদ, এবং মায়া অবিশিষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বভেদের প্রতীতি হয়। যেমন ইন্ধনাবচ্ছিন্ন বহ্নির, ইন্ধনের সহিত অভেদ এবং ইন্ধনানবচ্ছিন্ন বহ্নির ইন্ধনের সহিত ভেদ প্রতীতি হয়, এখানেও সেইরূপ। গীতার টীকাদিতে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। অতএব উপমানও একটি স্বতন্ত্র প্রমা

াধ্যাসনং, অনুমানঞ্চ মননং, শাব্দং শ্রবণং, প্রত্যক্ষং দর্শন-
চ শ্রোতব্য ইত্যাদিনা বেদেপি প্রোক্তং প্রমাণং চতুষ্টয়মিতি
াং ॥ ৯ ॥

অবতরণিকা।

অথ ক্ষিত্যাদিকং তত্তদবতারবিভূত্যাদিকঞ্চেশ্বরশরীরং
াচিত্ত দৃশ্যতে, কদাচিন্নেত্যনুভবসিদ্ধং, তৎ কিং তদুৎ-
ত্তিবিরামশাল্যথবাবির্ভাবতিরোভাবশালীত্যাকাংক্ষয়ামাহ—

১০১। আবির্ভাবতিরোভাবা বিকারাঃ স্যুঃ ক্রিয়াফল-
যাগাৎ ॥ ১০ ॥

উপনানের নামই নিদিধ্যাসন, অনুমান মনন, শাব্দ শ্রবণ, এবং প্রত্যক্ষ
র অর্থ দর্শন, অতএব শ্রোতব্য ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বেদেও চারপ্রকার
ণই উক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

অবতরণিকা।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ক্ষিতি আদি, এবং বিশেষ বিশেষ দেবতার বিভূতি
, ঈশ্বরের শরীর, ভূত হইলেও কখন দৃষ্ট হয়, কখন দৃষ্ট হয় না, ইহা
বসিদ্ধ। তবে কি উহারা উৎপত্তি বিনাশশালী? অথবা আবির্ভাব-
ভাবশালী? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন।

**সূ; অ, ১০১। আবির্ভাব ও তিরোভাব, ইহারা বিকার
াৎ অবস্থার পরিবর্ত্তনমাত্র। কেননা, ইহারা ক্রিয়ার
ার সহিত সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥**

আবিরিতি—ইহ পঞ্চভূতানি, পঞ্চতন্মাত্রাঃ, একাদশেন্দ্রিয়াণি অহঙ্কারো, বুদ্ধিঃ, প্রকৃতিঃ, পুরুষ, ঈশ্বরশ্চেতি ষড়্বিংশতি তত্ত্বানি তত্র প্রকৃতিপুরুষেশ্বরাঃ সর্ব্বদা যোগিভিঃ সপরিচয়মন্যৈরপরিচয় জ্ঞায়স্ত এবেতি নিত্যা এব। তদ্ভিন্নত্রয়োবিংশতিতত্ত্বাত্মকং ভগবতঃ সূক্ষ্মং, স্থূলং চ, শরীরং কাদাচিৎকদর্শনবিষয়তয়া বিচার্য্যতে, তত্র পূর্ব্বমসতঃ সত্ত্বমুৎপত্তিঃ, বিনাশপ্রতিযোগিত্বং বিনাশশালিত্বং পূর্ব্বমপি সতএবাপ্রকটস্য প্রাকট্যমাবির্ভাবঃ, সতএবাপ্রাকট্যস্তিরোভাবঃ, শশিসূর্য্যয়োরুদয়াস্তাবিব তৌ, তত্রাদ্যৌ নৈয়ায়িকাদিসম্মতৌ, দ্বিতীয়ৌ সাংখ্যপাতঞ্জলসম্মতাবেবং নি

এই সংসারে পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি পুরুষ এবং ঈশ্বর, এই ছাব্বিশটী তত্ত্ব বা পদার্থ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ এবং ঈশ্বর, ইঁহারা সর্ব্বদা যোগিগণকর্ত্তৃক স্বরূপতঃ অর্থাৎ ঠিক্ ঠিক্ পরিজ্ঞাত হন, এবং অপরেরাও ইঁহাদের সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞানই লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং ইঁহারা যে, নিত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদতিরিক্ত ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বই ভগবানের সূক্ষ্ম এবং স্থূলশরীরস্বরূপ। ইহাদের দর্শন কখন হয়, এবং কখন হয় না, বলিয়া ইহাদিগকে বিনাশী বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে, এই জন্যই ইহাদের বিষয় বিচার করা যাইতেছে। এখন দেখ, প্রথমে অবিদ্যমান বস্তুর বিদ্যমানতার নামই উৎপত্তি, এবং বিনাশ প্রতিযোগী, অর্থাৎ যাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বস্তুকেই বিনাশশালী হয়। আরও দেখ, অপ্রকটভাবে বিদ্যমান বস্তুর প্রাকট্য বা প্রকাশের আবির্ভাব। এবং বিদ্যমান বস্তুর অপ্রাকট্য বা অপ্রকাশ হওয়ার নাম তিরোভাব চন্দ্র ও সূর্য্যের যেমন উদয় ও অস্ত, আবির্ভাব ও তিরোভাবও ঠিক্ সেইরূপ এই চার প্রকারের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি, উৎপত্তি এবং বিনাশ, নৈয়ায়িক বৈশেষিকদিগের সম্মত, আর শেষোক্ত দুইটি, আবির্ভাব এবং তিরোভাব, সা

দ্বিতীয়পক্ষে সম্মতি দর্শনায়েয়মুক্তিঃ, আবির্ভাবতিরোভাবরদ্ধি-
নাদয়ো বিকারা ভবন্তি, তত্র হেতুঃ ক্রিয়াফলসংযোগাৎ, ঘটঃ
উৎপদ্যতে নশ্যতীত্যাদৌ, উৎপত্ত্যাদয়ো যে ধাত্বর্থফলীভূতাস্তেষাং
সম্বন্ধাৎ, তথাচ তৎসম্বন্ধঃ সত্যেব সম্ভবতীতি পূর্ব্বং সতএবোৎ-
পত্ত্যাদয়োবিকারাঃ, নত্বসত, ইত্যাবির্ভাব এবোৎপত্তিস্তিরোভাব
এব বিরামঃ, ইত্যত এব স্বর্গকামোঽগ্নিষ্টোমং যজেতেত্যত্রাগ্নি-
ষ্টোমস্য স্বর্গজনকত্বং প্রতীয়ত ইত্যুৎপত্তিবিধিরুচ্যতে, প্রথম-
দর্শনস্যেবোৎপত্তিত্বাৎ, নশিরদর্শনে ধাতুরিতি তিরোভাবস্যেব
নাশপদার্থত্বাচ্চ, এতদভিপ্রেত্যৈবোক্তং "নাসতো বিদ্যতে ভাবো
নাভাবো বিদ্যতে সত" ইতি শ্রীপাদাঃ. অভিনবাস্তু উৎপত্তি-

এবং পাতঞ্জলসম্মত　এইরূপ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বা শেষপক্ষে নিজের সম্মতি
দেখাইবার নিমিত্তই সূত্রকার এইরূপ সূত্র করিয়াছেন যে, আবির্ভাব, তিরোভাব
বৃদ্ধি এবং ক্ষয়, ইহারা সকল বিকৃতি, অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তনমাত্র, কেননা
উহারা ক্রিয়াফলের সহিত সংযোগভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ, ঘট উৎপ
হইতেছে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উৎপত্তি প্রভৃতি, উহাদের প্রকৃতিভূত ধাতুর অর্থে
ফলস্বরূপ, উহাদের সহিতই ঘটাদির সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। অতএব তথাবিধ সম্ব
বিদ্যমান পদার্থেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বিদ্যমান বস্তুরই উৎপত্তি প্রভৃতি বিকৃতি
হইতে পারে, অবিদ্যমান বস্তুর নহে। সুতরাং আবির্ভাব এবং উৎপত্তি এক
পদার্থ, এইরূপ তিরোভাবের নামই বিনাশ। এই জন্যই স্বর্গাভিলাষী হইয়
অগ্নিষ্টোম যাগ করিবে, এই বাক্য দ্বারা অগ্নিষ্টোমকে স্বর্গের উৎপাদক বলিয়
প্রতীতি হইতেছে বলিয়াই ইহাকে উৎপত্তি বিধি বলা হয়। প্রথম দর্শনে
নামই উৎপত্তি। এইরূপ নশ ধাতুর অর্থ অদর্শন, সুতরাং তিরোভাব ও নাশে
একই অর্থ হইতেছে। এই সকল বিচার করিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এ
সংসারে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং বিদ্যমান বস্তুর অভাবও হয় না"

রামাদয়ঃ সত এব ভবন্তি, বিকারত্বাৎ, বৃদ্ধিহানাদিবদিত্যনুমানং। ত্র চানুকূলতর্কং হেতুবিধয়া প্রদর্শয়তি ক্রিয়াফলসংযোগাদিতি, স্তি খলু প্রতিকল্পং পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পবৎ ক্ষিত্যাদি, তস্য চ পূর্ব্ব-:দেব ক্রিয়াফলসম্বন্ধস্তথাচ পূর্ব্বকল্পীয়ক্ষিত্যাদীনাং মিথোভেদ-ল্পনে গৌরবং স্যাদিতি. তত্তৎসাধকপ্রত্যক্ষানুমানাদৌ প্রমাণে ঘবোপনীতমেকত্বং ভাসতে, প্রত্যভিজ্ঞা চ, মার্কণ্ডেয়প্রভৃতীনাং রজীবিনাং তদেবেদং ক্ষিত্যাদিকমিতি প্রত্যভিজ্ঞাপি, সা চ ধকং বিনা ব্যক্ত্যৈক্যমেব বিষয়ীকরোতি, অন্যথা ঘটাদাবপি ক্ত্যৈক্যং ন সিধ্যেত, অতএবাক্ষচরণকণাদাদেরপি মতে

পাদাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিনবাচার্য্য বলেন, উৎপত্তি াং বিনাশ প্রভৃতি বিদ্যমান পদার্থের হইয়া থাকে, কারণ, উহারা বৃদ্ধি ও াদির ন্যায় বিকৃতিমাত্র। তাঁহার এই অনুমানের প্রতি একটী অনুকূল কেই হেতু স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন কারণ, ঐ ক্ষিত্যাদি ক্রিয়াফলের সহিত যোগ প্রাপ্ত হয়। দেখ, প্রতিকল্পেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় ক্ষিত্যাদির সৃষ্টি য়া থাকে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায়ই ঐ ক্ষিত্যাদির ক্রিয়া ও ফলের ত সম্বন্ধও শ্রুত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পূর্ব্বকল্পজাত ক্ষিতিপ্রভৃতির কল্পীয় ক্ষিতি প্রভৃতির ভেদ স্বীকার করা গৌরব ভিন্ন কিছুই নহে, াদের অস্তিত্বের সাধক প্রত্যক্ষও অনুমানাদি প্রমাণ নিবন্ধন লাঘবজনিত ত্বই প্রতীতি হইতেছে। এবং মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি চিরজীবী মুনিগণের পর-ীয় ক্ষিত্যাদিতে ইহাই সেই অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় ক্ষিত্যাদি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার াও শুনা যায়। কোন রকম বাধকযুক্তি না থাকিলে, প্রত্যভিজ্ঞা যে ব্যক্তিবিষয়কই হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। তাহা না বলিলে, ত্যভিজ্ঞাদ্বারা ঘটাদিতেও ঐক্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যভিজ্ঞা ই বস্তুবিষয়ক হয় বলিয়াই গৌতমকণাদির মতে প্রতিকল্পে বর্ত্তমান

রমাণবো দিক্কালাকাশমনোমহেশজীবাঃ প্রতিকল্পমেকৈকা বেতি সিদ্ধান্তোঽপি। অতএব মার্কণ্ডেয়েন প্রলয়দশায়ামেককস্মিন্নেব বটপত্রশায়িনো বালকরূপিণো ভগবত উদরে র্ব্বানুভূতমেব জগদ্দৃষ্টং, ভগবতা শ্রীব্রহ্মণাপি পদ্মনালেন শ্রীনারায়ণনাভিদ্বারা তদুদরং প্রবিষ্টেন তথৈব জগদ্দৃষ্টং, কমলরূপেণ পুনস্ততোনির্যাতং যথাসংস্থকমলপত্রাদিনৈব ত্রৈলোক্যং, প্রতিব্যক্তি নির্ম্মম ইতি মহাপুরাণাদৌ প্রসিদ্ধমিতি। ইদন্তু ধ্যেয়ং কিঞ্চিদবশ্যমুৎপত্তিবিরামশালি স্বীকর্ত্তব্যং, কথমন্যথা কদাচিদাবভাবাদিকমপীতি, তত্র ক্ষিত্যাদিকমেব তথা, ক্ষিত্যাদি দর্শনং তথেত্যন্যে, দর্শনমপি নিত্যমেবেতি বিষয়সম্বন্ধ এব তথেত্যপরে, বিষয়তায়াঃ• শক্তিস্বরূপতয়া নিত্যত্বে তৎসঙ্কোচবিকাশাত্মকং

রমাণু দিক্, কাল, আকাশ, মনঃ, ঈশ্বর এবং জীবের ঐক্য সিদ্ধ করা ইয়াছে, এবং এই জন্যই মার্কণ্ডেয় প্রলয়কালে একই বটপত্রে শয়নকারী াকরূপী ভগবানের উদরে পূর্ব্বকল্পানুভূত জগৎই দর্শন করিয়াছিলেন। এবং গবান্ ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্মের নালদ্বারা তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া সেইরূপই জগদ্দর্শন করিয়াছিলেন। উহাই পদ্মস্বরূপে নির্গত হইলে, থাস্থিত ঐ পদ্মপত্রাদিদ্বারা ত্রৈলোক্য সৃজন করিয়াছিলেন এ কথা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। তাহ'লেও এইটুকু মনে রাখা উচিত যে, কোন কোন স্তুকে অবশ্যই উৎপত্তি ও বিনাশশালী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা া বলিলে, আবির্ভাব বা তিরোভাবাদি কদাচিৎ হয় কেন? সর্ব্বদা হয় না কন? কাযেই অন্তত উহাদিগকে উৎপত্তি ও বিনাশশালী বলা উচিত। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশশালী। অপরে বলিয়াছিল, ক্ষিতি প্রভৃতির দর্শনই উৎপত্তি বিনাশশালী আর একদলেরা বলিয়া থাকেন দর্শনত নিত্যপদার্থ, তবে পদার্থের সহিত দর্শনের

বিষয়তাপ্রাকট্যমেব তথেত্যভিনবাঃ। তত্র যথান্বয়ব্যতিরেক-শালিদণ্ডাদিকমেব কারণং, ভ্রমবিশেষজনকত্বাদিকং লগুড় দণ্ড-স্বর্ণদণ্ডাদিনিষ্ঠং তত্তদেকত্বসমবেতজাতিস্বরূপাদিকং বা দণ্ডত্বাদি কারণতাবচ্ছেদকং, ভ্রমিজন্যতাবচ্ছেদকতয়াসিদ্ধং মৃত্তিকাত্ব-ব্যাপ্যং ঘটত্বাদিকং জন্যতাবচ্ছেদকং. কারণদিশি ভ্রম্যাদিঃ, কার্য্যদিশি সংযোগঃ সম্বন্ধ ইত্যেকে, কারণদিশি কারণতাবচ্ছে-দকসম্বন্ধাদিকং সর্ব্বমতেপি তথৈব. কার্য্যদিশি পরন্তুংকল্পনাঘট-কত্বমিত্যেকে, প্রথমদর্শনমিত্যন্যে, তাদৃশপ্রথমদর্শনবিষয়তাত্ব-মিত্যপরে, তাদৃশপ্রথমদর্শনবিষয়তাবিকাশত্বমিত্যভিনবাঃ, সর্ব্ব-স্বৈস্তত্তন্মতে তত্তৎসমবেত জাতিরূপমেবেতি—ন কার্য্যতাবচ্ছে-দকাংশেপি ক্বচিদপি গৌরবং, কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধোপি প্রথমে

যে একটি বিষয়তাসম্বন্ধ আছে, সেই বিষয়তাসম্বন্ধই উৎপত্তি ও বিনাশশালী। অভিনব আচার্য্য বলেন বিষয়তাসম্বন্ধ শক্তিস্বরূপ, সুতরাং উহা নিত্য অতএব ঐ বিষয়তার সংকোচবিকাশরূপ যে প্রাকট্য (প্রকাশ) আছে, উহাই উৎপত্তিবিনাশশীল। এই উৎপত্তি ও বিনাশাদির প্রতি দণ্ডাদিকেই কারণ বলিতে হইবে, কারণ উৎপত্ত্যাদিতে দণ্ডাদি অন্বয়ব্যতিরেকশালী অর্থাৎ দণ্ডাদি থাকিলেই (ঘটাদির) উৎপত্ত্যাদি হয়, দণ্ডাদি না থাকিলে হয় না দণ্ডাদি বলিতে কুলালচক্রাদির ভ্রমিবিশেষাদির উৎপাদক, লগুড় স্বর্ণদণ্ডাদি অনেক বস্তুতে সমবেত দণ্ডত্বরূপজাতিবিশিষ্ট পদার্থ। দণ্ডাদিতে বর্ত্তমান দণ্ডত্বাদি কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, ভ্রমিজন্যতাবচ্ছেদকত্ব রূপে সিদ্ধ মৃত্তিকাত্বব্যাপ্য ঘটত্বাদিধর্ম্ম জন্যতাবচ্ছেদক। কারণের দিকে ভ্রমি আদি, কারণতাবচ্ছেদক এবং কার্য্যের দিকে সংযোগ সম্বন্ধই জন্যতাবচ্ছেদক, এই কথা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাদি সকল মতেই এক প্রকার কার্য্যের দিকে অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা দৃষ্ট হয়। কেহ ঘটত্বকে

ংযোগঃ, দ্বিতীয়ে দর্শনবিষয়সংযোগঃ, তৃতীয়ে বিষয়তাশ্রয়বিষয়-
ংযোগঃ, চতুর্থে বিকাশাশ্রয়াশ্রয়বিষয়সংযোগ ইত্যত্র ভবতি পরং
রং গৌরবসম্ভাবনা, সাপি বস্তুতো নাস্তি, সর্ব্বত্র স্বরূপসম্বন্ধ এব
র্য্যবসানাৎ, তত্তন্মতে তাদৃশবিষয়জ্ঞানবিষয়কতাদিকল্পনে গৌর-
াচ্চ, পূর্ব্বপূর্ব্বমতে উত্তরোত্তরমতসিদ্ধজন্যত্বাভ্যুপগমস্যাবশ্যক-
াদিতি সর্ব্বৈশ্চতদ্ব্যবহারানুবোধমাশ্রিত্যোক্তং, পরমার্থতস্তু স্বয়-
মব শক্তিতঃ শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছানুরূপং প্রতিদিক্সময়োপাধিপ্রতি-
রীরমস্তর্ব্বহিশ্চ সতাণ্ডবমতিপ্রমোদান্নরীনর্ত্তীতি শিবম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমৈথিলমন্মিশ্রমহানুভাবশ্রীভবদেবকৃতে শ্রীশাণ্ডিল্য-
সূত্রীয়াভিনবভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিক-
ব্যাখ্যা। সম্পূর্ণঞ্চ ভাষ্যমিদমিতি শিবং ॥

ন্যতাবচ্ছেদকত্ব বলিয়াছেন, কেহ কেহ প্রথমদশনকেই জন্যতাবচ্ছেদক
লিয়াছেন, অপরেরা আবার প্রথমদর্শনবিষয়তাত্বকেই তাদৃশ অবচ্ছেদক
লিয়াছেন। অভিনবাচার্য্য তাদৃশ প্রথমদর্শনবিষয়তাপ্রকাশকত্বকেই তথাবিধ
বচ্ছেদক বলেন। ইত্যাদি নানা মুনির নানামত ব্যবহারানুসারে উক্ত
ইল। বাস্তবিক শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজশক্তিপ্রভাবে ইচ্ছাক্রমে সকল দিকে সকল
ময় তাণ্ডবশালী শরীর বিস্তার পূর্ব্বক আমোদে নৃত্য করিতেছেন ॥ ১০ ॥

সমাপ্ত।